মধ্য-লীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্‌জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥১॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সঞ্চার্য্যেতি। গৌরপ্রেমসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে রামানন্দঃ অভিধা নাম যস্য স এব ভক্তো মেঘ স্তস্মিন্ স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি স্বকীয়-ভক্তিসিদ্ধান্তানাং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসসিদ্ধান্তানাং চয়াঃ সমূহা স্তএবামৃতানি বারিতুল্যানি সঞ্চার্য্য সঞ্চারণং কৃত্বা অমুনা রামানন্দ-মেঘেন বিতীর্ণৈঃ কৃতৈঃ এতৈ র্ভক্তিসিদ্ধান্তময়জলৈঃ তজ্‌জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং তেষাং সিদ্ধান্তানাং জ্ঞত্বং বোধ স এব রত্নং তস্যালয়তাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। যথা সমুদ্রজল-প্রদানেন মেঘ স্তস্মিন্ বর্ষন্তি শঙ্খমুক্তাদিষু রত্নাদি সম্ভবতি অতএব সমুদ্রো রত্নালয়তাং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জয় শ্রীরাধাগিরিধারী। মধ্যলীলার এই অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণোপলক্ষ্যে গোদাবরী-তীরস্থিত বিদ্যানগরে রায়-রামানন্দের সহিত মিলন এবং তাঁহার সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদির আলোচনা বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। গৌরাব্ধিঃ (গৌর-সমুদ্র) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (ভক্ত-রায়রামানন্দরূপ মেঘে) স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি (স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহরূপ অমৃত) সঞ্চার্য্য (সঞ্চার করিয়া) অমুনা (তৎকর্ত্তৃক—সেই রামানন্দরূপ মেঘকর্ত্তৃক) বিতীর্ণৈঃ (বর্ষিত) এতৈঃ (এসমস্তদ্বারা—সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃতদ্বারা) তজ্‌জ্ঞত্বরত্নালয়তাং (সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নের আলয়ত্ব) প্রয়াতি (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র ভক্ত-রামানন্দস্বরূপ মেঘে স্ববিষয়ক-ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্ত্তৃক (সেই রামানন্দরূপ মেঘ কর্ত্তৃক) বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তরূপ অমৃতদ্বারা সিদ্ধান্তের অনুভবরূপ রত্নসমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১

কথিত আছে, বৃষ্টির জল না পড়িলে সমুদ্রের শুক্তি-শঙ্খাদিতে রত্ন জন্মেনা; বৃষ্টির জল পড়িলেই সমুদ্রে রত্নাদির উৎপত্তি হয়। সমুদ্র সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পরূপে নিজের জল মেঘে সঞ্চারিত করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে ঐ জল পতিত হয়; তখন সমুদ্র সেই বৃষ্টির জল গ্রহণ করিলেই তাহাতে রত্নাদি জন্মে এবং সেই রত্ন ধারণ করিয়াই সমুদ্র তখন রত্নাকর নামে পরিচিত হয়। গ্রন্থকার এই ব্যাপারের সঙ্গে রামানন্দরায়ের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনের তুলনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুকে সমুদ্রের সঙ্গে রামানন্দরায়কে মেঘের সঙ্গে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-রসাশ্রিত ভক্তি-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে জলের বা অমৃতের সঙ্গে এবং রামানন্দ-রায়ের মুখে ঐ সকল সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাহাদের উপলব্ধিকে রত্নের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্র যেমন নিজের জলই মেঘে সঞ্চারিত করিয়া পুনরায় মেঘ হইতে তাহা গ্রহণ করে, মহাপ্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক (স্ববিয়ক) ভক্তিরস-সিদ্ধান্ত সমূহ পরমভক্ত-রামানন্দ-রায়ে সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করান এবং স্বয়ং ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত রামানন্দ-রায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উপলব্ধি লাভ করেন।

গৌরাব্ধিঃ—গৌররূপ অব্ধি (সমুদ্র)। সমুদ্র হইতেই অদৃশ্য বাষ্পরূপে জল উঠিয়া যেমন মেঘে সঞ্চারিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় এবং সেই মেঘ হইতে সেই বাষ্পই আবার যেমন বৃষ্টিরূপে সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল নিধান শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইতে তাঁহারই কৃপাশক্তির যোগে অপরের অদৃশ্যভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ রায়রামানন্দে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধান্ত-প্রকাশে সমর্থ করিয়াছিল—জলীয় বাষ্প যেমন মেঘকে বর্ষণের উপযোগী করে। এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে অব্ধি বা সমুদ্র বলা হইয়াছে। অপ্ (জল) + ধি—অব্ধি, জলধি, সমুদ্র। সমুদ্রই মেঘে জল সঞ্চারিত করে; কিন্তু কিভাবে করে, তাহা কেহ দেখেনা; সূর্য্যের কিরণে সমুদ্রের জল বাষ্পরূপ ধারণ করে; এই বাষ্প বায়ুর মতন; তাই কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই বাষ্পই আকাশে উপরে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এইরূপে, সূর্য্যকিরণ যেমন সমুদ্রের জলকে বাষ্পের রূপ দিয়া মেঘে সঞ্চারিত করে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপাশক্তিও তেমনি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চিত্ত হইতে সিদ্ধান্তসমূহকে রায়-রামানন্দের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়াছিল। সমুদ্র যেমন অপরিমিত জলের আধার, তদ্রূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও অনন্তজ্ঞানের আধার—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া। জ্ঞানবিষয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সমুদ্রের তুল্য। যাহা হউক, প্রভুর কৃপাশক্তি যে রায়রামানন্দে সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, তাহা অপরের—এমন কি রায়রামানন্দেরও—অদৃশ্যভাবে; মুখের উপদেশাদিদ্বারা নহে। রায়ের চিত্তে প্রভু সমস্ত তত্ত্ব স্ফুরিত করিয়াছিলেন—একথা রায়রামানন্দের নিজমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। "এত তত্ত্ব মোর মুখে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥ অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে॥ ২।৮।২১৮-৯॥" ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে, কথাবার্ত্তা বলিয়া নহে। উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্ফুরিত করেন; নির্ম্মলচিত্ত লোকই তাহা বুঝিতে পারে। এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্ফুরিত করিয়া। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে। শ্রীভা. ১।১।১॥" **রামাভিধ-ভক্তমেঘে**—রাম (রামানন্দ) নামক ভক্তরূপ মেঘে। মেঘে যেমন বাষ্প যায়, তদ্রূপ রায়-রামানন্দে প্রভুর কৃপাশক্তিপ্রেরিত সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞান আসিয়াছে বলিয়া রায়-রামানন্দকে মেঘ বলা হইল। রামাভিধ ভক্তমেঘে-শব্দের অন্তর্গত ভক্ত শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তব্যতীত অপর কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশের শক্তি ধারণ করিতে পারে না, অপর কাহারও চিত্তে ভক্তিতত্ত্ব স্ফুরিতও হইতে পারে না। **স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি**—স্বভক্তি (স্ববিষয়ক—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভক্তি) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে ভক্তি, তাহাই এস্থলে স্বভক্তি-শব্দে বুঝাইতেছে; সেই ভক্তি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহকে অমৃত বলা হইয়াছে। এস্থলে সিদ্ধান্ত-শব্দে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তই সূচিত হইতেছে; রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল রসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল রস পরম-আস্বাদ্য, পরম-রমণীয়। তাই এই সকল রসসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অমৃত-শব্দের একটী অর্থ জলও হয়। জল-অর্থ ধরিলে বুঝিতে হইবে, ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসমূহকে জলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে—সমুদ্র হইতে বাষ্পরূপে জল যেমন মেঘে যায়, তদ্রূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইতে কৃপাশক্তির যোগে এসকল সিদ্ধান্ত রায়-রামানন্দে গিয়াছে বলিয়া। কিন্তু এস্থলে অমৃত-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই—পরম আস্বাদ্য এবং পরম লোভনীয় বস্তুবিশেষরূপ অর্থই—অধিকতর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ এই। প্রথমতঃ, স্বরূপতঃই ভক্তি পরম আস্বাদ্য, আনন্দস্বরূপা। রতিরানন্দরূপৈব (ভ. র. সি.)। তাই পরম লোভনীয়ও বটে। ভক্তিসিদ্ধান্তও তদ্রূপ পরম মনোরম, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, পরম লোভনীয়। তাই অমৃতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে আধারে যে বস্তু থাকে, সেই আধার হইতে সেই বস্তুই পাওয়া যায়। সমুদ্রে আছে জল, তাই সমুদ্র হইতে মেঘ জল পায়, অমৃত পাইতে পারে না। কিন্তু রসঘনবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে সমুদ্রের ন্যায় লোনাজল নাই, আছে অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত অমৃত, যেহেতু তিনি অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি; তাই তাঁহা হইতে অমৃতই পাওয়া যাইবে; রায়রামানন্দের চিত্তে পরম-আস্বাদ্য, পরম-লোভনীয়, পরম-চিত্তাকর্ষক ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

অপূর্ব্ব অমৃতই প্রভুর কৃপাশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। (অমৃতও জলেরই ন্যায় তরল)। গৌরাব্ধিতে প্রাকৃত সমুদ্রের ন্যায়—লবণাক্ত জল নাই, আছে অমৃতবিনিন্দি পরমাস্বাদ্য রস; মকর-হাঙ্গরাদি ভয়াবহ হিংস্রজন্তু নাই, আছে পরম-চিত্তাকর্ষক অনন্ত রসবৈচিত্রী; আতঙ্কজনক উত্তাল তরঙ্গ নাই, আছে পরম-লোভনীয় এবং অনির্ব্বাচ্য-চমৎকৃতিজনক অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের উত্তুঙ্গ হিল্লোল; হৃদয়বিদারি ভীষণ গর্জ্জন নাই, আছে সর্ব্বাত্ম-স্নপন করুণার সাদর আহ্বান। অমৃত-শব্দের জল-অর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ নয়; যেস্থলে অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, অর্থবোধের জন্য সেস্থলেই অপ্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এই শ্লোকে অমৃত-শব্দের অতিপ্রসিদ্ধ অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা যায় না; তাই জল অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

অমুনা বিতীর্ণৈঃ ইত্যাদি—অমুনা—ইঁহা কর্ত্তৃক অর্থাৎ রায়রামানন্দ-কর্ত্তৃক, বিতীর্ণৈ—বর্ষিত। রায়রামানন্দরূপ মেঘ এসমস্ত সিদ্ধান্তরূপ-অমৃত মহাপ্রভুরূপ সমুদ্রে বর্ষণ করিয়াছেন; মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত সিদ্ধান্ত-সমূহ রায়রামানন্দ আবার প্রভুর নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রভু যে রামানন্দের চিত্তে সিদ্ধান্তসমূহ স্ফুরিত করাইয়াছেন, ইহা কেহ জানিত না। লোকে জানিত—প্রভু প্রশ্ন করিয়াছেন, রায় উত্তর দিয়াছেন। তাই লৌকিক দৃষ্টিতে, রামানন্দের মুখে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত শুনিয়াই যেন প্রভু সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়াছেন, প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইয়াছেন, সিদ্ধান্তরূপ রত্নসমূহ ধারণ করিতে পারিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিয়াই গৌররূপ সমুদ্র **তজ্‌জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং** প্রয়াতি—তৎ (তাহা—সে সমস্ত সিদ্ধান্ত) জানেন যিনি, তিনি তজ্‌জ্ঞ—সিদ্ধান্তজ্ঞ; তাঁহার ভাব হইল তজ্‌জ্ঞত্ব; তজ্‌জ্ঞত্বরূপ রত্নের আলয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন (গৌরাব্ধি)। সিদ্ধান্তসমূহের জ্ঞানকেই এস্থলে রত্ন বলা হইয়াছে। সমুদ্রের জলই মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিরূপে যখন সমুদ্রে ফিরিয়া আসে, তখন সমুদ্রে রত্ন জন্মে। তদ্রূপ প্রভুর সিদ্ধান্তই রামানন্দরায়ের অন্তঃকরণে প্রেরিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে আবার যখন প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, লৌকিক দৃষ্টিতে তখনই প্রভু ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত যেন জানিতে পারিলেন, তখনই যেন প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন, তখনই যেন প্রভুর সিদ্ধান্তজ্ঞত্ব জন্মিল; তাই এই সিদ্ধান্তজ্ঞত্বকে (সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে) রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু এই রত্নের আলয় বা আধার হইলেন। কিন্তু এই লৌকিক-দৃষ্টিমূলক অর্থ শ্লোকের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। শ্লোকে বলা হইয়াছে—প্রভু রামানন্দরায়ে প্রথমে স্বভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ সঞ্চারিত করিলেন; তারপরে, রায়ের মুখে সে সমস্ত সিদ্ধান্তই শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন। প্রথমে যখন তিনি সিদ্ধান্তসমূহ রামানন্দরায়ে সঞ্চারিত করিলেন, তখনই যে তিনি সে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানিতেন, অর্থাৎ তখনই যে সে সমস্ত সিদ্ধান্তের জ্ঞান তাঁহার ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়; না জানিলে রামানন্দ-রায়ের চিত্তে তিনি কিরূপে সে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্ফুরিত করিলেন? নারায়ণ যদি বেদ না জানিতেন, তাহা হইলে তাহা তিনি ব্রহ্মার চিত্তে কিরূপে প্রকাশ করিলেন? কিন্তু সমস্যা হইতেছে পরের ব্যাপার লইয়া। রামানন্দরায়ের মুখে শুনিয়া প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ হইলেন—ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বেই যদি তাঁহার সিদ্ধান্তের জ্ঞান থাকিয়া থাকে, পরে আবার সিদ্ধান্তজ্ঞ হওয়ার—সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার—কথাই উঠিতে পারে না। ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেরটী জ্ঞান, পরেরটী বিজ্ঞান। পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তসম্বন্ধে প্রভুর জ্ঞান ছিল; রামানন্দরায়ের মুখে শুনার পরে সেই সিদ্ধান্তসমূহের বিজ্ঞান জন্মিল। বিজ্ঞান বলিতে অনুভব বুঝায়। জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এক বস্তু নহে। ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ শ্রীভা. ২।৯।৩০॥—আমার সম্বন্ধীয় পরমরহস্যময় যে জ্ঞান, বিজ্ঞানসমন্বিত সেই জ্ঞান—আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।" এস্থলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইবস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। একথা বলার পরেই শ্রীভগবান্ আবার বলিতেছেন—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ শ্রীভা. ২।৯।৩১॥—আমার যে স্বরূপ, আমার যে লক্ষণ, আমার যেরূপ গুণ-কর্ম্মাদি আছে, আমার অনুগ্রহে সে সমস্তের তত্ত্ববিজ্ঞান (যথার্থ অনুভব) তোমার হউক।" এস্থলে বিজ্ঞানের কথা বিশেষরূপে বলা হইল। কাহারও মুখে শুনিয়া, কিম্বা গ্রন্থাদি দেখিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কিছু যে জানা, তাহাকে বলে জ্ঞান; ইহা পরোক্ষজ্ঞান। কিন্তু জানা-বিষয়ের অনুভবকে, হৃদয়ে উপলব্ধিকে, বলে বিজ্ঞান। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে প্রভু যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখন একবার পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পদ্মাতীরে তপনমিশ্রকে তিনি সাধ্যসাধনের কথা বলিয়াছিলেন; মিশ্রও তাহা জানিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি তারকব্রহ্ম-নাম জপ কর। "জপিতে জপিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব তবে সে বুঝিবে॥" প্রভুর মুখে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা শুনিয়া তপনমিশ্র যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা ছিল তাঁহার জ্ঞান; আর, নামজপের ফলে প্রেমাঙ্কুর হইলে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবার কথা প্রভু বলিলেন, তাহা হইতেছে—বিজ্ঞান, অনুভব; অপরোক্ষ জ্ঞান। রায়-রামানন্দপ্রসঙ্গেও—রায়ের চিত্তে প্রভু যখন সিদ্ধান্তজ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন, সিদ্ধান্তসম্বন্ধে তখন তাঁহার "জ্ঞান" ছিল। রামানন্দের মুখেই আবার সে সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া সিদ্ধান্তবিষয়ে তাঁহার বিজ্ঞান বা অনুভব জন্মিল। প্রশ্ন হইতে পারে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, যাঁহার অনুগ্রহে অপরের—এমন কি, ব্রহ্মারও—অনুভব জন্মিতে পারে, তাঁহার অনুভবের অভাব কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? উত্তরে বলা যায়—ভগবান্ পূর্ণতম বস্তু হইলেও, রস-আস্বাদন-ব্যাপারে, লীলার ব্যাপারে, লীলাশক্তিই কোনও কোনও ব্যাপারে অপূর্ণতার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রকটিত হয়েন—তাঁহার লীলারস আস্বাদনের পরিপোষণার্থ। আর এস্থলে প্রসঙ্গ হইতেছে—স্বভক্তিসিদ্ধান্তসম্বন্ধে; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভক্তির বিষয়, সেই ভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে। এই ভক্তি কি বস্তু, কিরূপ এই ভক্তির সাধন, নিজের উপর ভক্তির কিরূপ প্রভাব—তাহা ভগবান্ জানেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতে পারিয়াছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদি। ভক্তির বিষয়রূপে ভক্তির বা ভক্তিসিদ্ধান্তাদির অনুভব ভগবানের আছে। যেহেতু, সর্ব্বত্রই তিনি ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভক্তির আশ্রয়ের উপর ভক্তির প্রভাব কিরূপ, তাহার সাধারণ জ্ঞান তাঁহার থাকিতে পারে,—অনুভব বা বিজ্ঞান তাঁহার থাকিবার কথা নয়; কারণ, তিনি ভক্তির আশ্রয় নহেন; তিনি ভক্ত নহেন। আশ্রয়জাতীয় প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তৎসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানমাত্র জন্মিয়াছিল; কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব না জন্মাতেই তাহার আস্বাদনের (অনুভবের বা উপলব্ধির বা বিজ্ঞানের) জন্য তাঁহার লোভ যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রজে আশ্রয়জাতীয় প্রেম তাঁহার ছিল না বলিয়া তিনি তাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই—শ্রীরাধার আনন্দের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই শ্রীরাধার ভাব গ্রহণপূর্ব্বক তিনি শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইয়া—ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, গৌর হইলেন এবং তখনই তিনি স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে—আশ্রয়জাতীয় ভক্তির বিজ্ঞান বা অনুভব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। আশ্রয়-জাতীয় ভক্তির অনুভব (বা বিজ্ঞান) একমাত্র ভক্তের পক্ষেই সম্ভব এবং ভক্তের কৃপাতেই এই অনুভব সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহার পক্ষে এই অনুভব লাভের সম্ভাবনাও কম। ভক্তের প্রেমপরিপ্লুত চিত্তের ভক্তিরস-মণ্ডিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বন্ধিনী কথা যখন ভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত কোনও ভাগ্যবানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন সেই ভাগ্যবানের হৃদয়স্থিত ভক্তিই সেই কথাকে যেন তাঁহার কর্ণকুহর হইতে আকর্ষণ করিয়া মরমে নিয়া উপস্থিত করায় এবং সেই ভাগ্যবানের অনুভবের বিষয়ীভূত করাইয়া থাকে। ভক্তি এবং ভক্তিরস-পরিষিক্ত সিদ্ধান্তকথা একই চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই, সজাতীয় বস্তু বলিয়াই, একের পক্ষে অপরের আকর্ষণ, এককর্ত্তৃক অপরের আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত সিদ্ধান্ত-সমূহ রামানন্দরায়ের চিত্তস্থিত ভক্তিরসে পরিনিষিক্ত হইয়া যখন প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন শ্রীরাধার নিকট হইতে গৃহীত প্রভুর হৃদয়স্থিত আশ্রয়জাতীয় ভক্তিই যেন সেই সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রভুর মরমে আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাঁহার অনুভবের—বিজ্ঞানের—বিষয়ীভূত করিয়া দিল, তখনই প্রভু সিদ্ধান্তজ্ঞ (সিদ্ধান্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের বিজ্ঞানসম্পন্ন) হইলেন। সিদ্ধান্তজ্ঞ-শব্দের অর্থ সিদ্ধান্তবিজ্ঞ, সিদ্ধান্তের অনুভবসম্পন্ন। এই অনুভবকেই রত্নের

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে।
জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কথোদিনে ॥ ২
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি—॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; তাহার সার্থকতা এইরূপ। রত্নের উপাদান সমুদ্রেই থাকে; বৃষ্টির জল হইতে কোনও উপাদান পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় একটা প্রভাব বা শক্তি, যাহা ঐ উপাদানকে রত্নে পরিণত করে। অনুভবের উপাদানও গৌরাব্ধিতে ছিল—সিদ্ধান্তের জ্ঞানই এই উপাদান। পরম-ভাগবত রায়রামানন্দের কথার সহযোগে তাঁহার ভক্তিপ্লুত চিত্ত হইতে যে প্রভাব বা শক্তি আসিয়াছে, তাহাই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে বিজ্ঞান বা অনুভবে পরিণত করিয়াছে। এই অনুভবরূপ রত্ন লাভ করিয়াই প্রভু রত্নালয় হইয়াছেন।

রায়রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন-তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনাই যে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত করা হইল; আরও ইঙ্গিত করা হইল যে, এই আলোচনায় রায়রামানন্দ বক্তা এবং প্রভু শ্রোতা। শ্লোকস্থ "গৌরাব্ধি"-শব্দদ্বারা, প্রভুর গৌরত্বের (গৌরবর্ণ-প্রাপ্তির) রহস্যও যে এই পরিচ্ছেদে উদ্‌ঘাটিত হইবে (২২০-৩৯ পয়ারে), তাহারও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

রায়রামানন্দের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে প্রভু রায়ের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-তত্ত্বাদিও প্রকাশ করাইয়াছেন। এই লীলাদ্বারা প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন যে—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বের কথা ভক্তিরসায়িত চিত্তে ভক্তের মুখে শুনিলেই অনুভব লাভ হইতে পারে।

ভগবত্তত্ত্বের কথা, তাঁহার লীলাদির কথা স্বভাবতঃই মধুর; যেহেতু এসমস্তই চিদানন্দময়। ভক্তচিত্তের প্রেমরস-পরিনিষিক্ত হইয়া এসমস্ত কথা যখন ভক্তের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাদের মাধুর্য্য অত্যধিক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—ক্ষীরের পিষ্টকে অমৃতের পূর দিলে তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতা যেমন বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ। এই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন-চমৎকারিত্বের লোভেই প্রভু পরম-ভাগবত রায়-রামানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

২। **পূর্ব্বরীতে**—পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে; যেখানেই যান, সেখানেই সকলকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সকলের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের শক্তিসঞ্চার করিয়া। **আগে**—সম্মুখে; পূর্ব্ববর্ণিত স্থানসমূহে যাওয়ার পরেও। **জিয়ড় নৃসিংহ**—জীয়ড় নামক কোনও ভক্তের প্রতি বিশেষ কৃপা দেখাইয়াছেন বলিয়া এই নৃসিংহ-বিগ্রহের নাম হয় জিয়ড়-নৃসিংহ (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষ খণ্ড)।

৩। **প্রেমাবেশে**—ইত্যাদি—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন এবং নৃসিংহদেবের বহু স্তব স্তুতি করিলেন। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তো শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেই তিনি আবিষ্ট থাকেন, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইহাই বুঝা যায়। ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেশের হেতু কি হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, স্বীয় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্তই প্রভুর অবতার। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল-রসামৃত-বারিধি; তাঁহাতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী। প্রত্যেক রস-বৈচিত্রীর আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের পূর্ণতা। ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন," "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রীর এবং অনন্ত ভাব-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। এই অনন্ত ভবগৎ-স্বরূপের কান্তাশক্তিরূপ পরিকর অনন্ত লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য্য (অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনন্ত রসবৈচিত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও) আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেবও এইরূপ এক ভগবৎ-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের এক রসবৈচিত্রীর বা মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ; তাঁহার মাধুর্য্য তাঁহার নিত্যকান্তা লক্ষ্মীরূপে শ্রীরাধা আস্বাদন

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ !।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ ! ॥ ৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১ শ্লোকস্য স্বামিটীকায়াম্)—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অয়ং দৃশ্যমানঃ নৃকেশরী নৃসিংহদেবঃ ভক্তবিরোধিনামুগ্রোঽপি স্বভক্তানামনুগ্রঃ শান্তরূপঃ যথা কেশরী সিংহঃ স্বপোতানাং নিজপুত্রাণাং সম্বন্ধে অনুগ্রোঽপি অন্যেষাং স্বপোতবিরোধিনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ মহাক্রুর ইত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতেছেন এবং রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন-লিপ্সু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তে—শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্যবৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ, সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদনের বাসনাও আছে। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন মাত্রে সেই মাধুর্য্য-বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনাও তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই তিনি নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। প্রভুর এই প্রেমাবেশও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবেশ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের মাধুর্য্যের আস্বাদনও শ্রীকৃষ্ণেরই এক মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদন।

পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে জানা যাইবে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে প্রভু প্রত্যেক দেবালয়ে যাইয়াই প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন—কৃষ্ণ-মন্দির, বিষ্ণু-মন্দির, ভগবতীর মন্দির, ভৈরবী-মন্দির, কোনও মন্দিরই প্রভু বাদ দেন নাই। এসকল বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও না কোনও এক রস-বৈচিত্রীর বা মাধুর্য্য-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। তাই যে কোনও স্বরূপের দর্শনেই সেই স্বরূপে রূপায়িত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-বৈচিত্রীর আস্বাদন-বাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুকে প্রেমাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং এই প্রেমের আবেশেই প্রভু সেই ভগবদ্-বিগ্রহের সাক্ষাতে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

আর, তাঁহার এই লীলাদ্বারা পরম-দয়াল প্রভু জগতের জীবকে জানাইয়া দিলেন—স্বীয় উপাস্য স্বরূপ ব্যতীত অন্য ভগবৎ-স্বরূপও উপেক্ষণীয় নহেন ; কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, অথবা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদবুদ্ধি পোষণ করিলে অপরাধ হয়। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ২।৯।১৪০ ॥" পরতত্ত্ববস্তু একেই বহু। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি ॥ শ্রুতি ॥" আবার বহুতেও তিনি এক। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ শ্রীভাগবত ॥"

৪। **প্রহ্লাদেশ**—প্রহ্লাদের ঈশ্বর। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন বলিয়াই নৃসিংহকে প্রহ্লাদেশ বলা হইয়াছে। **পদ্মা-মুখপদ্ম-ভৃঙ্গ**—পদ্মার (লক্ষ্মীর) মুখরূপ পদ্মের (কমলের) সম্বন্ধে ভৃঙ্গ (ভ্রমর সদৃশ) ; ভ্রমর যেমন সর্ব্বদা কমলের মধু পান করে, শ্রীনৃসিংহদেবও সর্ব্বদা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বদনের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে লক্ষ্মী-শব্দে শ্রীনৃসিংহদেবের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে বুঝাইতেছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্যেষাং (অপরের সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ (উগ্রবিক্রম) স্বপোতানাং (নিজের সন্তানগণের পক্ষে) [অনুগ্রঃ] (শান্ত) কেশরী ইব (সিংহতুল্য) অয়ং (এই) নৃকেশরী (নৃসিংহদেব) উগ্রঃ (ভক্তদ্রোহীদের সম্বন্ধে উগ্র) অপি (হইলেও) স্বভক্তানাং (নিজের ভক্তদের সম্বন্ধে) অনুগ্র এব (অনুগ্র—শান্তই).

এইমত নানাশ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৫
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রে তাহাঁ রহি করিলা গমন ॥ ৬
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে ॥ ৭
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে।
গোদাবরীতীরে চলি আইল কথোদিনে ॥ ৮
গোদাবরী দেখি হইল যমুনা-স্মরণ
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ৯
সেই বনে কথোক্ষণ করি নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈল তাহাঁ স্নান ॥ ১০
ঘাট ছাড়ি কথোদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১
হেনকালে দোলায় চঢ়ি রামানন্দরায়।
স্নান করিবারে আইলা—বাজনা বাজায় ॥ ১২
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তেঁহো স্নান-তর্পণ ॥ ১৩
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ ১৪
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥১৫
সূর্য্যশতসম কান্তি—অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অনুবাদ। সিংহ যেমন অন্যের (শাবকদ্রোহীর) নিকটে উগ্র হইয়াও আপনার সন্তানগণের প্রতি অনুগ্র অর্থাৎ শান্ত, সেইরূপ নৃসিংহদেবও হিরণ্যকশিপু-প্রভৃতি ভক্তদ্রোহীর প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণের প্রতি অনুগ্র (স্নেহপূর্ণ)। ২

৬। **পূর্ব্ববৎ**—কূর্ম্মক্ষেত্রে যেমন কূর্ম্ম-নামক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ এখানেও নিমন্ত্রণ করিলেন। সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণ করিতেন।

৭। **রাত্রি দিবসে**—দিবা কি রাত্রি সেই জ্ঞানও নাই।

৯। গোদাবরী-নদী দেখিয়া তাঁহার যমুনার কথা মনে হইল এবং গোদাবরী-তীরস্থিত বন দেখিয়া বৃন্দাবনের কথা মনে হইল।

১২। **দোলায়**—চতুর্দ্দোলায় বা পাল্কীতে। **বাজনা বাজায়**—বাদ্যকরগণ বাদ্য বাজাইতেছিল। ইহা ঐ দেশবাসী ধনী লোকের চিহ্ন।

১৩। **বৈদিক**—বেদজ্ঞ। **তেঁহ**—রামানন্দ-রায়। **বিধিমত**—শুদ্ধাভক্তির অনুকূল বিধি-অনুসারে; বর্ণাশ্রমের অনুকূল-বিধি-অনুসারে নহে; কারণ, রামানন্দ-রায় শুদ্ধ-প্রেমভক্তির যাজন করিতেন; তাদৃশ ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে; "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৩২; যিনি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজেন, তিনি উত্তম ভক্ত।" এস্থলে সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দের অর্থ ক্রমসন্দর্ভে এরূপ লিখিত হইয়াছে:— "সর্ব্বান্ এব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তি-বিঘাতকতয়া সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" সুতরাং অনন্যভক্তির হানি হয় বলিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জ্ঞান বর্জ্জনীয়।

বিশেষতঃ, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রামানন্দ-রায় নিজেই বলিয়াছেন "সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ ২।৮।১৮৭॥" ইহা হইতেও বুঝা যায়, রামানন্দ-রায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না।

১৪। **উঠি ধায়**—ব্যগ্র হইল।

১৬। **সূর্য্যশতসমকান্তি**—প্রভুর অঙ্গের কান্তি (তেজ) শতসূর্য্যের কান্তির ন্যায় উজ্জ্বল। **সুবলিত**—

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৭
উঠি প্রভু কহে—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৮
তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ ?।
তেঁহো কহে—সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ ॥ ১৯
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ২০
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুগঠিত। **প্রকাণ্ড দেহ**—অতি দীর্ঘ বা আজানুলম্বিতভুজযুক্ত দেহ; নিজের হাতের চারিহাত পরিমিত দেহ। ১৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কমললোচন**—পদ্মের পাপড়ির ছ্যায় আয়ত চক্ষু।

১৭। **চমৎকার**—অলৌকিক তেজ, রূপ ও দেহ দেখিয়া রায় রামানন্দ বিস্মিত হইলেন। **দণ্ডবৎ নমস্কার**—দণ্ডের ছ্যায় ভূপতিত হইয়া নমস্কার করিলেন।

১৮। **তাঁরে আলিঙ্গিতে** ইত্যাদি—রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

১৯। **সেই হঙ দাসশূদ্র মন্দ**—আমিই সেই রামানন্দ, তোমার দাস; আমি মন্দভাগ্য শূদ্র। অথবা, আমি শূদ্র হইতেও মন্দভাগ্য। দৈন্যবশতঃ তিনি বলিলেন—আমি শূদ্র বটি; কিন্তু শূদ্রোচিত কর্ম্ম করিতেছি না বলিয়া আমি শূদ্র হইতেও অধম।

২০। শ্রীপাদ-সনাতনগোস্বামি-সঙ্কলিত বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থ হইতে জানাযায়, গোপকুমার এবং জনশর্ম্মনামক মাথুরবিপ্র যখন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণচরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাতের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাঁহারা ধাবিত হইতেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণ সান্নিধ্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অত্যধিক প্রেমানন্দভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন। এদিকে প্রিয়প্রেম-পরবশ শ্রীকৃষ্ণও দূর হইতে তাঁহার প্রিয়ভক্তদ্বয়কে দেখিয়া তাঁদের সহিত মিলনের আগ্রহাতিশয্যে দৌড়াইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু হর্ষভরে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া তিনিও তাঁহার মহাভুজদ্বয়-দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সংজ্ঞাহীনভাবে তাঁহাদের উপরেই পতিত হইলেন। "স চ প্রিয়প্রেমবশঃ প্রধাবন্ সমাগতো হর্ষভরেণ মুগ্ধঃ। তয়োরুপর্য্যেব পপাত দীর্ঘমহাভুজাভ্যাং পরিরভ্য তৌ দ্বৌ ॥ ২।৭।৩৪ ॥"

২১। **স্বাভাবিক প্রেম**—যে প্রেম সাধনাদি দ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু যে প্রেম স্বভাবসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধভক্তের হৃদয়েই এই স্বভাবসিদ্ধ প্রেম অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। এই প্রেমের আশ্রয় নিত্যসিদ্ধ-ভক্ত, আর বিষয় ভগবান্। ভগবানের দর্শনমাত্রেই এই প্রেমের উৎস ছুটিতে থাকে। আবার ভক্তের প্রতি ভগবানের যে প্রেম থাকে, তাহাকে ভক্তবাৎসল্য বলে, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ; ভক্তের দর্শন পাইলেই এই ভক্তবাৎসল্যের উৎস ছুটিতে থাকে। এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে নিত্যসিদ্ধভক্ত রামানন্দ-রায়ের হৃদয়ে স্বভাব-সিদ্ধ প্রেম এবং রামানন্দ-রায়ের দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ভক্তবাৎসল্য উচ্ছলিত হইয়াছে।

গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা হইতে জানা যায়—পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ললিতা ও ব্রজের অর্জ্জুনীয়া নাম্নী গোপী এই তিনজনের মিলিতস্বরূপই রায় রামানন্দ (১২০-১২৪)। কোনও কোনও যোগপীঠের চিত্রে তাঁহাকে বিশাখা রূপেও দেখান হইয়াছে। মহাপ্রভু নিজে রাধাভাবে আবিষ্ট; সুতরাং রামানন্দে ললিতা (অথবা বিশাখা) কিম্বা অর্জ্জুনীয়া গোপীর ভাবই মহাপ্রভুর ভাবের অনুকূল; এইরূপে, উভয়ের "স্বাভাবিক ভাব" বলিতে এস্থলে—প্রভুর রাধাভাব এবং রায়-রামানন্দের গোপীভাব (ললিতা, বিশাখা বা অর্জ্জুনীয়ার ভাবই) বুঝাইতেছে। পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত—"দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ্ কৃষ্ণবর্ণ।"-বাক্য হইতেও তাঁহাদের উক্তরূপ ভাবের আবেশই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে—শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণ-বর্ণ॥ ২২
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—॥ ২৩
এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ?॥ ২৪
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥ ২৫
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনেমন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সংবরণ॥ ২৬
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ২৭
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন॥ ২৮
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥ ২৯
রায় কহে—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥ ৩০
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণদর্শন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম॥ ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২২। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ ২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য। **দোঁহার মুখেতে** ইত্যাদি—ইহা স্বরভেদের লক্ষণ। **গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ**—গদ্‌গদ্ স্বরে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করিতেছেন।

২৩। **হৈল চমৎকার**—বিস্মিত হইলেন। রামানন্দ রায় শূদ্র; সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের স্পর্শ নিষিদ্ধ; এই সন্ন্যাসী অত্যন্ত তেজীয়ান্ হইয়াও কেন শূদ্র রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। আর রায়-রামানন্দও স্বভাবতঃ পরম-গম্ভীর; তিনিই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চল হইলেন। এই সমস্তই ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণদের বিস্ময়ের হেতু।

২৫। **মহারাজ**—শ্রীরামানন্দ-রায়। ইনি প্রতাপরুদ্র-রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিদ্যানগরের রাজা ছিলেন; এজন্য মহারাজ বলা হইল।

২৬। **বিজাতীয়**—যাহাদের মত ও ভাব সম্পূর্ণরূপে নিজের মত ও ভাবের বিরোধী, তাহাদিগকে বিজাতীয় বলে। **কৈল সংবরণ**—প্রভু ভাব সম্বরণ করিলেন।

২৭। **সুস্থ হৈয়া**—ভাবসম্বরণের পরে স্থির হইয়া।

৩০। **ভৃত্যজ্ঞান**—ভৃত্য বা দাস বলিয়া মনে করেন। ইহা রায়-রামানন্দের দৈন্যোক্তি। **পরোক্ষেহ**—অসাক্ষাতেও। **মোর হিতে** ইত্যাদি—আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নবান্।

৩১। অপর প্রাণী অপেক্ষা, বিচারবুদ্ধি-আদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে; তাই মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন—"নরতনু ভজনের মূল।" দেবদেহে বা নারকীয় দেহেও মানুষের ন্যায় জ্ঞানমূলক বা ভক্তিমূলক সাধনের সুযোগ নাই; এই সুযোগ কেবল মানুষেরই। তাই স্বর্গবাসীরা কি নরকবাসীরাও মর্ত্ত্যলোকে নরদেহ কামনা করেন। "স্বর্গিনোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা। সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥ শ্রীভা, ১১।২০।১২॥" এই ভজনোপযোগী নরদেহ সুদুর্লভ; ভগবানের কৃপাতেই আমরা তাহা পাইয়াছি। শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধার করিয়া এই দেহতরীকে যদি ভবসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, জীব অনায়াসেই সেই সাগর পার হইয়া যাইতে পারে। শ্রীগুরুদেব কর্ণধাররূপে তরীকে যদি চালাইয়া নেন, শ্রীভগবানের কৃপারূপ বাতাসে তাহা অতি শীঘ্রই ভবসাগরের অপর তীরে—শ্রীভগচ্চরণে গিয়া উপনীত হইতে পারে। তাহাতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ শ্রী, ভা, ১১।২০।১৭ শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি॥" রায়রামানন্দ আজ স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়া স্বীয় মনুষ্যজন্মকে সফল বলিয়া মনে করিতেছেন।

সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩২
কাহাঁ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহাঁ মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৩
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দরশন তোমা—বেদে নিষেধয় ॥ ৩৪
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৫
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥ ৩৬
মহান্তস্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই—তবু যান তার ঘর ॥ ৩৭

তথাহি (ভাঃ—১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পূর্ণশ্চেৎ কথং ধনিনাং গৃহমাগত স্তত্রাহ মহদ্বিচলনমিতি। মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নন্ন তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুং অশক্নুবতামিত্যর্থঃ। স্বামী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৩২। রায় কহিলেন—সার্ব্বভৌমের প্রতি যে তোমার বিশেষ কৃপা আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার অনুরোধে—তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তুমি আমার ন্যায় অস্পৃশ্যকেও স্পর্শ করিয়াছ। তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা না থাকিলে, আমার ন্যায় অস্পৃশ্যকে তুমি কখনও স্পর্শ করিতে না।

অস্পৃশ্যতার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৪। **মোর দরশন**—আমি রাজসেবী, বিষয়ী, শূদ্রাধম; আমার দর্শন তোমার পক্ষে বেদনিষিদ্ধ।

৩৫। **তোমার কৃপায়** ইত্যাদি—জীবের প্রতি তোমার যে কৃপা, সেই কৃপার বশীভূত হইয়াই তুমি বেদ-নিষিদ্ধ নিন্দনীয় কার্য্যও করিয়া থাক।

৩৭। **মহান্ত**—১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তারিতে**—উদ্ধার করিবার নিমিত্ত। **তার ঘর**—পামরের ঘরে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। ভগবন্ (হে ভগবন্)! গৃহিণাং (গৃহস্থ) দীনচেতসাং (দীনচিত্ত) নৃণাং (লোকদিগের) নিঃশ্রেয়সায় (মঙ্গলের নিমিত্তই) মহদ্বিচলনং (মহাপুরুষদিগের স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন); ক্বচিৎ (কোথায়ও) অন্যথা (অন্যরূপ) ন কল্পতে (ঘটে না)।

অনুবাদ। হে ভগবন্! দীনচিত্ত গৃহিগণের কল্যাণ সাধনার্থই তাঁহাদিগের গৃহে মহদ্‌ব্যক্তিদিগের গমন হইয়া থাকে, অন্য কারণে কোথাও তাঁহাদের গমন হয় না। ৩

বসুদেবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের নিমিত্ত গর্গাচার্য্য যখন নন্দমহারাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন নন্দমহারাজ স্বীয় দৈন্যজ্ঞাপন পূর্ব্বক গর্গাচার্য্যকে এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন। এস্থলে, রায়-রামানন্দও স্বীয় দৈন্যজ্ঞাপনার্থই এই শ্লোকটী বলিয়াছেন।

গৃহিণাং—গৃহাসক্ত ব্যক্তিদিগের। **দীনচেতসাং**—কৃপণচিত্ত ব্যক্তিদিগের। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির হিতসাধনে ব্যগ্র, যাহারা গৃহাদির সংস্কারে এবং উন্নতিসাধনে ব্যস্ত বলিয়া অন্যত্র যাইয়া মহাপুরুষাদিকে দর্শন করে না, গৃহে থাকিয়াই যাহারা সংসারাসক্ত জীবের অবশ্য-ভোগ্য দুঃখ-দুর্দ্দশাদি ভোগ করিতেছে, এতাদৃশ লোক সকলের **নিঃশ্রেয়সায়**—সর্ব্ববিধ মঙ্গলের নিমিত্তই **মহদ্বিচলনং**—স্বীয় আশ্রমাদি হইতে শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ মহান্তদিগের **অন্যত্র** (সেই সমস্ত হতভাগ্য গৃহীদের গৃহে) গমন। দীনজনের মঙ্গল ব্যতীত—স্বার্থসিদ্ধি আদি—অন্য কোনও কারণেই মহান্তগণ অন্যত্র গমন করেন না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমন্নন্দমহারাজ (কিম্বা রায়-রামানন্দ) নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া উক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন বলিয়াই "গৃহিণাং ও দীনচেতসাং" শব্দদ্বয়ের উক্তরূপ অর্থ করা হইল ; ঐরূপ না করিলে তাঁহাদের অভিপ্রেত দৈন্য প্রকাশ পাইত না। কিন্তু উক্ত শব্দদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে এবং এই অন্যরূপ অর্থই বোধ হয় নিরপেক্ষ ভক্তদের হার্দ্দ হইবে :—

দীনচেতসাং—দীন হইয়াছে চেতঃ (বা চিত্ত) যাঁহাদের ; ভক্তিপ্রভাবে যাঁহারা নিজেদিগকে নিতান্ত দীন—তৃণ অপেক্ষাও নীচ—দুর্ভাগা মনে করেন—নিজেদিগকে অভিমানী এবং ভক্তিহীন মনে করেন (অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন—শ্রীলঠাকুরমহাশয়), তাঁহারা দীনচেতা ; তাদৃশ **নৃণাং**—মানুষদিগের ; দেবতাদির নহে ; মানুষদিগের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্তই মহদ্ব্যক্তিদিগের আগমন। এতাদৃশ লোক যাঁহারা, তাঁহারাই মহৎ-কৃপা ধারণ করিতে—পাওয়া গেলে রক্ষা করিতে সমর্থ। চারি-আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র গৃহীদের গৃহেই মহান্তদিগের আগমনের বিশেষ কারণ এই যে—ব্রহ্মচর্য্যাদি অন্য তিন আশ্রম এই গৃহস্থাশ্রমের উপরই নির্ভর করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করে বলিয়া গৃহস্থাশ্রমই একভাবে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ কৃপার পাত্র। ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্॥—যে সকল পরিব্রাজক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষাদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয় ; সেজন্য গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। বি. পু. ৩।৯।১১॥" পদ্মপুরাণও বলেন—"গার্হস্থ্যান্নাশ্রমঃ পরঃ।—গার্হস্থ্য আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম নাই। পাতাল খণ্ড। ৫৬।৮৮॥"

এই শ্লোকসম্বন্ধে একটু বিবেচনার বিষয় আছে। শ্লোকে মহৎ-দিগের পরগৃহে গমনের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী "মহৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"মহতাং শ্রীভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠানাং—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তকেই" এস্থলে মহৎ বলা হইয়াছে। গৃহীদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ইঁহারাই স্বীয় আশ্রম হইতে অন্যত্র গমন করেন। শ্রীমন্নন্দমহারাজও এস্থলে শ্রীপাদ গর্গাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৩৭ পয়ারে রায়রামানন্দ "মহান্তস্বভাবের" কথাই বলিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তবে রায়রামানন্দ কি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ মহান্ত—ভক্তবিশেষ বলিয়াই মনে করিয়াছেন ? কিন্তু তাহাও মনে হয় না ; যেহেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৩৩ পয়ারে তিনি প্রভুকে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ" এবং ২।৮।৩৫ পয়ারে "সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি" বলিয়াছেন। আর অব্যবাহিত পরবর্ত্তী ২।৮।৩৮-৪০ পয়ারে তিনি প্রভুর স্বয়ংভগবত্ত্বার কথাই বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ২।৮।৩৭ পয়ারে এবং এই শ্লোকে রায়রামানন্দের অভিপ্রায় এই যে—ভগবৎ-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণেরই যখন এইরূপ স্বভাব যে, জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা গৃহীদের গৃহেও গিয়া থাকেন, তখন পতিত-পাবন অবতার ভগবানের কথা আর কি বলা যাইতে পারে ? জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তিনি যে গৃহীদের গৃহেও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য যাইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ? পূর্ব্বে বলিমহারাজকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহেও গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী দশম পরিচ্ছেদেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র যখন শুনিলেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, তখন রাজা বলিলেন—প্রভু "জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা ?" শুনিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"মহান্তের এই একলীলা॥ তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থপর্য্যটন। সেই ছলে নিস্তারয়ে সংসারিক জন॥ ২।১০।৯-১০॥" এই উক্তির সমর্থনে ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকও বলিলেন—"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ শ্রী, ভা, ১।১৩।১০॥" এই শ্লোকটী বিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দক্ষিণ-দেশ-গমন-প্রসঙ্গেই এই কথা বলিয়াছেন। তাহাতে কাহারও মনে হইতে পারে,—তিনি হয় তো প্রভুকেই "মহান্ত" বা শ্লোকোক্ত "ভাগবত" বলিয়াছেন। এইরূপ সন্দেহ নিরসনের জন্য শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম বলিলেন—"বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন ॥ ৩৮
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে।
সভার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে ॥ ৩৯
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪০
প্রভু কহে—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রব হৈল মন ॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ২।১০।১১॥" তাৎপর্য্য—তাঁর ভক্তেরই লোক-নিস্তারার্থ অন্যত্র গমন হইয়া থাকে, তাঁহার কথা আর কি বলা যাইবে? তিনি পরম-স্বতন্ত্র ভগবান্।

৩৮-৯। দ্রবীভূত—আর্দ্র; কোমল। রামানন্দ-রায় বলিলেন—"আমার সঙ্গে প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণাদি লোক আছে; তোমাকে দর্শন করিয়া সকলেরই চিত্ত গলিয়া গিয়াছে, সকলেরই মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে এবং সকলেরই অঙ্গে পুলক এবং নয়নে অশ্রু দেখা দিয়াছে; অর্থাৎ সকলেরই চিত্তে প্রেমের উদয় এবং দেহে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে।

এই দুই পয়ারে রায়রামানন্দ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন না।" "সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" প্রভুর দর্শনমাত্রে ব্রাহ্মণাদির চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে; তাই প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন।

৪০। আকৃত্যে—আকৃতিতে; নিজ হাতের চারি হাত লম্বা দেহ এবং সকল প্রকার সুলক্ষণযুক্ত। **প্রকৃত্যে**—প্রকৃতিতে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তোমার যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, এ সকল লক্ষণ ঈশ্বর ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে। **অপ্রাকৃত গুণ**—প্রাকৃত জগতে যে সকল গুণ দেখা যায় না; যেমন, দর্শন দ্বারা প্রেমদানাদিরূপ গুণ (৩৮।৩৯ পয়ার)।

৩৮-৪০ পয়ারে স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; "আকৃতি-প্রকৃতি এই—স্বরূপলক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ২।২০।২৯৬॥" আলোচ্য ৪০ পয়ারে, প্রভুর আকৃতির বা শ্রীঅঙ্গের বিশেষ-লক্ষণাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ এবং ৩৮-৩৯ পয়ারে কার্য্য দ্বারা—কেবলমাত্র দর্শনদানের প্রভাবেই সর্ব্বসাধারণের চিত্তে প্রেম সঞ্চারিত করিবার অলৌকিক সামর্থ্য দ্বারা—ঈশ্বরের তটস্থ-লক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে। এ সকল লক্ষণ জীবের মধ্যে কখনও থাকিতে পারে না; কাজেই এই সকল লক্ষণে লক্ষণান্বিত শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও জীবতত্ত্ব হইতে পারেন না।

৪১। প্রভু প্রায় সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিতে চাহেন; তাই রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে স্বীয় দৈন্যপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—"রামানন্দ! তোমার সঙ্গীয় লোকদের যে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহা আমাকে দর্শন করিয়া নহে—তোমাকে দর্শন করিয়াই; তোমারি কৃপায় সকলের চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাই সকলের চিত্ত গলিয়া গিয়াছে। তুমি মহাভাগবতদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ—তোমার দর্শনে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।" **মহাভাগবতোত্তম**—মহাভাগবতদিগের মধ্যে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা মহাভাগবতোত্তম, তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির পূর্ণ প্রবাহ বিদ্যমান; সেই ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ তাঁহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ শ্রুতি ॥ বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের চিত্তেই অবস্থান করেন—প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ। শ্রীভা। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"সাধুভক্তগণ আমাকে তাঁহাদের চিত্তে যেন গ্রাস করিয়া রাখেন। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা ॥" কৃপাশক্তিকে বাহন করিয়া তাঁহারই কৃপায় ভক্তের চিত্ত হইতে প্রেমভক্তির তরঙ্গ অপরের চিত্তেও সঞ্চারিত হইতে পারে। তাই প্রভু রায়রামানন্দকে বলিয়াছেন—"তুমি মহাভাগবতোত্তম ইত্যাদি।"

আনের কা কথা—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ ৪২
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥ ৪৩
এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ।
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত-মন॥ ৪৪
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ৪৫
নিমন্ত্রণ মানিল তারে 'বৈষ্ণব' জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া—॥ ৪৬
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ ৪৭
রায় কহে—আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে॥ ৪৮
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্টমন॥ ৪৯
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়॥ ৫০
প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥ ৫১
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
একভৃত্যসঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪২। প্রভু আরও বলিলেন—"অন্যের কথা কি বলিব, আমি যে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিও তোমাকে স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছি।"

তৎকালের সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ী অদ্বৈতবাদী (মায়াবাদী) ছিলেন; সন্ন্যাসী দেখিলেই লোকে মনে করিত—ইনি অদ্বৈতবাদী; শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভক্তিবিরোধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত প্রস্তাবে মায়াবাদী ছিলেন না; তিনি পরমভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন (লৌকিক-লীলার অনুকরণে)। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়েও ভারতীর কর্ণে "তত্ত্বমসি"—বাক্যের ভক্তিবাদমূলক অর্থ ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভক্তিমার্গে-আনয়নপূর্ব্বক তাহার পরে তাঁহার নিকটে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সকল সময়েই প্রভু ভক্তিবাদের পোষকতা করিয়া আসিয়াছেন। তথাপি, কেবল আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই এস্থলে তিনি নিজেকে মায়াবাদী বালিয়া উল্লেখ করিলেন।

আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে প্রভু নিজেকে মায়াবাদী বলিয়া নিজের হেয়ত্ব জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর এই হেয়ত্ব সহ্য করিতে পারেন না; তিনি হয়ত মায়াবাদী-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবেন। অন্যরূপ অর্থ এই :—"মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ—ইতি বিশ্ব। মায়া ভগবদিচ্ছারূপা কৃপাপরপর্য্যায়া চিদ্রূপা শক্তিঃ—ইতি লঘুভাগবতামৃত কৃষ্ণামৃতের ৪১২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ।" এসকল প্রমাণে মায়া-শব্দের অর্থ পাওয়া যায়—চিচ্ছক্তিরূপা কৃপা। তাহা হইলে মায়াবাদী-শব্দের অর্থ হইল—চিচ্ছক্তিবাদী; ব্রহ্মের কৃপাশক্তি আছে, চিচ্ছক্তি আছে—ইহা স্বীকার করেন যিনি, তিনি মায়াবাদী; ইহা ভক্তিমার্গের অনুকূল অর্থ, অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪৩। **এই জানি**—ইহা জানিয়া; তুমি যে পরমভাগবত, তোমার দর্শনে স্পর্শনে যে বহির্ম্মুখ জীবও কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতে পারে, তাহা জানিয়াই। **কঠিন মোর** ইত্যাদি—আমার কঠিন চিত্তকে শোধিত করার নিমিত্ত, তোমার কৃপায় চিত্তের কোমলতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। **তোমারে মিলিতে**—তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

৫১। **দুইজনার**—প্রভু ও রায় রামানন্দের। **উৎকণ্ঠায়**—পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠায়। সন্ধ্যাসময়ে উভয়ের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; তাই উভয়েই সন্ধ্যার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন; এইরূপ উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল।

৫২। **স্নানকৃত্য**—সন্ধ্যাসময়ের স্নান ও সন্ধ্যাসময়ের নিত্যকৃত্য। **আছেন বসিয়া**—সেই বিপ্রের গৃহে রামানন্দরায়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। **রায়**—রামানন্দ।

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে॥ ৫৩

প্রভু কহে—পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৩। **রহঃ স্থানে**—নির্জ্জন স্থানে। নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু ও রায়রামানন্দ এইদিন সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলাচনা করিয়াছিলেন।

৫৪। **পঢ় শ্লোক**—শ্লোক পাঠ কর। শ্লোক পাঠ করিতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যনির্ণয়সম্বন্ধে রায়রামানন্দ যাহা বলিবেন, তাহা যেন অশাস্ত্রীয় না হয়; সর্ব্বত্রই যেন তিনি শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। বস্তুতঃ সাধ্যসাধন-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সাধ্যবস্তু হইল অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্যাপার; জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত যুক্তিতর্ক বা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা দ্বারা অপ্রাকৃত রাজ্যের কোনও ব্যাপার সম্বন্ধেই কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥—অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে (যাহা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এরূপ কোনও) তর্ক দ্বারা কিছু সিদ্ধান্ত করিতে যাইবে না; যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্য।" অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে প্রাকৃত জীবের কোনও অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া কেবলমাত্র প্রাকৃত-বুদ্ধিমূলক বিচার-বিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অনেক সময় শাস্ত্রবিধির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়; কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করে, তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না, সুখলাভও হয় না এবং পরা গতি লাভও হয় না। "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ১৬।২৪॥" সুতরাং কোন্ কার্য্য করণীয়, আর কোন্ কার্য্য করণীয় নয়, একমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। গীতা॥ ১৬।২৫॥" এসমস্ত কারণেই রামানন্দরায়কে শাস্ত্রবাক্য উল্লিখিত করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলার কথা প্রভু বলিলেন।

সাধ্য—যে বস্তুটী পাওয়ার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকেই বলে সাধ্য। আমাদের অভীষ্ট বা কাম্য বস্তুই হইল আমাদের সাধ্য। আমাদের প্রধান কাম্যবস্তু হইল সুখ এবং সুখ চাহি বলিয়াই আমরা দুঃখ চাহি না। সুতরাং সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তিই হইল আমাদের কাম্য ও সাধ্য। সঙ্গত ভাবেই হউক, কি অসঙ্গত ভাবেই হউক, সুখের নানারকম ধারণা এই সংসারে আমাদের আছে। এইরূপ ধারণা-অনুসারে আমাদের কাম্যবস্তুকে আমরা সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি এবং ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলি। পুরুষার্থ—পুরুষের বা জীবের অর্থ বা কাম্য বস্তু। এই চারিটী পুরুষার্থ এই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভূমিকায় পুরুষার্থ-প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীর বাস্তব-পুরুষার্থতা নাই; যেহেতু এই তিনটীর কোনওটীতেই অবিমিশ্র নিত্য সুখ পাওয়া যায় না, আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিও হয় না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, মোক্ষে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিত্য অবিমিশ্র ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়; সুতরাং মোক্ষের (সাযুজ্য-মুক্তির) পুরুষার্থতা আছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে—মোক্ষের বা সাযুজ্য-মুক্তির পুরুষার্থতা থাকিলেও ইহা পরম-পুরুষার্থ নহে; যেহেতু, মোক্ষপ্রাপ্ত জীবদিগেরও ভগবদ্-ভজনের জন্য লোভের কথা স্মৃতি-শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়; ভগবদ্-ভজনের—ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ীসেবার—একমাত্র উপায় হইল প্রেম। এই প্রেম লাভের জন্য মুক্ত-পুরুষদেরও বলবতী আকাঙ্ক্ষার কথা শুনা যায়। এবং যাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধীয় সমস্ত অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র ভগবৎ-সুখের উদ্দেশ্যেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, অন্য কিছুর জন্য তাঁহাদের লোভের কথাও শুনা যায় না। সুতরাং প্রেমই হইল চরম বা পরম পুরুষার্থ, চরমতম-কাম্য, চরমতম সাধ্য বস্তু। এইরূপ প্রেম-সেবায়, সুখ-স্বরূপ, রস-স্বরূপ, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষি মাধুর্য্যের অনুভবে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া যায়।

বস্তুতঃ জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য-সাধনের পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, তাহাই হইবে জীবের বাস্তব স্বরূপগত সাধ্য। জীবের স্বরূপ হইল কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইল শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সেবার তাৎপর্য্য হইল সেব্যের প্রীতিবিধান; এইরূপ সেবার মধ্যে স্বসুখ-বাসনার স্থান নাই; স্বসুখ-বাসনা থাকিলে তাহা হইবে কপট সেবা—নিজের সেবা, সেব্যের সেবা নয়। সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইল স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশ-শূন্যা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা। সেবাবাসনাকে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী করিয়া তুলিতে পারে একমাত্র প্রেম। সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেম হইল অপরিহার্য্য; তাই কৃষ্ণ-প্রেমই বাস্তব সাধ্যবস্তু।

সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে ভগবৎ-কৃপায় ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হইলে সেব্য-সেবকত্বের ভাব জাগ্রত হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জীবের সংসার-নিবৃত্তি হইয়া যায়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটী অঙ্গ—সেব্য-সেবকত্ব-ভাব এবং সেবা-বাসনা। এই সেবা-বাসনা স্বরূপ-শক্তি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলেই (অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান জাগ্রত হওয়ার পরে চিত্তে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেমের আবির্ভাব হইলেই) সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

সাযুজ্য-মুক্তির সাধনে সাধক সর্ব্বদাই জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করেন বলিয়া সেব্য-সেবকত্বভাব—সুতরাং বাস্তব সম্বন্ধ-জ্ঞান—বিকশিত হইতে পারে না; জীব-ব্রহ্মের অভেদ-চিন্তাই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের অন্তরায় হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের-বিকাশ হয় না বলিয়া সাযুজ্য-মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যও সম্পাদিত হইতে পারে না; তাই সাযুজ্য-মুক্তিতে পুরুষার্থের পূর্ণতম বিকাশ নাই।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির সাধনে সেব্য-সেবকত্ব-ভাব বিকশিত হয়; কিন্তু সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে না; যেহেতু, ইহাতে সেবাবসনার সঙ্গে সালোক্যাদি প্রাপ্তির জন্য বাসনা জড়িত আছে; সালোক্যাদি প্রাপ্তির বাসনা হইল নিজের জন্য কিছু চাওয়া; এই বাসনা এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান কৃষ্ণসেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিরও পরম-পুরুষার্থতা নাই—পুরুষার্থতা অবশ্য আছে। এজন্যই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—যে ধর্ম্মে মোক্ষবাসনা সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম; এবং শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—যাহাতে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনাই সম্যক্‌রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য হইল এই যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধপ্রেম—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় প্রেম—লাভ হইতে পারে, তাহাই পরম-ধর্ম্ম; সুতরাং এইরূপ পরম-ধর্ম্মের লক্ষ্য যে প্রেম, তাহাই হইল পরম পুরুষার্থ বা পরম সাধ্য বস্তু। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা যাইবে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকটে এই সাধ্যের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। "প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"

সারকথা এই। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সাধন থাকিলেই সাধ্য আছে, সাধ্য থাকিলেই সাধন আছে। যাহা তাহার স্বরূপের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তাহাই তাহার পক্ষে সত্যিকারের সাধ্য। সুতরাং জীবের সত্যিকারের সাধ্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহার স্বরূপের কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। জীবের স্বরূপের কথা বিবেচনা করিতে হইলে ভগবানের সহিত তাহার নিত্য-সম্বন্ধের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধের কথা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণই সাধন-ভজনের লক্ষ্য। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। সম্বন্ধ-জ্ঞানের দুইটী অঙ্গ—ভগবান্ ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা। সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হইলেই সেবা-বাসনা জাগ্রত হয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্বন্ধজ্ঞান-স্ফুরণের অন্তরায় প্রধানতঃ দুইটী—দেহাবেশ (এবং তজ্জনিত ভুক্তি-আদির বাসনা) এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। এই দুইটী অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে। সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণে সর্ব্বপ্রথমেই সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হয়—ভগবান্ সেব্য এবং জীব তাঁহার সেবক এইরূপ উপলব্ধি জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বাসনাও উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষেও অন্তরায় আছে—ভগবানের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য এবং মুক্তাবস্থায়ও নিজের জন্য কিছু অনুসন্ধান—এসমস্তই সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এসমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইলেই সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব এবং তখনই জীবের সত্যিকারের সাধ্য প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

সম্যক্‌রূপে বিকশিত সেবাবাসনারও একাধিক বৈচিত্রী আছে এবং সেই অবস্থায় সেবারও অনেক বৈচিত্রী আছে। মুখ্য বৈচিত্রী দুইটী—স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা এবং আনুগত্যময়ী সেবা। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে তাহার অধিকার নাই। আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার একমাত্র অধিকার; যেহেতু, আনুগত্যই দাসের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদেরই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার। সেবাবিষয়ে স্বরূপ-শক্তিরই স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত নিত্যপরিকরদের সেবাবাসনা-বিকাশেরও একটা অন্তরায় আছে—শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তি তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের যে সম্বন্ধের অভিমান অনাদি কাল হইতে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অভিমানই তাঁহাদের সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের কিঞ্চিৎ বাধা জন্মাইয়া থাকে; যেহেতু, তাঁহাদের মধ্যে এই অভিমানজাত সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে; তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা এই সম্বন্ধের গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে পারে না। আবার স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত এমন পরিকরও আছেন, যাঁহাদের সেবাবাসনাকে প্রতিহত করিবার পক্ষে কোনও কিছুই নাই; ইঁহাদের সম্যক্ বিকশিত সেবাবাসনার প্রেরণায় ইঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, ইঁহাদের আনুগত্যে সেই সেবার আনুকূল্য বিধানই জীবের চরমতম সাধ্য বস্তু।

সাধ্যনির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ রায় নানারকম সাধ্যের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রভু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রামানন্দরায়ের উত্তরের মধ্যে দেহাবেশের বা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, সে পর্য্যন্তই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য।" যখন দেখিয়াছেন, উত্তরে দেহাবেশের অপেক্ষাও নাই, জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের অপেক্ষাও নাই, শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশের ইঙ্গিতই আছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়" এবং যখন দেখিয়াছেন, বিকাশের পথে সেবাবাসনা একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করিয়াছে, তখনই প্রভু বলিয়াছেন—"এহোত্তম।" সেবাবাসনাই প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবদ্ধ জীব অনেক বস্তুকেই তাহার সাধ্য বলিয়া মনে করে; সুতরাং সাধ্যেরও অনেক বৈচিত্রী আছে। সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশে যে সাধ্যবস্তুটী লাভ হয়, তাহাই পরম সাধ্য। রায়রামানন্দ কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটী—পরম-সাধ্য বস্তুর কথাটী—বলিলেন না। বলিলে হয়তো দেহাত্ম-বুদ্ধি আমরা তাহা গ্রহণ করিতাম না। দেহের সুখকেই আমারা সাধ্যবস্তু বলিয়া মনে করি। আমাদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই রায় রামানন্দ প্রথম পুরুষার্থ—"ধর্ম্ম" হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ মোক্ষের কথাও বলিয়াছেন। এইরূপে চতুর্ব্বর্গের কথা শেষ করিয়া শেষকালে পঞ্চম পুরুষার্থ "প্রেমের" কথা বলিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত এই পঞ্চম পুরুষার্থের কথা না বলিয়া অন্য কথা বলিয়াছেন, সে পর্য্যন্তই প্রভু কেবল "এহো বাহ্য, এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। রামরায় যখন প্রেমের কথা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়।" প্রেমের সহিত যে সেবা, প্রেম বিকাশের তারতম্যানুসারে তাহারও অনেক স্তর আছে। রায় রামানন্দের মুখে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তরের কথা প্রকাশ করাইয়া প্রভু সর্ব্বশেষে "সাধ্য বস্তুর অবধির" কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। (ভূমিকায় "রায় রামানন্দ ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার ভূমিকা স্বরূপ। এই ভূমিকাকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের তাৎপর্য্য আলোচনার চেষ্টা করা হইবে।

যাহাহউক, প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"রামানন্দ! জীবের সাধ্য বস্তু কি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ তাহা বল।"

পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়—যদ্দ্বারা সাধ্যবস্তু নির্দ্ধারিত হইতে পারে, এরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলক সিদ্ধান্তের কথা কিছু বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়। **স্বধর্ম্মাচরণ**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রম। যিনি যে আশ্রমে বা যে বর্ণে অবস্থিত, সেই আশ্রম ও সেই বর্ণের নিমিত্ত শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের উপদেশ আছে, সে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মই হইল তাঁহার স্বধর্ম্ম এবং তাহাদের অনুষ্ঠানই (আচরণই) হইল তাঁহার স্বধর্ম্মাচরণ। শ্রীলরামানন্দ বলিলেন, এই স্বধর্ম্মাচরণেই বিষ্ণুভক্তি হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল—বিষ্ণুভক্তিই পুরুষার্থ বা সাধ্য বস্তু; আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল তাহার সাধন (অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভের উপায়)। এই উক্তির প্রমাণরূপে রায়-মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত "বর্ণাশ্রমাচারবতামিত্যাদি"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন (এই শ্লোকের টীকায় চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য দ্রষ্টব্য)।

বিষ্ণুভক্তি—বিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি; যে ভক্তির বিষয় হইলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু-শব্দে সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্বকে (ভগবান্‌কে) বুঝায়। ভক্তি-শব্দে সেবা বুঝায়। ভজ্-ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন; ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা। গোপলতাপনী-শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্।—ইঁহার (ভগবানের) সেবাই ভক্তি। সাধন-ভক্তি এবং সাধ্য-ভক্তি হিসাবে ভক্তি দুই রকমের। ভগবৎ-সেবাই হইল জীবের মূল লক্ষ্য—মূল সাধ্য; ইহাই হইল সাধ্য-ভক্তি। আর সেই সাধ্য-ভক্তিকে লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদিগকে বলে সাধন-ভক্তি। এস্থলে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল সাধ্য বিষ্ণুভক্তি, আর এই পয়ারের উক্তি অনুসারে তাহার সাধন হইল স্বধর্ম্মাচরণ। সাধ্য বিষ্ণুভক্তি অনেক রকম। প্রথমতঃ শুদ্ধাভক্তি এবং মিশ্রাভক্তি। শুদ্ধাভক্তি বলিতে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা বুঝায়—এই সেবা-বাসনার পশ্চাতে স্বসুখ-বাসনার, বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার, বা স্ব-বিষয়ক কোনও অনুসন্ধানের লেশমাত্রও থাকেনা। শুদ্ধ বলিতে অবিমিশ্র বা মলিনতাহীন বুঝায়; কৃষ্ণসুখ-বাসনার সঙ্গে অন্য কোনও বাসনার মিশ্রণ থাকিলে তাহা আর অবিমিশ্রা বাসনা হইতে পারে না। অন্য বাসনাই হইল কৃষ্ণ-সেবা-বাসনার মলিনতা। অন্য বাসনার লেশমাত্রও যাহাতে নাই, একমাত্র কৃষ্ণসুখের বাসনাই যে সেবার প্রবর্ত্তক, তাহাই শুদ্ধাভক্তি। বস্তুতঃ শুদ্ধাভক্তিই হইল পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি। মিশ্রাভক্তিতে একাধিক বাসনার মিশ্রণ থাকে। মিশ্রাভক্তি অনেক রকমের—কর্ম্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ইত্যাদি। যাঁহারা কর্ম্মমার্গের (বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির) অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মের ফল পাইতে হইলে তাঁহাদিগকেও ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের সহকারিণী যে ভক্তি, তাহা কর্ম্মের সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোনও ফল দিতে পারে না; কর্ম্মফলদাতা হইলেন ভগবান—বিষ্ণু। কর্ম্মফল-দানের জন্য তাঁহার কৃপাকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভক্তির সাহচর্য্য প্রয়োজন। এইরূপে, যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত স্ব-স্ব ফল দান করিতে অসমর্থ (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের সাধনের সঙ্গেই ভক্তি মিশ্রিত থাকে; পরিণামে ভক্তি থাকে না, অর্থাৎ পরিণামে ভগবৎ-সেবা থাকেনা। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরিণামেও থাকে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারাও পরব্যোমে তাঁহাদের উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সেবা করেন; মুক্তাবস্থাতেও ভগবানে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে; তাঁহাদের ভগবৎ-সেবাই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর শুদ্ধাভক্তির সাধনকে বলে উত্তমা ভক্তি—উত্তমা সাধন-ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা সাধন-ভক্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" এই শ্লোক হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি লাভের সাধন। কিরূপ অনুশীলন? আনুকূল্যেন—শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল, তাঁহার প্রীতির অনুকূল অনুশীলন বা চর্চ্চা। যে সমস্ত অনুষ্ঠান বা ভাবনাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল, সে সমস্তই হইল উত্তমা ভক্তি—রাবণ-কংসাদির কৃষ্ণসম্বন্ধীয় আচরণের ন্যায় প্রতিকূলাচরণ ভক্তির অঙ্গ নহে। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুকূলতা তো থাকা চাই-ই, আরও থাকা চাই—অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতত্ব। অন্যাভিলাষিতাশূন্য-পদের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে শ্রীকৃষ্ণসেবা ও সেবার অনুকূল বিষয় ব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-আদি অন্য কোনও বাসনাই থাকিতে পারিবে না। সাধন-কালে একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার দিকে। আর 'জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত'-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইবে জ্ঞান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান), কর্ম্ম (স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম), যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহিত সংশ্রবশূন্য।

এইরূপে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই উত্তমা ভক্তিতে (শুদ্ধাভক্তি লাভের অনুকূল সাধনে) পর্য্যবসিত হয় (২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবৎ-কৃপায় এই ভক্তি-অঙ্গগুলি ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে; তখন এই ভক্তি-অঙ্গগুলি অত্যন্ত আস্বাদনীয় হয়। উত্তমা ভক্তির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল সাধনমাত্রই নহে, পরন্তু ইহা সাধ্যও। ভগবৎ-কৃপায় উত্তমা-ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধক সিদ্ধিলাভ করিলে লীলাতে যখন ভগবানের সেবা পাইবেন, তখনও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির বিরাম হইবে না; তখন এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পরম-লোভনীয় হইয়া থাকে—ভগবানের পক্ষেও লোভনীয়, ভক্তের পক্ষেও। তখন এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারাই সিদ্ধভক্ত সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উত্তমা ভক্তির অঙ্গগুলি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-সেবার উপায় বলিয়া ইহারা স্বরূপতঃই ভক্তি, তাই ইহাদিগকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলে।

যাহা হউক উল্লিখিত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন:—জ্ঞানমত্র নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং, নতু ভজনীয়তত্ত্বানুসন্ধানমপি তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কর্ম্ম স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ। আদি-শব্দেন বৈরাগ্যযোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ। অর্থাৎ জ্ঞান-শব্দের দ্বারা এস্থলে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই বুঝায়; ভজনীয়-বস্তুর অনুসন্ধান বুঝায় না; কারণ, ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান অবশ্যকর্ত্তব্য। কর্ম্ম বলিতে স্মৃতিশাস্ত্রাদিবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাদিই বুঝায়; ভজনীয়-বস্তুর পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্ম বুঝায় না; কারণ, এইরূপ পরিচর্য্যাদিকে অনুশীলন (ভক্তির অঙ্গ) বলা যায়। আদি-শব্দ দ্বারা বৈরাগ্য, যোগ, সংখ্যজ্ঞানাদির অভ্যাসাদি বুঝায়।" উক্ত টীকায়—"কর্ম্ম" শব্দ দ্বারা স্মৃতি-শাস্ত্রাদি-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মাদিই বুঝায়"; সুতরাং স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মও এই কর্ম্ম-সংজ্ঞার মধ্যে পড়িয়া গেল। তাহা হইলে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকে স্পষ্টই আছে:—সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মপরম্পরা যে ভক্তির অঙ্গ, ইহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তা পরাশরাদি মুনিগণের সম্মত নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি ভক্তির অঙ্গই না হয়, তবে রায়-রামানন্দ "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়" বলিলেন কেন? "ভক্ত্যা সঞ্জাতায়া ভক্ত্যা"—শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে সাধ্যভক্তি লাভের সাধনও ভক্তিই। রায়-রামানন্দ যখন স্বধর্ম্মাচরণকে বিষ্ণুভক্তির সাধন বলিলেন, তখন তিনি স্বধর্ম্মাচরণকেও ভক্তি (সাধনভক্তি) বলিয়াই যেন স্বীকার করিলেন। ইহার হেতু কি? উত্তর:—ভক্তি তিন প্রকার—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। যাহা বাস্তবিক স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, অথচ যাহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয়, তাহাকে

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির পরিকররূপে নির্দ্দিষ্ট তদন্তঃপাতী জ্ঞান বা কর্ম্মাঙ্গভূত বৈরাগ্য বা দানাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিলে তাহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। আর শ্রীভগবানের নামগুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মননাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা স্বরূপতঃ ভক্তি; স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সিদ্ধাবস্থায়ও থাকে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আরোপসিদ্ধা ভক্তি মাত্র; স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিত হয় মাত্র। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুরুষের একটী প্রয়োজন হইলেও ইহা বিষ্ণুভক্তি নহে। আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ইহা যদি ভক্তিই না হয়, তবে ইহাতে ভক্তির ভাব আরোপিতই বা হয় কেন? উত্তর:—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহরীর ১১৮শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছে—"বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধান্ শুদ্ধ-ভক্ত্যনধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ যাহাদের দৃঢ় শ্রদ্ধা নাই, সুতরাং শুদ্ধাভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, তাহাদের জন্যই "বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি শ্লোকটী বলা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে চিত্তের মালিন্যজনক রজঃ ও তমোগুণের নাশ হইয়া যখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন সৌভাগ্যক্রমে কোনও মহৎ-লোকের কৃপায় ভক্তিপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই সম্ভাবনাতেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভক্তির ভাব আরোপিত হইয়াছে। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভক্তি জন্মিতে পারে না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। ২।২২।৪৮॥"

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান লোকই যে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইবে, তাহাও নহে। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, একমাত্র তিনিই ভক্তির অধিকারী। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তির অধিকারী। ২।২২।৩৮॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও আছে যে, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া—ইত্যাদি। ১।৪।১১॥" এখন "শ্রদ্ধা" কাহাকে বলে? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারাই যে অন্য সমস্ত কার্য্যের ফল পাওয়া যায়, এই বাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। "শ্রদ্ধাশব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়। ২।২২।৩৭॥" এই শ্রদ্ধার হেতুও সাধুসঙ্গ; অন্য কিছুই নহে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥ ২।২২।৩১॥" যদি কেহ বলেন, "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥ শ্রী ভা. ১১।২০।৯॥"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকেই তো, বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে বা বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম-সকল করিবে। তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনেই যে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, তাহাইত এই শ্লোকে বলা হইল। উত্তর—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শ্রদ্ধা ও বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিবার সম্ভাবনা মাত্রই আছে, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা যে নিশ্চিতই শ্রদ্ধাদি জন্মিবে, ইহা বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন:—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এই সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ॥ ২।২২।৪৯-৫০॥" এস্থলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগের কথা আছে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬॥"—"সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।" এস্থলে সমস্ত ধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মও বলা হইয়াছে। শ্রুতিও একথাই বলেন। "বর্ণাদি-ধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি।—বর্ণাদিধর্ম্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন। মৈত্রেয় উপনিষৎ।" মুণ্ডক-শ্রুতিও বলেন "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা।—(কর্ম্মাঙ্গভূত) যজ্ঞরূপ নৌকা (সংসার-সমুদ্র-তরণের পক্ষে) অদৃঢ়া॥ ১।২।৭॥"

"বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি শ্লোকে রামানন্দ-রায় বলিলেন এই যে (১) জীবের সাধ্যবস্তু হইল বিষ্ণুর প্রীতি; আর (২) তাহার সাধন হইল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

এস্থলে আরও একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। রামানন্দ-রায় এস্থলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া রাধাপ্রেম পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বলেন—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক শেষকালে রাধাপ্রেম প্রাপ্ত হইবে। এই সাধন-পর্য্যায়ে

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৩৮।৯)—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বর্ণেতি। বর্ণাশ্রমাচারবতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রজাতীয়ধর্ম্মযুক্তেন পুরুষেণ কর্ত্তৃভূতেন পরঃ পুমান্ প্রধানঃ পুরুষঃ বিষ্ণুরারাধ্যতে তত্তোষকারণং বিষ্ণুসন্তোষহেতুরন্যঃ পন্থা নাস্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিম্নতম-সোপানমাত্র।" এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। রায়-রামানন্দ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়টী সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, সেগুলির এক একটীকে পৃথক্ পৃথক্ পুরুষার্থরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন; পরন্তু সাধ্য-শিরোমণি রাধাপ্রেম-প্রাপ্তির সাধনাঙ্গভূত বিভিন্ন স্তররূপে বর্ণনা করেন নাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রাধাপ্রেমের একটী সাধন নহে। ইহার পরে যে সমস্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচিত হইবে, তাহাতে দেখা যাইবে, সেগুলি সমস্তই প্রেমের সাধন নহে, পরন্তু এক একটী স্বতন্ত্র পুরুষার্থ মাত্র।

শ্লো। ৪। অন্বয়। বর্ণাশ্রমাচারবতা (বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী) পুরুষেণ (ব্যক্তিদ্বারাই) পরঃ পুমান্ (পরপুরুষ) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) আরাধ্যতে (আরাধিত হয়েন); তত্তোষকারণং (তাঁহার—বিষ্ণুর—তুষ্টির হেতুভূত) অন্যঃ (অন্য কোনও) পন্থা (পন্থা—পথ—উপায়) ন (নাই)।

অনুবাদ। পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই। ৪

বর্ণাশ্রমাচারবতা—যাঁহারা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহাদের দ্বারা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ; এ সমস্ত বর্ণের জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের আদেশ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই বর্ণধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ। বৈশ্যের ধর্ম্ম—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য। শূদ্রের ধর্ম্ম—উক্ত তিনবর্ণের সেবা (কূর্ম্ম-পুরাণ)। আর, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রম; এই চারি আশ্রমের জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্মই আশ্রমধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম্ম—উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুসেবা, ব্রতাচরণ, বেদপাঠ, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া রবি ও অগ্নির নিকটে উপস্থিতি, গুরুর অভিবাদনাদি। গার্হস্থ্যাশ্রমের ধর্ম্ম—যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বকর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জ্জন, দেব-ঋষি-পিত্রাদির অর্চ্চনাদি। বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম—পর্ণমূল-ফলাহার, কেশ-শ্মশ্রু জটাধারণ, ভূমিশয্যা, মৌনী, চর্ম্ম-কাশ-কুশদ্বারা পরিধান ও উত্তরীয় করণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, দেবতার্চ্চন, হোম, অভ্যাগত পূজা, ভিক্ষাবলি প্রদান, বন্যস্নেহে গাত্রাভ্যঙ্গ, তপস্যা, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতাদি। ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম্ম—ত্রিবর্গত্যাগ, সর্ব্বারম্ভত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরায়ুজ ও অণ্ডজাদির প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ। (বিষ্ণুপুরাণ। ৩৯)। এই সমস্ত স্বস্ব বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম যাঁহারা আচরণ করেন—তাঁহাদের তত্তৎ-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচরণেই বিষ্ণু আরাধিত বা সন্তুষ্ট হয়েন; তাঁহার সন্তোষ সাধনের অন্য পন্থা নাই।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? এই শ্লোকে বলা হইল—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিষ্ণুপ্রীতির একমাত্র হেতু; অন্য কোনও উপায়েই বিষ্ণুর প্রীতি সাধিত হয় না। বিষ্ণুপ্রীতিই যে শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু—ইহা ভক্তিমার্গেরই কথা; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—সেবা ব্যতীত অন্য কিছুতেই শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হয়েন না। আর বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত শ্লোক বলিতেছে—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালনেই বিষ্ণু প্রীত হয়েন, অন্য কিছুতেই বিষ্ণু প্রীত হয়েন না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গই নহে—অর্থাৎ যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল-সেবা পাওয়া যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। | রায় কহে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই সাধনভক্তির অঙ্গ নহে—বরং তাহার প্রতিকূল; তাই স্তরবিশেষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করাও ভক্ত-সাধকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপ্রীতির সাধনসম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের বর্ণাশ্রমাচারবতা-শ্লোক এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র পরস্পর বিরোধী; ইহার হেতু কি?

বিষ্ণুপ্রীতির সাধন-সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধোক্তির হেতু আমাদের এই বলিয়া মনে হয় যে—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির সাধনের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণের "বর্ণাশ্রমাচারবতা"-শ্লোকে সেই জাতীয় বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলা হয় নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"-ইত্যাদি গীতাশ্লোক হইতে জানা যায়, সাধনের অনুরূপ ফলই ভগবান্ সাধককে দিয়া থাকেন। বিভিন্ন সাধন-পন্থা বিদ্যমান আছে; বিভিন্ন সাধনের ফলও বিভিন্ন; কিন্তু ভপবানের কৃপা ব্যতীত, ভগবানের তুষ্টি ব্যতীত, কোনও সাধনের ফলই পাওয়া যায় না। সাধনই হইল—ফলদানের নিমিত্ত ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য; এই কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার তুষ্টিসাধন প্রয়োজন; সাধনে তিনি তুষ্ট হইলেই কৃপা করিয়া সাধনানুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধন যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফল যেমন বিভিন্ন, সাধনের ফলে ভগবানের তুষ্টিও তদ্রূপ বিভিন্ন; সকল সাধনেই তিনি যদি সমভাবে তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে সকল রকমের সাধককেই তিনি তুল্য ফল দিতেন; কিন্তু তাহা তিনি দেন না; যে ফল পাইতে ভগবানের যতটুকু বা যেরূপ তুষ্টির প্রয়োজন, তাহার সাধনেও তিনি ততটুকু বা সেইরূপই তুষ্ট হয়েন। তাই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাঁহার যতটুকু এবং যে জাতীয় তুষ্টি উন্মেষিত হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ততটুকু এবং সেই জাতীয় তুষ্টি উন্মেষিত হয় না। সাধনভক্তিতে তিনি এতই তুষ্টিলাভ করেন যে, "বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ"—ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্য্যন্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন—তিনি সর্ব্বতোভাবে ভক্তের বশীভূত হইয়া যায়েন; তাই তিনি বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনঃ। শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥" কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তিনি কখনও এরূপ বশ্যতা স্বীকার করেন না। গীতার ২।৩৭ শ্লোক হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; বিষ্ণুপুরাণের ৩।৭ অধ্যায় হইতে জানা যায়, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণের ফলে লোকপ্রাপ্তি—স্বর্গলোক, সত্যলোক প্রভৃতি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত লোকের সুখভোগাদিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের যেস্থল হইতে "বর্ণাশ্রমাচারবতা"-শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই স্থলে প্রকরণবলেও উক্তরূপ-ফলের পরিচয়ই পাওয়া যায়। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফললাভ করেন?" তদুত্তরে পরাশর—সগর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্দ্যং তথাস্পদম্। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমি-সম্বন্ধী সমুদয় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং উত্তমা নির্ব্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায়। বি, পুঃ ৩।৮।৬॥" এই সকল ফল পাইতে হইলে কিরূপ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়—"কথমারাধ্যতে হি সঃ?"—এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—"বর্ণাশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধীয় (ঐহিক) মনোরথাদি, কি স্বর্গাদিলোক, কি নির্ব্বাণমুক্তি পাইতে হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর যে পরিমাণ তুষ্টিবিধান করা দরকার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে সেই পরিমাণ তুষ্টিই সাধিত হইতে পারে।

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রমাচারবতা-ইত্যাদি শ্লোকে যে বিষ্ণুপ্রীতির কথা, কিম্বা পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৩ পয়ারে যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের অভীষ্ট বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি নহে—তাহা স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির কি ঐহিক সুখ-সম্পদের, কিম্বা নির্ব্বাণমুক্তির অনুকূল বিষ্ণুপ্রীতি বা বিষ্ণুভক্তি।

৫৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। রায়ের উত্তর শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি যাহা বলিলে, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা। ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এহো বাহ্য—তুমি যে বলিলে, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, তাহা অত্যন্ত বাহিরের কথা। বিষ্ণুভক্তি সাধ্যবস্তু বটে; কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে বিষ্ণুর যে প্রীতি জন্মে, তাহা জীবের সাধ্যবস্তু নহে; কারণ, তাহার ফলে—ইহ-কালের সুখ-সম্পদ, কি পরকালের স্বর্গাদি সুখভোগ লাভ হইতে পারে, ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবানের পক্ষে নির্ব্বাণমুক্তিও বরং লাভ হইতে পারে (বি, পু, ৩।৮); কিন্তু এসমস্তই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের অনেক বাহিরের বস্তু। স্বর্গাদি-সুখসম্পদ-ভোগে আছে একমাত্র নিজের সুখ, যাহার অপর নাম কাম; ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবা নাই; আর নির্ব্বাণমুক্তিতে আছে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবকত্বভাবের নিরসন; ইহার মূলে আছে নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা—নিজের জন্য চিন্তা—কাম; ইহাও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যের বাহিরে তো বটেই—পরন্তু একেবারে বিরোধী। সুতরাং তুমি যে বিষ্ণুভক্তি বা বিষ্ণুপ্রীতির কথা বলিয়াছ, তাহা স্বর্গাদি-সুখ-ভোগমাত্র দিতে পারে, কিন্তু জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য—শ্রীকৃষ্ণসেবা দিতে পারে না বলিয়া তাহা বাহিরের—জীবের স্বরূপের বাহিরের বস্তু। এইরূপ বিষ্ণুভক্তির ফলে যে স্বর্গাদি সুখভোগ পাওয়া যায়, তাহার স্থানও প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে; আর বিশেষস্থলে যে নির্ব্বাণমুক্তি পাওয়া যায়, তাহার স্থানও সিদ্ধলোকে, পরব্যোমের বাহিরে; উভয়ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবস্তুর স্থান হইল জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার যে স্থান, সেই ব্রজলোকের অনেক বাহিরে। এই জাতীয় বিষ্ণুভক্তি বাহিরের বস্তু হওয়ায়, তাহার সাধন যে স্বধর্ম্মাচরণ, তাহাও তদনুরূপই বাহিরের সাধন; ইহা জীবের স্বরূপের অনুকূল সাধন নহে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে "স্বধর্ম্মাচরণ"কেই বাহ্য বলা হইয়াছে; "বিষ্ণুভক্তি" বা "বিষ্ণুর আরাধনাকে" বাহ্য বলা হয় নাই। কারণ, বিষ্ণুর আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। বিষ্ণুর আরাধনা না করিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করা সত্ত্বেও জীবের পতন হয়:—"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ শ্রীভা. ১১।৫।৩।" অর্থাৎ ঐ চারি জাতি এবং চারি আশ্রমীর মধ্যে যে জন অজ্ঞতা-প্রযুক্ত নিজ পিতা ঈশ্বর-পরম-পুরুষকে ভজনা করে না, সে ঐ জাতি এবং আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে পতিত হয়। আর যে জন সেই পুরুষকে জানিয়া অবজ্ঞা করে, সে নরকে পতিত হয়। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে। ২।২২।১৯॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বিষ্ণুভক্তি জীবের সাধ্যবস্তু বটে; কিন্তু যে বিষ্ণুভক্তিতে কেবল স্বধর্ম্মাচরণের ফল সুখভোগাদিমাত্র পাওয়া যায়, যে বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহা জীবের সাধ্য নহে; যে বিষ্ণুভক্তিতে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের সাধ্যসার; কারণ, তাহা জীবের স্বরূপের অনুকূল। স্বধর্ম্মাচরণে ইহকালের বা পরকালের সুখভোগাদির অপেক্ষা আছে বলিয়া দেহাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে নির্ব্বাণমুক্তির কথাও শুনা যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। সুতরাং স্বধর্ম্মাচরণে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের—সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধির এবং সেবাবাসনার—স্ফুরণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ইহা বাহ্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভুর মত জানিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার।"

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ—শ্রীকৃষ্ণেতে সমস্ত কর্ম্মের ফল অর্পণ। এস্থলে কর্ম্ম বলিতে স্মৃতি-আদি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম এবং শরীরাদির স্বাভাবিক-ধর্ম্মবশতঃ যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকল কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বাহ্য বলাতে রামানন্দ-রায় কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণের কথা বলিলেন। তাতে বুঝা যায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কিসে? বর্ণাশ্রমাচারাদি বেদবিহিত কর্ম্ম সকাম; ঐ সমস্ত কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তার বন্ধন জন্মে। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ গীতা।৩।৯।" অর্থাৎ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মকে যজ্ঞ বলে; সেই যজ্ঞ-উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মে ইহলোকে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি ফলানুসন্ধানশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ গীতা। ২।৫১॥" অর্থাৎ বুদ্ধিমান্

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থ-পশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্যসমর্পণীয়ং কিন্তর্হি যৎ করোষীতি। স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোসি যদ্দদাসি যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পণ্ডিতগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময়পদ লাভ করিয়া থাকেন। এখন দেখা গেল, বেদাদি-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা যে বন্ধনের আশঙ্কা আছে, ফলানুসন্ধানরহিত হইয়া সেই সকল কর্ম্ম করিলে আর সেই বন্ধনের ভয় থাকে না। এজন্যই কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগের ব্যবস্থা; কিন্তু কর্ম্মের ফল কোথায় ত্যাগ করিবে? ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যৎ করোষি যদশ্নাসি— —" ইত্যাদি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মের ফল অর্পণ করিলে কি হইবে? ঐ "যৎ করোষি— —" শ্লোকের ঠিক পরের শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন, "শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। গীতা। ৯।২৮।—এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের ফল আমাতে অর্পণ করিলে তুমি শুভাশুভ-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।" কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন হয় না বলিয়াই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ।

সাধ্যসার—সাধ্যবস্তু সমূহের সার বা শ্রেষ্ঠ। রায়-রামানন্দ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে সাধ্যসার বলিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য নহে, ইহা সাধন মাত্র; ইহার সাধ্য হইল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি। রায়ের উক্তির মর্ম্ম এই যে—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তাহা সাধ্যসার।

দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধের প্রমাণরূপে নিম্নে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। হে কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় অর্জ্জুন)! যৎ (যাহা) করোষি (কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যাহা) তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (কর)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, এবং যাহা কিছু তপস্যা কর—তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর। ৫

যৎ করোষি—শরীরাদির স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এবং স্মৃত্যাদি শাস্ত্রবিহিত যে কিছু কর্ম্ম কর, কিম্বা লৌকিক কর্ম্মও যাহা কিছু কর। "স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি—স্বামী। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎকর্ম্ম ত্বং করোষি--চক্রবর্ত্তী।" **যৎ অশ্নাসি**—যাহা কিছু পানাহার করিবে। "ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি—চক্রবর্ত্তী।" **কুরুষ্ব মদর্পণম্**—সমস্তই যেরূপে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেইরূপেই করিবে।

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—জ্ঞানকর্ম্মাদিত্যাগ করিতে পারিবে না বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা কেবলা অনন্যভক্তিতে যাহাদের অধিকার নাই, অথচ নিকৃষ্ট সকাম-ভক্তিতেও যাঁহাদের অভিরুচি নাই, তাঁহাদের জন্যই এই শ্লোকোক্ত সাধন-ব্যবস্থা; ইহা নিষ্কামা-কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তিনি আরও বলেন—ইহা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ নয়; কারণ, নিষ্কাম-কর্ম্মে কেবল শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মেরই ভগবদর্পণের ব্যবস্থা আছে, ব্যবহারিক কর্ম্মের অর্পণের ব্যবস্থা নাই; এই শ্লোকে ব্যবহারিক কর্ম্মার্পণের ব্যবস্থাও দেখা যায়। ইহা ভক্তিযোগ বা অনন্যভক্তিও নহে; কারণ, ভক্তিযোগে ভগবানে অর্পিত কর্ম্মই করার ব্যবস্থা; "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং···ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ভা. ৭।৫।২৩-২৪॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়েতে, নতু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যেতইতি।—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধাভক্তি আগে

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥ ৫৬

তথাহি (ভাঃ—১১।১১।৩২)—
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্‌ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যদ্বা ভক্তের্দার্ঢ্যেন নিবৃত্ত্যধিকারিতয়া সংত্যজ্য অথবা বিদ্ধৈকাদশী কৃষ্ণৈকাদশ্যমুপবাসাদ্যনিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মা স্তান্ সংত্যজেত্যর্থঃ। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষ্ণুতে অর্পিত হইবে, তার পরে সাধককর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে; অনুষ্ঠান করিয়া তাহার পরে বিষ্ণুতে অর্পণ—ইহা ভাগবত-বচনের অভিপ্রেত নহে।" তাহা হইলে, কর্ম্মাদি আগে ভগবানে অর্পিত হইয়া তাহার পরে তাঁহারই কর্ম্মাদি তাঁহারই দাসরূপে সাধক কর্ত্তৃক কৃত হইলেই তাহা ভক্তিযোগের অনুকূল হয়। "যৎ-করোষি" ইত্যাদি গীতাবাক্যের মর্ম্ম এই যে—আগে কর্ম্ম করিয়া তাহার পরে তাহা (বা তাহার ফল) ভগবানে অর্পণ করিবে; সুতরাং ইহা ভক্তিযোগের অঙ্গ নহে।

৫৫ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৬। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"কর্ম্মার্পণের কথা যাহা বলিলে, তাহাও বহিরের কথা; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।'

কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে প্রভু বাহ্য বলিলেন কেন? এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—অত্র যৎকরোষীত্যাদিকন্ত বিরাডুপাসনাবদ্ ভজনানুসন্ধানং নির্ণেতুমশক্তং প্রতি জ্ঞাতব্যং যথার্থনির্ণয়ে এব বাহ্যং—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকে বাহ্য বলার কারণ এই যে, যাঁহারা বিরাট-উপাসনার ন্যায় ভজনানুসন্ধান নিশ্চয় করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের প্রতিই "যৎ করোষি"—ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে।

যৎকরোষি-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—যাহারা অনন্যা ভক্তিতে অনধিকারী; তাহাদের জন্যই এই শ্লোকোক্ত ব্যবস্থা; ইহা ভক্তিযোগ নহে; এবং ভক্তিযোগ নহে বলিয়া ইহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না; কাজেই এই সাধনও বাহিরের বস্তু এবং এই সাধনের ফলে যে সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, তাহাও জীবস্বরূপের পক্ষে বাহিরের বস্তু। কর্ম্মার্পণের উদ্দেশ্য কি? পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৫ পয়ারের "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" বাক্যের টীকায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—কর্ম্মবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করার জন্যই প্রাধানতঃ কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়; সুতরাং এই কর্ম্মার্পণে কর্ত্তার নিজের জন্য—নিজেকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্য ভাবনাই মুখ্য। কিন্তু যেখানে নিজের জন্য ভাবনা আছে—সুতরাং দেহাবেশ আছে—সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না; কাজেই তাহা বাহ্য। প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—"স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার।" **স্বধর্ম্মত্যাগ**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইল ফলাভিসন্ধানযুক্ত স্বধর্ম্ম, আর কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল ফলাভিসন্ধান-শূন্য স্বধর্ম্ম; এই দুইটীকেই যখন মহাপ্রভু "বাহ্য" বলিলেন—তখন রায় রামানন্দ "স্বধর্ম্মত্যাগের" কথা বলিলেন।

সাধ্যসার—"সর্ব্বসাধ্যসার।" "ভক্তিসাধ্যসার" এরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। স্বধর্ম্মত্যাগ সাধনমাত্র, ইহা সাধ্য নহে; রায়ের উক্তির মর্ম্ম এই যে—স্বধর্ম্মত্যাগে যে বস্তু পাওয়া যায়; তাহাই সাধ্যসার।

শ্লো। ৬। অন্বয়। গুণান্ (গুণ) দোষান্ (এবং দোষ) আজ্ঞায় (সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক—ভগবৎকর্ত্তৃক) আদিষ্টান্ (আদিষ্ট) অপি (হইলেও) স্বকান্ (স্বকীয়) সর্ব্বান্ (সমস্ত) ধর্ম্মান্ (ধর্ম্ম)

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্‌ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণং ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচ শোকং মা কার্ষীঃ। যত স্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। স্বামী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সংত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) মাং (আমাকে—ভগবান্‌কে) ভজেৎ (ভজন করে), স চ (সেই ব্যক্তিও) এবং (এইরূপ—পূর্ব্বোক্তরূপ) সত্তমঃ (সত্তম—সৎলোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাকর্ত্তৃক যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষ-গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া তৎসমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করে, সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত "কৃপালুরকৃতদ্রোহাদি" ব্যক্তির ন্যায় সত্তম। ৬

গুণান্ দোষান্—দোষ ও গুণ; কিসের দোষগুণ? ভগবান্ বেদাদি-শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত কর্ম্মের দোষগুণ। **আজ্ঞায়—**আ (সম্যক্‌রূপে) জ্ঞায় (জানিয়া); বিচারাদিপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া। তিন রকমের লোক বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে। প্রথমতঃ অজ্ঞব্যক্তি; যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জনেনা, সে ব্যক্তি বেদবিহিত কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নাস্তিক ব্যক্তি—যে বেদবিহিত কর্ম্মাদির বিষয় জানে, কিন্তু নাস্তিক বলিয়া সে সমস্তে বিশ্বাস করে না, তাই সে সমস্তই ত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ, যে অজ্ঞ নহে, নাস্তিকও নহে; যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির বিষয় ভালরূপেই জানে, সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলেও যাহার বিশ্বাস আছে, সেই ব্যক্তি সে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দোষ এবং গুণ সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া ও সে সমস্ত কর্ম্ম শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়া—অনন্যভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিতেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ—পরিত্যাগ করিতে পারে। এই শ্লোকে এই তৃতীয় রকমের লোকের কথাই বলা হইয়াছে; বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির দোষ-গুণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক যে ব্যক্তি ভগবদাদিষ্ট হইলেও সে সমস্ত বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার ভজন করেন, **স চ এবং সত্তমঃ**—তিনও এতাদৃশ সত্তম। "চ ও এবং"-শব্দের সার্থকতা এই :—এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অসূয়া-শূন্য, সম, সর্ব্বোপকারক, কামদ্বারা যাঁহার চিত্ত অক্ষুব্ধ, যিনি বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির, ভগবচ্ছরণাপন্ন, মুনি, অপ্রমত্ত, গম্ভীরাত্মা, ধৃতিমান, বিজিতষড়্‌গুণ, অমানী, মানদ, দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি—তিনি সত্তম (২।২২।৪৪-৪৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আর "আজ্ঞায়ৈবং"-শ্লোকে বলিলেন—কৃপালু-অকৃতদ্রোহাদি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি যেমন সত্তম, যিনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া স্বধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও তেমনই সত্তম—কোনও অংশেই তাঁহা অপেক্ষা হীন নহেন। এস্থলে টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—"যিনি কৃপালু, অকৃতদ্রোহাদিগুণসম্পন্ন, তিনিও সত্তম, সেই সমস্ত গুণ না থাকিলেও সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম। চকরাৎ পূর্ব্বোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্‌গুণাভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি।" ইহাও অবশ্য নিশ্চিত সত্য যে—যিনি অনন্যভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধাবশতঃ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন করেন, প্রথমে কৃপালুত্বাদি গুণ তাঁহাতে না থাকিলেও আচরেই তিনি সে সমস্ত গুণের অধিকারী হইতে পারেন। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।। শ্রীভা ৫।১৮।২২ ॥ কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে। ২।২২।৪৩।" ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ।

শ্লো।৭। অন্বয়। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সমস্তধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাং (আমাকে

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। | রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—আমার) শরণং ব্রজ (শরণ গ্রহণ কর); অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধার করিব) মা শুচ (শোক করিও না)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব; তুমি কোনওরূপ শোক করিও না। ৭

সর্ব্বধর্ম্মান্—বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্তধর্ম্ম। **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করিয়া; সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ বলিতে এস্থলে ফলত্যাগ বুঝায় না। ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্—চক্রবর্ত্তী। এস্থলে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মাদি ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে। **একং মাং শরণং ব্রজ**—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, অন্যদেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি সমস্তকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও; আমাতে আত্মসমর্পণ কর। শরণাগতির লক্ষণ :—আনুকূল্যস্য গ্রহণং প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥ আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥—ভগবানের প্রীতির অনুকূল বস্তুর গ্রহণ, প্রতিকূল বস্তুর ত্যাগ, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ করা, আত্মনিক্ষেপ এবং কার্পণ্য বা কাতরতা—এই ছয়টীই শরণাগতির লক্ষণ। হরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭" যিনি যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার মূল্যক্রীত পশুর তুল্য সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন—তিনি যাহা করান, তাহাই করেন; তিনি যাহা খাওয়ান, তাহাই খায়েন; তিনি যেখানে রাখেন, সেখানেই থাকেন; কোনও বিষয়েই শরণাগতব্যক্তির নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকে না—প্রকৃত শরণাগত যিনি, কোনও রূপ কর্ত্তৃত্বের ইচ্ছাও তাঁহার থাকেনা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রভুকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার বলিতে তখন আর তাঁহার কিছুই থাকে না—তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়,—তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি, শক্তি প্রভৃতি সমস্তই তখন তাঁহার প্রভুর; প্রভুর প্রীতিজনক কার্য্যব্যতীত স্বীয়-দেহ-সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারেই তিনি আর সে সমস্তকে নিয়োজিত করেন না, করার অধিকার বা প্রবৃত্তিও তাঁহার থাকেনা। **অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি**—সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের মুখে সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়া অর্জ্জুন হয়তো মনে করিতে পারেন যে—"শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার কথা বলিতেছেন, সে-সমস্ত ধর্ম্মও তো তাঁহারই আদিষ্ট? তবে সে-সমস্তের পরিত্যাগে কি আমার প্রত্যবায় বা পাপ হইবে না?" অর্জ্জুনের মনে এরূপ একটা আশঙ্কার কথা অনুমান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"না, ধর্ম্মত্যাগের জন্য তোমার কোনও পাপ হইবেনা—সমস্ত পাপ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব; তুমি কোনওরূপ আশঙ্কা করিওনা, **মাশুচ**—শোক করিওনা?"

৫৬ পয়ারোক্ত স্বধর্ম্মত্যাগের প্রমাণরূপে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫৭। রামানন্দ-রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! তুমি যে স্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলিতেছ, তাহাও বাহিরের কথা; ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল।"

স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগকে প্রভু বাহ্য বলিলেন কেন? কর্ম্মত্যাগের সমীচীনতাসম্বন্ধে রায়-রামানন্দ "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি এবং সর্ব্বধর্ম্মানিত্যাদি"—যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইটীতে যে সাধন-প্রণালীর উল্লেখ আছে, সেই সাধন-প্রণালীর সহিত জ্ঞানকর্ম্মাদির কোনও সংশ্রব নাই; শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশই তাহাতে আছে। "আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় তদুক্ত সাধনপ্রণালীকে, চক্রবর্ত্তিপাদ কেবলাভক্তির প্রথম-সোপান—প্রবর্ত্তক-সাধকের-সাধনাঙ্গ, শ্রীজীবগোস্বামী এবং দীপিকাদীপন-টীকাকার অমিশ্রা-ভক্তিমার্গের মধ্যম-সাধকের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং উহা শুদ্ধাভক্তি-মার্গেরই সাধন; এই সাধনের পরিপক্কাবস্থায় জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাই লাভ হইতে পারে; তাহা হইলে এই সাধনের লক্ষ্য বাহিরের বস্তু নহে—সুতরাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই সাধনাঙ্গও বাহিরের বস্তু হইতে পারেনা। (সর্ব্বধর্ম্মানিত্যাদি-শ্লোকোক্ত সাধন সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য)। তথাপি মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিলেন কেন? উক্ত সাধনের সাধ্য যখন বাহ্য নহে, সাধনও যখন বাহ্য নহে—তখন ইহাই মনে হয় যে, যে জাতীয় সাধককে লক্ষ্য করিয়া উক্ত দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে, সেই জাতীয় সাধকের মনোবৃত্তিতে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে "বাহ্য"-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয় এবং সেই মনোবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া শ্লোকোক্ত সাধন-প্রণালী স্বরূপতঃ শুদ্ধাভক্তিমার্গ-সম্মত হইলেও "বাহ্য" হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই জাতীয় মনোবৃত্তির পরিচয় উক্ত শ্লোক দুইটীতে পাওয়া যায় কিনা এবং পাওয়া গেলেই বা তাহা কি?

শুদ্ধাভক্তিমার্গে কর্ম্মত্যাগের (স্বধর্ম্মত্যাগের) বিধি থাকিলেও তাহার একটা অধিকার-ব্যবস্থা আছে। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে এবং নির্ব্বেদ-অবস্থা জন্মিলে অকস্মাৎ কোনও মহাপুরুষের কৃপায় যে পর্য্যন্ত ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভা. ১১।২০।৯॥" মহৎকৃপার ফলে শ্রদ্ধা জন্মিলেই কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক কেবলা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে নহে। "তথা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ শ্রদ্ধায়াং জাতায়াং তু ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী।" এস্থলে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হইল, তাহা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। "ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা নহে"—এইরূপ যে দৃঢ় বিশ্বাস,—তাদৃশ-শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতে যাহার উৎপত্তি—তাহাই এতাদৃশী আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগে অধিকারী। কিন্তু আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকে যে কর্ম্মত্যাগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এতাদৃশী মহৎকৃপাজনিতা আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় না। পতিতে আত্যন্তিক-প্রেমবতী নারী যেমন অন্য পুরুষের সহিত তাঁহার স্বামীর দোষ-গুণ বিচার করিতে যায় না, তাদৃশ বিচারের কথাও যেমন তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় না, পরন্তু স্বীয় প্রেমের দৃঢ়তাবশতঃ কেবল মাত্র পতির গুণমুগ্ধ হইয়াই পতিসেবাদ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে,—তদ্রূপ ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিরূপ অনন্যভক্তিতে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনিও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষ-গুণ বিচার করিতে যায়েন না, তদ্রূপ বিচারের কথাও তাঁহার চিত্তে উদিত হয় না—শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজেকে কৃতার্থ করার চেষ্টাতেই তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। অন্য পুরুষের সহিত স্বীয় পতির দোষগুণের বিচার করিয়া যে নারী পতিসেবার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যায়েন, পতির প্রতি তাঁহার যে প্রীতি, তাহাকে আত্যন্তিকী প্রীতি বলা যায় না। তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজনাঙ্গের বিচার করিতে যাইবেন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধা থাকিলেও এই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বলা যায় না। সুতরাং আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদিশ্লোকে যাঁহাদের কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, কর্ম্ম-ত্যাগে তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার নাই। তাই, আলোচ্য ৫৭ পয়ারের টীকায় শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অত্র স্বধর্ম্মত্যাগবিধৌ নির্ব্বেদ-তৎকথাশ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যভাবাদনধিকারিণঃ স্বধর্ম্মত্যাগেন নশ্যেয়ুরিতি বাহ্যং—কর্ম্ম-ত্যাগের অধিকার নিরূপণে ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকের প্রমাণমূলক স্বধর্ম্মত্যাগে ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে তাদৃশী প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনধিকারীর পক্ষে স্বধর্ম্মত্যাগে অমঙ্গলের আশঙ্কাবশতঃই রায়-কথিত স্বধর্ম্মত্যাগকে বাহ্য বলা হইয়াছে।" তাবৎ-কর্ম্মাণি-কুর্ব্বীত"-শ্লোকের কর্ম্মত্যাগের মূলে হইল ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি; আর আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদি শ্লোকের কর্ম্ম-ত্যাগের মূলে হইল শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদির দোষগুণবিচার। পার্থক্য অনেক। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবৎ-সেবার জন্য একটা প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু দোষগুণ বিচারের পরে যে শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে নিষ্ঠা, তাহাতে প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণের টানের সেবায়, আর কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবায় অনেক পার্থক্য; প্রাণের টানের সেবা অপেক্ষা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবা অনেক বাহিরের বস্তু ; এই দুই রকমের সেবায় সেবকের যে মনোবৃত্তির পার্থক্য, তাহাই রায়-কথিত স্বধর্ম্ম-ত্যাগকে "বাহ্য" বলার হেতু ; কর্ত্তব্যবুদ্ধিজনিত সেবার মনোবৃত্তির সংস্পর্শে শ্রবণকীর্ত্তনাদি-শুদ্ধাভক্তির অঙ্গসমূহ বাহিরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ :—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও। এইরূপে সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করার জন্য যদি তোমার কোনওরূপ পাপ হইবে বলিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি, এই পাপের জন্য তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিব।" শ্লোকের শেষার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অভয়বাণী শুনিয়া শ্রোতা হয়তঃ মনে করিতে পারেন "হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারি।" ইহাতেই বুঝা যায়, এইরূপ স্বধর্ম্মত্যাগে "নিজের পাপ হইতে রক্ষার জন্য", নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য একটা অভিপ্রায় আছে। সুতরাং ইহা "অন্যাভিলাষিতাশূন্য" হইল না, কাজেই উত্তমাভক্তির আলোচনায় ইহা বাহ্য। (ভূমিকার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রভু স্বধর্ম্মত্যাগকে বাহ্য বলিলে রায় বলিলেন—"তবে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধ্যসার।"

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি। জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—তৎপদার্থের জ্ঞান (পরতত্ত্বের বা ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান), ত্বংপদার্থের জ্ঞান (জীবস্বরূপের জ্ঞান, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞানও ইহার অন্তর্ভুক্ত) এবং উভয়ের ঐক্যজ্ঞান (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান)। শেষ অঙ্গটী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ভক্তিবিরোধী ; যেহেতু, এইরূপ ঐক্যজ্ঞানবশতঃ জীবের সহিত ব্রহ্মের স্বরূপগত সম্বন্ধের (সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের) জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম দুইটী অঙ্গ, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের বা ভগবতত্ত্বের জ্ঞান এবং জীবতত্ত্বের জ্ঞান (আনুষঙ্গিক ভাবে উভয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধ সেব্য-সেবকত্বের-জ্ঞান) ভক্তিবিরোধী নহে ; যেহেতু, ইহা সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিরোধী নহে। আলোচ্য পয়ারোক্ত জ্ঞান-শব্দের ব্যাপকতম অর্থ ধরিলে জ্ঞানের এই তিনটী অঙ্গের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিকেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে মনে করা যায়। ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে—ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গের সাধন (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-মূলক সাধন) স্বীয় ফল সাযুজ্য-মুক্তি দান করিতে পারেনা। "কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে॥ ২।২২।১৬॥" সুতরাং মুক্তিকামীর জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তির সাহচর্য্যের প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে মিশ্রিতা যে ভক্তি, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। আবার, যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান, আনুষঙ্গিকভাবে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান, মায়াতত্ত্বের জ্ঞান, ইত্যাদি ভক্তির অবিরোধী বিবিধ জ্ঞান লাভের প্রয়াসের দিকেও প্রাধান্য দিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি-অঙ্গের সাধনের সঙ্গেও জ্ঞান মিশ্রিত থাকে ; তাই ইঁহাদের ভক্তিকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা যায়। আলোচ্য-পয়ারে উল্লিখিত উভয় প্রকারের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। কিন্তু স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-বিষয়ক, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। তাহাতে মনে হয়—আলোচ্য পয়ারে "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির" অন্তর্গত জ্ঞান-শব্দে কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই হয়তো রায়-রামানন্দের অভিপ্রেত। অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় প্রকার জ্ঞানই তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকিলে তৎ-পদার্থ ও ত্বং-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিসম্বন্ধে কোনও প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ রামানন্দ রায় প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই—ইহাই মনে করিতে হয়।

তথাহি তত্রৈব (১৮।৫৪)—
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ। গুণমালিন্যাপগমাৎ; প্রসন্নশ্চাসাবাত্মা চেতি সঃ ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্মজ্ঞানাদ্যর্ব্বরিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তম্। মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্‌তয়া কেবলাং লভতে ইতি বৎ। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যং ইত্যতঃ পরা-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তির উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই স্বধর্ম্মত্যাগের পরে রায়-রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উল্লেখ করিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে উত্তমাভক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৮। অন্বয়। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মা) ন শোচতি (নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (কোনওরূপ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন না); সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীতে) সমঃ (সমদৃষ্টিসম্পন্ন) [সন্] (হইয়া) পরাং মদ্ ভক্তিং (আমাতে পরাভক্তি) লভতে (লাভ করে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, কোনও বস্তুলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরাভক্তি লাভ করেন। ৮

ব্রহ্মভুত ঃ—ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত। ভক্তির সাহচর্য্য লইয়া জ্ঞানমার্গের সাধক জ্ঞানযোগে সাধন করিতে করিতে যখন তাঁহার জড়োপাধি ছুটিয়া যায়, যখন তাঁহার গুণমালিন্য দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার দেহ-দৈহিকবস্তুতেঁ অভিমান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন তিনি অনাবৃত-চৈতন্য হইয়া ব্রহ্মরূপতা—ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন; ব্রহ্ম যেমন উপাধি-লেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য, তিনিও তখন উপাধিলেশশূন্য অনাবৃত-চৈতন্য। এরূপ যখন তিনি হয়েন, তখনই তাঁহাকে "ব্রহ্মভূত" বলে। **প্রসন্নাত্মা**—প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা যাঁহার; কোনওরূপ জড়োপাধি নাই বলিয়া, কোনওরূপ গুণমালিন্য নাই বলিয়া তাঁহার চিত্ত তখন প্রসন্নতা লাভ করে, কোনওরূপ বিষণ্ণতাই তখন তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। এইরূপে, দেহ ও দৈহিকবস্তুতে অভিমানাদি থাকে না বলিয়া তিনি তখন **ন শোচতি**—পূর্ব্বের ন্যায় নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না এবং **ন কাঙ্ক্ষতি**—কোনও অপ্রাপ্ত বস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। দেহ-দৈহিক বস্তুতে অভিমানাদি থাকিলেই লোকের বাহ্যানুসন্ধান থাকে; ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির তদ্রূপ কোনও অভিমানাদি না থাকায় বাহ্যানুসন্ধানও থাকে না; তাই তিনি বালকের ন্যায় **সর্ব্বেষু ভুতেষু সমঃ**—ভালমন্দ, উত্তম অধম, ভদ্র অভদ্র সকল প্রাণীকেই সমান বলিয়া মনে করেন; প্রাণিসমূহের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাহ্যানুসন্ধানের অভাববশতঃ তাহাই তাঁহার মনে জাগে না। সাধকের এইরূপ অবস্থা যখন হয়, তখন যদি কোনও সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার শুদ্ধ-জ্ঞান-মার্গের সাধনাঙ্গ অনুষ্ঠিত না হয়, জ্ঞানমার্গের সাধনাঙ্গ যদি লোপ পায়, নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধান যদি তিরোহিত হয়—তাহা হইলে সাধনের আনুষঙ্গিকভাবে তিনি যে ভক্তি-অঙ্গের-অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাই তখন অধিকতর সজীবতা লাভ করিয়া

প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর। | রায় কহে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। পূর্ব্বে জ্ঞানমার্গের সাধনের আনুষঙ্গিকমাত্র ছিল বলিয়া এই ভক্তি-অঙ্গ একটু ক্ষীণ ছিল; কিন্তু মাষ-মুদ্গ-ভূষি-আদির সহিত মিশ্রিত স্বর্ণকণিকা প্রথমে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিলেও, মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন স্বর্ণকণিকা নষ্ট হয় না, বরং তখন তাহার উজ্জ্বলতা যেমন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তদ্রূপ, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সহিত মিশ্রিতা ভক্তি প্রথমে নিতান্ত ক্ষীণপ্রভা হইয়া থাকিলেও ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা ব্যক্তির নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তিরোহিত হইয়া গেলে, একমাত্র ভক্তিই অবশিষ্ট থাকিয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। ভক্তি হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং অনশ্বরা; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিদ্যা এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইলেও ভক্তি তিরোহিত হয় না; এই ভক্তি তখন জ্ঞানকর্ম্মাদির ছায়াস্পর্শশূন্যা বলিয়া দ্রুতবেগে উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধিত সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়া **পরাভক্তি**—প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে পরিণত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকে।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদিপাদনের উদ্দেশ্যেই রায়-রামানন্দ এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন।

৫৮। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা যাহা বলিলেন, তাহাও বাহিরের কথা। আর কিছু থাকে যদি বল।"

কিন্তু প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলিলেন কেন? পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৫৭ পয়ারের টীকায় দুই রকমের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রভু উভয় প্রকার জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু কেন? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহা আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। জ্ঞানমার্গের সাধনের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি কেবল জ্ঞানমার্গের সাধনের সহায়কারিণীরূপেই অবস্থান করেন; তাঁহার কাজ, কেবল জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তাকে সাফল্যদান করা, তাঁহার অন্য কোনও কাজ নাই। এই জাতীয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে সাযুজ্য-মুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু এই সাযুজ্য-মুক্তির সাধন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি জীব-ব্রহ্মের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের প্রতিকূল। তাই প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। উদ্ধৃত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—ইত্যাদি গীতা-শ্লোক হইতে জানা যায়—ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। পরাভক্তি হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি; এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হইলে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়; ইহাই জীব-স্বরূপের সহিত স্বরূপগত-সম্বন্ধবিশিষ্ট সাধ্যবস্তু; সুতরাং এই পরাভক্তিকে বাহ্য বলা চলে না। প্রভু পরাভক্তিকে বাহ্য বলেনও নাই; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বাহ্য বলিয়াছেন। কিন্তু "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোক হইতে জানা যায়—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে যিনি ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা হয়েন, তিনি পরাভক্তি লাভ করেন। ইহাতে মনে হয়, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইল পরাভক্তি লাভের উপায়—অথবা, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরিণামে পরাভক্তি হইয়া যায়। তাহা হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে কেন বাহ্য বলা হইল? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"মায়িক উপাধি দূরীভূত হইয়া গেলে সাধক যখন ব্রহ্মভূত (অর্থাৎ অনাবৃত-চৈতন্য ব্রহ্মরূপ) হয়েন, তখন তিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন (অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় নষ্ট বস্তুর জন্যও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যও আকাঙ্ক্ষা করে না) এবং (বাহ্যানুসন্ধান থাকেনা বলিয়া) বালকের ন্যায় ভাল-মন্দ সকল বস্তুতেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন। তখন নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য)-জ্ঞান শান্ত হইয়া গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান-সাধনের অন্তর্ভুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূতা (সুতরাং) অবিনশ্বরা ভক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। পূর্ব্বে মোক্ষ-সাধক-সাধনকে সফল করার জন্য অংশরূপে যে ভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় তখন তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ছিলনা। এক্ষণে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া যাওয়ায় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানচিন্তার আর প্রয়োজন বা অবকাশ না থাকায় তাহা যখন শান্ত বা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট থাকে কেবল সেই ভক্তি—মাষ-মুদ্গাদির সহিত মিলিত কাঞ্চন-কণিকা প্রথমতঃ অদৃশ্য ভাবে থাকিলেও মাষ-মুদ্গাদি পচিয়া নষ্ট হইয়া গেলেও যেমন নষ্ট হয়না, তাহা যেমন অবশিষ্ট থাকে, তদ্রূপ। ভক্তি মায়িক বস্তু নহে বলিয়া নষ্ট হয় না। সাধক তখন সেই ভক্তিকে লাভ করেন। যাহা পূর্ব্বেই ছিল, অন্য বস্তুর (ঐক্যজ্ঞান-চিন্তার) সহিত মিশ্রিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে যাহাকে ততটা লক্ষ্য করা হয় নাই, এখন সেই অন্য বস্তু না থাকায়, কেবল ভক্তিমাত্রই থাকায় সহজেই তাহাকে পাওয়া যায়। এজন্যই শ্লোকে "অনুষ্ঠান করে"—না বলিয়া "লাভ করে (লভতে)" বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তির লাভ-সম্ভাবনা হয়। সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি।" এইরূপই এই শ্লোকপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য।

যাহা পূর্ব্বে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ছিল, পরে স্বতন্ত্রা হইয়াছে, সেই ভক্তির কথাই চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন—যাহা পূর্ব্বে অংশরূপে মিশ্রিত ছিল, (সুতরাং তটস্থা বা নিরপেক্ষারূপে কেবল জ্ঞানসাধনের ফল দানের জন্যই ছিল), তাহাই (সেই ভক্তিই) পরে স্বতন্ত্রা হইয়া প্রায়শঃ সম্পূর্ণা প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হওয়ায় সম্ভাবনা লাভ করে। এইরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে বাস্তবিকই বাহ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, ঈদৃশী ভক্তির ব্যাপারে সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণা-প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্র আছে—তাহাও প্রায়শঃ। নিশ্চয়তার কথা তিনি কিছু বলেন নাই। নিশ্চয়তার কথা না বলার হেতুও আছে। সাধক ব্রহ্মভূত হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের চিন্তা হয়তো তাঁহার লোপ পাইয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে যে ভক্তি তটস্থারূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; যদি তাহার নিশ্চয়তাই থাকিত, তাহা হইলে ভক্তির সাহচর্য্যযুক্তা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান-চিন্তাকে সাযুজ্য-মুক্তির সাধন বলা হইত না, প্রেম-ভক্তি-লাভের সাধনই বলা হইত। এই অবস্থায় তটস্থা ভক্তি প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে—যদি সাধক কোনও পরম-ভাগবত মহাপুরুষের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে। অন্যথা নহে। কিন্তু এইরূপ মহৎ-কৃপালাভেরও কোনও নিশ্চয়তা নাই। অথবা কোনও ভাগ্যবশতঃ সাধন-অবস্থায় যদি সাধকের চিত্তে তীব্র ভক্তিবাসনা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা তটস্থা ভক্তি স্বতন্ত্রা হইলে সেই সাধককে কৃতার্থ করার জন্য প্রবলা হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু এইরূপ তীব্র ভক্তিবাসনা জন্মিবার পক্ষেও নিশ্চয়তা কিছু নাই। এজন্যই বোধ হয় চক্রবর্ত্তিপাদ প্রেমভক্তি-লাভের সম্ভাবনামাত্রের কথাই বলিয়াছেন, নিশ্চয়তার কথা বলেন নাই। নিশ্চয়তা নাই বলিয়াই ইহা বাহ্য।

দ্বিতীয়তঃ। এক্ষণে তৎ-পদার্থ ও ত্বং-পদার্থের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ১।২।১২০॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানমত্রত্বম্পদার্থবিষয়ং তৎপদার্থবিষয়ং তয়োরৈক্যবিষয়ঞ্চেতি ত্রিভূমিকং ব্রহ্মজ্ঞানমুচ্যতে। তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ। তচ্চ তচ্চ প্রথমমেব ইতি অন্যাবেশপরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়তে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তদ্ভাবনয়া ভক্তিবিচ্ছেকত্বাচ্চ।" শ্রীজীবের এই উক্তির (সুতরাং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকেরও) তাৎপর্য্য এই—"প্রথম অবস্থায় অন্যবস্তুতে চিত্তের আবেশ (এবং তজ্জনিত শোকাদিবিঘ্ন) দূর করার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী (জীবতত্ত্ব-ভগবৎ-তত্ত্বাদিবিষয়ক) জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐরূপ ভক্তির অবিরোধী জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই। তখন এসমস্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। বিশেষতঃ তখন বৈরাগ্যের কথা, বা জীবতত্ত্ব-ভগবত্তত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তির বিঘ্ন জন্মিবে।"

তথাহি (ভাঃ—১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তর্হি কথমজ্ঞাঃ সংসারং তরেয়ুঃ অত আহ জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যং প্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিঃ নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈ রজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তোঽসি ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ। স্বামী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াও যদি কেহ নানাবিধ তত্ত্বাদির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহাহইলে কেবল যে ভজনের অননুকূল ব্যাপারে তাঁহার সময়ই বৃথা নষ্ট হইবে, তাহাই নহে ; ক্রমশঃ তত্ত্বালোচনার দিকে তাঁহার একটা আবেশও জন্মিতে পারে। এইরূপ আবেশ জন্মিলে তত্ত্বালোচনাকেই তিনি হয়তো তাঁহার ভজনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে মনে করিতে পারেন। তখন এই তত্ত্বালোচনা রীতিমতই তাঁহার ভজনের পক্ষে বিঘ্নজনক হইয়া উঠিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সার সহিত মিশ্রিত যে ভক্তিমার্গের সাধন, তাহা ভক্তির বিঘ্নজনক বলিয়া—সুতরাং জীবব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞান-বিকাশের অবিরোধী হইলেও ভক্তির পুষ্টিসাধক নহে বলিয়া এবং তজ্জন্য সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের সম্যক্ উপযোগী নহে বলিয়া প্রভু ইহাকে বাহ্য বলিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দরায় বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যসার।"

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—জ্ঞানের সহিত সংশ্রবশূন্যা ভক্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—ভগবতত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। পূর্ব্বপয়ারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথায় জ্ঞানের এই তিনটী অঙ্গের সহিত মিশ্রিতা ভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান বা জীবতত্ত্ব-ভগবত্ত্বাদির প্রয়াস মিশ্রিত থাকাতে তাহা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া প্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে বাহ্য বলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রায়-রামানন্দ জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের সহিতই সংশ্রবশূন্যা (জ্ঞানশূন্যা) ভক্তির কথা বলিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উৎকর্ষ এই যে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে ভগবান্ (বা ব্রহ্ম) এবং জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের বিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের মিশ্রণ নাই এবং ভক্তির বিঘ্নজনক ভগবতত্ত্ব-জীবতত্ত্বাদির জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য অত্যাগ্রহের মিশ্রণও নাই। অধিকন্তু, স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দরায় শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশের নিশ্চয়তা আছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। হে অজিত (হে অজিত) জ্ঞানে (জ্ঞান-বিষয়ে—তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির নিমিত্ত) প্রয়াসং (চেষ্টা বা শ্রম) উদপাস্য (সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া) স্থানে স্থিতাঃ (স্থানে—সাধুদিগের নিবাসস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক) সন্মুখরিতাং (সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত) শ্রুতিগতাং (আপনা-আপনিই শ্রুতিপথ-গত) ভবদীয়বার্ত্তাং (তোমার বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথা) তনুবাঙমনোভিঃ (কায়মনোবাক্যে) নমন্ত এব (সৎকার করিয়া) যে (যাঁহারা) জীবন্তি (জীবনধারণ করেন) [ত্বম্] (তুমি) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকীতে) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্ত্তৃক) প্রায়শঃ (প্রায়ই) জিতঃ (বশীকৃত) অপি (ও) অসি (হও)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে অজিত! তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা বিচারাদির জন্য (কিম্বা স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা (তীর্থভ্রমণাদি না করিয়াও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কেবলমাত্র) সাধুদিগের আবাস-স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপগুণ-লীলাদির কথার, বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথার, কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার বা ভগবদ্ভক্ত-চরিতকথার শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন না), ত্রিলোক-মধ্যে তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই তুমি প্রায়শঃ (বাহুল্যে) বশীকৃতও হও।" ৯

জ্ঞানে—জ্ঞানবিষয়ে; ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মহিমাদি-বিচারে (শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-বৈষ্ণব-তোষণী)। ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান, মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রভৃতি লাভ করার নিমিত্ত **প্রয়াসং উদপাস্য**—প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া; কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া; ভগবত্তত্ত্বাদি অবগত হওয়ার জন্য শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে প্রাধান্য না দিয়া যাঁহারা **স্থানে স্থিতাঃ**—সাধুদের বাসস্থানে অব্যগ্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক; তীর্থভ্রমণাদির ক্লেশ স্বীকার না করিয়া সাধুদিগের নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক (শ্রীজীব) **সন্মুখরিতাং**—সৎ বা সাধুদিগের মুখ হইতে উদ্গীরিত। মিথ্যাভাষণাদি বা সর্ব্বেন্দ্রিয়-ক্ষোভাদি পরিহারের নিমিত্ত যাঁহারা প্রায়শঃ মৌনব্রতাবলম্বী, যাহা সেই সাধুদিগকেও মুখরীকৃত করিয়া তোলে এবং সেই সাধুদিগের সান্নিধ্যে অবস্থানবশতঃ যাহা আপনা-আপনিই **শ্রুতিগতাং**—কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় (সৎ বা সাধুদিগের নিকটে থাকিলে তাঁহারা যখন ভগবৎ-কথাদির আলোচনা করেন, তখন সেই সমস্ত কথা আপনা-আপনিই কানে আসিয়া পৌঁছে—শ্রুতিগত হয়; এইরূপে যাহা সাধুদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া আপনা-আপনিই কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়), সেই **ভবদীয়বার্ত্তাং**—ভবদীয় (তোমার—ভগবানের) বার্ত্তা (কথা), ভগবৎ-কথা, ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা, অথবা ভবদীয় (তোমার আপন জনদের—ভগবদ্ভক্তদের) বার্ত্তা (কথা), ভক্ত-চরিত **তনুবাঙ্মনোভিঃ**—তনু (কায়, দেহ), বাক্য ও মনের দ্বারা—কায়মনোবাক্যে যাঁহারা **নমন্ত এব**—নমস্কার করিয়া, সৎকার করিয়া (শ্রবণ-সময়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অঞ্জলিবন্ধনাদি, করযোড়-করণাদি হইল কায়দ্বারা সৎকার, যাহা শুনা হইতেছে, বাক্যে তাহার অনুমোদন বা প্রশংসাদি হইল বাক্যদ্বারা সৎকার এবং সে সমস্ত ভগবৎ-কথায় বিশ্বাস বা মনে মনে সে সমস্ত কথার চিন্তা বা অনুস্মরণাদি হইল মনের দ্বারা সৎকার। এই ভাবে ভগবৎ-কথাদির কায়মনোবাক্যে সৎকার করিয়া যাঁহারা) **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করেন; যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন অন্য বৃথাকার্য্যে সময় ব্যয় না করিয়া যাঁহারা কেবল এই ভাবে সৎকারপূর্ব্বক সাধুমুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা শ্রবণ করেন, অন্যকর্ত্তৃক অজিত (বশীভূত হওয়ার অযোগ্য) হইলেও, অপর কেহ তোমাকে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও **ত্রিলোক্যাং**—ত্রিলোকীতে **তৈঃ**—তাঁহাদিগ (উক্তরূপে ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-পরায়ণ-লোকগণ) কর্ত্তৃক **প্রায়শঃ**—প্রায়শই (বাহুল্যে), বিশেষরূপেই অথবা অধিকাংশস্থানেই **জিতঃ অসি**—বশীকৃত হও।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পৃথক্ ভাবে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা সাধুদিগের নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুদিগের মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা বা ভগবদ্ভক্ত-চরিত শ্রবণকেই জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, অপর কেহ ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে সমর্থ না হইলেও, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের বশীভূত হয়েন। এই শ্লোকে ভগবৎ-কথার ভগবদ্বশীকরণী শক্তির কথা বলা হইল। ভগবান্ ভক্তিবশ। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ শ্রুতি॥ সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে শ্রোতার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তির বশীভূত হইয়া ভগবান্ তাঁহার (শ্রোতার) বশীভূত হইয়া তাঁহার চিত্তে অবস্থান করেন। ভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে নিজেই বলিয়াছেন—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা ৯।৪।৬৩। "সাধুভক্তগণ যেন তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রাস করিয়া রাখেন। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতমস্বরূপ হইলেও ভক্তকে কৃতার্থ করার জন্য ভক্তের প্রীতিরসের কাঙ্গাল। এই প্রীতিরসের লোভে তিনি আপনা হইতেই ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন, ভক্তের প্রেমরস-নিষিক্ত হৃদয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। ভগবৎ-কথা শ্রবণদ্বারা এতাদৃশ প্রেম জন্মিতে পারে। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, ভগবৎ-কথা শ্রবণে সেব্য-সেবক-ভাবের এবং সেবাবাসনারও বিকাশ লাভ হইতে পারে, যেহেতু, সেবাবাসনার বিকাশ না হইলে প্রেম-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শব্দেরও সার্থকতা থাকেনা এবং প্রেম না জন্মিলে ভগবানের বশ্যতা-স্বীকৃতির প্রশ্নও উঠিতে পারে না। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাই এই শ্লোকে বলা হইল। যিনি এই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, ভগবান্ তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় চরণ-সেবার অধিকার দেন। এজন্য জ্ঞানশূন্যা ভক্তিকে "সাধ্য-সার" বলা হইয়াছে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তির যাহা সাধ্য—ভগবৎ-সেবা, তাহাই সাধ্যসার। বস্তুতঃ ভগবৎ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনও বটে, সাধ্যও বটে; সিদ্ধাবস্থায়ও ভক্ত ভগবৎ-পার্ষদরূপে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন, ভগবান্‌কেও আনন্দিত করেন। "কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"প্রভো, তোমার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, রূপ, গুণ, লীলাদির তত্ত্ব বা মহিমা অবগত হওয়া আমার পক্ষে বা অপর কাহারও পক্ষেও অসম্ভব। তুমি কৃপা করিয়া যতটুকু যাঁহাকে জানাও, তিনি ততটুকু মাত্রই জানিতে পারেন। তাহার বেশী কিছু জানিবার সামর্থ্য কাহারও হইতে পারেনা।" ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন—তাহা হইলে জীবের উপায় কি? কিরূপে জীব সংসার-সমুদ্র হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে? যেহেতু শ্রুতি বলেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—সেই সচ্চিদানন্দবস্তুকে জানিতে পারিলেই জীবের সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে, এতদ্ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তির আর অন্য কোনও পন্থা নাই। সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি যদি অজ্ঞেয়ই হয়, তাহা হইলে জীব কিরূপে সংসার-মুক্ত হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ব্রহ্মা "জ্ঞানে প্রয়াসম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাদি জানিবার জন্য চেষ্টা না করিয়াও জীব সংসারমুক্ত হইতে পারে; কেবল সংসার-মুক্তি লাভ করা নয়, সেই অবিজ্ঞেয়-মাহাত্ম্য ভগবান্‌কে বশীভূতও করিতে পারে। কিরূপে? সাধুর মুখে একান্তভাবে নিরন্তর ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা এবং তাঁহার ভক্তদের চরিতকথা শ্রবণদ্বারা। এই জাতীয় কথা শ্রবণের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির অনেক কথা শ্রোতা জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা ৩।২৫।২৪॥—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সাধুদিগের সঙ্গে প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক; প্রীতিপূর্ব্বক ঐ কথা আস্বাদন করিলে অপবর্গের বর্ত্মস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বা ভগবদ্-ভক্তসম্বন্ধিনী কথা মাত্রই ভগবানের তত্ত্বপূর্ণ, তাঁহার স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-রূপ-গুণ-লীলাদির তত্ত্বপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল কথার শ্রবণে আনুষঙ্গিকভাবেই অনেক তত্ত্বকথা জানা যায়; তজ্জন্য পৃথক্ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে গেলে সেই চেষ্টাতে আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে ভজনের বিঘ্নও জন্মিতে পারে (পূর্ব্বেই ইহার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে); অথচ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনাও তাহাতে বিশেষ কিছু নাই। যেহেতু, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ১০।১৪।৪॥"-শ্লোক একথাই বলেন। শ্রবণাদিরূপ ভক্তিকে বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞান লাভের জন্যই প্রয়াস পায়েন, স্থূল-তুষাবঘাতী লোকের ন্যায় তাঁহাদের কেবল ক্লেশই প্রাপ্য হয়, অন্য কিছু নয় (অর্থাৎ জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়)। ভক্তি হইল সমস্ত মঙ্গলের উৎসরূপা (শ্রেয়ঃস্থতি); শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে আনুষঙ্গিকভাবে আপনা-আপনিই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। "শ্রেয়সাং সর্ব্বেষামেব স্থতিমিতি অবান্তরফলত্বেন স্বতএব জ্ঞানমপি ভবিতৈবেতি সূচিতম্। শ্রীভা ১০।১৪।৩-শ্লোকের শ্রীজীবকৃতবৈষ্ণবতোষণী॥" ভগবৎ-কথা-শ্রবণে আনুষঙ্গিক ভাবে যাহা শুনা যায়, ভগবৎ-কথার কৃপায় তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ হইতে পারে; তাহাতেই জীবের সংসার-মুক্তি হইতে পারে, শ্রুতির উক্তিও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। "অতস্ত্বৎ-কথৈকদেশ-জ্ঞানমেব ত্বজ্‌জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তি ইতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতিভাবঃ।—শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নয় ; ভগবৎ-কথা শ্রবণে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, তাহাও ভগদ্-বিষয়ক জ্ঞান ; তাহাতেই সংসার-মুক্তি হইতে পারে। ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। ভগবৎ-কথা বা ভক্তচরিত শ্রবণ-প্রসঙ্গে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নীরস তত্ত্বকথাও ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদির কথার রসে পরিষিঞ্চিত হইয়া পরম-লোভনীয়তা লাভ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শ্লোকে বলা হইল—ভগবতত্ত্বাদি-বিষয়ে জ্ঞান-লাভের জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। অথচ শ্রীলকবিরাজগোস্বামী সিদ্ধান্ত-বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১।২।৯৯॥" আবার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ" ইত্যাদি ১।২।১১—১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥ শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥ যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে সেহ ভক্ত হইবে উত্তম॥ ২।২২।৩৯-৪১॥" এসমস্ত প্রমাণেও শাস্ত্রজ্ঞানের বা তত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"—ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে উল্লিখিত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-আদির উক্তির সমন্বয় কি? সমন্বয় এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে ; তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে শ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে কিনা সন্দেহ ; জন্মিলেও তাহা দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রয়াসে প্রাধান্য দেওয়াই দূষণীয় ; কেন দূষণীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের উপলক্ষ্যেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, কি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র লীলাকথাদিতে যেমন পূর্ণ, তত্ত্বকথাদিতেও তেমনি পূর্ণ। এসমস্ত গ্রন্থের অনুশীলনে লীলাকথাদির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বকথাদির জ্ঞানও আনুষঙ্গিকভাবে জন্মিতে পারে।

যাহা হউক, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে (২।৮।৫৭ পয়ারের টীকায়) তৎপদার্থের জ্ঞান, ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান—জ্ঞানের এই ত্রিবিধ অঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত সংস্রবশূন্যা ভক্তিই জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি। স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ "জ্ঞানে প্রয়াসম্"-ইত্যাদি যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন, তাহাতে কিন্তু তৎ-পদার্থের (ভগবৎ-স্বরূপাদির) জ্ঞান-লাভের প্রয়াস-পরিহারের কথাই বলা হইল ; আনুষঙ্গিক ভাবে ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান লাভের প্রয়াস-ত্যাগের কথাও আসিতে পারে ; যেহেতু, তৎ-পদার্থের জ্ঞানের সঙ্গে ত্বম্পদার্থের জ্ঞানও ঘনিষ্টভাবে জড়িত—উভয়ের মধ্যে শক্তি-শক্তিমান্ সম্বন্ধ, অংশ-অংশী সম্বন্ধ, সুতরাং সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বিদ্যমান্ বলিয়া। সুতরাং তৎ-পদার্থবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াসের প্রাধান্য পরিহারের নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ত্বম্-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানলাভের প্রয়াসে অত্যাগ্রহ ত্যাগের নির্দ্দেশও প্রকারান্তরে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের তৃতীয় অঙ্গ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াস-পরিহারের কোনও নির্দ্দেশ উক্ত শ্লোকে দৃষ্ট হয়না ; এবং তদুদ্দেশ্যে অপর কোনও শ্লোকও রায়-রামানন্দকর্ত্তৃক উল্লিখিত হয় নাই। ইহার হেতু বোধ হয় এই যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান যে ভগবানের সহিত জীবের স্বরূপগত সম্বন্ধের প্রতিকূল, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ; সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাবের এবং সেবাবাসনা-বিকাশের পক্ষে ইহা যে বর্জ্জনীয়, তাহার ইঙ্গিতও উল্লিখিত "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"—ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। তাই এস্থলে আর পৃথক্ কোনও প্রমাণ-উল্লেখের আবশ্যকতা আছে বলিয়া রায়-রামানন্দ মনে করেন নাই।

অথবা "জ্ঞানে প্রয়াসম্"-ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানলাভের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে ভগবান্‌কে বশীকৃত করা যায় বলাতে, শেষ পর্য্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাহাতেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের অভাব সূচিত হইয়াছে। তাই রামানন্দ আর কোনও পৃথক্ শ্লোকের উল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। অথবা, "জ্ঞানে প্রয়াসম্"—বাক্যে জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রয়াসই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। | রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৫৯। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহাও হইতে পারে; কিন্তু ইহার পরে কিছু থাকিলে, তাহা বল।"

এহো হয়—ইহা হইতে পারে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু কেবল "এহো বাহ্য"ই বলিয়াছেন। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির"-কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"এহো হয়।" ইহার হেতু এই। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" পূর্ব্বে রায়-রামানন্দ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনওটীই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিকাশের, অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব-ভাব-বিকাশের এবং সেবা-বাসনা-বিকাশের, অনুকূল ছিলনা; তাই প্রভু "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" সেব্য-সেবকত্ব-ভাববিকাশের এবং সেবা-বাসনা-বিকাশের অনুকূল বলিয়া বলা হইল "এহো হয়।" এইবারই প্রভু সর্ব্ব-প্রথম বলিলেন—"এহো হয়।" ইহাতে বুঝা যায়, রামানন্দরায়ের মুখে যে সাধ্যতত্ত্বটী প্রভু প্রকাশ করাইতে চাহিতেছেন, এতক্ষণে সেই তত্ত্ব-কথাটী প্রাপ্তির পথে আসা হইয়াছে; এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেন পথের বাহিরেই বিচরণ করা হইতেছিল। তাই প্রভু বলিলেন—"এহো হয়—হাঁ, রায়, এতক্ষণে ঠিক পথে আসিয়াছ।"

আগে কহ আর—ইহার পরে কি আছে বল। প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ—"রায়, এতক্ষণে পথে আসিয়াছ বটে; কিন্তু ইহাই পথের শেষ নয়। আরও অগ্রসর হও।" "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" সমর্থনে শ্রীমদ্-ভাগবতের যে শ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূন্যা ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ সাধকের বশ্যতা স্বীকার করেন। শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই বশ্যতার অনেক বৈচিত্রী আছে; সকল ভক্তের নিকটে ভগবান্ সমভাবে বশীভূত হন না। তাহার কারণ এই যে—সাধকের রুচি, প্রকৃতি ও বাসনা ভেদে একই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও বিভিন্ন সাধকের চিত্তকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সকল পন্থার সাধককেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়; নচেৎ অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না (ভূমিকায় অভিধেয়-তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পন্থার সাধকদের সকলকে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইলেও—বাসনার পার্থক্যবশতঃ তাঁহাদের অভীষ্টের পার্থক্য। সকল অভীষ্টই দান করেন ভগবান্—ফলদাতা এক জনই। যে অভীষ্ট দান করার নিমিত্ত ভগবানের যতটুকু করুণা—সুতরাং ভক্তবশ্যতা—উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, সেই অভীষ্ট-কামীর সাধনে তিনি ততটুকুই বশ্যতা স্বীকার করেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সকলের সেবা-বাসনাও একরূপ নহে; বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ-সেবার বাসনা। ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে এবং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহাদের বশ্যতাও স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু সেবা-বাসনার অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ভগবানের ভক্ত-বশ্যতারও তারতম্য হয় (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাবের ভক্তদের নিকটে ভগবানের ভক্তবশ্যতা এক রকম নহে)। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উপলক্ষ্যে উল্লিখিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে সাধারণ ভাবেই ভগবানের ভক্ত-বশ্যতার কথা বলা হইয়াছে, বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের কথা বল।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনিলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন। প্রশ্ন হইতে পারে, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনামাত্রেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন কি না? এসম্বন্ধেও শ্লোক হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু থাকিলেও তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—রামানন্দ, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রেই কি ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৩)—
নানোপচার-কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ ॥
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নানেতি। হে ভক্ত আর্ত্তবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়ং প্রেম্ণা এব নানোপচারকৃতপূজনং সৎ সুখবিদ্রুতং স্যাদিত্যন্বয়ঃ। তত্র বৈধর্ম্মে দৃষ্টান্তমাহ যাবদিতি। যাবৎ জঠরে জরঠা বলবতী ক্ষুৎ এবং পিপাসাস্তি তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় ভবতঃ তদভাবে তন্ন এবং প্রেমাভাবে সুখবিদ্রুতং নেতি দৃষ্টান্তঃ। যদ্বা উপচারকৃতপূজনং নানা বিনা প্রেম্ণৈব সুখবিদ্রুতং স্যাদিতি নানাশব্দো বিনার্থেঽপি তথা লোকে সিদ্ধত্বাৎ। চক্রবর্ত্তী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও বিশেষ অবস্থা লাভ হইলে তখন ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য-সার।"

প্রেমভক্তি—প্রেমলক্ষণা ভক্তি। প্রেম বলিতে "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনা" বুঝায়। সাধন-ভক্তির (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জ্ঞানশূন্যা ভক্তির) অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং সম্বন্ধের জ্ঞান—অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্বের জ্ঞান এবং সেবা-বাসনা—বিকশিত হয়, তখন হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়া সাধকের সেবা-বাসনা প্রেমরূপে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা সেবা-বাসনার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাই প্রেম-ভক্তি। যিনি এই প্রেমভক্তির কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃহীন, প্রেম বিনু এই মত ভক্ত। চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত রীতি, যেই জানে সেই অনুরক্ত॥ লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন, পতিব্রতা জন যেন পতি। অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত প্রেমভক্তি রীতি॥"

স্বীয় উক্তির সমর্থনে রামানন্দ-রায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লো। ১০। অন্বয়। ভক্ত (হে ভক্ত) আর্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধুর—দীনজনবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) প্রেম্ণা (প্রেমের সহিত) নানোপচারকৃতপূজনং (বিবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত) [সৎ] (হইলে) এব (ই) সুখবিদ্রুতং (সুখে দ্রবীভূত) স্যাৎ (হয়)। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) জঠরে (উদরে) জরঠা (বলবতী) ক্ষুৎ (ক্ষুধা) অস্তি (থাকে), পিপাসা (এবং বলবতী পিপাসাও থাকে), নমু তাবৎ (সেই পর্য্যন্তই) ভক্ষ্যপেয়ে (অন্নজল) সুখায় (সুখের নিমিত্ত) ভবতঃ (হয়)। **অথবা,** হে ভক্ত! আর্ত্তবন্ধোঃ (দীনবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) হৃদয়ং (হৃদয়) উপচারকৃতপূজনং (উপচারের সহিত কৃত পূজা) নানা (ব্যতীত) প্রেম্ণা (প্রেমদ্বারা) এব (ই) সুখবিদ্রুতং (সুখে দ্রবীভূত) স্যাৎ (হয়)। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অনুবাদ। হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-যোগে প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্ত অন্নজল সুখের নিমিত্ত (সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক) হইয়া থাকে। ১০

অথবা। হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-সহযোগে পূজা ব্যতীতও কেবল প্রেমদ্বারাই আর্ত্তবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)। ১০

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা না থাকিলে সুস্বাদু, সুগন্ধি এবং সুদৃশ্য খাদ্য এবং পানীয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না; তদ্রূপ প্রেম না থাকিলে বহুবিধ-উপচারের সহিত পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হয়েন না; পরন্তু বলবতী ক্ষুধা এবং পিপাসা থাকিলে সামান্য অন্নজলও যেমন অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হয়;

তত্রৈব (১৪)—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণেতি। যদি কুতোঽপি কারণাৎ সৎসঙ্গরূপাদিত্যর্থঃ লভ্যতে তদা কৃষ্ণভক্তিরসেন ভাবিতা তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতিঃ ক্রীয়তাং তেনৈব মূল্যেন গৃহ্যতামিত্যর্থঃ। ননূপযুক্তমূল্যেনৈব গ্রহীষ্যামীত্যাহ তত্রেতি তন্মতৌ একলং লৌল্যং স্বতৃষ্ণারূপং মূল্যমেব তত্তু জন্মকোটি-সুকৃতৈঃ পুণ্যৈ র্ন লভ্যতে কুত উপযুক্ত-মূল্যং অপি বার্থে। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে, তবে তাঁহার প্রদত্ত সামান্য বস্তুতেও—এমনকি কোনও উপচার-সংগ্রহ করিয়া সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে সমর্থ না হইলেও, একমাত্র তাঁহার প্রেমদ্বারাই—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। স্থূলার্থ এই যে, ভক্তের প্রেমই হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতু। পূজার দ্রব্য ভক্তের প্রীতিমিশ্রিত হইলেই—ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না; তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন; অনন্তকোটিবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার চরণ-সেবা করেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের? স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ তিনি সর্ব্বদা প্রীতির জন্য লালায়িত; তাই যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম দেখেন, সেখানেই তিনি আছেন।

এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সম্বন্ধে একটু বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তে বলা হইল—তীব্র ক্ষুৎ-পিপাসা থাকিলেই ভক্ষ্যপেয় সুখদায়ক হয়। তদ্রূপ প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচারেই ভগবান্ প্রীত হয়েন। দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়—যাহার ক্ষুৎ-পিপাসা আছে, ভক্ষ্যপেয় গ্রহণে তাহারই সুখ; পরিবেশকের ক্ষুৎ-পিপাসায় ভোক্তার সুখ হয় না; ভোক্তার তীব্র-ক্ষুৎপিপাসা থাকিলেই ভোজনে তাহার সুখ জন্মে। কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে দেখা যায়—যিনি উপচারের সহিত পূজা করিবেন, তাঁহার চিত্তে যদি প্রেম থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের চিত্ত সুখবিদ্রুত হয়—ইহা যেন পরিবেশকের ক্ষুধায় ভোক্তার ভোজন-তৃপ্তির অনুরূপ। এস্থলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। সঙ্গতি আছে, তবে তাহা যেন একটু প্রচ্ছন্ন। পূজকের চিত্তে যদি প্রেম—কৃষ্ণপ্রীতিমূলা তীব্র সেবা-বাসনা—থাকে, তাহা হইলে, সেই সেবা-বাসনা ভক্তবৎসল-ভগবানের চিত্তেও সেবা-গ্রহণের জন্য বলবতী লালসার উদ্রেক করে। পূজকের বা ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি যত বলবতী হইবে, ভগবানের সেবাগ্রহণ-বাসনাও ততই বলবতী হইবে; এই বলবতী সেবাগ্রহণ-বাসনাই প্রেমের সহিত প্রদত্ত উপচার গ্রহণে ভগবানের সুখের হেতু হয়। ক্ষুৎপিপাসা যেমন ভোক্তার মধ্যে থাকে, এই সেবাগ্রহণ-বাসনাও তেমনি উপচার-গ্রহীতা ভগবানের মধ্যে থাকে। এই ভাবে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি। শ্লোকে ভগবানের পক্ষে সেবাগ্রহণ-বাসনার উল্লেখ না করিয়া ভক্তের প্রেমের উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে—ভক্তের চিত্তে প্রেম না থাকিলে ভগবানের চিত্তেও সেবাগ্রহণের বাসনা উদ্বুদ্ধ হয় না। ভক্তচিত্তের প্রেম বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তকে যখন আর্ত্তিযুক্ত করে, তখনই আর্ত্তবন্ধু (ভক্তবৎসল) ভগবানের চিত্তেও অনুরূপ সেবাগ্রহণ-বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়; ইহাই "আর্ত্তবন্ধু"-শব্দেরও দ্যোতনা।

শ্লো। ১১। অন্বয়। যদি কুতঃ অপি (যদি কোন কারণে) লভ্যতে (পাওয়া যায়) [তদা] (তাহা হইলে) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত) মতিঃ (বুদ্ধি) ক্রীয়তাং (ক্রয় কর)। তত্র (সেই ক্রয়-ব্যাপারে) লৌল্যং (লালসা) অপি (ই) একলং (একমাত্র) মূল্যং (মূল্য); [তত্তু] (কিন্তু সেই লালসা) জন্মকোটিসুকৃতৈঃ (কোটি-জন্মের-পুণ্যদ্বারাও) ন লভ্যতে (পাওয়া যায় না)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যদি (সৎসঙ্গাদিরূপ) কোনও কারণ বশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণ-ভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে ; এই ক্রয়-ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মূল্য ; কিন্তু কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না। ১১

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ—কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের দ্বারা ভাবিতা মতি বা বুদ্ধি। কবিরাজেরা পানের রসাদিদ্বারা বড়ির ভাবনা দেয় অর্থাৎ কোনও বিশেষ প্রক্রিয়ায় বড়িতে এমনভাবে পানের রস মাখায়, যাহাতে বড়ির প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি অণুতে সেই রস প্রবেশ করিতে পারে ; এইরূপ হইলেই বলা হয়, সেই বড়ি পানের রসে ভাবিত হইয়াছে—তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। মিছরীর রসে যদি এক টুকরা শোলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে শোলার প্রতি রন্ধ্রে রস ঢুকিয়া যায় ; তখন শোলার ভিতরে বাহিরে প্রতি অণুতেই মিছরির রস বিদ্যমান থাকে ; এই অবস্থায় বলা যায়—শোলা মিছরির রসে ভাবিত হইয়াছে। এইরূপে কাহারও মতি বা বুদ্ধি কি চিত্তবৃত্তি যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ রসের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়—মতি বা চিত্তবৃত্তি যদি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয়, তাহা হইলেই সেই মতিকে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বলা যায়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তিই হইল—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা ; ইহাই প্রেমভক্তি ; সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি হইল প্রেমভক্তি। এইরূপ মতি বা প্রেমভক্তি ক্রয় করিবে—**যদি কুতোঽপি লভ্যতে**—যদি কোনও কারণে পাওয়া যায়। ইহার মূল্য কি ? **লৌল্যং অপি মূল্যং একলং**—ইহার মূল্য কেবল একটী বস্তু, তাহা হইতেছে লৌল্য বা লালসা, কৃষ্ণভক্তির জন্য লালসা বা কৃষ্ণসেবার জন্য বলবতী লালসা ; অন্য কোনও বস্তুর বিনিময়ে কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবার জন্য যাঁহার বলবতী লালসা বা উৎকণ্ঠা অছে, তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহা পাইতে পারে না ; সাধনভজন যিনি যতই কিছু করুন না কেন, কৃষ্ণসেবার জন্য যদি তাঁহার বলবতী লালসা না জন্মে, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি বা প্রেমভক্তি পাইতে পারিবেন না। এই লালসাই ঐকান্তিক-ভক্তের প্রার্থনীয় বস্তু ; তাই শ্রীলঠাকুরমহাশয় তাঁহার প্রায় সমস্ত প্রার্থনার শেষভাগেই বলিয়াছেন—"সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তমদাস।" এই সেবা-অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লালসা। কিন্তু এই লালসা কিসে পাওয়া যায় ? এই লালসা **জন্মকোটি-সুকৃতৈরপি** ন লভ্যতে—কোটিকোটিজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি বা পুণ্যের বিনিময়েও এই লালসা পাওয়া যায় না ; কিসে পাওয়া যায় ? একমাত্র সাধুসঙ্গ বা মহৎকৃপা ব্যতীত অন্য কিছুতেই কৃষ্ণসেবার লালসা পাওয়া যায় না। "যদি কুতোঽপি লভ্যতে"-বাক্যে যে বলা হইয়াছে—যদি কোনও কারণ হইতে পাওয়া যায়—এই কারণও সাধুসঙ্গ বা মহৎকৃপাব্যতীত অপর কিছু নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৫৮ পয়ারে উল্লিখিত জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির অনুষ্ঠানে ভগবান্ সাধকের বশীভূত হন, একথাই বলা হইয়াছে। ২।৮।৫৯-পয়ারোক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে বলা হইল—ভগবান্ কেবলমাত্র প্রেমভক্তিরই বশীভূত, অন্য কিছুর বশীভূত নহেন ; তাই প্রেমভক্তি লাভের জন্যই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত জ্ঞানশূন্যা ভক্তি যদি প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তাহা হইলেই তাহা কৃষ্ণবশীকরণের হেতু হইতে পারে, অন্যথা নহে। ইহাই পূর্ব্বপয়ারোক্তি অপেক্ষা এই পয়ারোক্তির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩।২৫।২৫॥"-শ্লোকের (ব্যাখ্যা ১।১।২৯ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য) টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে প্রথমে শ্রদ্ধা জন্মে। ("তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রী, ভ, ১১।২০।৯॥-শ্লোকের টীকায় তিনিই আবার লিখিয়াছেন—"ভগবৎ-কথা শ্রবণাদিদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য কিছুতেই আমার কৃতার্থতা লাভ হইবে না"—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা ; শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। "শ্রদ্ধা

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। | রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া সাচ ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থীভবিষ্যামীতি ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়ৈবাস্তিক্য-লক্ষণৈব তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া।") তার পর শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে অনর্থ-নিবর্ত্তিকা ভগবৎ-কথা হয়। সাধারণ সঙ্গে নিকটে যাওয়া-আসা, কাছে বসা, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ ইত্যাদি হয়; এইরূপ সঙ্গের প্রভাবে ভজন-ক্রিয়ামাত্র সম্ভব হইতে পারে, হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয় না। "সতাং প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ মম কথা ভবন্তীত্যাদাবপ্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ ভজনক্রিয়ামাত্রং নতু কথাঃ। ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথাঃ ভবন্তি।" প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুর সেবা-পরিচর্য্যাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি-সম্পাদন করা হয়, তাহাতে অনুগত জিজ্ঞাসুর প্রতি সাধুব্যক্তির কৃপা জন্মে; তাহাতেই হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয়; শ্রদ্ধার সহিত সেই কথার শ্রবণে অনর্থ নিবৃত্তি হইতে পারে। তখন এইরূপ ভগবৎ-কথাই নিষ্ঠা জন্মাইয়া থাকে এবং ভগবৎ-মাহাত্ম্যের অনুভব জন্মাইয়া থাকে। "ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মম বীর্য্যস্য মন্মাহাত্ম্যস্য সম্বিৎ সম্যগ্বেদনং যত স্তুথাভূতা ভবন্তি।" তাহার পরে ভগবৎ-কথায় রুচি উৎপন্ন হইলেই তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে। "ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি।" তাহা হইলে দেখা গেল—সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে ভগবৎ-কথা শ্রবণের ফলে প্রথমে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে তাহা হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইতে পারে এবং হৃৎকর্ণ-রসায়ণ রূপে অনুভূত হওয়ার পরে প্রীতির সহিত তাহার আস্বাদন করিতে করিতেই ভগবানে প্রথমে শ্রদ্ধা (আসক্তি), তার পর রতি (প্রেমাঙ্কুর) এবং তারপর ভক্তি (প্রেমভক্তি) যথাক্রমে জন্মিতে পারে। "ততস্তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যা আস্বাদনাৎ অপবর্গো বর্ত্মনি এব যস্য তস্মিন্ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তিঃ রতির্ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি।" এই আলোচনায় দুই জায়গায় শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল। প্রথমে যে শ্রদ্ধার কথা পাওয়া গেল, তাহা হইল প্রাথমিকী শ্রদ্ধা—ভগবৎ-কথা শ্রবণ দ্বারাই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব, এই দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে ইহা জন্মিতে পারে। এই শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে মহতের প্রকৃষ্ট সঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, তারপর রুচি জন্মিলে প্রীতির সহিত সেই কথা আস্বাদন করিতে করিতে যে শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইল ভগবানে শ্রদ্ধা—আসক্তি। ভগবানে এইরূপ আসক্তি জন্মিলে ক্রমে রতি বা প্রেমাঙ্কুর এবং তারপর প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। এক্ষণে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল—সাধুর নিকটে থাকিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণমাত্রেই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হয়েন না, যথাসময়ে প্রেমভক্তির কৃপা হইলেই তিনি বশীভূত হয়েন। ইহাই জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির পরিণতিই প্রেমভক্তি।

৬০। রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, প্রেমভক্তির কথা যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই; কিন্তু ইহার পরে যদি কিছু থাকে, তাহা বল।"

"এহো হয়, আগে আছে আর"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য—"হাঁ, প্রেমভক্তি সাধ্যবস্তু বটে; কিন্তু ইহার পরেও বলিবার বা শুনিবার বস্তু আছে।"

রায়-রামানন্দ সাধারণভাবেই প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে কিছু শুনিবার জন্যই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর" বা "আগে আছে আর।" "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" আলোচনায় বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—"আগে কহ আর"—প্রথমতঃ, ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধুর মুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই কি ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও এক বিশেষ অবস্থা লাভ হইলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হন। তাহার পরে রামানন্দ-রায় কথিত "প্রেমভক্তির" আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই ভগবান্ ভক্তের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশীভূত হয়েন না ; শুনিতে শুনিতে প্রাথমিকী শ্রদ্ধা, সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ বশতঃ ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, রুচি আদি জন্মিলে, তাহার পরে প্রীতির সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহার পরে প্রেমাঙ্কুর এবং তাহার পরে প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবানের ভক্তবশ্যতা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রভুর অভিপ্রেত উল্লিখিত তুইটী বিশেষত্বের মধ্যে একটীর বিবরণ পাওয়া গেল ; কিন্তু ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের বিবরণ এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই বিশেষত্বের কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই "প্রেমভক্তির" উল্লেখের পরেও প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রেমভক্তির বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। প্রেমভক্তির বিশেষত্ব যেমন যেমন ভাবে বিকশিত হইবে, ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বও তেমন তেমন ভাবেই বিকশিত হইবে। সুতরাং প্রেমভক্তির বিশেষত্বের আলোচনা হইতেই ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

সাধকের মনের ভাবের প্রাধান্য অনুসারে প্রেমের বা প্রেমভক্তির অনেক বৈচিত্রী আছে। মোটামুটি ভাবে প্রেম তুই রকমের—মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা। ভ. র. সি. ১।৪।৭॥" যাঁহারা বিধিমার্গের অনুসরণ করেন, যদি শেষপর্য্যন্তও তাঁহাদের চিত্তে শাস্ত্র-শাসনের বা ভগবৎ-মাহাত্ম্যের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের প্রেম হয় মহিমা-জ্ঞানযুক্ত ; আর যাঁহারা রাগানুগা-ভক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের প্রেম হয় কেবল অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। "মহিম-জ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্‌। রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভ. র. সি. ১।৪।১০॥" যাঁহাদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্ম্যের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠ-ভক্তদের মধ্যে শান্ত-রতি বিরাজিত। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেমে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তি হয়। আবার রাগানুগা-মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না, তিনি (মধুর ভাবের উপাসক হইলে) দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ করিবেন। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্‌ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎপুরে॥ ভ. র. সি ১।২।১৫৭॥" (এ সম্বন্ধে বিচার ২।২২।৮৮ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিও আবার তুই রকমের ; সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা —যাহাতে ভক্তের চিত্তে সুখের এবং ঐশ্বর্য্যের কামনাই প্রাধান্য লাভ করে ; আর প্রেমসেবোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিত্তে উপাস্যের সেবার কামনাই প্রাধান্য লাভ করে। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভ. র. সি. ১।২।২৯॥" যে সকল ভক্ত কেবল প্রেমভক্তির মাধুর্য্য-আস্বাদন পাইয়াছেন, সে সকল একান্তী ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তিও কামনা করেন না। "কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥ ভ. র. সি. ১।২।৩০॥" উক্তরূপ মাধুর্য্যাস্বাদপ্রাপ্ত একান্তী ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের মন শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে আকৃষ্ট হইয়াছে, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের, এমন কি দ্বারকানাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। "তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥ ভ. র. সি. ১।২।৩১॥ অত্র শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপতিঃ উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোঽপি। শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা টীকা॥" এইরূপে দেখা গেল—প্রেমভক্তির অনেক স্তর বা বৈচিত্রী। শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থল গোলোক বা ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা প্রেমভক্তি ; দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিতা প্রেমভক্তি এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধানা প্রেমভক্তি। সকল রকমের প্রেমভক্তিতেই সেব্যসেবকত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই প্রেমভক্তি-বিকাশের তারতম্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা মাহাত্ম্যজ্ঞান এবং স্বসুখ-বাসনাই সেবাবাসনা-বিকাশের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের চিত্তে "পরংব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞান প্রবীণ॥ ২।১৯।১৭৭॥" —ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য। তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনা—বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি স্ফুরিত হইতে পারে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি হীন॥ ২।১৯।১৭৭॥" তাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবার সম্ভাবনা নাই। দ্বারকাতেও মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণ আছে; যখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—বিশ্বরূপে ঐশ্বর্য্যদর্শনে অর্জ্জুনের সখ্য, কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপের ঐশ্বর্য্যদর্শনে দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহ-গেহাদিতে তাঁহার ঔদাসীন্যের কথা, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষারাহিত্যের কথা, তাঁহার আত্মারামতার কথা শুনিয়া মহিষী-রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রজে "কেবলার শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ ২।১৯।১৭২॥" "কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥ গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য--কেবলার রীতি॥ ২।১৯।১৬৫—৬৭॥" সেবা-বাসনার সঙ্কোচেই প্রীতির সঙ্কোচ। আবার স্ব-সুখবাসনাও কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিকাশে—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতা-বিকাশের—বিঘ্ন জন্মায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা রতি আছে; প্রেমসেবোত্তরাতেও সালোক্যাদির জন্য বাসনা (অবশ্য অপ্রধান ভাবে) মিশ্রিত আছে। দ্বারকায়ও মহিষীবৃন্দের কৃষ্ণরতি কখনও কখনও সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়; যখন এইরূপ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা দুষ্করা হইয়া পড়ে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ উ. নী. ম. স্থা, ৩৫॥" ব্রজপরিকরদের প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও যেমন নাই, তেমনি স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিকে কেবলাপ্রীতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলাপ্রীতিরই সম্যক্‌রূপে বশীভূত।

যাহা হউক, সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমভক্তিরও অনেক বৈচিত্রী জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ভক্তবশ্যতা-বিকাশের অনেক তারতম্য জন্মে। রায়-রামানন্দ সাধারণ-ভাবে প্রেমভক্তির কথা বলায় প্রেম-ভক্তির উৎকর্ষময় বিশেষত্বের কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।"

প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।"

দাস্যপ্রেম সাধারণ-ভাবে কথিত প্রেমভক্তিরই একটী বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। রামানন্দরায় এক্ষণে প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন। "ভগবান্ সেব্য, আমি তাঁর সেবক; ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁর দাস"—এইরূপ ভাবই **দাস্যভাব**। এই দাস্যভাবের স্ফুরণে যে সেবাবাসনা, তাহাই **দাস্যপ্রেম**। জীবের স্বরূপগত ভাব দাস্যভাব। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে প্রত্যেক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন; এই লীলা-পরিকরগণের চিত্তেও দাস্যভাব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, এক ভগবান্‌ই প্রভু, সেব্য; আর সকলেই তাঁহার সেবক দাস। "এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ ১।৬।১০॥" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবকানুচর হইলেও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে দাস্যপ্রেম-বিকাশেরও তারতম্য আছে। সুতরাং রায়-রামানন্দ যে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাকেও দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি বলা যায়।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-পরিকরদের শান্তরতি। তাঁহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা। তাই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও বস্তুতেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তাই শান্তকেও কৃষ্ণভক্ত বলা হয়। "শান্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। 'শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥ কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ ২।১৯।১৭৩-৭৪॥" কিন্তু শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি নাই। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ॥ ২।১৯।১৭৭॥" সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের অভাবেই শান্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হীন; তাই শান্ত-ভক্তের সেবাও কোনও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না; সুতরাং পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন দাস্যপ্রেমেরও বিকাশ নাই।

তথাহি (ভাঃ—৯।৫।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ

তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১২

তথাহি যামুনমুনিবিরচিতে স্তোত্ররত্নে (৪৬)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ

প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ

প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতঃ ॥ ১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যন্নামেতি। হে অম্বরীষ যৎ যস্য ভগবতঃ নামশ্রুতিমাত্রেণ নাম-শ্রবণমাত্রেণ করণেন পুমান্ পুরুষো নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তো ভবতি তস্য তীর্থপদঃ ভগবতঃ দাসানাং সেবকানাং কিম্বা ইতি বিস্ময়ে অবশিষ্যতে কিমপ্যবশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারকা-মথুরায় দাস্যপ্রেম আছে, সেবা আছে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাহা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। ব্রজের দাস্যপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং স্বসুখ-বাসনাহীন।

ব্রজের দাস্যপ্রেম (অর্থাৎ সেবাবাসনা) স্বীয় বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা বা স্বসুখ-বাসনাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ব্রজের দাস-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজজন—এইরূপ বুদ্ধি) আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবার বাসনা এবং সেবাও তাঁহাদের আছে। শান্তে আছে কেবল কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা; আর দাস্যে আছে—কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা এবং সেবা, এই উভয়। তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যের উৎকর্ষ। আবার দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যের উৎকর্ষ; যেহেতু, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিদ্বারা দাস্যপ্রেম সঙ্কোচিত হইয়া যায়। ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া তজ্জন্য সঙ্কোচ ব্রজপ্রেমে আসিতে পারে না।

যাহা হউক, রায়-রামানন্দ এস্থলে দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিলেও দাস্যভাব কিন্তু প্রেমের সর্ব্ববিধ-বৈচিত্রীতেই বর্ত্তমান; যেহেতু প্রেমের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীতেই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনের বাসনা এবং প্রয়াস বিদ্যমান। সেবাবাসনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দাস্যভাবও বিকশিত হইয়া প্রেমভক্তির নানা বৈচিত্রীতে রূপায়িত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলেও মনে হয়, রায়-রামানন্দ এস্থলে সাধারণ ভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলিয়াছেন।

দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দের উক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লো। ১২। অন্বয়। যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই) পুমান্ (পুরুষ—জীব) নির্ম্মলঃ (নির্ম্মল—সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল) ভবতি (হয়), তস্য (তাঁহার—সেই) তীর্থপদঃ (ভগবানের) দাসানাং (দাসদিগের) কিংবা (কিইবা) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট—অভাব—আছে)?

অনুবাদ। দুর্ব্বাসা-ঋষি অম্বরীষ-মহারাজকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্যবস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ সমস্ত প্রাপ্যবস্তুই তাঁহারা পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কিছুরই অভাব থাকে না। ১২

ভগবন্নাম-শ্রবণের ফলে জীবের মায়াবন্ধন—সমস্ত উপাধি—দূরীভূত হয়, তখন তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল—বিশুদ্ধ—শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য হয়; তাহাতে তখন শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়; তখন তিনি প্রেমের অধিকারী হয়েন; এই প্রেমের বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন; শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পায়েন, তাঁহার আর কিছুরই অভাব থাকিতে পারে না।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"সমস্ত বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কবে আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্করত্ব লাভ করিয়া তোমার সেবাদ্বারা নিজের জীবনকে ধন্য করিতে পারিব"—এই শ্লোকে এইরূপ প্রার্থনাই করা হইয়াছে।

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর। | রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬১

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়েও সাধারণভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে; দাস্যপ্রেমের কোনও বিশেষ স্তরের কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম দ্বারকা-মথুরার দাস্য এবং ব্রজের দাস্য—উভয় প্রকার দাস্যভাব সম্বন্ধেই খাটিতে পারে। দাস্যভাব-সম্বন্ধে শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম সাধারণ হইলেও ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রেমভক্তি-বিষয়ে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক; তাই প্রেমভক্তির পরে ইহার উল্লেখের সমীচীনতা।

৬১। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"রায়, দাস্যপ্রেমের কথা যাহা বলিলে, তাহা সঙ্গতই; কিন্তু আরও কিছু বল।"

প্রভুর এইরূপ বলার হেতু এই। রামানন্দরায়-কথিত দাস্যপ্রেম দ্বারকা-মথুরার দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে, ব্রজের দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় না; যাহা বিকশিত হয়, হঠাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে; তাহাতে হয়তো প্রারব্ধ-সেবাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে। আর ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও, ব্রজের দাসভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে না করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমত্ব-বুদ্ধি থাকিলেও, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নয়, প্রভু-জ্ঞানে—মনিব-জ্ঞানে—গৌরব-বুদ্ধি। "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাস। তাঁহার আদেশ-পালনরূপ সেবা তো করিতে পারিবই, পরন্তু তাঁহার আদেশ না থাকিলেও যাহাতে তাঁহার অসম্মতি নাই, তাঁহার সুখার্থ এরূপ আমার নিজের অভিপ্রেত সেবাও আমি করিতে পারি। কিন্তু যেরূপ সেবাতে তাঁহার সম্মতি নাই বা থাকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা, সেইরূপ সেবা বস্তুতঃ তাঁহার সুখপ্রদ বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিলেও আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি করিতে পারি না। কারণ, তিনি আমার প্রভু, তাঁহার সম্মতি না পাইলে বা তাঁহার অসম্মত নয়, ইহা বুঝিতে না পারিলে আমি কিছুই করিতে পারি না।" ব্রজের দাস্যে এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম আছে; সুতরাং সঙ্কোচবশতঃ সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করা যায় না। সেবাবাসনা বিকাশোন্মুখ হইলেও তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না।

দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যভাবের বিশেষত্ব এই যে—প্রথমতঃ ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে এবং সেই মমত্ব-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, সেবাবাসনা যতটুকু স্ফুরিত হয়, তাহা আর সঙ্কুচিত হয় না এবং উন্মেষিত সেবাবাসনা যে পরিমাণে কার্য্যে (সেবায়) প্রকাশ পায়, তাহাও সঙ্কুচিত হয় না। তবে গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ তাহা অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি বা মদীয়তাময় ভাব বিকাশ লাভ করিতে পারে না; তদীয়তাময় ভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণের—তাঁহার অনুগ্রাহ্য—এইরূপ ভাবই) বিকাশ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পূর্ণবস্তু; তাঁহার পক্ষে অপরের সেবাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না—এরূপ বুদ্ধিতে সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্রজে এরূপ বুদ্ধি নাই। ব্রজের প্রেম এবং অন্য ধামের প্রেম—জাতিতেই পৃথক্। ব্রজপ্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যবশতঃই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীনতা। ব্রজের অগাধ প্রেমসমুদ্রে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যেন অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতেই ব্রজে তদীয়তাময় ভাবের স্থান নাই; মদীয়তাময় ভাবই সদাজাগ্রত।

যাহা হউক, দাস্যপ্রেমে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়াই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।"

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—"সখ্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার।"

সখ্যপ্রেম—যাঁহারা প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলিয়া মনে করেন, কোনও মতেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে। তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-রতিকে সখ্যপ্রেম বলে। ইহাতে শান্তের একনিষ্ঠতা, ও দাস্যের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু "আমি কৃষ্ণের সুখের জন্য যাহা করিব,

তথাহি (ভাঃ—১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তানতিবিস্মিতঃ শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দতি ইত্থমিতি। সতাং বিদুষাং। ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশ-পরমসুখেনেত্যর্থঃ। ভক্তানাং পরমদৈবতেন আত্মপ্রদেন নাথেন মায়াশ্রিতানান্তু নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহ্রুঃ। কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে। ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানাং অতি গৌরবেণৈব ভজনং এতেতু তেন সহ সখ্যেন বিজহ্রুঃ। অহোভাগ্যমিতিভাবঃ। স্বামী। ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা কৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রীতির সহিত স্বীকার করিবেন।"—এইরূপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে—যাহা দাস্যে নাই। এজন্য ইহা দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যে দাস্যের ন্যায় গৌরব-বুদ্ধি, সম্ভ্রম ও সেবায় সঙ্কোচ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা যেন ফল খাইতে খাইতে দেখিল—একটী ফল অতি মধুর; অমনিই সেই উচ্ছিষ্ট-ফলটী শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিয়া বলিল, "ধররে, ভাই কানাই, ফলটী অতি মধুর, তুই খা দেখি!" কৃষ্ণের মুখে নিজের উচ্ছিষ্ট দিতেছে বলিয়া তাহার মনে কোনরূপ সঙ্কোচই জন্মিবে না। কিন্তু কোনও দাস এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেওয়ার কথা মনেও কল্পনা করিতে পারিবে না; কারণ, তাহার শ্রীকৃষ্ণে গৌরব-বুদ্ধি আছে। সখ্যে—দাস্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। "শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়। দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন। অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন্॥ মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥ ২।১৯।১৮১-৮৪॥" একটী কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দাস্য-সখ্যাদি ভাব দুই জাতীয়—এক ঐশ্বর্য্যাত্মক, অপর শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক। ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেরও থাকে, তাঁহার পরিকরদেরও থাকে। কিন্তু মাধুর্য্যাত্মক ভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, এই জ্ঞান তাঁহার পরিকরদের থাকেনা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সকলসময়ে তাহা জানেন না। দ্বারকা-মথুরাদিতে ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব। আর ব্রজে শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মক ভাব। দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণ-দাসগণের ঐশ্বর্য্যাত্মিকা দাস্যরতি; আর ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি দাসগণের শুদ্ধদাস্যরতি। অর্জ্জুনাদির ঐশ্বর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি। আর ব্রজে সুবলাদির মাধুর্য্যাত্মিকা সখ্যরতি। দেবকী-বসুদেবাদির ঐর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি, আর নন্দ-যশোদাদির শুদ্ধমাধুর্য্যাত্মিকা বাৎসল্যরতি ইত্যাদি।

সখ্যপ্রেম-সম্বন্ধে স্বীয় উক্তির সমর্থনে রায়-রামানন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভুক্ত সখাদের আচরণের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ব্রজের সখ্যপ্রেমই রামানন্দ-রায়ের লক্ষ্য। দ্বারকা-মথুরার সখ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণবশতঃ সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ হয় না বলিয়া এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয়ে, বিকশিত সখ্যও সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া, অধিকন্তু সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া, রায়-রামানন্দ দ্বারকা-মথুরার সখ্যের কথা না বলিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় সখ্যভাবের কথাই বলিলেন। ইহা দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা তো উৎকর্ষময়ই; পরন্তু ব্রজের দাস্যভাব অপেক্ষাও উৎকর্ষময়; যেহেতু, ব্রজের সখ্যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ, দাস্যের ন্যায় গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম নাই—আছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমত্ববুদ্ধি। সমত্ববুদ্ধি এতদুর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, কোনও সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলায় হারিলে শ্রীকৃষ্ণকে তো কাঁধে করেনই; আবার শ্রীকৃষ্ণ খেলায় হারিলে পূর্ব্ব পণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এত মাখামাখি ভাব অসম্ভব।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ব্রজ-সখাদের অত্যন্ত মাখামাখিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। ইত্থং (এই প্রকারে) সতাং (জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে) ব্রহ্ম-সুখানুভূত্যা (ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ)

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস্যং গতানাং (দাস্যভাবে ভজনকারী-ভক্তগণের সম্বন্ধে) পরদৈবতেন (পরমারাধ্য দেবতাস্বরূপ), মায়াশ্রিতানাং (মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে) নরদারকেণ (নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের) সার্দ্ধং (সহিত) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতপুণ্যপুঞ্জ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপবালকগণ) বিজহ্রুঃ (বিহার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিলেন—জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে পরমারাধ্য-দেবতাস্বরূপ, মায়াশ্রিত-ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নরবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয়-সৌভাগ্যশালী গোপকুমার সকল এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন। ১৪

সাধকদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনরকমের লোক দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞানী, কর্ম্মী এবং ভক্ত; ইঁহারা একই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করেন। ইঁহাদের মধ্যে কে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, তাহা বলিয়া সখ্যভাবাপন্ন ব্রজবালকদের সৌভাগ্যাতিশয়ের প্রশংসা করিতেছেন—এই শ্লোকে। **সতাং**—জ্ঞানীদিগের; যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাহচর্য্যে জ্ঞানমার্গের উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহাদের (তাঁহারা ব্যতীত অন্য জ্ঞানী সাধকের পক্ষে ব্রহ্মসুখানুভব অসম্ভব বলিয়া এস্থলে সতাং-শব্দে ভক্তিসম্বলিত-জ্ঞানমার্গের উপাসকদিগকেই বুঝাইতেছে)। **ব্রহ্মসুখানুভূত্যা**—ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ। জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরতত্ত্বরূপে মনে করিয়া সেই ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন; সাধনে সিদ্ধ হইলে তাঁহারা সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অনুভব লাভ করিয়া থাকেন; স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র—এইরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অনুভূতিই দান করেন; কারণ, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-এই গীতাবাক্যানুসারে তিনি প্রত্যেককেই তাঁহার সাধনানুরূপ অনুভব দিয়া থাকেন। যাহা হউক, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁহাকে অনুভব করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়াদি অসম্ভব। এইরূপ যেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীদের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভব-স্বরূপমাত্র, যিনি **দাস্যং গতানাং**—দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তদের সম্বন্ধে **পরদৈবতেন**—পরদেবতা বা ইষ্টদেবতা, পরমারাধ্য দেবতা। যাঁহারা দাস্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারাদি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; সমান-সমান ভাব না হইলে বিহার বা ক্রীড়া হয় না। এইরূপে দাস্যভাবের ভক্তদের সম্বন্ধে যেই শ্রীকৃষ্ণ পরদেবতাতুল্য এবং **মায়াশ্রিতানাং**—মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যিনি **নরদারকেণ**—নরবালকতুল্য। যাঁহারা মায়াশ্রিত কর্ম্মী, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবালকরূপেই মনে করেন। মায়াশ্রিত বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে নরবালক মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভজন নাই, শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিও নাই; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ক্রীড়া তো দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ অনুভূতিই তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। শ্রীভগবান্ হইলেন অসাধারণ স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশিষ্ট তত্ত্ব বিশেষ। স্বরূপে তিনি পরমানন্দ, তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইল—অসমোর্দ্ধ অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব এবং তাঁহার মাধুর্য্য হইল—সর্ব্বমনোহারী স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদির অসমোর্দ্ধ সৌষ্ঠব। জ্ঞানের সাধনে তাঁহার স্বরূপের (আনন্দ-সত্ত্বামাত্রের), গৌরবমিশ্রা প্রীতিতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এবং শুদ্ধাপ্রীতিতে তাঁহার মাধুর্য্যের অনুভব সম্ভব। এই তিন প্রকার সাধনের কোনওরূপ সাধনই যাঁহাদের নাই, তাদৃশ মায়াশ্রিত লোকদের পক্ষে ক্বচিৎ কোনও অংশে স্ফূর্ত্তির আভাসমাত্র লাভ হইতে পারে, তত্ত্বস্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু মায়ারাগে রঞ্জিত চিত্তের সহিত মায়াতীত তত্ত্ব-বস্তুর স্পর্শ হওয়া সম্ভব নয়। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ গীতা। ৭।২৫॥" এতাদৃশ মায়াশ্রিত মূঢ়লোকগণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ বলিয়াই মনে করে। "তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥ শ্রীভা, ১০।২৩।১১॥" ইঁহাদের পক্ষে ভগবানের কোনওরূপ অনুভূতিই সম্ভব নয়। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত **কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ**—পুঞ্জীভূতপুণ্য যাঁহাদের। ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন গোপবালকগণকে লক্ষ্য করিয়া "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" বলা হইয়াছে—ধ্বনি এই যে,—জ্ঞানমার্গের উপাসকগণও যাঁহাকে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে মাত্র অনুভব করেন, যাঁহার সহিত তাঁহারাও ক্রীড়া করিতে পারেন না; দাস্যভাবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তগণও যাঁহার সহিত খেলা করিতে পারেন না, কর্ম্মিগণও যাঁহার কোনওরূপ অনুভূতিই পাইতে পারেন না—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা সমান সমান ভাবে খেলা করেন, তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য! ইহা লৌকিক-উক্তির অনুরূপ কথামাত্র। এমন কোনও পুণ্য নাই, যাহার ফলে সমান-সমান-ভাবে কেহ স্বয়ং-ভগবানের সঙ্গে খেলার অধিকার পাইতে পারে। ব্রজের রাখালগণ কোনও পুণ্য বা সাধনের ফলে এই অধিকার পায়েন নাই। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া আসিতেছেন। ভগবান্‌ই সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত এই সমস্ত সখারূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এতাদৃশ ব্রজবালকগণের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহাদিগকে কৃতপুণ্যপুঞ্জ বলা হইয়াছে। অথবা, কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরম-প্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং তে ইত্যর্থঃ (শ্রীপাদ সনাতন)। কৃত-শব্দের অর্থ (সখাদের) চরিত বা আচরণ। পুণ্য—চারু। সখাদের আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসাদের হেতু বলিয়া পুণ্য বা চারু, মনোহর। পুঞ্জ—সমূহ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখাদের গাঢ়প্রেমজনিত পরিপক্ক মমত্ববুদ্ধি; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের গৌরব-বুদ্ধিহীন নিঃসঙ্কোচ খেলাধূলা। এইরূপ নিঃসঙ্কোচ খেলাধূলার ফলেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের এতাদৃশ আচরণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পরম রমণীয় (পুণ্য—চারু); এরূপ মনোরম আচরণ তাঁহাদের দু' চারটী নয়—অনন্ত (পুঞ্জ)। এতাদৃশ আচরণশীল সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছিলেন? **ইত্থং**—এইরূপে; শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১২।৪-১০ শ্লোকের বর্ণনানুসারে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়—পত্রপুষ্পাদিদ্বারা নিজেদিগকে সজ্জিত করিলেন, পরস্পরের বেত্র-বেণু-শৃঙ্গাদি অপহরণ করিতে লাগিলেন, ধরা পড়ার ভয়ে সে সমস্ত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সখার হাতে সরাইয়া দিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কোনও কারণে একটু দূরে গেলে, কে তাঁহাকে আগে স্পর্শ করিবে—তজ্জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন; বেণু-শৃঙ্গাদিদ্বারা ভ্রমর-ময়ূরাদির রবের অনুকরণাদি করিতে লাগিলেন; ময়ূরের সহিত নৃত্য, জলসমীপস্থ-বকের ন্যায় উপবেশন, উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়ার সহিত দৌড়াদৌড়ি; বানরদিগের লেজ ধরিয়া টানা, তাহাদের অনুসরণে বৃক্ষারোহণ, তাহাদের অনুকরণে মুখবিকৃতি; ভেকের অনুকরণে লাফালাফি, নিজের ছায়ার সহিত প্রতিযোগিতা; ইত্যাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাখালগণ খেলা করিয়াছিলেন।

সখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রায়-রামানন্দ যথাক্রমে বাৎসল্য-প্রেম এবং কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসভূত নিত্য-ব্রজপরিকরদের সম্বন্ধে। কিন্তু সখ্যপ্রেমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মুখ্যতঃ সাধক জীবসম্বন্ধে। সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত নিত্য-পরিকরদের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। সেবাবাসনার চরমতম বিকাশেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ। সেবা-বাসনা দুই রকমের হইতে পারে—স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং আনুগত্যময়ী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার অধিকার; সুতরাং আনুগত্যময়ী সেবার বাসনার বিকাশই জীবে সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত (স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপ) পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তরূপ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার বাসনাও আছে এবং স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাও আছে এবং কোনও কোনও পরিকরে (যেমন কান্তাভাবে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিতে) ঐ স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানরূপ আনুগত্যময়ী সেবাও আছে। সুতরাং এবম্বিধ নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আচরণে উভয়বিধ সেবাবাসনার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। সেবাবাসনার সর্ব্বতোমুখী বিকাশেই সাধ্যবস্তুর সম্যক্ বিকাশ এবং এতাদৃশ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া রায়-রামানন্দ অনুমান করিয়াই নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা যখন পূর্ব্বোল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। | রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কাহাতেও সম্ভব নয়, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—সুতরাং সাধ্যবস্তুরও সম্যক্ বিকাশ—প্রদর্শিত হইতে পারে। আনুগত্যময়ী সেবাতেই (স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানেই) যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের সেবাবাসনার বিকাশও স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা-বাসনার অনুরূপ ভাবেই বিকশিত হয়। সুতরাং যেস্থলে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার যেরূপ বিকাশ, সেস্থলে আনুগত্যময়ী সেবাবাসনারও তদনুরূপ বিকাশ। যেমন বাৎসল্যভাব। বাৎসল্যভাবের সেবায় শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদারই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার। যিনি বাৎসল্যভাবের উপাসক, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন; অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধান করিবেন; তাঁহার সেবাবাসনাও এই আনুগত্যময়ী সেবার উপযোগিনী ভাবেই বিকশিত হইবে এবং তাহা হইবে শ্রীনন্দযশোদার সেবাবাসনারই অনুরূপ। এইরূপে সখ্যভাবের বা কান্তাভাবের উপাসকদিগের সেবাবাসনাও ব্রজসখা বা ব্রজকান্তাদিগের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার আনুগত্যে এবং তদনুরূপভাবেই বিকশিত হইবে।

৬২। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, সখ্যপ্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিলে, ইহা উত্তম; ইহা অপেক্ষাও উত্তম যদি কিছু থাকে তবে তাহা বল।"

এহোত্তম—সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও সাধ্যকে "উত্তম" বলেন নাই। সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলার তাৎপর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন:—"আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ ১।৪।২০॥ যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই। আমাকে আপনা অপেক্ষা হীন মনে না করিতে পারিলেও, যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, আমি তাঁহারও বশীভূত হইয়া থাকি।" সখাগণ সখ্যভাবে কৃষ্ণকে তাঁহাদের তুল্য মনে করেন, কৃষ্ণকে কখনও বড় বা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ সখ্যপ্রেমে সখাদের বশীভূত। এজন্য মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন। শান্ত-দাস্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বড় মনে করা হয়, আর ভক্ত নিজেকে ছোট মনে করেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের অধীন হন না। "আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ১।৪।১৭॥" (স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কথাগুলি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে; সাধক জীবের সম্বন্ধে নহে। সাধকের যথাবস্থিত-দেহে দাস্যভাবই প্রবল।)

সঙ্কোচাভাববশতঃ স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় বলিয়াই সখ্যপ্রেম উত্তম হইল। ইহাতে সেবা-বাসনারও অত্যন্ত বিকাশ।

তারপর মহাপ্রভু বলিলেন, সখ্যপ্রেম উত্তম হইলেও, ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোনও পরিপক্কাবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রামরায় বলিলেন—"বাৎসল্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার।"

বাৎসল্যপ্রেম—মাতা, পিতা প্রভৃতিরূপে যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্যপ্রেম বলে। এই রতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য-জ্ঞানে এবং আপনাদিগকে পালক-জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন, ভৎর্সন, বন্ধনাদি করিয়াছেন। ইহাতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবা, অসঙ্কোচভাব ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং আপনাতে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। "বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন। সেই সেবনের ইহাঁ নাম পালন॥ সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ

তথাহি তত্রৈব (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ১৫

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি। মহানুদয় উদ্ভবো যস্য তৎ। স্বামী। ১৫

ভগবৎপ্রসাদমন্যেঽপি ভক্তা লভ্যন্তে ইদন্তু চিত্রমিতি সরোমাঞ্চমাহ নেমমিতি। বিরিঞ্চঃ পুত্রোঽপি ভব আত্মাপি শ্রীর্জায়াপি। স্বামী। ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অগৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালক-জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে। "কৃষ্ণভক্ত-বশ" গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥ ২।১৯।১৮৫-৮॥" সখ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করা হয়; কিন্তু বাৎসল্যে মমতা এত বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণকে হীন জ্ঞান করিয়া, আপনাকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল বা ভাবী সুখের জন্য তাড়ন-ভর্ৎসনাদি পর্য্যন্ত করা হয়; সখ্যে কিন্তু তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করার মতন মমতাধিক্য নাই; এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। ব্রহ্মন্ (হে মুনে)! নন্দঃ (নন্দমহারাজ) মহোদয়ং (মহাপুণ্যজনক) এবং (এমন) কিং (কি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকার্য্য) অকরোৎ (করিয়াছিলেন), মহাভাগা (আর মহাভাগ্যবতী) যশোদা বা (যশোদাই বা) [কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ] (এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়াছেন), হরিঃ (শ্রীহরি—কৃষ্ণ) যস্যাঃ (যাঁহার) স্তনং (স্তন) পপৌ (পান করিয়াছিলেন)?

অনুবাদ। পরীক্ষিৎ-মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন—হে মুনে! নন্দমহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিলেন (যাহার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইলেন)? আর মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়াছিলেন (যাহার ফলে) শ্রীহরি তাঁহার (পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া) স্তন পান করিয়াছিলেন? ১৫

এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি এবং মমতাবুদ্ধি এত অধিক যে—যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্, স্বয়ং গর্গাচার্য্যও তাঁহাদের নিকটে যাঁহাকে "নারায়ণসমো গুণৈঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাঁহার বহু ঐশ্বর্য্যের বিকাশ—পূতনাবধাদি, মৃদ্ভক্ষণলীলার ব্যপদেশে মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড-প্রদর্শনাদি—তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রমাত্র—তাঁহাদের লাল্য, তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্রমাত্র—মনে করিতেন! যিনি অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা, তাঁহারা নিজেদিগকে তাঁহারই পালক বলিয়া মনে করিতেন। আর সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক-বিভুতত্ত্ব, সর্ব্বপূজ্য, পরম-ব্রহ্ম, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎল্যপ্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সন্তানরূপে তাঁহাদের তাড়ন-ভর্ৎসন অঙ্গীকার করিতেন, নন্দবাবার পাদুকা মস্তকে বহন করিতেন, যশোদামাতার স্তন্য পান করিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক বন্ধনাদি-শাস্তিও অঙ্গীকার করিতেন।

নন্দমহারাজ এবং যশোদা-মাতাও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর; বাৎসল্যরসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরই সন্ধিনীশক্তি নন্দ ও যশোদারূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। শ্লোকে যে তাঁহাদের "মহাপুণ্যজনক মঙ্গলকার্য্যের" উল্লেখ আছে, তাহা লৌকিক রীতি-অনুরূপ উক্তি—তাঁহাদের সৌভাগ্যাতিশয়-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। বিমুক্তিদাৎ (বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) যৎ প্রসাদং (যেই অনুগ্রহ) গোপী (যশোদা) প্রাপ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন), তং ইমং (সেই প্রসাদ) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), ভব (শিব) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই), অঙ্গসংশ্রয়া (অঙ্গসংলগ্না—বক্ষোবিলাসিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) আপ (ও) ন লেভিরে (লাভ করেন নাই)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব বলিলেন—বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ—ব্রহ্মা লাভ করেন নাই, শিব লাভ করেন নাই, এমন কি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও লাভ করেন নাই। ১৬

এই শ্লোকে দামবন্ধন-লীলাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং সমস্তের মুক্তিদাতা হইয়াও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র যশোদার প্রেমের বশীভূত হইয়া। দামবন্ধন-লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার পরিচায়ক। কার সাধ্য আছে—স্বয়ং ভগবান্ বিভুবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারে? যদি তিনি নিজে বন্ধন স্বীকার করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে বাঁধা যায়। তিনি প্রেমের বশ—একমাত্র প্রেমের দ্বারাই তাঁহাকে বাঁধা যায়; যশোদার প্রেমে তিনি এতই বশীভূত হইয়াছিলেন যে, যশোদার বন্ধন পর্য্যন্তও তিনি স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যে ভক্ত নিজেকে আমা-অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা ছোট মনে করেন, আমি তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অধীন হইয়া থাকি।" যশোদা পুত্রজ্ঞানে কৃষ্ণকে ছোট—তাঁহার লাল্য—মনে করিতেন, নিজেকে তাঁহার লালিকা মাতা বলিয়া—পালনকর্ত্রী মনে করিতেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন—"কৃষ্ণ তো শিশু, ভালমন্দ কিছুই জানেনা; তাই দধিভাণ্ড-ভঙ্গাদি অন্যায় কাজ করে; এখন হইতেই যদি শাসন না করা যায়, তবে ক্রমশঃই ইহার ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যাইবে—ভবিষ্যতে ইহার বড়ই অমঙ্গল হইবে। আমি ইহার মা—আমি শাসন না করিলে আর কেইবা ইহাকে শাসন করিবে।" ইহা শ্রীকৃষ্ণে যশোদার মমতাতিশয্যের পরিচায়ক; এই মমতাতিশয্য যশোদার ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহার হাতে বাঁধা পড়িয়াছেন; ইহাই যশোদার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। যশোদা এই যে অনুগ্রহ লাভ করিলেন, তাহা অপর কেহ লাভ করিতে পারে নাই—এমনকি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও ব্রহ্মা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, আত্মভূত হইয়াও শিব তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশে অবস্থিত, তিনিও—তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের প্রেমের বশীভূত হয়েন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত এবং "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার নিজেরও স্বীকৃত। কিন্তু তাঁহার ভক্তবশ্যতা এতদূর পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইতে পারে যে, তিনি ভক্তের রজ্জুর বন্ধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, ইহা কেবল দামবন্ধন-লীলাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তবশ্যতার চরম-পরাকাষ্ঠা।

এই দুই শ্লোকে বাৎসল্য-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইল। "বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"—এই উক্তির প্রমাণ এই শ্লোক দুইটী। সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে যে সেবা-বাসনার এবং সেবাতে সেই বাসনার অধিকতর বিকাশ, উক্ত দুই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল।

উল্লিখিত শ্লোক দুইটীর আর একটু আলোচনা করিলে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের উৎকর্ষ আরও একটু পরিস্ফুট হইতে পারে। তাই এস্থলে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় যশোদামাতা যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে চরাচর বিশ্ব, ব্রজধাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজেকেও দর্শন করিলেন, তখন অনেক বিতর্কের পরে তিনি মনে করিয়াছিলেন,—ইহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণেরই কোনও এক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইতেছিল। কিন্তু যশোদামাতার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান—বিদ্যমান থাকিলে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে; তাই লীলাশক্তি যশোদামাতার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন; তখন বাৎসল্যের প্রাবল্যে—যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যেন ভুলিয়া গেলেন; কোনও কোনও লোক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর কথা যেমন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ভুলিয়া যায় তদ্রূপ। তখন তিনি পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় আত্মজ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শুকদেবের মুখে এসকল কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদামাতা কিরূপে আত্মজ বলিয়া মনে করিতে পারিলেন—ইহা ভাবিয়াই পরীক্ষিতের বিস্ময়। তাই তিনি শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ ইত্যাদি। নন্দ মহারাজ এমন কি মহৎপুণ্য করিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইলেন? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পূর্ণতম ভগবানও তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন? পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন—"অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বসু দ্রোণ ও তদীয় পত্নী ধরাকে ব্রহ্মা যখন বলিয়াছিলেন—'তোমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মথুরামণ্ডলে গোপালনবৃত্তি অবলম্বন কর এবং বসুদেবের সহিত সখ্য স্থাপন কর, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—'আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে বিচিত্র মধুর-লীলাময় সর্ব্বমনোহারী বিশ্বেশ্বর ভগবানে আমাদের যেন পরমা ভক্তি জন্মে—আপনি কৃপা করিয়া এই বর দিউন।' ধরা-দ্রোণের প্রার্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—'তথাস্তু—তাহাই হউক।' তাই মহা-সৌভাগ্যশালী মহা যশস্বী দ্রোণ নন্দরূপে এবং তাঁহার পত্নী মহাসৌভাগ্যবতী ধরাদেবী যশোদারূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে মনে হয়, ব্রহ্মার বরেই দ্রোণ এবং ধরা ব্রজে নন্দ এবং যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন প্রশ্ন, তেমনই উত্তর। ধরাদ্রোণের উপাখ্যান যাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত, মহারাজ-পরীক্ষিত যেন তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াই প্রশ্নটী করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই পরীক্ষিতের প্রতি একটু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াই উল্লিখিতরূপ উত্তর দিলেন। উত্তরটী প্রশ্নের অনুরূপই হইয়াছে। প্রশ্নের মধ্যে নন্দ-যশোদার পূর্ব্ব-সাধনের ইঙ্গিত আছে; উত্তরেও সাধনের কথাই খুলিয়া বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু যথার্থ উত্তর নহে। যথার্থ উত্তর—ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীশুকদেব যে দামবন্ধন-লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উত্তরে ধরাদ্রোণ-সম্বন্ধীয় উপাখ্যানেরও একটা সমাধান পাওয়া যায়। স্বরূপতঃ দ্রোণ হইলেন শ্রীনন্দের অংশ, আর ধরা হইলেন শ্রীযশোদার অংশ। ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের অবতরণ নরলীল-শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উপক্রম মাত্র। তাঁহাদের চিত্তে নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম নিত্য বর্ত্তমান; যখন তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে সেই প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রেমের স্বাভাবিক দৈন্য এবং তজ্জনিত পরমোৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য—পুত্ররূপে প্রাপ্তির জন্য—তাঁহাদের স্বাভাবিকী বলবতী বাসনা। কিন্তু যখন ব্রহ্মার নিকটে তাঁহারা বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন সেস্থানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান অনেক মুনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাতে ধরাদ্রোণ তাঁহাদের হার্দ্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াই "পরমা ভক্তি লাভের ইচ্ছার" আবরণে তাহাকে আবৃত করিয়া কথাটী প্রকাশ করিলেন। পরমা ভক্তির যথাশ্রুত অর্থ যাহাই হউক, ধরা-দ্রোণের হার্দ্দ অর্থ হইতেছে—শুদ্ধবাৎসল্যময়ী প্রীতি, তাঁহাদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে পাওয়া। যাহা হউক, নন্দযশোদা স্বয়ংরূপে যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহাদের অংশ দ্রোণ-ধরাও অংশীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন—দ্রোণ মিলিত হইলেন তাঁহার অংশী শ্রীনন্দের সঙ্গে এবং ধরা মিলিত হইলেন তাঁহার অংশিনী শ্রীযশোদার সঙ্গে। ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার। যখনই অংশী জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তাঁহার সমস্ত অংশ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ধরাদ্রোণের প্রতি ব্রহ্মার বরপ্রদানের ব্যপদেশে এই তত্ত্বটীই লীলাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মার বরে কেহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা হইতে পারেন না; তাহাই "নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্লোকে বলা হইল—স্বয়ং ব্রহ্মাই (বিরিঞ্চি) যে প্রসাদ লাভ করেন নাই, তাঁহার বর-প্রভাবে সেই প্রসাদ কেহই লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করার বর দেওয়ার যোগ্যতা ব্রহ্মার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেও

প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর। | রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনে করেন না। যেহেতু, "তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৩৪॥"-ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়াছেন—সমস্ত বেদ যাঁহার চরণধূলি-কণিকার অনুসন্ধান করেন, সেই মুকুন্দ যাঁহাদের জীবনসদৃশ, সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোনও এক জনের চরণধূলি-কণিকা লাভের সম্ভাবনায় গোকুলে যে কোনও জন্ম লাভ করাই পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ইহাতেই দেখা যায়, শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার কথা তো দূরে, ব্রজের যে কোনও একজনের চরণধূলি লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তির অনুকূল বর দেওয়ার যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়া ব্রহ্মা নিজেই যে মনে করেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। নন্দ-যশোদা তো দূরের কথা, যে কোনও ব্রজবাসী অপেক্ষাই হীন বলিয়া ব্রহ্মা নিজেকে মনে করেন। তবে তিনি যে ধরা-দ্রোণের প্রার্থনার উত্তরে "তথাস্তু" বলিয়াছেন, তাহার হেতু এইরূপ হইতে পারে। প্রথমতঃ, যথাশ্রুত অর্থে ধরাদ্রোণ শ্রীহরিতে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়াছেন—তোমাদের ভক্তি হউক। ইহার অর্থ এই নহে যে, "তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাও।" দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মা জানিতেন—ধরা-দ্রোণ নন্দ-যশোদার অংশ; তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁহাদের পুত্র আছেনই এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তৎপূর্ব্বে নন্দ-যশোদা অবতীর্ণ হইলে ধরাদ্রোণ তো তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কোলে পাইবেনই। এইরূপ মনে ভাবিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বলিলেন—"কৃষ্ণ তো তোমাদের পুত্রই, তিনি যখন অবতীর্ণ হইবেন, তখন নন্দযশোদার সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমরা তো তাঁহাকে তোমাদের কোলে পাইবেই। তথাপি বাৎসল্যের পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ পুত্ররূপে তোমাদের কৃষ্ণকে প্রাপ্তির কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে পাইলে যদি তোমাদের চিত্তে একটু সান্ত্বনা জন্মে, তবে আমিও বলিতেছি—তথাস্তু।" যাহা অবধারিত, তাহাই "তথাস্তু" শব্দে ব্রহ্মা প্রকাশ করিলেন।

বস্তুতঃ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ পরিকর। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী—এইরূপই তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ অভিমান এবং তদনুরূপ বাৎসল্যপ্রেমও তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ। কোনও সাধনের প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী হয়েন নাই। কেহ হইতেও পারেন না। যাহা ব্রহ্মা পারেন নাই, শিব পারেন নাই, এমন কি ভগবদ্বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও পারেন নাই,—এরূপ এক অপূর্ব্ব প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যশোদা পাইয়াছেন—অনাদিকালে। কি সেই প্রসাদ? যাহার প্রভাবে বিভুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেও রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা যায়, সেই পরিপক্কতম বাৎসল্যপ্রেম—যাহার বশীভূত হইয়া বিভুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর বন্ধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন এবং অঙ্গীকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এই পরম-প্রসাদ সাধনলভ্য বস্তু হইতে পারে না। স্বীয় বাৎসল্য-রস-লোলুপতাবশতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্বাভিমানিনী যশোদাকে অনাদিকালেই এই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর। ইহাদ্বারা যশোদামাতার বাৎসল্য-প্রেমের পরমোৎকর্ষও সূচিত হইল এবং তাঁহার সেবা-বাসনার পরম-বিকাশও সূচিত হইল। (প্রশ্ন হইতে পারে, বাৎসল্যপ্রেম যদি সাধনলভ্যই না হয়, তাহা হইলে বাৎসল্য-ভাবের উপাসকদের সাধন কি নিরর্থক? তাঁহাদের উপাসনা নিরর্থক নয়। যশোদার বাৎসল্যের মতন বাৎসল্য তাঁহারা পাইবেন না বটে; কিন্তু সেই বাৎসল্যের আনুগত্যময় বাৎসল্য-প্রেম তাঁহারা পাইবেন। যশোদা-মাতার আনুগত্যে বাৎসল্যভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারিবেন)।

৬৩। রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"হাঁ, ইহাও—বাৎসল্য প্রেমও—উত্তম বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উত্তম কিছু থাকিলে তাহা বল।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

এহোত্তম—বাৎসল্য-রতিতে শ্রীকৃষ্ণকে হীন এবং আপনাকে বড় মনে করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে অধীন থাকেন; এ জন্য এই রতিকে উত্তম বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিলেন—বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা প্রেমের আরও কোনও পরিপক্কাবস্থা যদি থাকে, তাহা বল।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় বলিলেন—"কান্তাপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার।"

কান্তা প্রেম—শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ, আর আপনাদিগকে তাঁহার উপভোগ্যা কান্তা মনে করিয়া নিজেদের সমস্ত সুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সম্ভোগ-লালসা, তাহাকে কান্তাপ্রেম বলে। কান্তা—বলিতে এস্থলে পরকীয়-ভাবাপন্না ব্রজগোপীদিগকে বুঝাইতেছে। কারণ, পরবর্ত্তী "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজদেবীগণের কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাৎসল্যপ্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া "অনুরাগ" পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কিন্তু কান্তাপ্রেম ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; এজন্য ইহা বাৎসল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ-ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য তো আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে, এজন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥ আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। এক দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥ ২।১৯।১৮৯-৯২।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন॥ ১।৪।২৩।" "পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ ২।৮৬৯।" শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৩২ অং ২১শ শ্লোকে ("ন পারয়েঽহং"—ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি গোপীদিগের প্রেমে তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য ঋণী হইয়া রহিয়াছেন। এই ঋণ শোধ করিবার তাঁহার কোনও উপায়ই নাই। সুতরাং এই কান্তাপ্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোনও না কোনও একটা সম্বন্ধ আছে। দাস্যভাবের ভক্তদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, আর তাঁহারা তাঁহার দাস। সখ্যভাবের ভক্তদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবময় সম্বন্ধ। বাৎসল্যভাবে নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতেই একটা সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে; এই তিন ভাবের ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুগামিনী। যাহাতে সম্বন্ধের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের জন্মেনা। এই তিনভাবের পরিকরদের মধ্যে সম্বন্ধের মর্য্যাদাই প্রাধান্য লাভ করে; তাঁহাদের পক্ষে আগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, তারপর সম্বন্ধানুকূলভাবে সেবা। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় সম্বন্ধানুগা রতি। তাঁহাদের সেবাবাসনা বিকাশের পথে যেন সম্বন্ধের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পড়ে; তাই সেবা-বাসনা অবাধভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারেনা। কিন্তু কান্তা-ভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের ভাব অন্যরূপ। তাঁহাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের একটা সম্বন্ধ—কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ আছে বটে; কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রাধান্য নাই; প্রাধান্য হইতেছে সেবা-বাসনার। তাঁহাদের সেবা-বাসনা সম্বন্ধের অনুগত নহে; সম্বন্ধই বরং সেবা-বাসনার অনুগত। তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার বাসনা অপ্রতিহত ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। যে প্রকারেই হউক, শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য; তজ্জন্য বেদধর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না, একটু বিচার-বিবেচনাও করেন না। উৎকণ্ঠাময়ী সেবাবাসনার স্রোতের মুখে বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদি-স্ববিষয়ক সমস্ত অনুসন্ধান—তৃণের মত দূরদেশে ভাসিয়া চলিয়া যায়; সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিতে সমুৎসুক; প্রয়োজন হইলে নিজাঙ্গদ্বারাও সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া

তথাহি তত্রৈব (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অত্যন্তাপূর্ব্বশ্চায়ং গোপীষু ভগবতঃ প্রসাদ ইত্যাহ নায়মিতি। অঙ্গে বক্ষসি উ অহো নিতান্তরতেরেকান্তরতেঃ শ্রিয়োঽপি নায়ং প্রসাদোঽনুগ্রহোঽস্তি নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং স্বর্গাঙ্গনানাং অপ্সরসামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনঃ দূরতো নিরস্তাঃ। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভি স্তাসাং গোপীনাং য উদ্গাদাবির্বভূব। স্বামী। ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকেন। এইরূপে নিজাঙ্গদ্বারা সেবায় সুযোগের নিমিত্তই যেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কান্তাকান্ত সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ হইল সর্ব্ববিধ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার জন্য। তাঁহাদের অবাধ-সেবা-বাসনার ফলই হইল এই কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ। তাই এই সম্বন্ধ হইল তাঁহাদের সেবা-বাসনার অনুগত। এজন্য ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় কামানুগা রতি—কৃষ্ণসেবা-বাসনার (কৃষ্ণসেবা-কামনার) অনুগামিনী রতি। ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা-বাসনার বিকাশে বাধা দিতে পারে, এমন কোনও প্রতিবন্ধক নাই। তাই কান্তাপ্রেমেই সেবা-বাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। ইহাই কান্তাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। রাসোৎসবে (রাসোৎসব-সময়ে) অস্য (এই শ্রীকৃষ্ণের) ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং (ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীত হওয়ায় পূর্ণমনোরথা) ব্রজসুন্দরীণাং (ব্রজসুন্দরীদিগের) যঃ (যাহা—যে প্রসাদ) উদগাৎ (প্রাকট্য লাভ করিয়াছিল—ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন) অয়ং (তদ্রূপ) প্রসাদঃ (প্রসাদ) অঙ্গে (অঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে—বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্ত্তমানা) নিতান্তরতেঃ (পরম-প্রেমময়ী) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্মীদেবীরও) উ (নিশ্চিত) ন (নাই), নলিনগন্ধরুচাং (পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তিযুক্তা) স্বর্যোষিতাং (স্বর্গাঙ্গনাগণেরও) [ন] (নাই), অন্যাঃ (অন্যরমণীগণ) কুতঃ (কোথা হইতে) ?

অনুবাদ। রাসোৎসবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিয়তবর্ত্তমানা পরমপ্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, এবং পদ্মের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাঁহাদের সেই স্বর্গাঙ্গনা অপ্সরাগণও লাভ করেন নাই; অন্যান্য কামিনীগণের তো কথাই নাই। ১৭

রাসোৎসবে—রাসলীলাকালে। **ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং**—ভুজরূপ দণ্ড ভুজদণ্ড; দণ্ডের ন্যায় সুগোল এবং ক্রমশঃ সরুতাপ্রাপ্ত সুশোভন বাহু; তদ্দ্বারা গৃহীত বা আলিঙ্গিত হইয়াছে কণ্ঠ যাঁহাদের; রাসোৎসব-সময়ে রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সুশোভন বাহুদ্বারা প্রীতিভরে যাঁহাদের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকৃত সেই কণ্ঠালিঙ্গনদ্বারা আশিষ্—মনোবাসনার পরিপূর্ণতা—লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাসলীলায় তদ্রূপ আলিঙ্গিত হওয়াতে অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে যাঁহাদের, সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে **প্রসাদঃ—অনুগ্রহ**, নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার অধিকাররূপ যে অনুগ্রহ—অথবা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-জনিত পরমসুখের যে উল্লাস—লাভ করিয়াছেন—তাহা লক্ষ্মীও লাভ করিতে পারেন নাই, স্বর্গের অপ্সরাগণও লাভ করিতে পারেন নাই। **অঙ্গে**—দেহে; রেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা; অথবা প্রেয়সীরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-বিশেষ শ্রীনারায়ণের বক্ষে অবস্থিতা যে লক্ষ্মী, তাঁহার এবং **নিতান্তরতেঃ**—শ্রীকৃষ্ণে নিতান্তা (অত্যন্ত গাঢ়া) রতি (প্রেমা) যাঁহার—শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেমবতী যে লক্ষ্মী, তাঁহার। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য শ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন (যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ। ভা ১০।১৬।৩৬), কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাই বলা হইয়াছে, পরমপ্রেমবতী

তথাহি তত্রৈব (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ॥
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৬৪
কিন্তু যার যেই ভাব—সে-ই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবীরও সেই ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। **নলিনগন্ধরুচাং**—নলিনের (পদ্মের) ন্যায় গন্ধ রুচি (কান্তি) যাঁহাদের, যাঁহাদের অঙ্গের কান্তি পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গের গন্ধও পদ্মের গন্ধের ন্যায় মনোহর, তাদৃশ **স্বর্যোষিতাং**—স্বর্গীয় রমণীগণের—অপ্সরোগণেরও—ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। অন্য রমণীগণের তো কথাই নাই (শ্রীধরস্বামী)। বৈষ্ণবতোষণীসম্মত অর্থ এইরূপ। **স্বর্যোষিতাং**—স্বর্যোষিতাং স্বশ্চূড়ামণিং শুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যমিত্যুক্তদিশা দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ-লোকগণশিরোমণি-বৈকুণ্ঠস্থিতানাং ভূলীলাপ্রভৃতীনাং মধ্যে। স্বঃ—দিব্যসুখ-ভোগাস্পদ লোকসমূহের শিরোমণিতুল্য বৈকুণ্ঠ। সেই বৈকুণ্ঠে ভূ-লীলা প্রভৃতি যে সকল পরম-প্রেমবতী ভগবৎ-কান্তাগণ আছেন, স্বর্যোষিত-শব্দে এস্থলে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। তাঁহাদের মধ্যেও **নিতান্তরতেঃ**—পরম-প্রেমযুক্তা **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীরও ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। যাঁহাদের অঙ্গকান্তি পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও স্নিগ্ধ এবং যাঁহাদের অঙ্গগন্ধও পদ্মগন্ধের ন্যায় মনোহর, ভূ-লীলা প্রভৃতি সেই ভগবৎ-কান্তাগণও ভগবানে অত্যন্ত প্রেমমবতী ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর প্রেম তাঁহাদের প্রেম অপেক্ষাও অনেক গাঢ়। এতাদৃশী লক্ষ্মীদেবীও কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের ন্যায় সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

এই শ্লোকে সাধারণ রমণীগণ, স্বর্গের দেবীগণ ও অপ্সরোগণ, ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণিত হইল। কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক এই শ্লোক "কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"—এই উক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যাতিশয়ের কথা বলা হইয়াছে ; তাঁহাদের বিরহার্ত্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথরূপেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের চরমবিকাশ ; কান্তাভাবব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই এই মাধুর্য্যের অনুভব সম্ভব নহে—ইহাই এই শ্লোক হইতে সূচিত হইতেছে।

এই শ্লোকও কান্তাভাবের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক।

৬৪। এক্ষণে ৬৪—৭২ পয়ারেও কান্তাপ্রেমেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির নানারূপ সাধন আছে ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্নরূপ সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্নরূপে পাওয়া যায়, একই রূপে পাওয়া যায় না। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি-ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ; ঐশ্বর্য্য-মিশ্রাভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণকে পাওয়া যায়, শুদ্ধাভক্তি দ্বারা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। এইরূপে প্রাপ্তির রকম-ভেদ আছে। আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে এক শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু সেই পাওয়ারও যে ইতর-বিশেষ আছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিচার হইতে বুঝা যায়। কেহ পায় প্রভু ভাবে, কেহ পায় সখা ভাবে, কেহ পায় পুত্র ভাবে, ইত্যাদি ; সকলে একভাবে পায় না।

৬৫। যার যেই ভাব—বিভিন্ন সাধন-প্রণালীতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বিভিন্নতা থাকিলেও যিনি যেই ভাবে সাধন করেন, তিনি সেই ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তটস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া বিচার করিলে বিভিন্ন ভাবের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা বুঝা যায়। **তটস্থ**—কোনও ভাবে আবেশহীন ; নিরপেক্ষ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫।২১)—
যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ১৯

পূর্ব্বপূর্ব্ব রসের গুণ পরেপরে হয়।
দুই-তিন-গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥ ৬৬
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥৬৭
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
দুই-তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়েচ কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমুত্তরক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা নন্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসনঃ একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যায়রস্যতত্র স্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব অন্ত্যস্য চ রসাভাষিতাপর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যম্। তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্যতু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ। শ্রীজীব। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ; তাই কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও সকলে কান্তাপ্রেমের উপাসনা করেন না ; দাস্য-সখ্যাদি রসের মধ্যে যে রসে যাঁহার রুচি হয়, তিনি যে সেই রসেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

৬৬। **রস**—শান্তাদি কৃষ্ণরতি বিভাবাদির সহিত যুক্ত হইলে চমৎকৃতিজনক পরমাস্বাদ্যতা লাভ করিয় রসরূপে পরিণত হয় ; এইরূপে বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে শান্তরতি শান্তরসে, দাস্যরতি দাস্যরসে, সখ্যরতি সখ্যরসে, বাৎসল্যরতি বাৎসল্যরসে এবং মধুরা রতি মধুর রসে পরিণত হয়। ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপূর্ব্বরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের মধ্যে বাৎসল্য হইল মধুরের পূর্ব্বে, সখ্য হইল বাৎসল্যের পূর্ব্বে, দাস্য হইল সখ্যের পূর্ব্বে, এবং শান্ত হইল দাস্যের পূর্ব্বে। **পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ** ইত্যাদি—শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে এবং বাৎসল্যের গুণ মধুরে বর্ত্তমান। তাই **একদুই** ইত্যাদি—শান্তের একটী গুণ, দাস্যের দুইটী গুণ, সখ্যের তিনটী গুণ, বাৎসল্যের চারিটী গুণ এবং মধুরের পাঁচটী গুণ। এই পয়ারে বলা হইল—গুণাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৬৭। **গুণাধিক্য** ইত্যাদি—যে রসে গুণ যত বেশী, সেই রসে স্বাদের আধিক্যও তত বেশী ; তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যে, দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য। **শান্তদাস্য** ইত্যাদি—মধুর রসে শান্তাদি সমস্ত রসের গুণই বর্ত্তমান ; সুতরাং সকল রসের স্বাদও বর্ত্তমান। এই পয়ারে বলা হইল—স্বাদাধিক্যেও কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৬৮। পূর্ব্ব পয়ারদ্বয়ের উক্তি একটা দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন।

আকাশাদি—আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুৎ), তেজ, জল (অপ্), পৃথিবী (ক্ষিতি) এই পঞ্চভূত। **গুণ**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ। আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; এবং পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পৃথিবীতে যেমন আকাশাদি পূর্ব্ব-চারিভূতের সকলের গুণই আছে, অধিকন্তু পৃথিবীর বিশেষ গুণ 'গন্ধ' আছে, তদ্রূপ কান্তাপ্রেমে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ ত আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণসুখের জন্য, নিজাঙ্গ দিয়া সেবাও আছে।

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥ ৬৯

তথাহি (ভাঃ—১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ২০

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ববকাল আছে—।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥ ৭০

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২১॥

এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৯। **এই প্রেমা**—কান্তাপ্রেম। **পরিপূর্ণ-কৃষ্ণ-প্রাপ্তি**—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তি। দাস্যাদি-প্রেমে **স্ব-স্ব**-গুণানুরূপ সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু কান্তাপ্রেমে দাস্যাদি সকল প্রেমের গুণ এবং আরও একটী গুণ অধিক থাকায়, এই প্রেম দ্বারাই পরিপূর্ণরূপে সেবা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কান্তাপ্রেম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় বলিয়া ইহা সর্ব্বসাধ্য-সার।

কান্তাপ্রেমের সেবায় দাস্যাদি সকল প্রেমের সেবাই আছে; শান্তের গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, "কৃষ্ণবিনাতৃষ্ণাত্যাগ"; কান্তাপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণেও তাহা আছে—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহারা দেহ-গেহ-আত্মীয়-স্বজন সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা দাস্যের ন্যায় সর্ব্ববিধ সেবাও করেন; সখাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদেরও কোনরূপ সঙ্কোচ নাই, গৌরববুদ্ধি নাই, প্রণয়াতিশয্যে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাৎসল্যের সার হইল—মঙ্গলকামনা, স্নেহবশতঃ তৃপ্তির সহিত ভোজনাদি করান; ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাহাও করেন; অধিকন্তু নিজাঙ্গদ্বারা কান্তারূপে সেবাও তাঁহাদের আছে; দাসের সেবা, সখার সেবা, মাতার সেবা এবং কান্তার ন্যায় সেবা—সমস্তই কান্তাপ্রেমে আছে। সেব্যের প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত যত রকমের সেবা সম্ভব, তৎসমস্তই দাস্যাদি চারি-ভাবের সেবার অন্তর্ভুক্ত; এক মধুর প্রেমের সেবার মধ্যেই তৎসমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে—কান্তাপ্রেমের সেবাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা।

সর্ব্বাধিক-সেবাপ্রাপক হিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

কান্তাপ্রেম হইতে যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ যে এই কান্তাপ্রেমেরই সম্যক্‌রূপে বশীভূত, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদিগের একান্ত বশীভূত, তিনি যখন যেস্থানেই থাকুন না কেন, তাঁহাদের প্রেম যে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের নিকট আনিতে সমর্থ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। এইরূপ শক্তি দাস্যাদি অন্য কোনও প্রেমেরই নাই।

৭০। ১।৪।১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭১। **এই প্রেমার**—কান্তাপ্রেমের। যদি কেহ স্বসুখ-বাসনা-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিয়া এক রকমে অনুরূপ ভজন করেন। অথবা, যিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি-সাধনের জন্য চেষ্টা করেন, শ্রীকৃষ্ণও যদি ঠিক সেই ভাবে তাঁহার তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলেও অনুরূপ ভজন হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই দুইটী উপায়ের কোনও উপায়দ্বারাই গোপীদিগের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই:—প্রথমতঃ, গোপীদিগের স্বসুখ-বাসনার লেশমাত্রও নাই; সুতরাং তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কিছুই দান করিতে পারেন না; তাঁহাদের বাসনা—একমাত্র কৃষ্ণের

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৭২

তথাহি (ভাঃ—১০।৩৩।৬)—

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহামারকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ শুশুভে গোপীদৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্। স্বামী। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখ; এই বাসনা যদি তিনি পূর্ণ করেন, তবে নিজেরই লাভ হয়, পরন্তু গোপীদিগকে কিছুই দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, গোপীরা প্রত্যেকেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এক গোপীর জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন না; অপর গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং তিনি অনন্যভাবে কোনও এক গোপীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না। এজন্যই তিনি গোপীদিগের অনুরূপ ভজন করিতে অক্ষম। ইহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোক।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীদিগের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকটে ঋণী হইয়া রহিলেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকদ্বারা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হইতেছে; কারণ, দাস্যাদি অন্য কোনও ভাবের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণকে এরূপভাবে ঋণী করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-শক্তি কান্তাপ্রেমে সর্ব্বাধিকরূপে বর্ত্তমান বলিয়াও যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক ও ৭১ পয়ার।

৭২। **মাধুর্য্য**—কোনও অনির্ব্বচনীয় রূপ; অপূর্ব্ব মধুরতা। **ধুর্য্য**—পরাকাষ্ঠা; শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা—শেষসীমা—প্রাপ্ত হইয়াছে; এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, সুতরাং আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু এই কান্তাপ্রেমের এমনি এক অচিন্ত্য-অদ্ভুত-শক্তি যে, ব্রজগোপীদিগের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(১।৪।১৬১ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবর্দ্ধকত্বহিসাবেও যে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। তত্র (সেস্থানে—রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (স্বর্ণনির্ম্মিত বা স্বর্ণবর্ণ) মণীনাং (মণিসমূহের মধ্যে) যথা (যেরূপ) মহামারকতঃ (মহামারকত) [শোভতে] (শোভা পায়), [তথা] (তদ্রূপ) তাভিঃ (তাঁহাদের দ্বারা—স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা পরিবৃত বা আলিঙ্গিত হইয়া) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও সর্ব্বশোভাসম্পন্ন) দেবকীসুতঃ (দেবকীনন্দন) অতি শুশুভে (অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। সেই রাসমণ্ডলে, স্বর্ণবর্ণমণিগণমধ্যে মহামারকত যেরূপ শোভা পায়, তদ্রূপ সেই স্বর্ণবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত বা আলিঙ্গিত হইয়া ভগবান্ দেবকী-নন্দনও অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৩

হৈমানাং মণীনাং—হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে। অথবা, স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার বস্তুসমূহ—যাহা দেখিতে ঠিক মণির ন্যায় দেখায়—তাহাদের মধ্যে। **মহামারকতঃ**—মারকত হইল ইন্দ্রনীলমণি; মহামারকত হইল অনতি-শ্যামল মরকত-মণি। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণির বর্ণের ন্যায় শ্যামল; রাসস্থলীতে স্বর্ণবর্ণা গোপসুন্দরী-গণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পীতকান্তির ছটায় তাঁহার অঙ্গের শ্যামলত্ব একটু

প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৭৩
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেনজনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৭৪
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তরলতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার বর্ণ তখন ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ অপেক্ষা একটু কম শ্যামল হইয়াছিল, তিনি তখন অনতি-শ্যামল-ইন্দ্রনীলমণির মত হইয়াছিলেন; এই অনতিশ্যামল-ইন্দ্রনীলমণিকেই—ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ তাহার স্বাভাবিক শ্যামলবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণের ছটায় কিছুকম শ্যামল হইলে যাহা হয়, তাহাকে—পীতবর্ণের ছটাপ্রাপ্ত ইন্দ্রনীলমণিকেই—এইস্থলে "মহামারকত" বলা হইয়াছে (তোষণী)। ইন্দ্রনীলমণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হেম-মণির মধ্যগত হইলে যেমন বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়—তদ্রূপ, নবঘনশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের শোভাও—রাসস্থলীতে পীতবর্ণা ব্রজসুন্দরীগণদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ায় অভ্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। **অতিশুশুভে**—অত্যন্ত শোভা পাইতেছিলেন; স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, সর্ব্বজন-মনোহর, "আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর।" পরম-প্রেমবতী-নিত্যপ্রেয়সী-ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় তাঁহার শোভা যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। **ভগবান্**—শব্দে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বশোভাসম্পন্ন, সুতরাং স্বভাবতঃই যে তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য চরমকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই সূচিত হইতেছে। **দেবকীসুতঃ**—দেবকীতনয়; সাধারণতঃ যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া খ্যাত, সেই শ্রীকৃষ্ণ। অথবা, যশোদারও একটী নাম আছে—দেবকী; এই অর্থে দেবকীসুত অর্থ যশোদানন্দন।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এই শ্লোকের বর্ণিত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কি একমূর্ত্তিতে ছিলেন, না কি বহুমূর্ত্তিতে ছিলেন? শ্লোকে বহু হৈম-মণি এবং একটী মহামারকতের (শ্লোকস্থ মহামারকত-শব্দ একবচনান্ত বলিয়া) উল্লেখ আছে, আবার (তাভিঃ শব্দে সূচিত) বহু ব্রজসুন্দরী এবং এক দেবকীসুতের উল্লেখ আছে; তাহাতে মনে হয়—বহু হৈমমণির মধ্যে যেমন এক মহামারকত, তদ্রূপ বহু ব্রজসুন্দরীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণ "মেঘচক্রে বিরেজুঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এস্থলে "মেঘচক্রে" শব্দের টীকাপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিচরণ "নানামূর্ত্তিঃ কৃষ্ণো মেঘচক্রমিব" লিখিয়াছেন; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তিতে—এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক মূর্ত্তিতে—রাসস্থলীতে বিরাজিত ছিলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী "রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিত। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩॥"—শ্লোকে স্পষ্টতঃই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতি দুই গোপীর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে বিরাজিত ছিলেন। তাহা হইলে—মনে করিতে হইবে, সামান্যরূপেই মহামারকত-শব্দকে একবচনান্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে অতিশয়রূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। ৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৪-৭২ পয়ারে প্রমাণ করা হইল যে—শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে, গুণাধিক্যে, স্বাদাধিক্যে, শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণশক্তিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যেরও বর্দ্ধকত্ব হিসাবে কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭৩। **এই**—কান্তাপ্রেমে। **সাধ্যাবধি**—সাধ্য-বস্তুর সীমা; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু। **আগে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে যদি কিছু বিশেষত্ব থাকে, তবে তাহা বল।

৭৫। **ইহার মধ্যে**—এই কান্তাপ্রেমের মধ্যে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩ পয়ারে কেবল সাধারণভাবেই কান্তাপ্রেমের কথা বলা হইয়াছে। কান্তাপ্রেম বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তা-ব্রজগোপীদের প্রেমকে বুঝায়। রসের বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রজগোপীদেরও আবার ভাবের কিছু বৈচিত্রী আছে; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রেমই দাস্য-সখ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ; ভাবের বৈচিত্রী-অনুসারে তাঁহাদের প্রেমের যে তারতম্য আছে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫)—
পদ্মপুরাণবচনম্।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২৪

তথাহি (ভাঃ—১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৫

প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥ ৭৬

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ ৭৭

রাধা-লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাত করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাধার প্রেম—কান্তাপ্রেম শ্রীরাধার মধ্যে যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা। শ্রীরাধার ভাব। **সাধ্য-শিরোমণি**—যত রকম সাধ্যবস্তু আছে, তাহাদের মুকুটমণিসদৃশ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্য। অন্যান্য সাধ্যবস্তু অপেক্ষা ব্রজগোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **যাহার মহিমা** ইত্যাদি—যে শ্রীরাধার মাহাত্ম্য সমস্ত শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীরাধার মহিমাব্যঞ্জক দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই দুই শ্লোকে শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অনয়ারাধিতোনূনং"-শ্লোকটী শারদীয়-মহারাস-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপসুন্দরীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে সম্মান ও প্রণয় লাভ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কেহ কেহ সৌভাগ্যগর্ব্ব, কেহ কেহ বা অভিমান প্রকাশ করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদের গর্ব্ব-প্রশমনের এবং মান-প্রসাধনের উদ্দেশ্যে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; একস্থলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং তৎসঙ্গে এক রমণীর পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন; শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন—ঐ রমণী শ্রীরাধা; তখন শ্রীরাধার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহারা "অনয়ারাধিতঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছিলেন।

৭৬। অপূর্ব্ব—অদ্ভুত; চমৎকারপ্রদ। **অমৃত নদী**—অমৃতের নদী; যে নদীতে জলের পরিবর্ত্তে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হয়।

এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য্য এই যে—রামরায় যাহা বলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বহিয়া যাইতেছিল—তাঁহার কথা প্রভুর নিকটে অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বলিয়া মনে হইতেছিল।

৭৭-৭৮। চুরি করি—গোপনে; অন্যান্য গোপীদের অজ্ঞাতসারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১০।২৯।৪৮ ॥"-শ্লোকে শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতে জানা যায়, গোপীদিগের গর্ব্ব-প্রশমনের জন্য এবং মান-প্রসাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু অন্তর্হিত হওয়ার সময়ে তিনি কাহাকেও সঙ্গে নিয়া গেলেন কিনা, উক্ত শ্লোক হইতে তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।১১ ॥"-শ্লোকে গোপীদিগের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার কোনও "প্রিয়া" ছিলেন (প্রিয়য়া সহ অচ্যুতঃ)। আবার, ইহারও পরে সর্ব্বগোপী-পরিচিত ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম-অঙ্কুশ-যবাদি চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন এবং একটু পরেই সেই পদচিহ্নের পাশাপাশি অবস্থিত কোনও রমণীর পদচিহ্নও বিরহার্ত্তা গোপীগণ দেখিতে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

পাইলেন। এই রমণী যে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।২৮॥"-শ্লোকোক্তি হইতে জানা যায়, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা। কৃষ্ণান্বেষণরতা গোপীগণ আরও অগ্রসর হইয়া গিয়া কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমাকেও পাইলেন। সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। সুতরাং শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু শ্রীশুকদেব-গোস্বামী একথা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলেন না কেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী পূর্ব্বোদ্ধৃত "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩০।১১-শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় বলিয়াছেন—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই শ্রীশুকদেবের পরম আগ্রহ; আর শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকরের মধ্যে ব্রজপরিকরবর্গে—তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-গোপীগণে এবং তাঁহাদের মধ্যেও কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধাতেই তাঁহার পরম আগ্রহ এবং শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাই তাঁহার পরম হার্দ্দ। এই লীলা পরম রহস্যময়—পরম গূঢ়তম—বলিয়া তিনি ইহা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেন নাই; শ্রীরাধার—এমন কি অন্য কোনও গোপীর—নামও তিনি প্রকাশ করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে ভঙ্গীতে অন্য গোপীদের মুখে প্রিয়তমাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তখন শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের চিত্তে এরূপ একটা সংশয় জাগিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সঙ্গেই লইয়া গেলেন না কি। সম্ভবতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন রাসস্থলীতে দেখিতেছিলেন না, তেমনি শ্রীরাধাকেও দেখিতেছিলেন না; তাতেই তাঁহাদের উক্তরূপ সন্দেহ। যাহাহউক, তাঁহারা অন্য গোপীদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া চলিলেন। অন্য গোপীরা অনুসন্ধান করিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে; আর তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছিলেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে। যখন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে কোনও গোপ-রমণীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইল, তখন শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ চিনিতে পারিলেন যে, ঐ গোপরমণী স্বয়ং শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন। সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকলেরই পরিচিত ছিল; কিন্তু শ্রীরাধার যূথের গোপীগণ ব্যতীত অপর কোনও গোপীই শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনিতেন না; কারণ, অপর কাহারওই শ্রীরাধার পদসেবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। যাহাহউক, পদচিহ্ন দর্শনের পরেই শ্রীরাধার যূথের গোপীগণের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন, সেই অনুমান সত্য। যাহাহউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন, একথা অন্য কোনও গোপী জানিতেন না—এমনকি শ্রীরাধার যূথের গোপীগণও প্রথমে নিঃসংশয়রূপে জানিতেন না। সকলের অজ্ঞাতসারেই তিনি শ্রীরাধাকে নিয়া গিয়াছিলেন। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই প্রভু বলিলেন—"চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।"

শ্রীল রামানন্দ-রায় বলিয়াছিলেন—"রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥" রাধাপ্রেম বাস্তবিকই যদি সাধ্য-শিরোমণি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মহিমাও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। রাধা-প্রেমের মহিমার সর্ব্বাতিশায়িত্বের কথা রায়-রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু একটা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"রায়, রাধাপ্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হইবে, তাহার মহিমা যদি সর্ব্বাতিশায়ীই হইবে, তাহা হইলে তাহাতে অন্যাপেক্ষা থাকিতে পারেনা, অন্যাপেক্ষা থাকিলেই বুঝা যায়, প্রেমের—সেবাবাসনার—সর্ব্বাতিশায়ী বা অবাধ বিকাশ নাই। কিন্তু মনে হয় যেন রাধাপ্রেমে অন্যাপেক্ষা আছে। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে কেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যগোপীদের ভয়ে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে গোপনে অন্যত্র লইয়া গেলেন? যদি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগই থাকিত, তাহা হইলে অন্যগোপীদের কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন; অথবা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই, শারদীয়-মহারাসে যখন দেখাযায়—অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রেম নাই।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ হইতেছে রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে; রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষাহীন কি না—তাহাই প্রতিপাদ্য; প্রভু কিন্তু রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) কথা না বলিয়া আপত্তি উঠাইতেছেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে। তাই মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই আপত্তিটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয় তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবের দ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণদ্বারা জ্বরের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জানিতে হয়। ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গছের দোলানীর পরিমাণদ্বারা, তদ্রূপ রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে—তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগ-সমুদ্রকে এমনভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, যাহার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রীতিবিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে, সর্ব্ববিধ অন্যাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, রাধাপ্রেমের মহিমা—প্রভাব সর্ব্বাতিশায়ী।

কারণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব—ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাবের অনুরূপ; তাই একই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার নিকটে বাৎসল্যের বিষয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদির নিকটে সখ্যের বিষয়, আবার ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। ভক্তের প্রেম যতটুকু বিকশিত হইবে, ভগবানের প্রেমবশ্যতা বা ভক্ত-পরাধীনতাও ততটুকুই বিকশিত হইবে এবং তাহা জানা যাইবে—ভক্তের সম্বন্ধে ভগবানের আচরণ দ্বারা। যে প্রেম সাধ্য-শিরোমণি হইবে, তাহাতে কোনওরূপ অপেক্ষারই স্থান থাকিতে পারে না; শ্রীরাধার প্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাহাও—অন্যান্য সকল ভক্তের প্রতি, অন্য সমস্ত গোপীগণের প্রতি তাঁহার প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে—তাহাতে অন্য গোপীদের কোনওরূপ অপেক্ষা রাখারই অবকাশ থাকিবে না, শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আচরণে অন্য গোপীদের কোনও অপেক্ষাই তিনি রাখিবেন না। কিন্তু শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আচরণে এইরূপ অপেক্ষাশূন্যতার প্রমাণ তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গেলেন—অন্য গোপীদের সম্মুখভাগ হইতে প্রকাশ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিতে সাহস পাইলেন না—পাছে, অন্য গোপীরা অভিমান করিয়া বসে—এই আশঙ্কায়। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে—গোপনে—শ্রীরাধাকে লইয়া গেলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—অন্য গোপীর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আছে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তিনি অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারেন না—শ্রীরাধার নিমিত্তেও না; অন্য গোপীদের তিনি ভয় করেন। কিন্তু এইরূপ অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। শ্রীরাধার জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই গাঢ়তা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের—রাধাপ্রেমেরও—সর্ব্বাতিশায়িনী গাঢ়তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সাধ্য-শিরোমণিত্ব প্রমাণিত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন কিরূপে বুঝিব যে, "রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি ?"

রায় কহে—তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে নাহি রাধাপ্রেমের উপমা ॥ ৭৯
গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ৮০

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১।২—
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৯-৮০। রামানন্দ-রায় বেশ নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ব্যঞ্জনা হইতেছে এইরূপঃ—প্রভু, শারদীয়-মহারাসে অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন, তাহাতে তাহাও যে প্রমাণিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক আচরণেই যদি এইরূপ অন্য-অপেক্ষা দৃষ্ট হইত, কোনও সময়েই যদি তাঁহার অপেক্ষা-হীনতা দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই অন্যাপেক্ষা-হীন নহেন। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তদ্রূপ নহে। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সময় সময় মনে হয়, তিনি যেন অন্য গোপীর অপেক্ষা রাখেন; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি ঐরূপ অন্যাপেক্ষা দেখান—হয়তো রস-বৈচিত্রীবিশেষের প্রকটনের উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কোনও বিশেষ কারণে। শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য ছিল—যাঁহাদের চিত্তে মান বা সৌভাগ্য-গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের চিত্ত হইতে সেই গর্ব্ব ও মান দূর করা, অদর্শনের তীব্রতাপ ও উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তকে রাসলীলা-রসোদ্গারের পক্ষে সম্যক্‌রূপে উপযোগী করা। কিন্তু যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথেই তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া অন্যত্র বলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের মানের প্রশমন হইত না, বরং অসূয়ার উদ্ভব হইত; তাহা হইলে রাসলীলাই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—তিনি অন্য গোপীদের অপেক্ষা রাখেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; অপেক্ষা তিনি রাখেন না। অপেক্ষা যে তিনি রাখেন না, জয়দেব-বর্ণিত বসন্ত-রাসের ব্যাপার হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। বিষয়টী এই। শতকোটি-গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্ত-রাস-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোনও কারণে (পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে কারণ দ্রষ্টব্য), শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল; রাসলীলা-রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছেনা। কেন এমন হইল? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরী নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি-গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই তিনি চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধার খোঁজে যাইতেছি; তোমরা একটু অপেক্ষা কর। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন; অন্য কোনও গোপীর অপেক্ষাই তিনি রাখেন না। শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগের গাঢ়তাই ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হউক, শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—শ্রীরাধাই রাসলীলার পরমাশ্রয়ভূতা; তিনি রাসস্থলী হইতে চলিয়া গেলে পর আর রাসলীলা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রীরাধার চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী ত্যাগ করিলেন—শ্রীরাধা ব্যতীত আরও অসংখ্য ব্রজসুন্দরী সেই রাসস্থলীতে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহাদের সমবেত রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিও এবং

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২৭ ॥

এই-দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ৮১
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধাপাশ ॥ ৮২
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতস্তত ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি যমুনায়াস্তটান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার কিং কৃত্বা তত্তৎস্থানে তাং শ্রীরাধিকাম্ অন্বিষ্য কীদৃশ অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ তত্র হেতুঃ অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ অনেন তৎসদৃশী দশাপ্যুক্তা। বালবোধিনী। ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহাদের সমবেত প্রেমসম্ভারও শ্রীকৃষ্ণকে রাসস্থলীতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; তিনি সকলকেই ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে চলিয়া গেলেন।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ (কন্দর্পশরাঘাত-বশতঃ ব্যথিতচিত্ত) সঃ (সেই) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ইতস্ততঃ (চতুর্দ্দিকে) তাং (সেই) শ্রীরাধিকাং (শ্রীরাধিকাকে) অনুসৃত্য (অনুসরণ করিয়া—অন্বেষণ করিয়া) কৃতানুতাপঃ (অনুতপ্তচিত্তে) কলিন্দ-নন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে (যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে) বিষসাদ (বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। কন্দর্পশরাঘাতবশতঃ ব্যথিতচিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও (কোথাও না পাইয়া) অনুতপ্তচিত্তে যমুনাতীরস্থিত কুঞ্জমধ্যে (অবস্থানপূর্ব্বক) বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২৭

অনঙ্গবাণখিন্নমানসঃ—অনঙ্গের (কামদেবের) যে বাণ (শর); তদ্দ্বারা খিন্ন (ব্যথিত) হইয়াছে মানস (চিত্ত) যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প-পীড়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; সেস্থলে আরোও শতকোটি ব্রজসুন্দরী উপস্থিত ছিলেন বটে; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত তাঁহাদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না; তাই কন্দর্প-পীড়াব্যাকুল সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। (অন্য গোপীগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা হইলেও—অন্য গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সহিতও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছিলেন; শ্রীরাধার প্রতি কোনওরূপ বিশেষত্ব দেখান নাই; তাই শ্রীরাধা মান করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে—তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই অসঙ্গত হইয়াছে; তাই তিনি অনুতপ্ত হইলেন)। অনুতপ্ত চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে **কলিন্দ-নন্দিনীতটান্তকুঞ্জে**—কলিন্দ-নন্দিনীর (যমুনার) তটান্তকুঞ্জে (তীরবর্ত্তী কুঞ্জে) যাইয়া উপনীত হইলেন; মনে করিয়াছিলেন, সেখানে হয়তো শ্রীরাধাকে পাইবেন; কিন্তু পাইলেন না; না পাইয়া সেখানে বসিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ **বিষসাদ**—বিষাদ প্রকাশ করিতে—আক্ষেপ করিতে—লাগিলেন।

"রাধা চাহি বনে ফিরেন"-ইত্যাদি পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করার নিমিত্তই রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু গোপনে শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত স্থলে বিহার করার জন্য শ্রীরাধার সঙ্গে যোগ করিয়া আসেন নাই—এই শ্লোক হইতে তাহাই প্রমাণিত হইল।

৮১। এ দুই শ্লোকের ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত "কংসারিরপি" ইত্যাদি এবং "ইতস্ততঃ"-ইত্যাদি, এই দুইটী শ্লোকের অর্থ বিচার করিলেই রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে।

৮২-৮৩। অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি-প্রকাশমূর্ত্তিতে) শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করেন;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তার (সেই শতকোটি-প্রকাশমূর্ত্তির) মধ্যে (শ্রীকৃষ্ণের) একমূর্ত্তি শ্রীরাধার পার্শ্বে থাকেন। সাধারণ প্রেমের সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া রাধার বামতা (উপস্থিত) হইল ; কারণ, প্রেম কুটিল। ("কুটিল প্রেমে"-পাঠও দৃষ্ট হয় ; তখন অন্বয়—রাধার কুটিলপ্রেমে—কুটিলপ্রেম বশতঃ—বামতা উপস্থিত হইল)।

শতকোটি গোপী সঙ্গে ইত্যাদি—এস্থলে একটী কথা বলা বলা দরকার। ব্রজে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকিলেও মাধুর্য্যের অনুগত হইয়াই ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যশক্তিকে বর্জ্জন করিয়া পূর্ণমাধুর্য্য লইয়া ব্রজে প্রকটিত হইয়াছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে তিনি বর্জ্জন করিলেও পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতিগত-প্রাণা স্ত্রীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই ; ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা পতি-গতপ্রাণা স্ত্রী যেমন সুযোগ পাইলেই পতির অজ্ঞাতসারে পতির সেবা করিয়া যান, ব্রজে ঐশ্বর্য্য-শক্তিও সুযোগ পাওয়া মাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত মাত্রে, শ্রীকৃষ্ণের অলক্ষিতভাবে তাঁহার সেবা করিয়া যান ; রাসেও তাহাই হইয়াছে। রাসক্রীড়ার জন্য শতকোটী গোপী একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নৃত্য-গীতাদি করিবার জন্য রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল ; এই ইচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়াই ঐশ্বর্য্যশক্তি শতকোটি গোপীর পার্শ্বে শতকোটি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন ; অবশ্য শ্রীরাধিকার নিকটেও যে এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই যে এক এক গোপীর পার্শ্বে এক এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ পাইলেন, তাহা যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন না, গোপীরাও কেহ জানিতে পারিলেন না ; প্রত্যেক গোপীই মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই কাছে আছেন, আর কাহারও কাছে নাই। পূর্ণানন্দ-ঘনমূর্ত্তি রসিকশেখর-শ্রীকৃষ্ণকে স্বসমীপে পাইয়া অপর গোপীর প্রতি দৃষ্টি করার অবকাশও বোধ হয় কোনও গোপীর ছিল না। যাহা হউক, দৈবাৎ মণ্ডলীস্থ কোনও এক গোপীর প্রতি শ্রীমতী রাধিকার দৃষ্টি পতিত হইল ; তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার নিজের নিকটেও আছেন, যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীমতী রাধিকা তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে অপর এক গোপীর প্রতি যখন তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁহার নিকটে ; ইহা দেখিয়া মনে করিলেন, পূর্ব্বদৃষ্ট গোপীকে ত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীর নিকট আসিয়াছেন ; এইরূপে শ্রীরাধিকা যে গোপীর প্রতি দৃষ্টি করেন, সেই গোপীর নিকটেই কৃষ্ণকে দেখিতে পান ; দেখিয়া মনে করিলেন যে, কৃষ্ণ একে একে সকলের সঙ্গেই নৃত্যগীতাদি করিতেছেন, সকলকেই উপভোগ করিতেছেন ; ইহা দেখিয়াই মনে করিলেন, "কৃষ্ণ কি শঠ! কি লম্পট! আর কি-ইবা মায়াবী! আমার সাক্ষাতে এত গোপীর সহিত বিহার করিতেছেন ?" ইহা ভাবিয়াই তাঁহার অসূয়ার উদ্রেক হইল। অমনি নিজের নিকটে দৃষ্টি পড়াতে দেখিলেন, কৃষ্ণ তাঁহারই নিকটে! ইহাতে তাঁহার আরও ক্রোধ হইল ; কারণ, তিনি মনে করিলেন, "এতক্ষণ আমার চক্ষুর উপরেই অন্য গোপীদের সহিত বিহার করিয়া শেষকালে আমার নিকটে আসিয়াছেন!" তিনি আরও মনে করিলেন—"অন্য শতকোটি গোপীর সঙ্গে যেরূপ রাস-নৃত্যাদি করিয়াছেন, সেইরূপ আমার সঙ্গেও করিতে আসিয়াছেন ; তাহা হইলে, অপর গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের যেরূপ ভাব, আমার প্রতিও ঠিক সেইরূপই ভাব ; আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের বিশেষত্ব কিছুই নাই ; সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ভাব।" এইরূপ মনে করাতেই প্রেমময়ী শ্রীরাধার কুটিল-প্রেম বাম্যভাব ধারণ করিল ; তিনি মান করিয়া ক্রোধভরে রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তারমধ্যে একমূর্ত্তি—যে শতকোটি মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস করিতেছিলেন, সেই শতকোটি মূর্ত্তির মধ্যে একমূর্ত্তি।

সাধারণ প্রেম—যে প্রেমে সকলের সঙ্গেই ঠিক একইরূপ ব্যবহার করায় ; যে প্রেমে কাহারও সম্বন্ধেই কোনও বিশেষত্ব নাই। **সর্ব্বত্র সমতা**—সকল গোপীর প্রতিই একরূপ ব্যবহার ; অপর গোপীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার, স্বয়ং শ্রীরাধার প্রতিও ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার। **কুটিলপ্রেম** ইত্যাদি—প্রেম কুটিল বলিয়া তাহাতে বামতা বা বাম্যভাব জন্মিল। **বামতা**—বাম্য ; অদাক্ষিণ্য। ১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কুটিলপ্রেম"-স্থলে "কুটিলপ্রেমে"

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ, শৃঙ্গারভেদকথনে (৪২)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।

অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ২৮

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।

তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৮৪

সম্যক্ সার বাসনা কৃষ্ণের রাসলীলা।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেম্ণো গতিঃ স্বভাবকুটিলা বক্রা ভবেৎ অহেরিব মহানাগবৎ অতোঽস্মাৎ সকাশাৎ যূনোঃ নায়ক-নায়িকয়োর্মানঃ উদঞ্চতি উদ্‌গমো ভবতি হেতোরহেতোশ্চ কারণাকারণাভ্যাং মানো ভবেদিত্যর্থঃ শ্লোকমালা। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—কুটিল প্রেমবশতঃ, প্রেমের কুটিলতাবশতঃ। প্রেম যে কুটিল, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। রসপুষ্টির জন্যই প্রেমের এই কুটিলতা।

শ্লো। ২৮ অন্বয়। অহেঃ (সর্পের) ইব (ন্যায়) প্রেম্ণঃ (প্রেমের) গতিঃ (গতি) স্বভাবকুটিলা (স্বভাবতঃই কুটিল)। অতঃ (এই কারণে) হেতোঃ (হেতু থাকিলে) অহেতোঃ চ (হেতু না থাকিলেও) যূনোঃ (যুবক-যুবতীর) মানঃ (মান) উদঞ্চতি (উদিত হয়)।

অনুবাদ। সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল; তাই, হেতু থাকিলে এবং হেতু না থাকিলেও যুবক-যুবতীর মানের উদয় হইয়া থাকে। ২৮

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল—বক্র; তাই মানের কোনও হেতু থাকিলে তো মান জন্মিতেই পারে, কোনও হেতু না থাকিলেও—কেবল প্রেমের স্বভাববশতঃই—যুবক-যুবতীর মান জন্মিতে পারে। শ্রীরাধার মানের হেতু ছিল—কৃষ্ণের ব্যবহারের সর্ব্বত্র সমতা; সুতরাং শ্রীরাধা যে মানবতী হইয়া বাম্যভাব অবলম্বন করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

৮৪। শ্রীরাধা মানবতী হইয়া বাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাগ করিয়া রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে রাসস্থলীতে দেখিতে না পাইয়া রাধাগত-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যাকুলতার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রোধ করি—শ্রীরাধার স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তিনি কৃষ্ণসুখেই সুখী। শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাস-বিলাস করিয়া যদি সুখী হন, তাতে শ্রীরাধার ক্রোধ হয় কেন? ইহার উত্তরঃ—কুটিল-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ বামতা হাওয়াতেই ক্রোধাদি করেন, তাঁহার স্বসুখেচ্ছা-বশতঃ নহে।

সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অঙ্গবিশেষ, বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং আবিলতা নহে, কুটিলতা, বামতা প্রভৃতিও প্রেমেরই অঙ্গবিশেষ; প্রেমেরই এক একটা বিশেষ-অবস্থামাত্র; বাহিরের কোনও জিনিস নহে, সুতরাং এসব আবিলতাও নহে, এ সকল দ্বারা প্রেমের মলিনতা সম্পাদিত হয় না; বরং এসকল দ্বারা প্রেম আরও আস্বাদযোগ্য হয়। ১।৪।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৫। সম্যক্ সার বাসনা—উপরি উক্ত "কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলা"-ইত্যাদি শ্লোকস্থিত "সংসারবাসনা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সম্যক্ সার বাসনা।" শ্লোকোক্ত "সংসার-বাসনা" শব্দের অর্থ—"সম্যক্‌রূপে সার বা সারভূত বাসনা।" শ্রীকৃষ্ণের যত বাসনা আছে, তাহাদের মধ্যে "রাসলীলার বাসনাই সম্যক্‌রূপে সারভূত-বাসনা"—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা। ১।৪।৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং স্বয়ংরূপেও শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা; এসমস্ত লীলার প্রত্যেকটীই তাঁহার মনোহারিণী; কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব সর্ব্বাতিশায়ী। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—রাসলীলা-রসের আস্বাদনের কথা তো দূরে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেও তাঁহার

তাঁহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ৮৬

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তিনিও প্রকাশ করিতে পারেন না। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১-ধৃত বৃহদ্‌বামনপুরাণবচন ॥" এই রাসলীলা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চমৎকৃতি-বর্দ্ধনকারিণী। "হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকর-বর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ ॥ ভ. র. সি. ২।১।১১১॥" শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই সর্ব্বলীলামুকুটমণি; তাই রাসলীলার বাসনাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাসনা।

রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা—কোনও জিনিসকে আবদ্ধ করিয়া (বাঁধিয়া) রাখিতে হইলে যেমন শৃঙ্খলের (শিকলের) দরকার, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বাসনাটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, দৃঢ়ীকরণের জন্যও, একটী শৃঙ্খলের দরকার; এই শৃঙ্খলটীই শ্রীরাধা। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার একমাত্র উপায়; শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-বাসনার পরমাশ্রয়রূপা। শ্রীরাধিকা ব্যতীত রাসক্রীড়া অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। ১।৪।৪২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে প্রথম পয়ারার্দ্ধের স্থলে "সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা"—পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; ইহাতে "বাসনা" ও "ইচ্ছা"—একার্থবোধক এই দুইটী শব্দই আছে, অথচ মূল শ্লোকের "সার-বাসনা"-শব্দের "সার"ই নাই।

৮৬। **তাঁহা বিনু**—শ্রীরাধা ব্যতীত। **নাহি ভায়**—প্রকাশ পায় না; স্ফুরিত হয় না। **মণ্ডলী ছাড়িয়া**—রাসস্থলী ছাড়িয়া।

শ্রীরাধা চলিয়া যাওয়ার পরে, রাসস্থলীতে শ্রীরাধাব্যতীত আর সমস্ত গোপীই ছিলেন; তথাপি রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের আর মন বসিল না; শ্রীরাধার অনুপস্থিতির বিষাদ শত কোটি গোপীর উপস্থিতিতেও দূরীভূত হইল না; তাই শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন না, সকল গোপীর সম্মুখভাগ হইতে—তাঁহাদের উৎসুক-দৃষ্টির সাক্ষাতে, তাঁহাদিগের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই—শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন; গোপীদের সকলেই বুঝিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৭-৭৮ পয়ারের উক্তির উত্তর এই পয়ারে দেওয়া হইল। প্রথমতঃ বলা হইল—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এস্থলে "চুরি" করিয়া লইয়া যান নাই। মান করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের উপরে রাগ করিয়া শ্রীরাধাই আগে রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া যান নাই। দ্বিতীয়তঃ বলা হইল—শ্রীরাধাকে না দেখিয়া অন্যান্য শত কোটি গোপীর সম্মুখ ভাগ হইতে—তাঁহাদের দৃষ্টির মধ্যেই—তাঁহাদের জ্ঞাতসারেই—তাঁহাদের সকলের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্যভাবে রাসস্থলী ছাড়িয়া গেলেন; ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অন্য গোপীদের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই আপত্তি ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইল।

৮৭। পূর্ব্ববর্ত্তী "ইতস্ততস্তামনুসৃত্য"-ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ এই পয়ার। **কামবাণে খিন্ন হৈয়া**—শ্লোকস্থ "অনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ"-শব্দের অর্থ।

এস্থলে যে কামের কথা বলা হইল, তাহা প্রাকৃত কাম নহে; ইহা প্রেমেরই একটা বৈচিত্রীবিশেষ। কামের তাৎপর্য্য নিজের সুখ; শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে নিজের সুখের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া শ্রীরাধার অনুসন্ধানে বাহির হন নাই; শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি শ্রীরাধাকে সুখিনী করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত; শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হইতেই এই উৎকণ্ঠার উদ্‌ভব এবং এই প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাকেই এস্থলে "কাম" বলা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

হইয়াছে। শ্রীরাধিকা নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে চাহেন; তাঁহার প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও—নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করিয়া—অথবা শ্রীরাধার প্রার্থিত সেবা দান করিয়া—শ্রীরাধার সুখসম্পাদন করিতে উৎকণ্ঠিত। প্রাকৃত কামে পশুবৎ ক্রিয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের ব্যবহারে তাহা নাই। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সানুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।" এবং চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যূনোর্নায়িকানায়কয়োঃ পরস্পর-বিষয়াশ্রয়য়োর্দর্শনালিঙ্গনচুম্বনাদীনাং নিতরাং যা সেবা বাৎস্যায়ন-ভরত-কলাশাস্ত্রোক্ত-রীত্যা আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ। আনুকূল্যাৎ পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ।" শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদের ব্যবহারে পরস্পরের সুখের নিমিত্ত পরস্পরের দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি আছে বটে; কিন্তু পশুবৎ শৃঙ্গার নাই। প্রিয়ের সুখের নিমিত্ত প্রিয়ার এবং প্রিয়ার সুখের নিমিত্ত প্রিয়ের আলিঙ্গনাদির স্পৃহা জন্মে; এই আলিঙ্গনাদির স্পৃহাও হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ—প্রেমেরই বৈচিত্রীবিশেষ। ১।৪।১৩৯ পয়ারের এবং ১।৪।২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহার ক্ষুধা নাই, তাহাকে আহার করাইয়া, কিম্বা যাহার পিপাসা নাই, তাহাকে জল পান করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা যতবেশী বলবতী হইবে, পানাহার করাইয়া পানাহার করাইবার উৎকণ্ঠাও তত বেশী তৃপ্তিলাভ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তাই ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার এবং আত্মারাম হইলেও, কাহারও সেবাগ্রহণের প্রয়োজন তাঁহার না থাকিলেও, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত—ভক্তকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত—ভক্তের সেবাগ্রহণের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয়তার অনুভব চিচ্ছক্তির ক্রিয়াতেই ভগবানের চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার, ভগবান্ "রসো বৈ সঃ"—রসরূপে তিনি ভক্তকর্ত্তৃক আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে তিনি ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসাদির আস্বাদক। তাঁহার মধ্যে আস্বাদনের স্পৃহা না থাকিলে আস্বাদনের আনন্দ তিনি উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহার রসিকত্বও বৃথা হইয়া যায়; তাই তাঁহার লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত রসাস্বাদনের স্পৃহাও লীলাশক্তির ক্রিয়াতেই তাঁহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সমস্ত স্পৃহা নিজবিষয়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও—এই সমস্ত স্পৃহার পরিপূরণে যে আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মে, সেই আনন্দ ও তৃপ্তি শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য বলিয়া মনে হইলেও, ইহার পর্য্যবসান কিন্তু ভক্তের প্রীতিতে; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি দেখিয়া ভক্ত প্রীত হয়েন—তাই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে লীলাশক্তি ও কৃপাশক্তি এ সমস্ত স্পৃহা জাগাইয়া দেয়, যেন ভক্ত পরমোৎসাহে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। গোপীপ্রেমের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥ গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ। তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥ এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ—কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥ * * * অতএব সেই সুখে (গোপী সুখে) কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥ ১।৪।১৫৬-৬৬॥"—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেও ঠিক উক্ত কথাই বলা যায়; ভক্তকৃত সেবাগ্রহণের ইচ্ছার, কিম্বা লীলারস-আস্বাদনের ইচ্ছার পরিপূরণে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তাহাতে ভক্তের বা লীলাপরিকদের সুখেরই পুষ্টি সাধিত হয়; তাই ইহা কাম নহে। সম্ভোগ-স্পৃহাদিরও তাৎপর্য্য এইরূপই—"পরস্পরসুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ—চক্রবর্ত্তী। উঃ নীঃ সম্ভোগপ্রকরণ। ৪ শ্লোকের টীকা।" মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ ইহাই কৃষ্ণের উক্তি।

যাহাহউক, ভগবান্‌কে সেবা করিবার ইচ্ছা যেমন ভক্তের হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান, ভক্তের সেবাগ্রহণের বা ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদনের স্পৃহাও ভগবানের হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান। ভগবান্ যখন যেইভাবের ভক্তের বা লীলা-পরিকরদের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেই ভাবের অনুকূল সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত—সেই ভাবের ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে; ভক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ সেবাদ্বারা তাঁহার

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ। | ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তৃপ্তি বিধান করেন। ভগবানের অভীষ্ট-সেবা না করিতে পারিলে ভক্ত যেমন উৎকণ্ঠায় ও বিষাদে খিন্ন হইয়া পড়েন, প্রিয়ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতে না পারিলেও—প্রিয়ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস-আস্বাদন করিতে না পারিলেও ভক্তবৎসল-ভগবান্ লীলাশক্তির ক্রিয়ায় তদ্রূপ খিন্ন হইয়া পড়েন (এরূপ না হইলে, ভক্তের প্রেম এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বা প্রেমবশ্যতা নিরর্থক হইয়া যাইত)।

রাসস্থলীতে ব্রজগোপীদের সান্নিধ্যবশতঃ কান্তাভাবের সেবা গ্রহণ করার নিমিত্ত এবং মধুর-রস আস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক; প্রেম-পরাকাষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সান্নিধ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই স্পৃহা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠা চরমসীমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল; কারণ, শ্রীরাধার সেবাবাসনাও অসমোর্দ্ধ—চরমসীমাপ্রাপ্ত। শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত-সেবা গ্রহণ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িলেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের **কামবাণে খিন্ন** হওয়ার তাৎপর্য্য। কাম অর্থ বাসনা, এস্থলে—কান্তাগণ-শিরোমণি শ্রীরাধার সেবা গ্রহণ করার বাসনা; সেই বাসনারূপ বাণ—কামবাণ; তদ্দ্বারা খিন্ন। বাণে বিদ্ধ হইলে লোকের যেরূপ যন্ত্রণা হয়, কান্তার সেবাগ্রহণের আশা এবং শ্রীরাধার প্রীতিবিধানের আশা ভঙ্গ হওয়াতেও শ্রীকৃষ্ণের মনে তদ্রূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল—ইহাই তাৎপর্য্য।

৮৮। **কাম**—প্রেয়সীর সেবা গ্রহণের বা কান্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা। **নির্ব্বাপণ**—নিভাইয়া দেওয়া; যেমন আগুন নিভাইয়া দেওয়া। **কাম-নির্ব্বাপণ**—কামরূপ অগ্নির নির্ব্বাপণ। ভগবান্ যখন যে-ভাবের ভক্তের সান্নিধ্যে থাকেন, তখন সেইভাবের ভক্তের সেবাগ্রহণের—সেইভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের—বাসনাই তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হয় (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। রাসস্থলীতে কান্তাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও আলিঙ্গিত হইয়া থাকায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কান্তাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল; রাসক্রীড়াদ্বারা সেইবাসনাই পরিপূরণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; হঠাৎ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায়—জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রতপ্ত তীব্র-পিপাসাতুর-ব্যক্তির হস্ত হইতে প্রথম চুমুকের পরেই সুগন্ধি ও সুশীতল সরবতের গ্লাসটী কাড়িয়া লইয়া গেলে তাহার পিপাসা যেমন অধিকতর তীব্রতা ধারণ করিয়া জ্বালাময়ী হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীরাধা রাসস্থলী ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায়—শ্রীকৃষ্ণের কান্তা-প্রেমরস-আস্বাদনের বাসনাও হঠাৎ যেন তীব্রতর হইয়া উঠিল, ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত আগুনের ন্যায় দাউ-দাউ-করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই যেন আর সেই আগুন নিভাইতে পারিলেন না; সেস্থানে রাসস্থলীতে রাসক্রীড়াপরায়ণা শতকোটি গোপসুন্দরী বিদ্যমান রহিয়াছেন—নাই কেবল শ্রীরাধা; এই শতকোটী গোপকিশোরী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কান্তাপ্রেমরস আস্বাদনের স্পৃহা প্রশমিত হইল না, তাঁহাদের দ্বারা প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনাও শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন—শ্রীরাধার সেবাব্যতীত, শ্রীরাধার প্রেমরসের-সিঞ্চন ব্যতীত এই আগুন নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপ্রাসাদে যখন আগুন লাগে, ঘটী-ঘড়ার জলে—বা ঘটি-ঘড়া ভরিয়া পুকুরের জলে তাহা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না; খুব শক্তিশালী দমকলের দরকার—তীব্রবেগে অজস্রধারায় দমকলের জল পতিত হইলেই সেই আগুন নিভিবার সম্ভাবনা থাকে; তাই প্রাসাদবাসীরা ঘটী-ঘড়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি না করিয়া, কি পুকুরঘাটে না যাইয়া, দমকলওয়ালার নিকটেই ছুটিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ কান্তাপ্রেমরস-আস্বাদনের তীব্র-বাসনায় নিপীড়িত হইয়া রাসস্থলীস্থ শতকোটি গোপীকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে—ধাবিত হইলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—কান্তাপ্রেমরস আস্বাদনের বাসনা যে পরিমাণে শতকোটিগোপীদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাসনা জাগ্রত হইয়াছিল এবং এই বেশী পরিমাণের বাসনা এই শতকোটি গোপীর সাহচর্য্যেও জাগ্রত হয় নাই; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই তাহা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—যিনি পূর্ব্বে রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, সেই শ্রীরাধার সাহচর্য্যেই

প্রভু কহে—যে লাগি আইলাঙ তোমাস্থানে।
সেই-সব-রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ ৮৯
এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ॥ ৯০
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকা-স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ? ॥ ৯১

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

—শ্রীরাধার স্বীয় সেবাবাসনার প্রতিক্রিয়াতেই—শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এই অধিক-পরিমিত কান্তা-প্রেমাস্বাদন-বাসনা জাগ্রত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও দ্বারাই—এমন কি শতকোটিগোপীর সমবেত প্রেমসেবাদ্বারাও—এই বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অন্যান্য শতকোটি গোপ-সুন্দরীর প্রেম একত্র করিলে যাহা হয়, একা শ্রীরাধার প্রেম তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই শ্রীরাধার প্রেমসাধ্য-শিরোমণি।

৮৯। **রসবস্তু-তত্ত্ব**—রসরূপ বস্তুর তত্ত্ব বা বিবরণ। রস-শব্দের তাৎপর্য্য ভূমিকায় ভক্তিরস-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য; কোনও কোনও গ্রন্থে "বস্তুতত্ত্ব"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯০। **এবে**—তোমার নিকটে তত্ত্বকথা শুনিয়া। **সেব্য-সাধ্য**—সেব্য শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীরাধাপ্রেম। "সেব্যসাধ্য"-স্থলে "সাধ্যসাধন" পাঠান্তরও হয়।

রায়ের মুখে উল্লিখিত বিবরণ শুনিয়া রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী মহিমার কথা অবগত হইয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন—তিনি প্রীতিগদগদ-কণ্ঠে রামানন্দকে বলিলেন—"যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়।"—সেব্য বস্তু কি এবং সাধ্য বস্তু কি, তাহা নির্ণীত হইল। কিন্তু প্রভুর কৌতুহল যেন এখনও উপশান্ত হয় নাই। তাই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" আরও কিছু শুনিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল। বোধ হয় রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধেই আরও কিছু শুনিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যেন অন্য কথা (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯১। প্রভু রামানন্দরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধিকার স্বরূপ কি, রসের তত্ত্ব কি, প্রেমের তত্ত্বই বা কি ?" এই প্রশ্ন শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন-জানা হইয়া গিয়াছে; এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছেন। মনে হইতে পারে—সেব্য ও সাধ্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সেবা ও সাধনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; এজন্যই যেন প্রভু সেব্য ও সাধ্যের স্বরূপবিষয়ক এবং রসাদির তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাহা বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যাইবে, এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল নিবৃত্ত হয় নাই। রায়-রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন; সেই প্রসঙ্গেই প্রভু রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে চাহিয়াছেন; উদ্দেশ্য যেন—রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধাপ্রেমের সাধ্য-শিরোমণিত্ব। রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে প্রভু একটী মাত্র প্রশ্ন পূর্ব্বপক্ষের আকারে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তে রায়রামানন্দ তাহার সমাধান করিয়াছেন। এই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল তখনও রহিয়া গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন—এক্ষণে "সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম।—অর্থাৎ রাধাপ্রেমই যে চরম-সাধ্যবস্তু তাহা বুঝিলাম।" কিন্তু "রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম।"—একথা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ—"অন্যনিরপেক্ষতা প্রেমের মহিমার পরিচায়ক সত্য; এবং শ্রীরাধার প্রেম যে অন্য-নিরপেক্ষ, তাহাও সত্য। কিন্তু কেবল অন্য-নিরপেক্ষতাই রাধাপ্রেমের চরমতম বিকাশের পরিচায়ক নয়। রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না জানা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে সাধ্যশিরোমণি বলা সঙ্গত হইবে না।" বাস্তবিক রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, রায়-রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়েই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" কিন্তু প্রভু প্রকাশ্যভাবে কোনওরূপ পূর্ব্বপক্ষ

কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে।
তোমা বহি কেহো ইহা নিরূপিতে নারে ॥ ৯২
রায় কহে—ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ ৯৩
তোমার শিক্ষায় পড়ি—যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট? ॥ ৯৪
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ ৯৫
প্রভু কহে—মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ৯৬
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল ॥ ৯৭
তেঁহো কহে—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥ ৯৮
তোমার ঠাঁই আইলাঙ্, তোমার মহিমা শুনিঞা।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উত্থাপিত না করিয়া একটী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায়। আর এক স্তবক বিকশিত হইবে—বিলাস-তত্ত্বের জিজ্ঞাসায়।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করাইয়াছে, সেই কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমার গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। বাতাসের বেগে তৃণাদিও দোলায়িত হয়, তরুগুল্মাদিও দোলায়িত হয়; আবার বিরাট মহীরুহও উৎপাটিত হয়। যে বেগে বিরাট মহীরুহ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার শক্তি বা মহিমা অনেক বেশী। সুতরাং বায়ুবেগের শক্তির পরিমাণ জানিতে হইলে যে বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ জানা দরকার—তাহা কি ক্ষুদ্র তৃণ, না কি বিরাট মহীরুহ, তাহা জানা দরকার।

যে-রাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না জানিলেও তাঁহার প্রেমের মহিমা সম্যক্ জানা যায় না। তাই রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। সকল রকমের রসগোল্লারই আস্বাদ্যত্ব আছে; কিন্তু কোনও কোনও মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারকের রসগোল্লার আস্বাদন-চমৎকারিতা অপূর্ব্ব। তাই রসগোল্লার আস্বাদন-চমৎকারিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারীর পরিচয়ও জানা দরকার।

আর, যে প্রেমের এমন অদ্ভুত প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব, সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও তাহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারেনা। তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। যে মণিটী অদূরে ঐ অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, তাহা কি সাপের মাথার মণি, না কি কোনও খনিজাত মণি, না কি স্পর্শমণি—তাহা নিশ্চিতরূপে জানিলেই তাহার মুল্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারেনা; যেহেতু, পরিকর-ভক্তদের প্রেমের প্রভাবেই রসত্বের বিকাশ। রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে-রসত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই রাধাপ্রেমের মহিমাও অবগত হওয়ায় যায়। তাই রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

রায়-রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে এসমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

৯৪। শুকের—শুকপাখীর ॥ শুক (টিয়ে)-পাখীকে যাহা পড়ান যায়, তাহাই পড়ে; কিন্তু পঠিত বিষয়ে তাহার অর্থবোধ হয় না। ৯৩-৯৫ পয়ার রামানন্দের দৈন্যোক্তি। ইহা বাস্তব কথাও। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে নানাবিধ সিদ্ধান্তের জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়াছেন এবং প্রভুর প্রেরণাতেই রায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৬-৯৯। এই কয় পয়ার—আত্মগোপনার্থ প্রভুর দৈন্যোক্তি। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।৪২ পয়ারে **মায়াবাদী** শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। | যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা—সে-ই গুরু হয়॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এসমস্ত যে প্রভুর দৈন্যোক্তি, তিনি যে বাস্তবিকই মায়াবাদী ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম এবং প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্তবিচারে তিনি মায়াবাদখণ্ডন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্থাপন করিয়াছেন, জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদি হইতে ভক্তির উৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পরম-পুরুষার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া প্রেমপ্রাপ্তির উপায়রূপে ভক্তিমার্গের সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন।

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া প্রভু যে তাঁহার মুখে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ করাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন (২।৬।১৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভু এস্থলে (২।৮।৯৭ পয়ারে) বোধ হয়, তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। ইহাও প্রভুর দৈন্যোক্তি।

প্রভু যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যাত্রা করেন, তখন রায়-রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে নিবেদন জানাইয়াছিলেন। (২।৭।৬০-৬৬ পয়ার দ্রষ্টব্য)। প্রভু দৈন্যের আবরণে সে কথারই এস্থলে (২।৮।৯৮ পয়ারে) উল্লেখ করিলেন।

সন্ন্যাসী জানিয়া—আমি সন্ন্যাসী বলিয়া। আমি সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী; তাই তুমি মনে করিতেছ—আমাকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু রামানন্দ, তোমার এইরূপ ধারণা সঙ্গত নয়। কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই হইল উপদেশ-দানের যোগ্যতার পরিচায়ক; বর্ণ বা আশ্রমই যোগ্যতার পরিচায়ক নয়। তুমি কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকার জ্ঞানই তোমার আছে; সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দানের সম্যক্ যোগ্যতাই তোমার আছে, সন্ন্যাসীকেও তুমি উপদেশ দিতে সমর্থ। পারমার্থিক ব্যাপারে সামর্থ্যই অধিকার দান করে। কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায়-রামানন্দের নিকট পাঠাইয়া প্রভু তাহাই দেখাইয়াছেন।

১০০। কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী—ইত্যাদি—বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর শূদ্রই হউন, যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন। এস্থলে "গুরু"-শব্দ দ্বারা "শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু" দুইই বুঝায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্র ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতা-গুরু হইতে পারেন কিনা? উত্তর:—"কিবা বিপ্র" ইত্যাদি পয়ারের অভিপ্রায়ে বুঝা যায়, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রও ব্রাহ্মণের মন্ত্রদাতা—গুরু হইতে পারেন। শূদ্র-বংশোদ্ভব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা-মহাপুরুষদিগের অনেকেরই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-জাতীয় মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নরোত্তম-দাস ঠাকুর-মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, শ্যামানন্দঠাকুর-মহাশয় সদ্‌গোপ ছিলেন; অনেক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ও ইঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; অদ্যাপি ইঁহাদের এই সকল মন্ত্রশিষ্য-পরিবার বর্ত্তমান আছেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে গুরুর লক্ষণ-বিষয়ে মন্ত্রমুক্তাবলী হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে জাতি-বিশেষের কোনও উল্লেখই নাই, কেবল অবদাতা-ন্বয়াদি কতকগুলি গুণের মাত্র উল্লেখ আছে; তাহাতে বুঝা যায়, যাঁহার ঐ সকল গুণ আছে, তিনিই মন্ত্রগুরু হইতে পারেন—এখন তিনি ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন। মনুসংহিতায়ও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতা বলেন—"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮॥—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতরলোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ-চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে (পঞ্চাননতর্করত্নকৃত অনুবাদ)"। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লূকভট্ট—"অন্ত্যাৎ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অন্ত্যশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" এবং "পরং ধর্ম্মং" বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরং ধর্ম্ম" মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান।" অন্ত্যজ চণ্ডালও যে উপযুক্ত হইলে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান দিতে অধিকারী অর্থাৎ তিনিও যে দীক্ষাগুরু হইতে পারেন—তাহাই এই মনুবচন হইতে জানা গেল। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, অগস্ত্যসংহিতায় যে উল্লেখ আছে, "ব্রাহ্মণোত্তম"ই গুরু হইতে পারেন, আবার নারদ-পঞ্চরাত্রে যে আছে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ১০১
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।*
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১০২
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ও ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারিবে না, ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? উত্তরঃ—অগস্ত্যসংহিতায় ও নারদ-পঞ্চরাত্রে যে বিধি আছে, তাহা সাধারণ-বিধি; জাতির অভিমান যাহাদের আছে, তাহাদের জন্যই সাধারণ-বিধি। কিন্তু যাঁহারা জাত্যাদির অভিমানশূন্য, শুদ্ধ-ভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদের জন্য এই বিধি নহে। যিনিই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ রসিকভক্ত, তাঁহাকেই তাঁহারা গুরুপদে বরণ করিতে পারেন, তিনি শূদ্রই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন না। কারণ, তাঁহারা বলিবেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারে জাতি মাত্র দুইটী; এক শ্রীকৃষ্ণভজন-পরায়ণ, অপর শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। যিনি ভজন-পরায়ণ, তিনি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ পদ্মপুরাণ। অর্থাৎ এই জগতে দৈব ও আসুর—এই দুই প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি; তন্মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ তাঁহারা দৈব, আর যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাঁহারাই আসুর।"

গুরুসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক ১।২।১২॥—সেই ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সমিৎ-পাণি হইয়া (সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক) বেদবিৎ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবে।" শ্রীমদ্ভাগবতও একথাই বলেন—"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ১১।৩।২১॥—উত্তম শ্রেয়ঃ জানিবার জন্য যিনি ইচ্ছুক, তিনি বেদে এবং বেদানুগত-শাস্ত্রে সম্যক্ রূপে অভিজ্ঞ এবং পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ-অনুভবসম্পন্ন এবং কাম-ক্রোধাদির অবশীভূত গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবেন।" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—শাব্দে ব্রহ্মণি বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে নিষ্ণাতং নিপুণম্—বেদে এবং বেদ-তাৎপর্য্য-প্রকাশক অন্যশাস্ত্রে নিপুণ (গুরুর শরণাপন্ন হইবে)। শিষ্যের সংশয় নিরসনের নিমিত্ত গুরুর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; শিষ্যের সংশয় দূরীভূত না হইলে তিনি ভজন-বিষয়ে বিমনা হইতে পারেন; তাঁহার শ্রদ্ধাও শিথিল হইয়া যাইতে পারে। শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যেচ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্যমপি সম্ভবেৎ। আর গুরু যদি পরব্রহ্ম ভগবানে অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন না হন, তাঁহার কৃপাও ফলবতী হইবে না। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতম্ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্ অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। কাম-ক্রোধ লোভাদির অবশীভূতত্বদ্বারাই পরব্রহ্মের অনুভূতি বুঝা যাইবে। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়ম্ ক্রোধলোভাদ্য-বশীভূতম্। এইরূপে শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা গেল—যিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং যিনি ভগবানের অপরোক্ষ অনুভব সম্পন্ন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য, তিনি যে কোনও বর্ণেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, বা যে কোনও আশ্রমেই থাকুন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। **কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা**—যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন। তত্ত্বজ্ঞ দুই রকমের—তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ; আর তত্ত্ব-সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভূতি যাঁহার আছে, তিনিও তত্ত্বজ্ঞ। এই দুই রকমের তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর—ইহাই বিজ্ঞান। আর পরোক্ষজ্ঞান (বা কেবলমাত্র শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞান) হইল জ্ঞানমাত্র। অপরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে পরোক্ষ জ্ঞানের মর্ম্মও সম্যক্ বুঝা যায় না। এই পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা-শব্দে—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ-অনুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রজ্ঞানও যাঁহার আছে, তাঁহাকেই বুঝায়; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ই যাঁহার আছে, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা এবং তিনিই গুরু (দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু উভয়ই) হওয়ার যোগ্য—যে বর্ণেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন এবং যে আশ্রমেই তিনি অবস্থান করুন না কেন, তাহাতে কিছু অসে যায় না।

১০২-৩। যদ্যপি রায়প্রেমী ইত্যাদি। যদি বল, কোন অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর প্রশ্নে বিজ্ঞ জন যেরূপ উত্তর

রায় কহে আমি নট, তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার ॥ ১০৪
মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র, তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে—তাহাই উচ্চারি ॥ ১০৫
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ-প্রধান ॥ ১০৬
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাসভার আধার ॥ ১০৭
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ ॥ ১০৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন, মহাপ্রভুর প্রশ্নেও রায়-রামানন্দ সেইরূপ উত্তর করিতেছেন; তবে মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা কি রামানন্দ-রায় বুঝিতে পারেন নাই? তিনি কি মহাপ্রভুকে একজন শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীমাত্র মনে করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহাও তো সম্ভব নয়! কারণ, যাঁহাদের মন মায়ামুগ্ধ, তাঁহারাই স্বয়ং-ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দেখিয়াও চিনিতে পারেন না। মায়া ত রামানন্দ-রায়ের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ, তিনি একে মহাভাগবত, তাতে আবার মহাপ্রেমী; সুতরাং তিনি যে মহাপ্রভুকে চিনিতে পারেন নাই, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। এখন ইহার মীমাংসা কি? **"তথাপি প্রভুর ইচ্ছা"** ইত্যাদি পয়ারে ইহার উত্তর দিতেছেন। পরমভাগবত মহাপ্রেমী রামানন্দ-রায়ের মনকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না সত্য, কিন্তু রামানন্দ-রায় যাহাতে প্রভুকে সম্যক্ চিনিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার মনকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। স্বীয় প্রেমভাবে মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারিলেও, মহাপ্রভুর বলবতী ইচ্ছার ফলে রায়ের মন টলমল হইল; তাই রায় মহাপ্রভুকে সম্যক্ জানিয়াও যেন সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন। তাই রায়-রামানন্দ প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হয়েন নাই। যদি প্রভু-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান সময়-সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ রামরায় প্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না; রায়ের এইরূপ অবস্থা যাহাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রভুর ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার লীলাশক্তি প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বকে সময় সময় রায়ের চিত্তে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর ইচ্ছা—রায়ের মনকে আচ্ছাদিত করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর বাসনা। **জানিতেহো**—স্বীয় প্রেমবলে রায়-রামানন্দ মহাপ্রভুকে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিলেও। **টলমল**—বিচলিত; প্রভুর স্বরূপজ্ঞান হইতে বিচলিত।

১০৪। নট—নর্ত্তক। **সূত্রধার**—নাটকের পাত্রবিশেষ; নাটকের নান্দীবচনের পরে সূত্রধার আসিয়া নাটকীয় বিষয়ের সূচনা করেন। সূত্রধারের ইঙ্গিতে নটকে নৃত্য করিতে হয়, নটের নিজের কর্ত্তৃত্ব কিছু থাকে না।

অথবা, **নট**—নৃত্যকারী পুতুল। **সূত্রধার**—যিনি সূতা ধরিয়া সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান। পুতুল-নাচেতে অচেতন পুতুলের যেমন কোনও কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই, যিনি সূতার সাহায্যে পুতুলকে নাচান, সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব যেমন তাঁহারই; তদ্রূপ প্রভু, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমারও (রায়-রামানন্দ বলিতেছেন) কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই; কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব তোমারই; তুমি যাহা বলাও, তাহাই আমি বলি।

১০৫। রায় আরও বলিলেন—"বীণাধারী না বাজাইলে যেমন বীণা বাজে না—বীণাধারী বীণাতে যে শব্দ উঠাইতে ইচ্ছা করে, বীণায় যেমন সেই শব্দই উঠে, অন্যরূপ শব্দ তাহাতে উঠে না—তদ্রূপ তুমি আমাদ্বারা যাহা বলাইতে চাহ, আমি তাহাই বলি; তোমার ইঙ্গিত ব্যতীত আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

১০৬-৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১ পয়ারে প্রভু চারিটী বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব। রায় ক্রমে ক্রমে এই চারিটী তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে ১০৬—১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। ৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। **সর্ব্ব-অবতারী**—সমস্ত অবতারের মূল। **সর্ব্বকারণ প্রধান**—সমস্ত কারণেরও কারণ। ১০৬-১০৮ পয়ার পরবর্ত্তী "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যে আশ্রয়তত্ত্ব—সমস্তেরই আধার বা আশ্রয়, তাহাই ১০৭ পয়ারে বলা হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দতনু—শ্রীকৃষ্ণের তনু (বা বিগ্রহ, দেহ) প্রাকৃত-রক্তমাংসাদিতে গঠিত নহে, পরন্তু সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়—শুদ্ধসত্ত্বময়। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তনুর কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥ মুণ্ডক। ৩।২।৩॥" গোপালতাপনী-শ্রুতিও বলেন—শ্রীকৃষ্ণ "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ পূ, তা,। ২।১॥" এই গোপাল-কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, "ওঁ যোঽসৌ পরংব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ॥ উত্তর-গোপালতাপনী॥ ৯৪॥" ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—শ্রীকৃষ্ণের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপই স্বয়ং-ভগবান্, সর্ব্বকারণ-কারণ; অন্য কোনও স্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ নহেন। **সর্ব্বশক্তি ইত্যাদি**—স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সর্ব্বরসপূর্ণ।

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য। ২।৮।৯১ পয়ারে প্রভু চারিটী তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব। কিন্তু আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয়, রায়-রামানন্দ মুখ্যতঃ মাত্র দুইটী তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন—কৃষ্ণতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব; ১০৬-১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব এবং ১১৫-৪৫ পয়ারে রাধাতত্ত্ব। অবশ্য রাধাতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে ১২০-২৩ পয়ারে প্রেমতত্ত্বও বর্ণনা করা হইয়াছে; পরবর্ত্তী ১৪৬-পয়ারে প্রভুও বলিলেন—"জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।" রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুও আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাৎপর্য্য বোধ হয় এই। রায়ের মুখে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত করিয়া শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমোৎকর্ষ খ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য। শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—রসোবৈ সঃ; রসো ব্রহ্ম। আবার গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম॥ গীতা ১০।১২॥" সুতরাং শ্রুতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই রসস্বরূপ বলিয়াছেন। রসত্বের পূর্ণতম বিকাশেই ব্রহ্মত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ; রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ (ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন ও ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং রসতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, অথবা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও রসতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; যে-ই রস, সে-ই কৃষ্ণ, অথবা যে-ই কৃষ্ণ, সে-ই রস। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গেই ১০৮-১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের কথা বা রসত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক; আস্বাদ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক এবং আস্বাদকরূপে তিনি পরম-রসিক, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি। ১০৮-১৪ পয়ারে তাঁহার আস্বাদ্যত্বের—পরম-চিত্তাকর্ষকত্বের কথাই বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; যেহেতু, রাধা-প্রেম-মহিমার উৎকর্ষ-খ্যাপনের নিমিত্ত ইহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়; স্বীয় মাধুর্য্যে যিনি আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, শ্রীরাধার যে প্রেমে তিনিও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেমের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য তাঁহার রসিকত্বের বর্ণনা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে; ১১১-পয়ারে তাঁহাকে রসের বিষয় বলাতেই তাঁহার রসিকত্বের কথা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে (২।৮।১১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); অন্যান্য পয়ারেও তাহা প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনার প্রসঙ্গেই রসতত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে; রায়-রামানন্দ প্রভুর জিজ্ঞাসিত চারিটী তত্ত্বের বর্ণনাই দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণে যে কেবল মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাই নহে; ঐশ্বর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; ১০৬-৭ পয়ারে তাহাই দেখান হইয়াছে। তিনি পরম-ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, তাঁহা হইতেই অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা, সর্ব্ব-অবতারী, সমস্তের মূল এবং একমাত্র কারণ, অথচ তাঁহার কোনও পৃথক্ কারণ বা মূল নাই, তিনি স্বয়ংসিদ্ধ, তিনি আশ্রয়-তত্ত্ব—অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত-ধাম, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড এই সমস্ত তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত। কত বড় বিরাট বস্তু, বিরাট তত্ত্ব; কিন্তু এতাদৃশ বিরাট-তত্ত্ব হইয়াও তিনি শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত!

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৯

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

আবার এতাদৃশ বিরাট তত্ত্ব হইয়াও, সমস্তের আধার বলিয়া সর্ব্বব্যাপক-তত্ত্ব হইয়াও কিন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ-তনু, তাঁহার নরবপু; পরিচ্ছিন্নবৎ-প্রতীয়মান নরবপুতেই তিনি স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক। অনাদি এবং সর্ব্ব-কারণ-কারণ হইয়াও তিনি **ব্রজেন্দ্র-নন্দন—ব্রজরাজ-নন্দের পুত্র**। বস্তুতঃ নন্দ-মহারাজ বা যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তি-বিশেষ; কিন্তু অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের অভিমান এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা; আর শ্রীকৃষ্ণেরও অভিমান এই যে, তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র; এই সম্বন্ধ কেবল-অভিমানজাত, বাস্তব-জন্মগত নয়; শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য (ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাৎসল্য-রসের আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ অভিমান। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**-শব্দেও শ্রীকৃষ্ণের রসিকত্বের—বাৎসল্য-রস-আস্বাদকত্বের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ বিদ্যমান।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নন্দ-যশোদার লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য, তাড়ন-ভর্ৎসনের যোগ্য পুত্র বলিয়া নিজেকে মনে করা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ," নন্দ-যশোদার স্নেহের পাত্র শিশুরূপেও তিনি স্বয়ং-ভগবান্। অবশ্য স্বয়ং-ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন; লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি জানেন না যে, তিনি ভগবান; আর নন্দ-যশোদাও তাহা জানেন না; জানিলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বের অভিমানই জাগিতনা, বাৎসল্যরসের আস্বাদনও সম্ভব হইতনা, তাঁহার রসিকত্বও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত থাকাসত্ত্বেও কিন্তু ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই; এস্থানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত, মাধুর্য্যের আবরণে আবৃত, তাই পরম-মধুর; ভীতি বা সঙ্কোচের উদ্রেক করেনা; মাধুর্য্যের অনুগত বলিয়া মাধুর্য্যের সেবা করাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যের ধর্ম্ম; মাধুর্য্যদ্বারা পরিনিষিক্ত এবং পরিমণ্ডিত হইয়াই ব্রজের ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যময়ী লীলায় মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে—লীলারসের পুষ্টিবিধান করিয়া। ব্রজে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য তাহার অনুগত। মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশেই রসত্বের পূর্ণতম বিকাশ। এইরূপে ১০৮-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের পরিচয় দেওয়া হইল।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৬-৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৯। অপ্রাকৃত—যাহা প্রাকৃত নহে, যাহা চিন্ময়, তাহাকে বলে অপ্রাকৃত; যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন নয়। **নবীন**—নূতন; নিত্য নবায়মান। **মদন**—যে মত্ততা জন্মায়। যে কামনা জন্মায়, তাহাকে বলে কাম; উদ্দাম কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ততা জন্মান, তাঁহাকে বলে মদন। যিনি প্রাকৃত বস্তুতে—দেহ-দৈহিক বস্তুতে—কামনা জন্মান, তাঁহাকে বলে প্রাকৃত কাম (বা কামদেব)। যিনি অপ্রাকৃত বস্তুতে কামনা জন্মান—অপ্রাকৃত বস্তু পাওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মান—তিনি অপ্রাকৃত কামদেব। প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা জন্মাইয়া যিনি মত্ত করিয়া তোলেন, তিনি প্রাকৃত মদন; আর অপ্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা (বা বলবতী ইচ্ছা) জন্মাইয়া যিনি উন্মত্ত করিয়া তোলেন, তাঁহাকে বলে অপ্রাকৃত মদন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু; তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি সমস্তই অপ্রাকৃত বস্তু; এই অপ্রাকৃত বস্তুতে—নিজের প্রতি, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনের নিমিত্ত—কামনা জন্মান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত কামদেব এবং এই কামনাকে উদ্দাম—অত্যন্ত বলবতী—করিয়া মত্ততা জন্মাইয়া দেন বলিয়া তিনি **অপ্রাকৃত-মদন**। প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—কাম্যবস্তু লাভের পরে তৎপ্রাপ্তি-লালসা প্রশমিত হইয়া যায়, প্রাপ্ত বস্তুর আস্বাদনের পরে আস্বাদন-লালসাও প্রশমিত হইয়া যায়—সেই লালসায় বা আস্বাদনে নূতনত্ব কিছু থাকে না;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে—অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে—তদ্রূপ হয় না ; কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির লালসা—কামনা—আরও বাড়িয়া যায় ; শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির আস্বাদনেও আস্বাদন-বাসনা কমে না, বরং আরও বাড়িয়া যায়—(তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর । ১।৪।১৩০) । কৃষ্ণপ্রাপ্তির এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যাদির আস্বাদনের পরেও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন নিত্য নূতন—নিত্য নবায়মান বলিয়া মনে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই তৎসমস্ত প্রাপ্তির ও আস্বাদনের কামনা যেন বর্দ্ধিতবেগে নূতন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে—নূতন নূতন করিয়া শক্তি ধারণ করিয়া, নূতন নূতন উদ্দামতা লাভ করিয়া নূতন নূতন উন্মত্ততা জন্মাইয়া দেয় । শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, অচিন্ত্যমাহাত্ম্যে—স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বিষয়ে নিত্য-নবায়মান-কামনার উদ্দামতা দ্বারা এইরূপ নিত্য-নবায়মান-মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে **অপ্রাকৃত-নবীন-মদন** বলা হয় । এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের ধাম শ্রীবৃন্দাবন ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-নবীন মদন হইলেও, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রবলবেগে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিলেও, মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্ত সেই আকর্ষণে সাড়া দেয় না ; মায়ামুগ্ধচিত্তকে সেই আকর্ষণে সাড়া দেওয়ার যোগ্য করিতে হইলে উপাসনা বা সাধনের প্রয়োজন ; কিরূপে সেই উপাসনা করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন—কামবীজ ইত্যাদি বাক্যে ।

কামবীজ—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বীজ ; বীজমন্ত্র । **কামগায়ত্রী**—অপ্রাকৃত কামদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার গায়ত্রী । "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতঃ । যে ব্যক্তি গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করে, তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পায় বলিয়া ইহাকে গায়ত্রী বলে ।" যে ভাবের প্রাধান্য দিয়া যে দেবতার উপাসনা করা হয়, সেই ভাবের দ্যোতক—স্বরূপ-প্রকাশক—ধ্যানাত্মক মন্ত্রই গায়ত্রী । শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-নবীনমদন—অপ্রাকৃত কামদেব ; তদনুরূপ স্বরূপ-দ্যোতক গায়ত্রীমন্ত্রই কামগায়ত্রী—কামদেবের গায়ত্রী । এই গায়ত্রী-জপের ফলে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপ চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে পারে এবং উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবতী কামনা চিত্তে উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে ; তাই এই গায়ত্রীর নাম কামগায়ত্রী । কামগায়ত্রী ও কামবীজ গুরুসকাশে জ্ঞাতব্য । কামগায়ত্রীর অর্থ ২।২১।১০৪—১৪ ত্রিপদীতে দ্রষ্টব্য ।

ক্লীঁ এইটী কামবীজ ; ক, ল, ঈ, ঁ এই কয়টী অক্ষরের যোগে কামবীজ । বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—কাম-বীজান্তর্গত ক-কারের অর্থ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ; ঈ-কারের অর্থ—নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী পরমা-প্রকৃতি (সর্ব্ব-প্রেয়সী-শিরোমণি, সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী) শ্রীরাধা ; ল-কারের অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ ; নাদবিন্দুর (ঁ-এর) অর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্য । "ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । ঈ-কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী ॥ লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতম্ । চুম্বনানন্দমাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ ॥" এই প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে—কামবীজ লীলাবিলসিত-শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকেই সূচিত করিতেছে । শ্রুতি বলেন—ক্লীঁ (বা ক্লীম্) এবং ওঙ্কার এক এবং অভিন্ন । "ক্লীমোঙ্কারস্যৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ গো, তা, উ, ৫৭ ॥" ওঙ্কার হইতে যেমন বিশ্বের সৃষ্টি, ক্লীম্ হইতেও তদ্রূপ বিশ্বের সৃষ্টির কথা জানা যায় । বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—"ক্লীঙ্কারাদসৃজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ ।—শ্রুতি বলেন, ভগবান্ ক্লীম্ এই কামবীজ হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ।" ইহাদ্বারা কামবীজ ও প্রণবের একত্বই সূচিত হইতেছে ; কিন্তু উভয়ে এক এবং অভিন্ন হইলেও কামবীজ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মধুর যুগলিত-স্বরূপকে এবং শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপকে—অপ্রাকৃত-নবীন-মদন-রূপকে অনাবৃত-ভাবে সূচিত করে বলিয়া কামবীজকেই প্রণবের রসাত্মক রূপ মনে করা যায় । এইরূপে কামগায়ত্রীও সাধারণ বৈদিক-গায়ত্রীরই রসাত্মক রূপ (ভূমিকায় প্রণবের অর্থবিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮ পয়ারে বাৎসল্যভাবের অনুরূপ রসত্বের বিকাশের কথা বলা হইয়াছে; বাৎসল্যভাব-বিগ্রহ নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবোচিত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাৎসল্যরস আস্বাদন করেন; শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবের আস্বাদ্য রস এবং বাৎসল্যরসের আস্বাদক-রস। কিন্তু বাৎসল্য-ভাবোচিত রস অপেক্ষাও যে রসের পরম-উৎকর্ষময় বিকাশ আছে, তাহাই এই ১০৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পরম-বৈশিষ্ট্যময় বিকাশটী হইতেছে মধুরভাবোচিত বা কান্তাভাবোচিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ হইলেও পরিকরদের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত করিয়া উচ্ছলিত ও তরঙ্গায়িত করিতে পারে; যে পরিকরের মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও ততটুকুই বিকশিত হয়। মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; তাই তাঁহাদের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—এত বেশী বিকাশ যে, তিনি তখন অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপে প্রতিভাত হন। এই অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রসময়-বিগ্রহ, ভাবময়-বিগ্রহ; তাই যে রসোচিত-ভাবের সান্নিধ্যে তিনি যখন থাকেন, তখন সেই রসোচিত ধর্ম্মই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাই যশোদামাতার কোলে যিনি স্তন্যাভিলাষী শিশু, ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকটে তিনিই নবকিশোর নটবর। জীবের প্রাকৃত দেহে এইরূপ ভাবানুরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়; সুনিপুণ অভিনেতার মুখে মাত্র তাঁহার অন্তরের ভাব সামান্য একটু ছায়া ফেলিতে পারে; কিন্তু ভগবান্ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া এবং তাঁহাদের ভাবও শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস-বিশেষ বলিয়া—সুতরাং ভাব ও তাঁহাদের বিগ্রহ স্বরূপতঃ একই বস্তু বলিয়া—তাঁহাদের দেহাদিও ভাবানুরূপ ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারে। ভগবতী-ভাবের আবেশে মহাপ্রভু ভগবতীর রূপই ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্ষঃ হইতে স্তন্যও ক্ষরিত হইয়াছিল।

অপ্রাকৃত-নবীন-মদনরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে আস্বাদ্যরস এবং ব্রজসুন্দরীদিগের কান্তারসের আস্বাদকও, তাহাও এই পয়ারে সূচিত হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—এই পয়ারে প্রথম অর্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত-নবীন-মদন বলাতে তাঁহার মাধুর্য্যের—সুতরাং রসত্বেরও—চরমতম বিকাশের কথাই বলা হইল; ইহা প্রাসঙ্গিক; কিন্তু দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে যে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা বলা হইল, তাহার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের রসত্ব-বিকাশের প্রসঙ্গে তাঁহার উপাসনা-বিধির কথা কেন বলা হইল? উত্তর এই। উপাসনার মন্ত্র ও বীজ—উপাস্য-স্বরূপেরই পরিচায়ক। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং অত্যন্ত ব্যাপক; প্রণব অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝায়; যেহেতু, অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ হইলেন প্রণবাত্মক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। আবার প্রণব ও কামবীজ একই অভিন্ন; অভিন্ন হইলেও কামবীজ হইল প্রণবেরই রসাত্মক রূপ (প্রণবের অর্থ-বিকাশ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। রসত্বের এবং ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহাদের অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি বিরাজমান, তদ্রূপ কামবীজের মধ্যেও প্রণবের সমস্ত অর্থ বিদ্যমান। তথাপি সমস্তের আধার হইয়াও রসস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অপ্রাকৃত-নবীন-মদন—পরম-রসময়, পরম-চিত্তাকর্ষক,—তদ্রূপ প্রণবার্থগর্ভ কামবীজও পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক। তাই কাম-বীজ এবং প্রণব একই বস্তু হইলেও কামবীজের রূপই হইতেছে শুদ্ধ-রসাত্মক। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর-পরম-মধুর রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত, তদ্রূপ ওঙ্কাররূপ প্রণবের অনন্ত অর্থও কামবীজের পরম-চিত্তাকর্ষক রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত। গায়ত্রী-সম্বন্ধেও ঐ কথা। সাধারণ জপ্য-বৈদিক গায়ত্রীর রসাত্মক রূপই কামগায়ত্রী (ভূমিকায় প্রণবের অর্থবিকাশ-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সাধারণ বৈদিকগায়ত্রীর একাধিক অর্থ সম্ভব; কোনও কোনও অর্থে পরব্রহ্মের মাধুর্য্যময় স্বরূপের পরিবর্ত্তে ভীতি-সঞ্চারক ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপও বুঝাইতে পারে; আবার কোনও কোনও অর্থে ব্রহ্মকে বা ভগবানকে না বুঝাইতেও পারে; কিন্তু কামগায়ত্রীর একরকম অর্থই

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ ১১০

তথাহি (ভাঃ—১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৩০

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ১১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সম্ভব এবং সেই অর্থটী হইতেছে—অপ্রাকৃত নবীন-মদন। এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপাদি সমস্তই অন্তর্ভূত, তদ্রূপ সাধারণ জপ্য বৈদিকগায়ত্রীর যাবতীয় অর্থও কামগায়ত্রীর অন্তর্ভূত; অথচ এই কামগায়ত্রী পরিচয় দিতেছে অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের; সুতরাং বৈদিকগায়ত্রী এবং কামগায়ত্রী—প্রণব ও কামবীজের ন্যায়—অভিন্ন হইলেও কামগায়ত্রীর রূপটীই রসময়—ইহা বৈদিক গায়ত্রীরই রসাত্মকরূপ। এই রসাত্মক কামবীজ এবং রসাত্মক কামগায়ত্রীর দ্বারা যাঁহার উপাসনা, তিনি যে পরম-রসময়, পরম-মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এতাদৃশ কামবীজ এবং কামগায়ত্রীদ্বারা যাঁহার উপাসনা, ঐশ্বর্য্য-প্রধান-ভাবাদি-দ্যোতক বীজ এবং গায়ত্রীদ্বারা উপাসনায় যাঁহার পরম-স্বরূপত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না, সেই অপ্রাকৃত-নবীন-মদনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য-সূচনার জন্যই তাঁহার উপাসনা-বিধিরও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। উপাসনা-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যদ্বারা উপাস্য-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়; সুতরাং আলোচ্য ১০৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপাসনা-বিধির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নহে। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসত্ব-বিকাশের অপূর্ব্বতাই সূচিত হইয়াছে।

১১০। **যোষিৎ**—স্ত্রীলোক। **স্থাবর**—যাহা চলিতে পারে না, যেমন বৃক্ষলতাদি। **জঙ্গম**—যাহা চলিতে পারে, যেমন, মনুষ্য-পশু-পক্ষী প্রভৃতি। **সর্ব্বচিত্তাকর্ষক**—সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন যিনি। **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং। **মন্মথ**—মনকে মথিত করেন যিনি; কামদেব। **মদন**—মত্ততা জন্মান যিনি; কামদেব। **মন্মথ-মদন**—যিনি সকলের চিত্তকে মথিত করেন এমন যে কামদেব, তাঁহার চিত্তকেও মথিত করিয়া উন্মত্ত করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণই মন্মথ-মদন। ১।৫।২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ অপাকৃত মদন বলিয়া পুরুষ-নারী, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—এমন কি অপর সকলের চিত্তকে মথিত করেন যিনি, সেই কামদেবও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া পড়েন।

"মন্মথ-মদন"-শব্দে মদন-মোহনকে বুঝাইতেছে। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।"—এই প্রমাণ-বলে শ্রীরাধার সান্নিধ্যবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহনত্বের, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্বের চরতম-বিকাশ, মাধুর্য্যের (সুতরাং আস্বাদ্য-রসত্বের) চরতম বিকাশ সম্ভব; শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশময় প্রেমই এরূপ মাধুর্য্যবিকাশের হেতু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মন্মথ-মদন-রূপেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যে মন্মথ-মন্মথ বা মন্মথ-মদন, তাহার প্রমাণরূপে "তাসামাবিরভূৎ"-ইত্যাদি শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৫।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১১। শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্ব দেখাইতেছেন ১০৮-১৪ পয়ারে এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও উত্তর দিতেছেন। রসই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে; শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ বলিয়াই তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক; তাই এস্থলে তাঁহার রস-স্বরূপত্বের উল্লেখ।

নানা ভক্তের—শান্ত-দাস্যাদি নানা ভাবের নানাবিধ ভক্তের। **নানাবিধ রসামৃত**—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই সাতটী গৌণরস

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সামান্যভক্তিলহর্য্যাম্ (১)—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্যভগবদাবির্ভাব-পর্য্যায়স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চেতি নিরুক্তেঃ পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্ব্বত্বেন পরমাপূর্ব্বস্ব-প্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্ত্বেনচ তস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ। অতএব অমরেণাপি তৎপ্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি। বসুদেবোঽস্য জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জয়তীত্যর্থেন স্পষ্টীকৃতম্। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি। অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্যা যা লোকস্য অপ্রতীতিঃ তস্যাঃ নিরাসকো বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। তথাচ প্রমাণানি। বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডল-চারুকর্ণং ভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ইতি। কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণু-গীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ ইতি। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ইতি। এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইতি। জয়তি জগন্নিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে। অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ। অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্ত্যাদ্যাঃ দ্বাদশ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তি র্যস্য সঃ। আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে ইতি। মল্লানামশনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তৎ রসয়েদিতি শ্রীগোপাল-তাপনীভ্যশ্চ। তত্রাপি রসবিশেষ-বিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএবাদিরস-বিশেষ-বিশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং। তথা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্ভিঃপিবন্ত্যনু-সবাভিনবং দুরাপমেকান্তধামযশসঃশ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি। ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যা দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে যথা। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরম্। তথেতি দশম্যপি তারকানাম্নৈবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াম্। দ্বারকামাহাত্ম্যেচ। ললিতোবাচে-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—মোট বারটী রস। বিশেষ বিবরণ ২।১৯।১৫৯-৬০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বিষয়-আশ্রয়**—শ্রীকৃষ্ণ এই বারটী রসেরই বিষয় এবং আশ্রয় (বা আধার) উভয়ই। শান্তাদি রসের ভক্তগণ যখন স্ব-স্ব-ভাবের অনুকূল সেবা দ্বারা তাঁহাকে শান্তাদি রস আস্বাদন করান, তখন তিনি এই সকল রসের বিষয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহার শান্তাদিভাবের ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাবের অনুরূপ রস আস্বাদন করান, তখন তিনি সে সমস্ত রসের আশ্রয় বা আধার। খেলায় হারিয়া সখাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে করেন কিম্বা যখন কোনও সখাও প্রীতিভরে তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দেন, তখন তিনি সখ্যরসের বিষয়; আবার যখন খেলায় হারিয়া তিনি তাঁহার সখাগণকে কাঁধে বহন করেন, কি প্রীতিভরে কোনও সখার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দান করেন,তখন তিনি সখ্যরসের আশ্রয়। অন্যান্য রস সম্বন্ধেও এইরূপ। বিষয়রূপে তিনি আস্বাদক এবং আশ্রয়রূপে আস্বাদ্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিঃ (সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁহার পরমানন্দময়মূর্ত্তি) প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-তারকাপালিঃ (প্রসরণশীল-কান্তিদ্বারা যিনি তারকাপালিকে রুদ্ধ করিয়াছেন), কলিতশ্যামলতিঃ (যিনি শ্যামা ও

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তেভ্যোঽন্যা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তাস্তু রাধা-ধন্যা-বিশাখাশ্চ, তদেতদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাভি রুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তারকাপালী তাবন্নিষ্কৃষ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহপ্রস্মরেতি। প্রস্মরাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভী রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ। পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কন্ বিধানাৎ। পালীতি দীর্ঘান্তোঽপি ক্কচিদ্দৃশ্যতে। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ, কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ। অথ পরমুখ্যয়া আহ রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ইগুপধজ্ঞাপ্রীগৃকিরঃ ক ইতি কর্ত্তরি ক-প্রত্যয়ো বিধেয়ঃ অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্ যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। অতএব মাৎস্যস্কান্দাদৌ, শক্তিত্বসাধারণ্যেন অভিন্নতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ। রুক্মিণীদ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ইতি। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতাবপি। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিতি। অতএবাহুঃ। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি। অথ শ্লেষার্থব্যাখ্যা। তত্রৈব শ্লেষেণোপমাং সূচয়ং স্তুয়া অর্থবিশেষং পুষ্ণাতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেন উপমেয়ম্। সর্ব্বতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ব্ববন্নিরুক্তিপর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপতেরেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্যবস্যতীতি সর্ব্বতঃ প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমনত্বাদিনাস্তীতি নোপমানযোগ্যতা। ততো বিধুঃ সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে। এবং বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্ত প্রতিঋতুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়ানুবৃত্তেঃ। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যস্য। অত্র শব্দেন সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং তথা প্রস্মরাভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন। ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃতকান্তিমতীগণবিরাজমানত্বাংশেনার্থে-নাপি জ্ঞেয়ম্। কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রেঃ ললিতং বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্। তথা শ্যামাতু গুগ্গুলৌ। অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধৌ। ত্রিবৃতা শারিকা গুন্দ্রা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষ্বিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজঃ পূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাৎ ইতি তদনুগতিমাত্রসাধ্য-স্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনার্থেনাপি জ্ঞেয়ম্। উপমানস্য চৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তা-দৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তারানাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিতত্বাভাবাৎ সুখবিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিজ্ঞত্বানভি-ব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি। অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যতে দুর্গমস্ত্বিহ। লিখনং সর্ব্বমেবাস্মিন্না-শঙ্কানাশগর্ভিতম্। বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নাবধ্যেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্রন্থকৃতাং স্বারস্যাৎ, কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি। শ্রীজীব। ৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন), রাধাপ্রেয়ান্ (শ্রীরাধার প্রিয়) বিধুঃ—শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র) জয়তি (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয় যাঁহার পরমানন্দময়-মূর্ত্তি, প্রসরণশীল-কান্তি দ্বারা যিনি তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীরাধার প্রিয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন। ৩১

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে শ্রীরূপগোস্বামী এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের জয় কীর্ত্তন করিয়া। এই শ্লোকের মূল বাক্যটী হইতেছে—বিধুঃ জয়তি—বিধু জয়যুক্ত হউক, সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করুক। **বিধুঃ—**

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রমতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চ (শ্রীজীব)। যিনি সমস্ত দুঃখের খণ্ডন করেন, সমস্তকে অতিক্রম করেন (সুতরাং যিনি সর্ব্ববৃহত্তম, অসমোর্দ্ধ); অথবা, যিনি সমস্ত সুখ-বিধান করেন, সমস্তই করেন—তিনিই বিধু। উক্তরূপ অর্থসমূহের পর্য্যবসান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে; যেহেতু, তিনি অসুরদিগকেও মুক্তি দান করিয়া তাহাদের সংসার-দুঃখ দূর করেন, স্বীয় প্রভাবে সকলকে অতিক্রম করেন (তাঁহার প্রভাবের নিকট অপর সকলের প্রভাব পরাভূত), পরম অপূর্ব্ব-স্ববিষয়ক-প্রেম-মহাসুখ বিস্তার করিয়া সকলকে পরমানন্দ-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। আবার ঐ সমস্ত অর্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লৌকিক চন্দ্রেও দৃষ্ট হয়। যথা, চন্দ্র অন্ধকার-জনিত দুঃখ হরণ করে এবং তদ্দ্বারা অন্ধকারক্লিষ্ট ও তাপক্লিষ্ট লোকদের সুখ বিধান করে; পূর্ণচন্দ্রেই এই গুণের সর্ব্বাধিক বিকাশ। সূর্য্য অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু উত্তাপজনিত দুঃখ দূর করিতে পারেনা, বরং সময় বিশেষে তাহা বর্দ্ধিত করে; তাই বিধু-শব্দে সূর্য্যকে বুঝায় না। এইরূপে দেখা গেল, বিধু-শব্দের দুইটী অর্থ—চন্দ্র এবং স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র। ভগবান্ ও তাঁহার মাহাত্ম্যাদি লোকের প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর, তাঁহার কোনও কোনও গুণের সামান্য আভাসের সহিত যদি আমাদের পরিচিত কোনও বস্তুর গুণের তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুর সহিত উপমা দিয়া ভগবদ্গুণাদির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হইলে আমাদের পক্ষে ধারণা করার একটু সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়াই শ্লোককার চন্দ্রের সঙ্গে উপমা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুঃখহারিত্ব ও সুখদায়কত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়, এই শ্লোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, আর এক অর্থ চন্দ্রপক্ষে। শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার অনুসরণ করিয়া উভয় রকমের অর্থ প্রকাশের চেষ্টাই এস্থলে করা হইতেছে। সেই বিধু কি রকম? তাহাই কয়েকটী বিশেষণে প্রকাশ করা হইতেছে। **অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) অখিল (সমস্ত) রস (শান্তাদি দ্বাদশরসের সমস্তই অখণ্ডভাবে) যাঁহাতে বিদ্যমান্, সেই অমৃতই (বা পরমানন্দই) মূর্ত্তি যাঁহার—যাঁহার পরমানন্দঘন-বিগ্রহ শান্তাদি সমস্ত রসের আশ্রয়। অথবা, শান্তাদি দ্বাদশ-রসরূপ অমৃতের (পরমাস্বাদ্য বস্তুর) মূর্ত্তি যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রসের আশ্রয়, এই বিশেষণে তাহাই প্রদর্শিত হইল)। আর উক্ত বিশেষণের চন্দ্রপক্ষে অর্থ এই—অখিল (অখণ্ড) রস (আস্বাদ) যাহাতে, তাদৃশ অমৃত (পীযূষ) রূপ মূর্ত্তি (মণ্ডল) যাহার; যাহার মণ্ডল সমস্ত আস্বাদরূপ অমৃততুল্য, সেই চন্দ্র। কেবল আস্বাদ্যত্বাংশেই কৃষ্ণের সহিত চন্দ্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য। চন্দ্র স্নিগ্ধ, রমণীয়; শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা অনন্ত-গুণে স্নিগ্ধ ও রমণীয়। সেই বিধু আর কি রকম? **প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) প্রসৃমর (প্রসরণশীল) রুচি (কান্তি) দ্বারা রুদ্ধা (বশীকৃতা) হইয়াছে তারকা ও পালি (পালিকা—তারকা ও পালিকা নাম্নী গোপীদ্বয়) যদ্দ্বারা; যিনি স্বীয় প্রসরণশীল (স্বীয় অঙ্গ হইতে সর্ব্বদিকে প্রসারিত) কান্তিদ্বারা তারকা ও পালিকাকে বশীভূত করিয়াছেন; যাঁহার সর্ব্বচিত্তহর কান্তি দর্শন করিয়া তারকা ও পালিকা যাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার মধুর কান্তি-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীর মধ্যে ভবিষ্যোত্তরের মতে দশজন মুখ্যা—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধনিষ্ঠিকা, রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা ও দশমী (দশমী হইল একজনের নাম); অথবা বিশাখা-স্থলে "বিশাখা ধনিষ্ঠিকা"-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; এই পাঠান্তরে বিশাখার পরে ধনিষ্ঠিকার নাম বসিবে এবং "দশমী" হইবে "তারকার" বিশেষণ—দশমস্থানীয়া গোপীর নাম "তারকা"—এইরূপ অর্থ হইবে। স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে রাধা, ধন্যা, বিশাখাদির নাম উল্লেখ করিয়া ললিতা, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা এবং ভদ্রার নামও উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, চন্দ্রপক্ষের অর্থ এইরূপ। প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা তারকাসমূহের পালি (শ্রেণী) রুদ্ধ হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, সেই চন্দ্র। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যে অসংখ্য তারকা বিরাজিত থাকে, তাহারা যেন চন্দ্রের মধুর কিরণজালে আবদ্ধ হইয়াই সেস্থানে অবস্থান করে, তাহারা যেন দূরে সরিয়া যাইতে পারে না। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তারকা-পালিকা (তাঁহাদের উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণই যেন)

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর। | অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার সান্নিধ্য হইতে অন্যত্র যাওয়ার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে। সেই বিধু আর কি রকম? **কলিত-শ্যাম-ললিতঃ**—(কৃষ্ণপক্ষে) কলিত (আত্মসাৎকৃত) হইয়াছে শ্যামা ও ললিতা (উপলক্ষণে সমস্ত প্রধানা গোপী) যদ্দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহারা তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। চন্দ্রপক্ষে—কলিত (অঙ্গীকৃত) হইয়াছে শ্যামার (রাত্রির) ললিত (বিলাস) যৎকর্ত্তৃক (বিশ্বপ্রকাশে দৃষ্ট হয়, শ্যামা-শব্দের একটী অর্থ নিশা); রাত্রিতেই পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া নক্ষত্রসমূহের সহিত বিলসিত হইয়া আকাশের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণও নিশাকালেই গোপসুন্দরীদিগের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করেন। এস্থলে রাত্রিবিলাসিত্বাংশেই উভয়ের সামঞ্জস্য। সেই বিধু আর কি রকম? **রাধাপ্রেয়ান্**—(কৃষ্ণপক্ষে) শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা; যিনি সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধার প্রীতি-বিধান করেন; শ্রীরাধার প্রিয়—প্রাণবল্লভ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। চন্দ্রপক্ষে—রাধাতে (বিশাখানাম্নী তারকাতে) প্রেয়ান্ (অধিকতর প্রীতিমান্); বৈশাখী-পূর্ণিমার চন্দ্র বিশাখা-নক্ষত্রে থাকে (বিশাখা-নক্ষত্রের অপর নাম রাধা-নক্ষত্র); সুতরাং সেই সময়ে (ঋতুরাজ-বৈশাখে) চন্দ্র বিশাখার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী থাকে বলিয়া চন্দ্রকে বিশাখা-নক্ষত্রেই সর্ব্বাধিক প্রীতিমান্ বলা হয়। চন্দ্র যেমন বিশাখা-নক্ষত্রের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্। প্রীতিমত্ত্বাংশেই উভয়ের সাদৃশ্য। শেষোক্ত তিনটী বিশেষণের এক বিশেষণে তারকা ও পালিকার কথা, অপর বিশেষণে শ্যামা ও ললিতার কথা এবং শেষ বিশেষণে কেবলমাত্র শ্রীরাধার কথা বলা হইল। তাৎপর্য্য এইরূপ। ভাববিকাশের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদের মধ্যে অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে; এস্থলে প্রধান তিনটী শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে—তারকা ও পালিকা এক শ্রেণীর এবং শ্যামা ও ললিতা অপর একশ্রেণীর মধ্যে মুখ্যা। আর শ্রীরাধা একাই এক শ্রেণী। তারকা ও পালিকা যে শ্রেণী-ভুক্তা, তাহা অপেক্ষা শ্যামা ও ললিতার শ্রেণীর বেশী উৎকর্ষ; শ্যামা ও ললিতার শ্রেণী অপেক্ষা শ্রীরাধা পরমোৎকর্ষময়ী; শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি—রূপে, গুণে, মাধুর্য্যে, বৈদগ্ধী-আদিতে সর্ব্বগুণে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী; তাই তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও সর্ব্বাতিশায়িনী। এই তিনটী বিশেষণে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মধুর-রসের (এবং তদুপলক্ষণে অন্য সমস্ত রসেরও) বিষয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১১২। **শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর**—শান্তাদি সকল রস হইতে শৃঙ্গার (মধুর)-রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে রসরাজ বলা হইয়াছে। **শৃঙ্গাররসরাজ**—রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গার। রসের রাজা-স্বরূপ যে শৃঙ্গাররস, শ্রীকৃষ্ণ সেই শৃঙ্গাররসের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ; শৃঙ্গার-রসময়ই শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন"; এখন বলা হইল "শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর"; এই দুই বাক্যের সমন্বয়-মূলক অর্থ এই হইবে,—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তি, তাহার প্রাকৃতত্ব নিবারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শৃঙ্গার-রসেরই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস। **অতএব**—শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া। **আত্মা**—নিজ; এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ। **আত্মপর্য্যন্ত**—অন্যের কথা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণের নিজের পর্য্যন্ত। **সর্ব্বচিত্তহর**—সকলের চিত্তকে হরণ করেন যিনি। "সর্ব্বচিত্ত" বলিতে এস্থলে যাঁহাদের চিত্ত শৃঙ্গার-রস-ভাবিত, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে; (চক্রবর্ত্তী)। কারণ, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসরাজরূপে যাঁহাদের চিত্তকে হরণ করেন, তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে; শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসরাজ রূপ স্ফুরিত হয় না, হইতেও পারে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি স্বস্ব-প্রেমানুরূপ ভাবেই ভক্তগণ অনুভব ক'রতে পারেন।

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস বলিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ শৃঙ্গার-রসে ভাবিত, তাঁহাদের সকলের চিত্তকে তো আকর্ষণ করেনই—তাঁহারা সকলে কান্তারূপে নিজাঙ্গ দ্বারা তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত তো উৎকণ্ঠিত হয়েনই;

তথাহি গীতগোবিন্দে (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দংব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥৩২

লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে পর্য্যন্ত নিজের শৃঙ্গার-রসরাজরূপে আকৃষ্ট হয়েন, শ্রীরাধার ন্যায় নিজেও নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে উৎকণ্ঠিত হয়েন (২।৮।১১৪)। **অথবা,** মধুরা রতিতে শান্ত-দাস্যাদি রতির গুণ আছে বলিয়া মধুর-রসে বা শৃঙ্গার-রসেও শান্ত-দাস্যাদি রসের গুণ আছে। মধুর-রসকে রসরাজ বলার তাৎপর্য্যও তাহাই; মধুর-রস বা শৃঙ্গার-রস রস-সমূহের রাজা হওয়ায় অন্যান্য রস হইল তাহার পরিকর-স্থানীয়। যেখানে রাজা, সেখানেই যেমন রাজ-পরিকর থাকেন, তদ্রূপ যেখানে শৃঙ্গার-রস, সেখানেই শান্তাদি সমস্ত রস বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত রসই বর্ত্তমান থাকায় সকল রকমের ভক্তই স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদি তাঁহাতে আস্বাদন করিতে পারেন এবং স্বস্বভাবানুরূপ মাধুর্য্যাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলের—সকল ভাবের ভক্তের—চিত্তকেই আকৃষ্ট করিতে পারেন। এইরূপে "সর্ব্বচিত্তহর"—শব্দের অন্তর্গত "সর্ব্ব"-শব্দে শান্ত-দাস্যাদি সকল ভাবের ভক্তকেই বুঝাইতে পারে। এইরূপ অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে "শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর", তাহার প্রমাণরূপে "বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৩। স্বীয়-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল স্বীয় পরিকরবর্গের চিত্তই আকর্ষণ করেন, তাহা নহে; তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের এবং ভগবৎস্বরূপের কান্তাদিগের চিত্তকেও অপহরণ করেন। তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

লক্ষ্মীকান্ত—নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যদ্বারা নারায়ণাদির মনকে পর্য্যন্ত হরণ করেন। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে নিম্নের "দ্বিজাত্মজা মে" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মী-আদি—স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পতিব্রতা-শিরোমণি, সেই লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় পতি নারায়ণের সঙ্গময়-ভোগ সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; ইহার প্রমাণ নিম্নের "কস্যানুভাবোঽস্য—" ইত্যাদি শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

এই পয়ারের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী বলিলেন—গোপীরূপে গোষ্ঠে বিহার করিবার নিমিত্তই আমার বাসনা। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ইহা দুর্লভ। লক্ষ্মী আবার বলিলেন—নাথ! তাহাহইলে স্বর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তথাস্তু। তদবধি লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজিতা। "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণম্॥ বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাব্রবীৎ। তদ্দুর্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ॥ স্বর্ণরেখৈব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতা॥ সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃস্পৃহয়া সৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্॥"

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য যখন নারায়ণাদি-পুরুষাবতারগণের এবং লক্ষ্মী-আদি নারীগণের মনকে পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছে, তখন অন্যের আর কা কথা?

তথাহি (ভাঃ—১০।৮৯।৫৮)—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যুবয়োর্যুবাং মে কলয়া অবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং শীঘ্রং মে অন্তি সমীপং ইতমাগচ্ছতমিত্যর্জ্জুনমোহপ্রয়োজকোহর্থঃ। বাস্তবার্থস্তু হে কলাবতীর্ণৌ কলাভিঃ স্বশক্তিভিঃ সহৈবাবতীর্ণৌ ভূয়ঃ পুনরপি যুবাং অবনের্ভরান্ অসুরান্ হত্বা মে অন্তি মমান্তিকং তান্ প্রস্থাপয়িতুং ত্বরয়েতম্। ণ্যন্তাল্লিঙিরূপম্। অন্তীত্যব্যয়ং চতুর্থ্যন্তম্। অত্রাগত্য তে মুক্তা ভবন্তিতি তদ্ধাম্নো মুক্তগম্যত্বেন হরিবংশোক্তত্বাৎ। দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি ক্রমমুক্তিস্মৃতৌ অষ্টাবরণভেদানন্তরমেব মোক্ষশ্রবণাৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩৩

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত) কলাবতীর্ণৌ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জ্জুন)! যুবয়োঃ (তোমাদের উভয়ের) দিদৃক্ষুণা (দর্শনাভিলাষে) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) মে (আমার) ভুবি (পুরে) দ্বিজাত্মজাঃ (দ্বিজপুত্রগণ) উপনীতাঃ (আনীত হইয়াছে); ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) [যুবাং] (তোমরা) অবনেঃ (পৃথিবীর) ভরাসুরান্ (ভারভূত-অসুরগণকে) হত্বা (হনন করিয়া) মে (আমার) অন্তি (নিকটে) ত্বরয়েতং (শীঘ্র প্রেরণ কর)।

অনুবাদ। ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্ণরূপে (সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া) অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমাদের উভয়ের দর্শনের অভিপ্রায়ে আমি দ্বিজ-বালকগণকে আমার পুরে আনয়ন করিয়াছি। পুনর্ব্বার তোমরা পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে সংহার করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ কর। ৩৩

দ্বারবতীর নিকটবর্ত্তী কোনও এক ব্রাহ্মণের ক্রমে ক্রমে নয়টী সন্তানের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পুত্রের মৃত্যু হইলেই ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র কোলে করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং রাজার নিকটে কোনওরূপ প্রতীকার না পাইয়া স্থির করিলেন যে, রাজার দোষেই তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণসমীপস্থ অর্জ্জুন লোকপরম্পরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আমি আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব; না পারিলে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কালক্রমে ব্রাহ্মণী পুনরায় গর্ভবতী হইলে ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে তাহা জানাইলেন এবং অর্জ্জুনও গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত শরজালে সূতিকা-গৃহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-পত্নীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কয়েকবার রোদন করিল এবং তৎক্ষণাৎই সশরীরে আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়া অর্জ্জুনকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"মিথ্যাবাদিন্! ধিক্ তোমাকে! বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত আমার সন্তানগণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, আর তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবে! তুমি আমার মৃতপুত্রগণকে লোকান্তর হইতে আনয়ন করিবে!!" অর্জ্জুন অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যমপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; মনে করিয়াছিলেন, যমপুরেই ব্রাহ্মণের পুত্রগণ আছেন। সেখানে তাঁহাদিগকে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ঐন্দ্রী, আগ্নেয়ী, নৈর্ঋতী, সৌম্যা, বায়ব্যা ও বারুণী পুরীতে এবং রসাতল, স্বর্গ ও অন্যান্য—ব্রহ্মাদির—স্থান সমূহেও অনুসন্ধান করিলেন। কোনও স্থানে ব্রাহ্মণপুত্র-গণকে না পাইয়া প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবারিত করিলেন এবং অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে দ্বিজকুমারগণকে দেখাইব।" তখন অর্জ্জুনের সহিত দিব্যাশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নানা গিরিনদী, সমুদ্রাদি অতিক্রম করিয়া মহাকাল-পুরীতে আসিয়া উপনীত হইলে তত্রস্থ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম এই যে—ব্রাহ্মণ-তনয়গণ তাঁহার নিকটেই আছেন, তিনিই তাঁহা-

তত্রৈব (১০।১৬।৩৬)—
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ন চ তপ আদি নিমিত্ত এব এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বচিন্ত্যং তব কৃপাবৈভমিত্যাহুঃ শ্লোকত্রয়েণ কস্যানুভাব ইতি। তপ আদিনা হি ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্যাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি সা শ্রীর্ললনাপি শ্রীরেব ললনা উত্তমা স্ত্রী যস্য ত্বদঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারস্য বাঞ্ছয়া তপ আচরৎ অস্য সর্পস্য স কিং কৃতবান্ ইতি কো বেত্তীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

দিগকে সেখানে নিয়াছেন—তাঁহাদের অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সেস্থানে যাইবেন এবং তদুপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সুযোগ তাঁহার হইবে—ইহা মনে করিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে নিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত বিবরণে যে মহাকালপুরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের কারণার্ণব-জলমধ্যস্থিত ধাম; আর যে ভূমাপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইলেন মহাকালপুরে অবস্থিত পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই (১।৫।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ধর্ম্মগুপ্তয়ে—**ধর্ম্মের গুপ্তির (রক্ষণের) নিমিত্ত। **কলাবতীর্ণৌ**—কলার (অংশসমূহের বা শক্তিসমূহের) সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন যে দুইজন। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তি এবং সমস্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ—সুতরাং পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্, তাহাই এস্থলে সূচিত হইল। তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার হেতু—ধর্ম্মরক্ষা। ভূমাপুরুষ বলিলেন—তোমাদের উভয়কে **দিদৃক্ষুণা ময়া**—দর্শনাভিলাষী আমা কর্ত্তৃক; তোমাদের উভয়কে দর্শন করিবার জন্য আমার বলবতী বাসনা হইয়াছিল বলিয়াই আমাকর্ত্তৃক আমার **ভুবি**—ধামে, পুরীতে **দ্বিজাত্মজাঃ**—তোমরা যাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছ, সেই দ্বিজবালকগণ আনীত হইয়াছেন; আমিই তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা কৃপা করিয়া আগমন করিয়াছ, তোমাদিগকে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে **অবনেঃ**—পৃথিবীর **ভরাসুরান্**—ভারভূত বা ভারসদৃশ যে অসুরগণ, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমার নিকটে **ত্বরয়েতং**—শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, এখানে আসিলেই তাহারা মুক্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভূমাপুরুষের বা নারায়ণের—এবং তদুপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মনকে হরণ করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। দেব (হে দেব)! শ্রীর্ললনা (পরম-সুকোমলা লক্ষ্মীদেবী) যদ্বাঞ্ছয়া (যাহার—যে পদরেণুস্পর্শাধিকার-প্রাপ্তির বাসনায়) কামান্ (সর্ব্বকামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) ধৃতব্রতা (বদ্ধনিয়মা হইয়া) সুচিরং (বহুকাল ব্যাপিয়া) তপঃ আচরৎ (তপস্যা করিয়াছিলেন), অস্য (ইহার—এই কালিয়-নাগের সম্বন্ধে) তব (তোমার) অঙ্‌ঘ্রিরেণুস্পরশাধিকারঃ (চরণরেণুর স্পর্শাধিকার) কস্য (কিসের) অনুভাবঃ (ফল) ন বিদ্মহে (জানিনা)।

অনুবাদ। কালিয়নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন—"হে দেব! যাহা পাইবার ইচ্ছায় কমলা বহুকাল নিখিল-কামনা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই পদরেণু এই কালিয়নাগ যে কি পুণ্যে লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা অবগত নহি।" ৩৪

কালিয়াদমন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়কে দণ্ড দিতেছিলেন, তখন কালিয়নাগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধোপশমনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই:—"হে দেব! তুমি এই কালিয়নাগের ফণায় ফণায় নৃত্য করিয়া তাহাকে

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১১৪

তথাহি ললিতমাধবে (৮।৩২)—
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩৫ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ ॥ ১১৫

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি,—জীবশক্তি নাম ॥ ১১৬

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥ ১১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তোমার চরণরেণু-স্পর্শের অধিকার দিতেছ; কিন্তু কিসের প্রভাবে যে কালিয় এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; ইহা নিশ্চয়ই কোনও তপস্যার ফল নহে; কারণ, আমরা জানি—এই মহাপাপী কালিয়নাগের কথা তো দূরে—যিনি তোমার নারায়ণ-স্বরূপের বক্ষোবিলাসিনী, যিনি পবিত্রতার উৎস এবং ব্রহ্মাদিদেবগণও যাঁহার চরণ ধ্যান করেন—সেই লক্ষ্মীদেবী—পরম-সুকোমলা হইয়াও কঠোর ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন—বৃন্দাবনবিহারী তোমার চরণরেণুস্পর্শের অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত; কিন্তু তিনিও তাহা পান নাই; কি সৌভাগ্যে যে কালিয় এমন দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করিল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার (১১৩ পয়ারোক্তির) প্রমাণ শ্লোক; মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের অধিকার লাভের নিমিত্তই তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন।

১১৪। নিজের মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই মুগ্ধ হইয়া যান; দর্পণাদিতে নিজের রূপ দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, শ্রীরাধা যে ভাবে তাঁহার (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে তিনিও (কৃষ্ণও) নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হয়েন। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৫। কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়া এক্ষণে রাধাতত্ত্ব বলিবার উপক্রম করিতেছেন। ১১৬-১৪৫ পয়ারে রাধাতত্ত্ব বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ১২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্বের কথাও বলা হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইত্যাদি—সংক্ষেপে ১০৬-১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল।

কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব-বর্ণনে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের (রসত্বের) কথা বলা হইয়াছে। ২।৮।১০৬-৭ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে—তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য যে, তিনি সমস্ত অবতারের, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের ধামাদির এবং অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল এবং আশ্রয়। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তাঁহাকে অপর কেহ বশীভূত করিতে পারে না; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত; এতই শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা! আবার ২।৮।১০৮-১৪ পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের (তাঁহার রসত্বের) কথা বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি অশেষ-রসামৃত-বারিধি, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন। এতাদৃশ যাঁহার মাধুর্য্যের আকর্ষিণী শক্তি, তিনি আর কাহাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারেন? আকৃষ্ট হইয়া কাহারই বা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু তিনিও শ্রীরাধাপ্রেমের বশীভূত। ইহাদ্বারাও রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মহিমার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই মদনমোহন-রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের বিকাশের হেতুও শ্রীরাধার প্রেমই; ইহাও রাধাপ্রেমের মহিমাই সূচিত করিতেছে।

এতাদৃশ অদ্ভুত-মহিম প্রেমেরই বা স্বরূপ কি এবং এই প্রেম যাঁহার, সেই শ্রীরাধারই বা স্বরূপ কি, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে। ২।৮।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৬-১৭। কৃষ্ণের শক্তি সংখ্যায় অনন্ত। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞাম্ভা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৩৬

সচ্চিৎ-আনন্দময়—কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ—॥ ১১৮

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করিমানি॥ ১১৯

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ৩৭

'কৃষ্ণকে আহ্লাদে'—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই-শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥ ১২০

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ ১২১

হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস—প্রেমের আখ্যান॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীবশক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা-শক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা-শক্তি এবং জীবশক্তির অপর নাম তটস্থা-শক্তি। অন্তরঙ্গা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং এই শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

এই দুই পয়ারোক্তির প্রমাণ নিম্নলিখিত শ্লোক।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৮-১১৯। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়; সুতরাং এই তিন অংশের সংশ্রবে তাঁহার **স্বরূপশক্তিও** তিনরূপে প্রকাশ পান; ইহার বিশেষ বিবরণ ১।৪।৫৪-৫৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১২০। হ্লাদিনী-শব্দের অর্থ আহ্লাদিনী, আহ্লাদদাত্রী; এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে (এবং ভক্তগণকেও) আহ্লাদিত করে বলিয়া ইহার নাম হ্লাদিনী। **সেই শক্তি দ্বারে**—সেই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা। **আস্বাদে আপনি**—শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন। ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২১। সুখরূপ কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ নিজে সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সুখরূপ হইলেও তিনি নিজেও সুখ আস্বাদন করেন। এই পয়ারার্দ্ধ শ্রুতির "রসো বৈ সঃ" বাক্যের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আস্বাদ্য (সুখ) এবং রসিকরূপে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদক। **ভক্তগণে সুখ** ইত্যাদি—ভক্তগণ যে সুখ বা আনন্দ আস্বাদন করেন, তাহাও এই হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবেই। ১।৪।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২২। হ্লাদিনীর সার প্রেম—১।৪।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আনন্দচিন্ময়রস—আনন্দের অনুভবরূপ চিন্ময় রস। **আখ্যান**—খ্যাতি। আনন্দের অনুভব বা আস্বাদনকেই চিন্ময়রস বলা হইয়াছে; এই আনন্দানুভবই প্রেমের খ্যাতি বা কীর্ত্তি; প্রেম এই আনন্দের অনুভব জন্মায় বলিয়াই আনন্দানুভবটী হইল প্রেমের খ্যাতি বা কীর্ত্তি; মর্ম্ম এই যে, প্রেমই আনন্দানুভবরূপ চিন্ময়রস জন্মায় অর্থাৎ প্রেমই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের আস্বাদন করাইতে পারে; প্রেম না থাকিলে কেহই তাহা আস্বাদন করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়। ১।৪।১২৫।" আবার "প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ ১।৪।৪৪॥"

অথবা, **আখ্যান**—আখ্যা, নাম। প্রেমের একটা নাম হইল আনন্দ-চিন্ময়-রস। হ্লাদিনীর সার বলিয়া প্রেম-স্বরূপতঃই আস্বাদ্য। শান্তদাস্যাদি পঞ্চবিধা রতি প্রেমেরই বিভিন্ন বৈচিত্রী—তাহারাও স্বরূপতঃ আস্বাদ্য। বিভাব-অনুভাবাদির মিলনে তাহারা চমৎকৃতিজনক পরম আস্বাদ্য রসরূপে পরিণত হয়; এইরূপে, প্রেমও সামান্যতঃ

প্রেমের পরম সার—'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ ১২৩

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ
শ্রেষ্ঠতাকথনে (২)
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৩৮ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১২৪

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য যার ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরম আস্বাদ্য রসই; কিন্তু ইহা চিচ্ছক্তি-হ্লাদিনীর সারভূত বস্তু বলিয়া চিন্ময়-রস—জড়-প্রাকৃত রস নহে। আবার, সচ্চিদানন্দময়-শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশের শক্তিই হইল হ্লাদিনী; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া হ্লাদিনীও—হ্লাদিনীর সারভূত প্রেমও আনন্দ-স্বরূপ। এইরূপে প্রেম হইল আনন্দরূপ চিন্ময়-রস। তাই আনন্দ-চিন্ময়রস হইল প্রেমেরই একটী নাম। এই পয়ারে সাধারণভাবে প্রেমকে আনন্দ-চিন্ময়রস বলাতে বুঝা যাইতেছে—প্রেমের যে কোনও বৈচিত্রীই আনন্দ-চিন্ময়-রস; তাই সকল ভাবের প্রেমরসই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য। ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী "আনন্দচিন্ময়রস"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমপ্রেমময়-উজ্জ্বলরস; কারণ, ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং প্রেমের যে বৈচিত্রী তাঁহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত, তাহা উজ্জ্বল প্রেমই; কান্তা-প্রেমই উজ্জ্বল প্রেম। অথবা, **আখ্যান**—বিশেষ বিবরণ। প্রেমের মাহাত্ম্যাদি যদি বিশেষরূপে বিবৃত করা যায়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে-প্রেম—আনন্দচিন্ময়-রস, আনন্দরূপ পরম আস্বাদ্য চিন্ময় বস্তু।

এই পয়ারে অতি সংক্ষেপে প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলা হইল—স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম হইল হ্লাদিনীর সার; আর ইহার তটস্থ-লক্ষণ (বা কার্য্য) এই যে, ইহা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় চিন্ময়রসের আস্বাদন করায়, অথবা ইহা পরম আস্বাদ্য একটী চিন্ময় বস্তু।

১২৩। **প্রেমের পরমসার** ইত্যাদি—১।৪।৫৯-৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পরমসার**—সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থা; মাদনাখ্য মহাভাব। **মহাভাবরূপা**—মহাভাবমূর্ত্তি। যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দেন, তাঁহার নাম হ্লাদিনী; এই হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব; সুতরাং যে পরমাশক্তি সচ্চিদানন্দময় এবং শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে ঐ শৃঙ্গার-রসানন্দ অনুভব করান, তিনিই এই মহাভাব-স্বরূপা মহাভাবের মূর্ত্তরূপ রাধাঠাকুরাণী।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধিকা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

১২৪। **প্রেমের স্বরূপ দেহ**—শ্রীরাধার দেহই প্রেমের স্বরূপ বা প্রেমের প্রতিমূর্ত্তিতুল্য—প্রেমের প্রতিমা। **প্রেম-বিভাবিত**—প্রেমকর্ত্তৃক প্রকাশিত; অথবা প্রেমের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপাদিত বা গঠিত; শ্রীমতী রাধিকার দেহ প্রেমের দ্বারাই গঠিত। ১।৪।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার দেহ যে প্রেম-বিভাবিত, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—ব্রজসুন্দরীদের সকলের দেহই প্রেম-বিভাবিত; সুতরাং শ্রীরাধার দেহও প্রেম-বিভাবিত।

১২৫। **সেই মহাভাব হয়** ইত্যাদি—সেই মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা কি করেন? তাহাই বলিতেছেন।

মহাভাবচিন্তামণি—রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥ ১২৬

রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ ১২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিন্তামণি যেমন সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করে, মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ১।৪।৭৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, মহাভাবই শ্রীকৃষ্ণের সকল-বাসনা-পূর্ত্তির হেতু।

১২৬। মহাভাব-চিন্তামণি ইত্যাদি—একা শ্রীরাধাই যদি কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তবে অন্যান্য শতকোটি গোপীর প্রয়োজন কি? শ্রীমদ্ভাগবতে ত দেখা যায়, শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিয়াছিলেন। আবার, রূপে, গুণে, আকারে, স্বভাবে বিভিন্নতা-বিশিষ্ট বহু কান্তার সহিত বিলাস-জনিত রস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা; একা শ্রীরাধার দ্বারাইবা শ্রীকৃষ্ণের এই বাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"**ললিতাদি সখী** তাঁর কায়ব্যূহরূপ।" ললিতাদি-সখী প্রভৃতি যে শতকোটি গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাসাদি করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরাধা হইতে স্বতন্ত্রা নহেন; তাঁহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ, অর্থাৎ শ্রীরাধা নিজেই সেই শতকোটি গোপীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত সঙ্গম-জনিত রসাস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং একা শ্রীরাধাই স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বহুকান্তার সহিত বিলাস-জনিত রসাস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীরাধাকে ললিতাদি বহুকান্তার রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে।

এক চিন্তামণি যেমন বহুরূপে যাচকের অভিমত বহু বাঞ্ছা পূর্ণ করে, তদ্রূপ একা শ্রীরাধিকা কায়ব্যূহরূপ ললিতাদি-বহুরূপেও শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন; সুতরাং একা শ্রীরাধাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইহা বলা অসঙ্গত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ললিতাদিরও এই তত্ত্ব বলা হইল যে, শ্রীরাধার কায়ব্যূহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাব-স্বরূপ-রূপা।

কায়ব্যূহরূপ—একই সময়ে বহু কার্য্য সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে নিজ এক দেহকে অনেক দেহরূপে প্রকাশ করিলে, প্রকাশিত দেহগুলিকে কায়ব্যূহ বলে; কায়ব্যূহের আকারাদি মূল দেহেরই তুল্য থাকে। ব্রজে ললিতাদি-সখীদের আকারাদি শ্রীরাধিকা হইতে বিভিন্ন ছিল; এজন্য তাঁহাদিগকে কায়ব্যূহ না বলিয়া "কায়ব্যূহরূপ" বলিয়াছেন; অর্থাৎ আকারাদিতে তাঁহারা শ্রীরাধার দ্বিতীয় রূপ। ১।১।৪২ পয়ারের এবং ১।৪।৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সখী—প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটীব। উঃ নীঃ সখী। ১। অর্থাৎ প্রেমলীলা-বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণীকে সখী বলে; ঐ সখী বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটারা-সদৃশা।

১২৭। রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ ইত্যাদি—শ্রীরাধা যে মহাভাবমূর্ত্তি, প্রেমের স্বরূপ এবং প্রেম দ্বারা বিভাবিত, তদুপযুক্ত সামগ্রীতে তাঁহাকে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছেন। ২।৮।১২৪ পয়ারে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার দেহ প্রেমদ্বারাই গঠিত, প্রেমেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তুই যে প্রেমেরই বিলাস বা বৈচিত্রী বিশেষ, তাহাই ২।৮।১২৭ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক পয়ারে দেখান হইতেছে। বস্তুবিক ভগবৎ-পরিকরগণের ব্যবহৃত সমস্ত বস্তুই চিন্ময়, চিচ্ছক্তি-বিলাস; শ্রীরাধার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি চিচ্ছক্তির চরমতম পরিণতি প্রেমেরই বিবিধ বৈচিত্রী।

রাধাপ্রতি ইত্যাদি—রাধার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহই—শ্রীরাধিকার উদ্বর্ত্তন-স্বরূপ। **উদ্বর্ত্তন**—শরীরের মলনাশক বিলেপন-দ্রব্যবিশেষ; ইহাতে শরীর কোমল, উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়। উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে কুঙ্কুমাদি সুগন্ধিদ্রব্য মিশাইলে, তদ্দ্বারা দেহ সুগন্ধিও হয়; শ্রীকৃষ্ণের স্নেহরূপ উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সখীদিগের প্রণয়রূপ সুগন্ধি কুঙ্কুমাদি মিশ্রিত হইয়া শ্রীরাধিকার অতি সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্বর্ত্তন-ব্যবহারেই তাঁহার দেহ সুগন্ধি ও উজ্জ্বল হইয়াছে। চিত্তদ্রবকারী গাঢ়-প্রেমকে **স্নেহ** বলে; আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ। হৃদয়ং দ্রাবয়েন্নেষ স্নেহ ইত্যভি-

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১২৮

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান ॥ ১২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধীয়তে ॥ উঃ নীঃ স্থা, ৫৭। অর্থাৎ যে প্রেম পরম-উৎকর্ষে আরোহণ করিয়া চিদ্দীপদীপন অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম স্নেহ। স্নেহ উদিত হইলে কদাচিৎ দর্শনাদিদ্বারা তৃপ্তি হয় না। সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন-ব্যবহারে শরীর যেমন কোমল, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ এবং সখীদের প্রণয়লাভ করিয়াও যেন শ্রীরাধার দেহ তদ্রূপ স্নিগ্ধ, কোমল, সুগন্ধি ও উজ্জ্বল হইয়াছে।

"রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ" ইত্যাদি কয় পয়ারে বর্ণিত বিষয়টী শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর "প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যস্তবরাজে" অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত আছে; এস্থলে এই স্তবরাজ উদ্ধৃত হইল:—মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্। সখীপ্রণয়-সদ্‌গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ॥ ১ ॥ কারুণ্যামৃতবীচীভি স্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যমৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥ ২ ॥ হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্। শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তুরী-বিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥ ৩ ॥ কম্পাশ্রুপুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-গদ্‌গদ্-রক্ততা। উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥ ক্৯প্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্। ধীরাধীরাত্বসদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্। কৃষ্ণনাম-যশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥ ৬ ॥ রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্। নর্ম্মভাষিত-নিঃস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতাম্ ॥ ৭ ॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া। নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥ ৮ ॥ প্রণয়-ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্। সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাম্ ॥ ৯ ॥ মধ্যতাপ্তসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্ত-করাম্বুজাম্। শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ-মধুলী-পরিবেশিকাম্ ॥ ১০ ॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ। স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১ ॥ নমুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ। অতোগান্ধর্ব্বিকে! হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥ ১২ ॥

১২৮। কারুণ্য—করুণা। "পরদুঃখাসহো যস্তু করুণঃ স নিগদ্যতে।" ভ. র. সি. ২।১।৬৪। যে পরদুঃখ সহ্য করিতে পারে না, তাহাকে করুণ বলে; করুণের ভাবকে কারুণ্য বলে। **কারুণ্যামৃতধারায়**—করুণতারূপ অমৃতের স্রোতে। **স্নান প্রথম**—প্রথম স্নান বা প্রাতঃস্নান। নদীর স্রোতে প্রাতঃস্নান করা উচিত। শ্রীমতী রাধিকা করুণতারূপ অমৃতের স্রোতেই যেন প্রাতঃস্নান করেন। শ্রীরাধার এই প্রাতঃস্নানে তাঁহার বয়সের প্রাতঃকাল অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি-অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাতঃকালে নদীর প্রবাহে স্নান করিলে শরীর যেমন স্নিগ্ধ হয়, বয়ঃসন্ধি-অবস্থায় বাল্য-চাপল্যাদির নিবৃত্তি হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে করুণার আবির্ভাব হওয়ায় শ্রীমতীর দেহের স্নিগ্ধতাও তদ্রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তারুণ্য—যৌবন। **তারুণ্যামৃতধারায়**—নব-যৌবনরূপ অমৃতের ধারায়। **স্নান মধ্যম**—মধ্যাহ্ন স্নান।

সুকুমারীগণ গৃহকর্ম্মাদিবশতঃ মধ্যাহ্নসময়ে নদীতে যাইয়া স্নান করিতে পারেন না বলিয়া দাসীগণকর্ত্তৃক আনীত জল দ্বারাই সাধারণতঃ গৃহে মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও তাঁহার সখীগণকর্ত্তৃক আনীত বা উন্মেষিত নবযৌবনের ভাবরূপ অমৃত-ধারায় মধ্যাহ্ন-স্নান করেন। সখীগণ কৃষ্ণদর্শনাদি করাইয়া বা শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি বর্ণন করিয়া শ্রীমতী রাধিকার মনে নবযুবতীর স্বাভাবিক ভাবগুলি প্রস্ফুটিত করাইয়াছিলেন; এই ভাবসমূহের উদ্‌গমে তাঁহার দেহের যে কমনীয়তা হইয়াছিল, তাহাকেই মধ্যাহ্ন-স্নান-জনিত স্নিগ্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

১২৯। লাবণ্য—মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥ অর্থাৎ উত্তম মুক্তার মধ্যে যেমন কান্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অঙ্গ মধ্যে যে কান্তির তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লাবণ্য বলে। চাকচিক্য। উঃ নীঃ উদ্দীপন। ১৭ ॥

লাবণ্যামৃতধারা—লাবণ্যরূপ অমৃতধারা। **তদুপরি স্নান**—মধ্যাহ্নস্নানের পরবর্ত্তী স্নান অর্থাৎ সায়াহ্নস্নান। সায়াহ্নে গ্রীষ্মতাপ-বিনাশের জন্য জলে অবগাহন-স্নান কর্ত্তব্য। শ্রীরাধার সায়াহ্ন-স্নান যেন লাবণ্যরূপ অমৃতধারাতেই

কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। | প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

নির্ব্বাহ হয়। অর্থাৎ সায়াহ্নের অবগাহন-স্নানে সমস্ত দেহই যেমন জলনিমগ্ন হয়, যৌবনোদ্গমে শ্রীরাধার সমস্ত দেহই তদ্রূপ লাবণ্যের প্রবাহে যেন নিমজ্জিত হইল অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই লাবণ্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

এই ত্রিকালীন-স্নানদ্বারা বুঝা যাইতেছে—শ্রীরাধার দেহ করুণা, নবযৌবন ও লাবণ্যের মূলাশ্রয়।

নিজলজ্জাশ্যামপট্টশাটী—নিজের লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ (অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসরূপ) পট্ট-নির্ম্মিত সাড়ীই শ্রীমতীর পরিধেয়-বস্ত্র। শ্রীরাধা যে পরম লজ্জাবতী, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। পরিধেয়-বস্ত্রের ন্যায় লজ্জা যেন তাঁহার সমস্ত অঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে।

লজ্জা—ব্রীড়া। নবীন-সঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা। অধৃষ্টতা ভবেদ্‌ব্রীড়া॥ নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞা ইত্যাদিবশতঃ যে ধৃষ্টতা-বিরোধী ভাব জন্মে, তাহাকে ব্রীড়া বা লজ্জা বলে। ভ. র. সি. ২।৪।৫৬॥

শ্যাম—নীলবর্ণ; শৃঙ্গার-রসকেও শ্যামরস বলে।

১৩০। কৃষ্ণে—কৃষ্ণের প্রতি; কৃষ্ণ-বিষয়ে। **অনুরাগ**—সদানুভূতমপি যঃ কূর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ যে রাগ নূতন নূতন হইয়া সর্ব্বদা-অনুভূত প্রিয়-ব্যক্তির রূপাদিকে সর্ব্বদা নূতন নূতন রূপে প্রতীয়মান করায়, সেই রাগকে অনুরাগ বলে। উঃ নীঃ স্থাঃ ১০২।

দ্বিতীয় অরুণবসন—রক্তবর্ণ উত্তরীয়-বস্ত্র। একবস্ত্র নীল সাড়ী, অপর বস্ত্র রক্ত ওড়না। যে অনুরাগ-বশতঃ সর্ব্বদা-অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদিও প্রতিক্ষণে শ্রীরাধার নিকট নূতন নূতন বলিয়া অনুভূত হয়, সেই অনুরাগই যেন তাঁহার রক্তবর্ণ উত্তরীয় স্বরূপ।

মান—স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্তিহেতু পূর্ব্বানুভূত-মাধুর্য্যকে নূতনরূপে অনুভূত করাইয়া বাহিরে কুটিলতা ধারণ করায়, তাহাকে মান বলে। উঃ নীঃ স্থা ৭১। উদাহরণ—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন; তাহাতে প্রেমভরে শ্রীরাধার চিত্ত দ্রবীভূত হওয়ায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। এদিকে একটু দূরে কতকগুলি গুরু বিচরণ করিতেছিল, তাহাতে ধূলি উত্থিত হইতেছিল। তখন, যে কারণে বস্তুতঃ অশ্রুর উদ্গম হইয়াছে, তাহা গোপন করিবার জন্য ঐ ধূলিকে হেতু করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই ধূলি সকল আমার চক্ষুতে প্রবেশ করায় আমার চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আচ্ছা, আমি ফুৎকার দিয়া ধূলিগুলি উড়াইয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া ফুৎকার দিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন—"এখন ক্ষান্ত হও, তোমার এই কপট প্রেম আমার ভাল লাগে না।" এই বলিয়া শ্রীরাধা মানবতী হইলেন। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নূতনরূপে অনুভব করায় নয়নে অশ্রুর উদ্গম হইল। বাহিরে কুটিলতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফুৎকার দিতে বারণ করিয়া তিনি মান প্রকাশ করিলেন।

প্রণয়—মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ মান যদি বিস্রম্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রণয় বলে। উঃ নীঃ স্থাঃ ৭৮। বিস্রম্ভ—বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা। এই বিশ্বাস স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মায়। উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত ও প্রসাধিত হইয়া তাঁহার সহিত কুঞ্জাঙ্গনে সুখে উপবিষ্টা শ্রীরাধার লীলা, দূর হইতে অবলোকন করিয়া রূপমঞ্জরী কহিলেন—"সখি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুচোপান্ত স্পর্শ করিলেন; শ্রীরাধা তদীয় স্কন্ধদেশে গ্রীবা ন্যস্ত করিলেন এবং কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূকুটী করিলেন; আবার পুলকিনী হইয়া তদীয় পীতবসনে স্বীয় মুখ—যাহা প্রমোদাশ্রু দ্বারা বিধৌত হইতে-ছিল—সেই মুখ মার্জ্জন করিলেন।" এস্থলে ভ্রূকুটীকরণ-হেতু অসহিষ্ণুতা-নিবন্ধন মান। চিত্ত দ্রবীভূত হওয়া হেতু প্রমোদাশ্রু এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনে নিজমুখ মার্জ্জন-হেতু নিঃসম্ভ্রমে ঐক্যতা-নিবন্ধন প্রণয়।

সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন।
স্মিত-কান্তি কর্পূর—তিনে অঙ্গ-বিলেপন॥ ১৩১
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ ১৩২
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস॥ ১৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রণয়মান-কঞ্চুলিকায়—প্রণয় ও মানরূপ কঞ্চুলিকাদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষঃ আচ্ছাদিত। কঞ্চুলিকা যেমন বক্ষঃস্থিত স্তনদ্বয়কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে মাত্র, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব গোপন করিতে পারে না, মানবশতঃ বহিঃকৌটিল্যদ্বারাও তেমনি শ্রীরাধা তাঁহার হৃদ্‌গত ভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু প্রণয়-বশতঃ তাহার অস্তিত্ব লুক্কায়িত করিতে পারেন না; বরং ঐ ভাব মানের আবরণে আবৃত হইয়া আরও মধুরতররূপে শোভা পায়। **কঞ্চুলিকা**—বক্ষের আচ্ছাদন-বস্ত্র; কাঁচুলী।

১৩১। **সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম**—সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম (কেশর)। **সখী-প্রণয়-চন্দন**—সখীদিগের প্রণয়রূপ চন্দন। **স্মিতকান্তি-কর্পূর**—ঈষৎ হাস্যের কান্তিরূপ কর্পূর। কুঙ্কুম, চন্দন ও কর্পূর এই তিনটী দ্রব্যের মিশ্রণে অঙ্গের বিলেপন প্রস্তুত হয়; শ্রীরাধার নিজের সৌন্দর্য্য, সখীদিগের প্রতি তাঁহার প্রণয় বা তাঁহার প্রতি সখীদিগের প্রণয় এবং তাঁহার মৃদু মধুর হাসি, এই তিনটীতেই অঙ্গবিলেপনের ন্যায় তাঁহার দেহকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমনীয় করিয়া রাখে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্। সুশ্লিষ্ট-সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে॥ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যে যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যে যথাযথ মাংসলত্ব, তাহাকেই **সৌন্দর্য্য** বলে। উঃ নীঃ উদ্দী। ১৯। উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "হে রাধে! তোমার সৌন্দর্য্যের কথা অধিক আর কি বলিব; তোমার মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ইন্দুমণ্ডলতুল্য, উচ্চ কুচযুগে বক্ষঃস্থল অতি সুদৃশ্য, ভুজদ্বয় স্কন্ধদেশে নত, মধ্যভাগ মুষ্টি-পরিমিত, নিতম্ব অতিশয় বিশাল ও উরুযুগল ক্রমশঃ লঘু হইয়া অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিতেছে। যাহাহউক, হে প্রিয়তমে! তোমার এই দেহ অপূর্ব্ব-কমনীয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে।"

১৩২। **উজ্জ্বল রস**—মধুর-রস; শৃঙ্গার-রস। **মৃগমদ**—মৃগনাভি, কস্তূরী। শৃঙ্গার-রসরূপ কস্তূরী দ্বারা শ্রীরাধার কলেবর (দেহ) বিচিত্রিত হইয়াছে।

১৩৩। **প্রচ্ছন্ন**—গুপ্ত। **মানবাম্য**—মানের বক্রতা। **প্রচ্ছন্নমানবাম্য**—বাম্যগন্ধোদাত্ত মান। উদাহরণ—রাসে অন্তর্হিত হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার আবির্ভূত হইলেন, তখন কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ললাট-ফলককে ভ্রূদ্বারা ভঙ্গুর করিয়া নেত্রভৃঙ্গ দ্বারা তদীয় মুখ-পঙ্কজ-মধু পান করিতে লাগিলেন। এস্থলে ললাটকে ভ্রূদ্বারা ভঙ্গুর করায় ঈষৎ-বাম্যগন্ধযুক্ত, আবার নেত্রভৃঙ্গদ্বারা মুখপঙ্কজ-মধু-পান-হেতু বাহিরে দাক্ষিণ্য বুঝাইতেছে। এই দাক্ষিণ্যদ্বারা বাম্যভাবকে প্রচ্ছন্ন বা গোপন করার চেষ্টা হইতেছে।

ধম্মিল্ল—সুন্দররূপে বদ্ধ ও পুষ্প-মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ; চুলের খোঁপা। প্রচ্ছন্ন-মানই শ্রীরাধার কেশ-বিন্যাস। বক্র-কেশই দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া মান-বাম্যকে ধম্মিল্ল বলা হইয়াছে। ভিতরে বাম্য বাহিরে দাক্ষিণ্য ভাবটীও অতি সুন্দর।

ধীরাধীরা—ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্॥ খণ্ডিতা যে নায়িকা অশ্রুবিমোচন-পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধরা বলে। উঃ নীঃ নায়ি। ২২। উদাহরণ—শ্রীরাধা কহিলেন "ওহে গোপেন্দ্র-নন্দন! যাও, যাও, মাদৃশ জনকে আর রোদন করাইও না। তুমি যদি এখানে অধিকক্ষণ অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবী রুষ্টা হইবেন, তোমার শিরোভূষণ যে মাল্যদ্বারা তাঁহার চরণ-পঙ্কজের অলক্তকরাগ অপহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্য পুনর্ব্বার তাঁহার পদদ্বয় বিভূষিত কর; অর্থাৎ আমার চরণে পতিত হইলে কি হইবে, তাঁহারই পদে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর।"—এইটী ধীরাধীরা নায়িকার উক্তি।

পটবাস—গন্ধচূর্ণ।

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥ ১৩৪

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি॥ ১৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ধীরাধীরা নায়িকার যে গুণ, তাহাই শ্রীরাধার অঙ্গে ব্যবহারের সুগন্ধিচূর্ণ তুল্য। গন্ধচূর্ণ যেমন চিত্তাকর্ষক, ধীরাধীরা-নায়িকার ভাবও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক; তাই এই ভাবকে গন্ধচূর্ণের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

১৩৪। রাগরূপ তাম্বূলের রক্তবর্ণে তাঁহার অধর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ মুখদ্বারাই অনুরাগ বা রাগ প্রকাশিত হয় বলিয়া রাগকে মুখস্থিত তাম্বূলের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। **তাম্বূল**—পান। **রাগ**—দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যদ্দ্বারা অধিক দুঃখও চিত্তে সুখরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে রাগ বলে। উঃ নীঃ স্থা. ৮৪। উদাহরণ—প্রস্তরময় গিরিতট; খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণধার-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ড তাহার উপর উচ্চ নীচ ভাবে বিকীর্ণ হইয়া ঐ গিরিতটকে অতি দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি আবার যেন অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর পাদবিক্ষেপ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু শ্রীরাধা ঐ গিরিতটে অবলীলাক্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তৃষিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদন-সুধা পান করিতেছেন। পদতলস্থ প্রস্তরখণ্ড-সমূহের অসহ্য উত্তপ্ততা এবং খড়্গাগ্রভাগতুল্য তীক্ষ্ণতা কিছুই তিনি অনুভব করিতে পারিতেছেন না; বরং তিনি যেন চন্দন-কর্পূর-চর্চ্চিত সুশীতল-কুসুম-শয্যাতেই স্বীয় সুকোমল চরণদ্বয় ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন—এ রূপই মনে হইতেছে। এ স্থলে অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ কঠোর প্রস্তরখণ্ড-স্পর্শজন্য দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হইতেছে; ইহাই রাগের লক্ষণ।

প্রেমকৌটিল্য—প্রেমের কুটিলতা। শ্রীরাধার প্রেমের কুটিলতাই তাঁহার নেত্রদ্বয়ের কজ্জল-সদৃশ। চক্ষুদ্বারাই সাধারণতঃ কুটিলতা প্রকটিত হয় বলিয়া কুটিলতাকে চক্ষুর কজ্জল বলা হইয়াছে।

প্রেম—সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যুবক-যুবতীর সর্ব্বপ্রকারে ধ্বংসরহিত যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। উঃ নীঃ স্থাঃ ৪৬।

১৩৫। **সাত্ত্বিকভাব**—২।২।৬২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

তিনটী, চারিটী, কি পাঁচটী সাত্ত্বিকভাব যদি এককালে অধিকরূপে ব্যক্ত হয়, এবং তাহা যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তবে তাহাকে **দীপ্ত** সাত্ত্বিকভাব বলে।

নারদ সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পবশতঃ বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, বাক্য গদ্গদ হওয়াতে স্তুতি পাঠ করিতে পারিলেন না, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে দর্শনে অক্ষম হইলেন। এস্থলে নারদের দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাব।

পাঁচটী কিম্বা সকল সাত্ত্বিকভাব এককালে ব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে **উদ্দীপ্ত** সাত্ত্বিকভাব বলে।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোকুলবাসী জনসকল ঘর্ম্মযুক্ত, কম্পিত ও পুলকিত অঙ্গদ্বারা স্তম্ভ ধারণ, আকুল হইয়া চাটুবাক্য-দ্বারা বিলাপ, অনল্প উষ্মতা দ্বারা ম্লান এবং নেত্রাম্বু দ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। —এস্থলে গোকুলবাসীদিগের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব।

এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবই মহাভাবে **সূদ্দীপ্ত** হয়; মহাভাবে সকল সাত্ত্বিকভাবই চরমসীমা প্রাপ্ত হয়। ২।৬।১১ টীকা দ্রষ্টব্য।

সঞ্চারী—সঞ্চারীভাব। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি-অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে ব্যভিচারিভাব বলে। এই ব্যভিচারী ভাবসকল, আবার ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করায় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে। সঞ্চারীভাব তেত্রিশটী। **হর্ষাদি সঞ্চারী**—হর্ষাদি তেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাদের নাম এই ঃ—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। সঞ্চারী ভাবসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভ, র, সি, ২।৪ লহরীতে দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ ও ধৃতির লক্ষণ ২।২।৬৫ ত্রিপদীর এবং ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, অমর্ষ ও উন্মাদের লক্ষণ ২।২।৫৪ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

গ্লানি—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা দেহের ওজঃ-ধাতুর ক্ষয় হইলে যে দুর্ব্বলতা জন্মে, তাহাকে গ্লানি বলে। ওজঃ-ধাতু শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষ ; ইহা দেহের বল বিধান করে ও পুষ্টি সাধন করে, চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। গ্লানিতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা ও নয়নের চাপল্যাদি হইয়া থাকে।

শ্রম—পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি-জনিত খেদ। নিদ্রা, ঘর্ম্ম, অঙ্গগ্রহ, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ।

মদ—জ্ঞাননাশক আহ্লাদ। ইহা দ্বিবিধ ; মধুপানজনিত ও কন্দর্প-বিকারাতিশয়-জনিত। গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা, রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ।

গর্ব্ব—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয়-লাভ ও ইষ্টবস্তুলাভাদি-বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। সোল্লুণ্ঠ বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ দর্শন, স্বাভিপ্রায় গোপন, অন্যের বাক্য না শুনা ইত্যাদি ইহার লক্ষণ।

শঙ্কা—স্বীয় চৌর্য্যাপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে যে নিজের অনিষ্টদর্শন, তাহাকে শঙ্কা বলে। মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্‌নিরীক্ষণ, লুক্কায়িত হওন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

ত্রাস—বিদ্যুৎ, ভয়ানক-প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ।

আবেগ—যাহা চিত্তের সম্ভ্রম (অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরা)-কারী হয়, তাহার নাম আবেগ। এই আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। প্রিয়োত্থ আবেগে পুলক, প্রিয়ভাষণ, চাপল্য ও অভ্যুত্থানাদি ; অপ্রিয়োত্থ আবেগে ভূমি-পতন, চীৎকার-শব্দ ও ভ্রমণাদি ; অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্তগতি, কম্প, নয়নমুদ্রন ও অশ্রু প্রভৃতি ; বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, দ্রুতগমন, চক্ষুমার্জ্জনাদি ; উৎপাত-জনিত আবেগে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় ও উৎকম্পনাদি ; গজজনিত আবেগে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাৎ-নিরীক্ষণাদি ; বর্ষাজনিত আবেগে কম্প, শীতার্ত্তি-আদি ; এবং শত্রুজনিত আবেগে বর্ম্ম, শস্ত্রাদিগ্রহণ, গৃহ হইতে অপসরণাদি লক্ষণ।

অপস্মৃতি—দুঃখোৎপন্ন ধাতু-বৈষম্যাদি জনিত চিত্তের বিপ্লব। ভূমিপতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চশব্দাদি ইহার লক্ষণ।

ব্যাধি—অতিশয় দোষ এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্যাধি ; কিন্তু এস্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলে। স্তম্ভ, অঙ্গশিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, গ্লানি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মোহ—হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে মনের যে বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ। ভূমিপতন, অবশেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ, নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মৃতি—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহার নাম মৃতি। অস্পষ্টবাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অল্পশ্বাস এবং হিক্কাদি ইহার লক্ষণ। নিত্যপরিকরদের মৃতিতে মরণবৎ অবস্থা বুঝায়।

আলস্য—তৃপ্তি ও শ্রমাদি-নিবন্ধন সামর্থ্য থাকিতেও যে কার্য্য না করা, তাহার নাম আলস্য। অঙ্গমোটন, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

জাড্য—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন এবং বিরহাদি জনিত বিচার-শূন্যতার নাম জাড্য ; ইহা মোহের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা, অনিমিষ-নয়ন, তূষ্ণীভাব ও বিস্মরণাদি ইহার লক্ষণ।

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি-ভূষিত। | গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা-সর্ব্বাঙ্গে পূরিত। ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ব্রীড়া—নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব ও অবজ্ঞাদি দ্বারা যে অধৃষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্রীড়া। মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমি-লিখন, অধোমুখতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

অবহিত্থা—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অনুভাব সম্বরণ করাকে অবহিত্থা বলে। ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথাচেষ্টা, বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

স্মৃতি—সদৃশবস্তু দর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাস জনিত, পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম স্মৃতি। শিরঃকম্পন ও ভ্রূবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ।

বিতর্ক—হেতুপরামর্শ ও সংশয়াদি নিমিত্ত যে তর্ক উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিতর্ক। ভ্রূক্ষেপ, শিরঃ ও অঙ্গুলি চালনাদি ইহার লক্ষণ।

চিন্তা—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি নিবন্ধন যে ভাবনা, তাহার নাম চিন্তা। নিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

মতি—শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থনির্দ্ধারণকে মতি বলে। সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্য করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

ঔগ্র—অপরাধ ও দুরুক্ত্যাদি জনিত ক্রোধ। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ।

অসূয়া—সৌভাগ্য ও গুণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে দ্বেষকে অসূয়া বলে। ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, ভ্রূকুটিলতাদি ইহার লক্ষণ।

নিদ্রা—চিন্তা, আলস্য, স্বভাব ও শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে বাহ্যবৃত্তির অভাব, তাহার নাম নিদ্রা। অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

সুপ্তি—নানাপ্রকার চিন্তা ও নানাবিষয় অনুভব স্বরূপ নিদ্রার নাম সুপ্তি (স্বপ্ন)। ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস ও চক্ষু-নিমীলনাদি ইহার লক্ষণ।

বোধ—অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধতা, অর্থাৎ জ্ঞানাবির্ভাব, তাহার নাম বোধ।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক…ভরি—সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ও হর্ষাদি-সঞ্চারিভাবরূপ ভূষণ (অলঙ্কার)ই শ্রীরাধা প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। এসকল ভাবই অলঙ্কারের ন্যায় তাঁহার দেহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

হর্ষে অভীষ্টলাভাদিজনিত সুখাধিক্য থাকায় ইহাকেই এখানে আদি করিয়াছেন।

১৩৬। কিলকিঞ্চিতাদি বিশটী ভাব শ্রীরাধার অঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ এবং মাধুর্য্যাদিগুণসমূহই তাঁহার গলার পুষ্পমালা-সদৃশ। "যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তুবিংশতিঃ। উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥ উঃ নীঃ অনু। ৫৭।" অর্থাৎ নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় কান্তের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ সত্ত্ব-জনিত বিংশতি-প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহারাই তাঁহাদের অদ্ভুত অলঙ্কারস্বরূপ ; অর্থাৎ অলঙ্কারের ন্যায় দেহের শোভা বর্দ্ধন করে।

এই বিশটী ভাবরূপ অলঙ্কার এই :—হাব, ভাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটী অযত্নসিদ্ধ অর্থাৎ বেশাদি-যত্নের অভাবেও স্বতঃই প্রকাশ পায়। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত, এই দশটি স্বভাবজাত।

ভাব। শৃঙ্গার-রসে নির্ব্বিকারচিত্তে রতিনামক স্থায়ীভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে, চিত্তের যে প্রথম বিকার জন্মে, তাহাকে ভাব বলে।

যথা—কোন সখী স্বীয় যূথেশ্বরীর মনের ভাব নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াই কৌশলে তাহা ব্যক্ত করাইবার নিমিত্ত যেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞার ন্যায় বলিতেছেন—"সখি! খাণ্ডব-বনে তোমার পিতার গোষ্ঠে নানাজাতীয় পুষ্প

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রস্ফুটিত হইয়া যখন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তখন সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই; ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু তুমি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সম্মুখস্থ বৃন্দাবনে বিহারশীল-মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চক্ষু আন্দোলিত করিতেছ? তোমার কর্ণের কুমুদই বা ইন্দীবরতুল্য হইল কেন?" মুকুন্দের প্রতি নয়ন-আন্দোলনরূপ যে যূথেশ্বরীর প্রথম চিত্ত-বিকার, ইহাই তাঁহার ভাব। ১॥

হাব। যাহা গ্রীবাবক্রকারী, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং যাহা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে। যথা—শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"হে গৌরাঙ্গি! অপাঙ্গদৃষ্টিতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া তুমি যে বাম দিকে কণ্ঠকে স্তম্ভিত করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে যাইতেছে, ভ্রূবল্লী ঈষৎ বিকশিতা হইয়া নৃত্য করিতেছে; অতএব হে সখি! বোধ হয় এই যমুনা-তটে সুমনস (পুষ্প, পক্ষে সুন্দরী)-সকলের উল্লাসকারী বনপ্রিয়বধূবন্ধু (কোকিল, পক্ষে রমণীবন্ধু) মাধব (বসন্ত, পক্ষে কৃষ্ণ) স্পষ্টই তোমার অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন।" এস্থলে শ্রীরাধা যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন, সে-গুলিই হাব। ২॥

হেলা। হাবই যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে। যথা—বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন—"প্রিয় সখি! বেণুরব শুনিয়া তোমার সমুন্নত কুচশালী বক্ষঃ একবার নত ও একবার উন্নত হইতেছে, বক্রদৃষ্টি ও পুলকিত গণ্ড তোমার বদনের শোভা বিস্তার করিতেছে, তোমার জঘন-দেশে নিবী স্খলিত হইলেও স্বেদজলে বসন আর্দ্র হইয়া লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে রাধে, আর প্রমাদ ঘটাইওনা, ঐ দেখ বামদিকে গুরুজন অবস্থিত রহিয়াছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার হেলার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। ৩॥

শোভা। রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে শোভা বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"সখে, বিশাখা প্রাতঃকালে ঘূর্ণিতনেত্রা হইয়া অরুণ-অঙ্গুলি-পল্লবে নীপশাখা ধারণ করিয়া লতামণ্ডপ হইতে নির্গত হইতেছেন; তাঁহার স্কন্ধদেশে বিলুণ্ঠিত অর্দ্ধমুক্ত বেণী দোলিতেছে। হে বন্ধো, বিশাখা ঐরূপে আমার হৃদয়ে লগ্না হইয়া রহিয়াছেন, অদ্যাপি নির্গত হইতেছেন না।" এস্থলে বিশাখার শোভার লক্ষণ। ৪॥

কান্তি। কন্দর্পের তৃপ্তিজনিত উজ্জ্বল-শোভাকে কান্তি বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"সখে, এই রাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্ত্তি, তাহাতে আবার প্রতি অঙ্গে ঈষৎ উদিত তারুণ্য-লক্ষ্মীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াছেন; অধিকন্তু, গুরুতর মদনবিহারে উদারা দেখিতেছি; অতএব, ইনি আমার চিত্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন।" এস্থলে শ্রীরাধার কান্তির লক্ষণ। ৫॥

দীপ্তি। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা কান্তি অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইলে তাহাকে দীপ্তি বলে। যথা—রূপমঞ্জরী স্বীয় সখীর প্রতি কহিলেন—"সুন্দরি! গত নিশায় নিদ্রা না হওয়াতে ঐ দেখ শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইতেছে; মলয়পবন ইঁহার গাত্রের স্বেদবিন্দু একেবারেই পান করিয়া ফেলিয়াছে; ত্রুটিত অমল-হারে কুচযুগ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; চন্দ্রকিরণে চিত্রিত তট-কুঞ্জগৃহে অঙ্গ-নিক্ষেপপূর্ব্বক এই কিশোরী হরির মনোমধ্যে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার দীপ্তির লক্ষণ। ৬॥

মাধুর্য্য। সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বকে মাধুর্য্য বলে। যথা—রতিমঞ্জরী দূর হইতে আপনার সখীকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখি, দেখ; শশিমুখী-শ্রীরাধা কংসারির স্কন্ধদেশে আপনার পুলকিত দক্ষিণ কর সমর্পণ করিয়াছেন; স্বীয় শ্রোণীদেশে বামহস্ত প্রদান পূর্ব্বক বক্রপদে অবস্থান করতঃ স্বীয় শিরোদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া ধারণ করিয়াছেন; অতএব বোধ হইতেছে রাসক্রীড়া-হেতু ঐ শশীমুখী অলসাঙ্গী হইয়া থাকিবেন।" এস্থলে শ্রীরাধার মাধুর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে। ৭॥

প্রগল্‌ভতা। সম্ভোগ-বিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, তাহাকে প্রগল্‌ভতা বলে। যথা—বৃন্দা কহিলেন—"সখি! শ্রীরাধা কেলি-কর্ম্মে প্রবীণতা লাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাবে কৃষ্ণাঙ্গে দশন ও নখাঘাত দ্বারা যে প্রাতিকূল্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই হরির অতুল্য-তুষ্টিলাভ হইয়াছিল।" এস্থলে শ্রীরাধার প্রগল্‌ভতা ব্যক্ত হইয়াছে। ৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ঔদার্য্য। সর্ব্বাবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদর্শন, তাহাকেই ঔদার্য্য বলে। যথা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা কহিলেন—"সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞও বটেন, তাঁহার বুদ্ধিও প্রেমবশতঃ উজ্জ্বলা; তিনি স্বয়ং বিনয়ী এবং অভিজ্ঞ-জনের শিরোমণি, কৃপাসমুদ্র ও নির্ম্মল-হৃদয় হইয়াও যখন এই গোকুল-ভূমিকে আর স্মরণ করিতেছেন না, তখন এ আমারই জন্মান্তরীয় পাপ-বৃক্ষের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।" এস্থলে শ্রীরাধার ঔদার্য্য। ৯॥

ধৈর্য্য। উন্নত-অবস্থায় চিত্তের স্থিরতাকে ধৈর্য্য বলে। যথা—শ্রীরাধা নববৃন্দাকে কহিলেন—"সখি! শ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যভরে পরিপ্লুত-হৃদয় হইয়া স্বচ্ছন্দরূপে আমাতে সহস্র বৎসর যাবৎ কাঠিন্য অবলম্বন করুন; কিন্তু তিনি আমার সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহাতে আমার প্রেম-নিবন্ধন এই চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও দাস্য ত্যাগ করিতেছে না।" এস্থলে শ্রীরাধার ধৈর্য্য। ১০॥

লীলা। রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণকে লীলা বলে। যথা—রতিমঞ্জরী কহিলেন—"সখি! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা গাত্রে মৃগমদ-লেপন, পীতপট্টাংশুক পরিধান, কেশপাশে রুচিকর ময়ূরপুচ্ছ বন্ধন, গলদেশে বনমালা ধারণপূর্ব্বক কুটিল-স্কন্ধে সরল বংশী অর্পণ করিয়া মধুর মধুর বাদ্য করিতেছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার লীলা ব্যক্ত হইয়াছে। ১১॥

বিলাস। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গম-জন্য তৎকালীন যে বিশিষ্টতা, তাহাকে বিলাস বলে। যথা—অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণাগ্রে রাধাকে আনয়ন করায় ঐ রাধা শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকন করিয়া বাম্য প্রকাশ করিতেছিলেন; এমত সময়ে বীরা কহিলেন—"হে মধুরদন্তি! অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার যে হাস্য উদ্গত হইতেছে, তাহা কেন তুমি নাসাগ্র-গ্রথিত মৌক্তিকের উন্নমনচ্ছলে অবরোধ করিতেছ? কেনইবা তুমি আপনার ঈষৎ উদ্গত দন্তদ্যুতি দ্বারা চন্দ্রের কৌমুদী-মাধুরীকে নিরাশ করিতেছ?" এস্থলে শ্রীরাধার বিলাস প্রকাশ পাইতেছে। ১২॥

বিচ্ছিত্তি। যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে। যথা—বৃন্দা নান্দীমুখীকে কহিলেন,—"শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্ত-প্রমোদকারী একটী অভিনব লোহিত আম্রপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহা বায়ু দ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তদীয় বদনেরই মনোহারিত্ব বিস্তার করিতেছে।" ১৩॥

বিভ্রম। প্রাণবল্লভের সমীপে অভিসারকালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্যাদির যে অযথাস্থানে ধৃতি, তাহার নাম বিভ্রম। যথা—ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন,—"সখি! আজি যে তোমার ধম্মিল্লে (খোঁপায়) নীলরত্ন-রচিত হার অর্পণ, কুচকলস-যুগলে কুবলয়-শ্রেণী-নির্ম্মিত গর্ভক (খোঁপায় দেওয়ার জন্য মালা-বিশেষ)-বিন্যাস, অঙ্গে অঞ্জনের চর্চ্চা, তথা নেত্রদ্বারা কস্তুরিকা-ধারণ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? বোধ করি কংসারির অভিসার-সম্ভ্রমভরেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছ।" এস্থলে শ্রীরাধার বেশবিপর্য্যয়ে বিভ্রমের লক্ষণ। ১৪॥

কিলকিঞ্চিত। হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটীর এককালীন উদয় হইলে কিলকিঞ্চিত বলে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে কহিলেন—"বন্ধো, আমি উল্লাসবশতঃ প্রিয়সহচরীদিগের লোচন-গোচরে শ্রীরাধার কলিকাসদৃশ কুচযুগলোপরি বলপূর্ব্বক করকমল বিন্যস্ত করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তিনি যে আপনার সপুলক ভ্রূভঙ্গী, তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধ ও ঈষৎ-পরাবৃত্ত হইয়া হাস্য, আর যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্মের সাতিশয় শোভা হইয়াছিল; অতএব হে সখে! শ্রীরাধার ঐ বদনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।" এস্থলে ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অসূয়া ও ক্রোধ, পুলক দ্বারা অভিলাষ, তির্য্যক্‌ভাবে স্তব্ধতা দ্বারা গর্ব্ব, ঈষৎ-পরাবৃত্ত হওয়ায় ভয় এবং হাস্য ও রোদন এই সাতটী এককালীন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কিলকিঞ্চিত হইল। ১৫॥

মোট্টায়িত। কান্তের স্মরণ কি বার্ত্তাদি-শ্রবণ করিলে সেই কান্তবিষয়ক স্থায়ীভাবের ভাবনা দ্বারা হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য হয়, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। যথা—বৃন্দা কহিলেন—"হে পীতাম্বর! সখীগণ পালীকে বারম্বার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যখন তিনি কিছুই কহিলেন না, তখন ঐ সখীগণ চাতুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাতে তোমার কথাই আরম্ভ করিল। কিন্তু বিম্বোষ্ঠী পালী তাহা ক্ষণকাল শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ফুল্লবদনে এরূপ পুলক বিস্তার করিলেন যে, তদ্দ্বারা ফুল্লকদম্বও বিড়ম্বিত হয়।" এস্থলে পালীর মোট্টায়িত ভাব। ১৬ ॥

কুট্টমিত। স্তন কি অধরাদি গ্রহণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের মতন বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ, তাহাকে কুট্টমিত বলে। যথা—এক দিবস বিজন-প্রদেশে আগতা, শ্রীরাধার কণ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"প্রিয়ে! ভ্রূলতা কুটিলী করিতেছ কেন? কেনইবা আমার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতেছ? হে সুন্দরি! আর পুলকিত কপোলযুক্তবদন রোধ করিও না, বন্ধুজীব-(বান্ধুলী ফলের ছ্যায় লাল)-সদৃশ তোমার মধুর অধরে এই মধুসূদন মধুপান করিয়া প্রীতিযুক্ত হউক।" এস্থলে পুলকিত-গণ্ডদ্বারা আন্তরিক প্রীতি, কিন্তু কুটিলভ্রূলতা ও কৃষ্ণের হস্ত দূরে নিক্ষেপাদি দ্বারা ব্যথিতের ছ্যায় বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া কুট্টমিতভাব হইল। ১৭ ॥

বিব্বোক। গর্ব্ব কি মানবশতঃ কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলে। যথা—পুষ্পচয়ন করিতে করিতে রূপমঞ্জরী বকুলমালাকে দেখাইয়া কহিলেন—"সখি! দেখ, বিপক্ষ-রমণীর সন্নিধানে অর্থাৎ সন্ধ্যাদেবীর পূজা-পর্ব্বদিনে রাধা ও চন্দ্রাবলী ব্যতীত ব্রজসুন্দরীদিগের সভায় শিখণ্ডচূড় শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ চাটুবচন প্রয়োগ করিয়া শ্যামাকে স্বহস্ত-নির্ম্মিত একছড়া পুষ্পমালা স্বীকার করাইয়াছিলেন; কিন্তু যদিচ ঐ মালা শ্যামার অত্যন্ত হৃদ্যা হইয়াছিল, তথাপি ঈষৎ আঘ্রাণ করিয়াই শ্যামা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন।" এস্থলে শ্যামার গর্ব্বহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইতেছে। ১৮ ॥

ললিত। যাহাতে অঙ্গ-সকলের বিন্যাসভঙ্গী, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূ-বিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহে। শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করাইবার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে করিতে ঐ শ্রীরাধাকে দূর হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আহা! শ্রীরাধা লতাসকলকে কন্দর্পের জননী জানিয়া—অর্থাৎ কন্দর্প এই সকল লতার পুষ্পসমূহে শর নির্ম্মাণ করিয়া আমার উপরে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, অতএব ইহারাই আমার বৈরিণী; এই বলিয়া—তদুপরি দৃষ্টিপাত করিতেছেন; উল্লাসবশতঃ চরণ-পঙ্কজ এদিক ওদিক চালিত করিয়া গন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরবৃন্দকে কোমল কর-কমলদ্বারা নিরাশ করিতেছেন। কি চমৎকার! ইনি যেন বৃন্দাবনীয়া লক্ষ্মীর ছ্যায় নিকুঞ্জ-কন্দরতটে বিরাজ করিতেছেন।" এস্থলে শ্রীরাধার লালিত্য প্রকাশ পাইতেছে। ১৯ ॥

বিকৃত। লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যা, ইত্যাদি বশতঃ যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকৃত বলে। যথা—সুবল শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"মুকুন্দ! শ্রীরাধা আমার মুখে তোমার প্রার্থনা (অর্থাৎ হে প্রিয়তমে! অদ্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন-কন্দরে আমার নির্ম্মিত আশ্চর্য্য-চিত্র-দর্শনার্থ গমন করিও, এই প্রার্থনা) শুনিয়া বাক্যদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনন্দন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার পুলকশালী কপোলই আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিল।" ২০ ॥

কিলকিঞ্চিতাদি—কিলকিঞ্চিতভাবে সাতটী ভাবের সংমিশ্রণে চমৎকারিত্ব থাকায়, তাহাকেই এস্থলে "আদি" করিয়াছেন।

গুণশ্রেণী ইত্যাদি—পুষ্পমালা যেমন দেহের শোভা বৃদ্ধি করে, শ্রীরাধিকার গুণশ্রেণীও তদ্রূপ তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে; তাই পুষ্পমালার সহিত গুণশ্রেণীর তুলনা।

শ্রীরাধার গুণ, যথা—মাধুর্য্য, নববয়স, অপাঙ্গের চঞ্চলতা, উজ্জ্বল-স্মিতত্ব, মনোহর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তত্ব, গন্ধোন্মাদিত-মাধবত্ব, সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞত্ব, রম্যবচন, নর্ম্মপাণ্ডিত্য, বিনীতত্ব, করুণাপূর্ণত্ব, বিদগ্ধতা, পটুতা, লজ্জাশীলতা, সুমর্য্যাদা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সুবিলাসতা. মহাভাবের পরমোৎকর্ষতৃষ্ণা-শালিত্ব, গোকুল-প্রেম-বসতিত্ব, সর্ব্বজগতে বিখ্যাত-কীর্ত্তিত্ব, গুরুজনে অর্পিত-গুরুস্নেহত্ব, সখী-প্রণয়-বশত্ব, কৃষ্ণপ্রেয়সীসমূহমুখ্যত্ব, সর্ব্বদাই বচনাধীন-কেশবত্ব। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ছ্যায় শ্রীরাধার আরও অনন্ত গুণ আছে। ২।২৩।৩৯-৪৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

সৌভাগ্যতিলক চারুললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ১৩৭
মধ্যবয়স্থিতি-সখীস্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ ১৩৮
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৩৯
কৃষ্ণ-নাম গুণ-যশ-অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১৪০
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৭। সৌভাগ্য—পতির নিকট হইতে অত্যধিকরূপে আদর পাওয়াকেই সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্য বলে। **চারু**—মনোহর। **ললাটে**—কপালে।

শ্রীরাধিকার কপালে সৌভাগ্যরূপ মনোহর উজ্জ্বল তিলক শোভা পাইতেছে; অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক আদর পাইতেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ অর্থাৎ প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষস্বভাব-বশতঃ বিচ্ছেদ-বুদ্ধিতে যে পীড়া, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। উঃ নীঃ প্রেমবৈচিত্ত্য। ৫৭॥ প্রেমজনিত বিচিত্ততা—যথাস্থানে চিত্তের অনবস্থিতি।

রত্ন—হীরকাদি। **তরল**—হার। তরল পদার্থের ন্যায় সামান্য আন্দোলনেই চঞ্চল হয় বলিয়া হারকে তরল বলা হয়। হারের মধ্যস্থিত মণিকেও তরল বলে; হারমধ্যমণি (আজকাল যাকে লকেট বলে, তাহাই তরল); এস্থলে হারমধ্যমণি-অর্থেই তরল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমবৈচিত্ত্যই শ্রীরাধার হারের মধ্যমণিতুল্য শোভা-বর্দ্ধনকারী।

১৩৮। মধ্যবয়স—কৈশোর-বয়স। **মধ্যবয়সস্থিতি**—স্থিতিশীল-মধ্যবয়স অর্থাৎ নিত্য-কৈশোর-বয়স। **মধ্যবয়সস্থিতিসখী**—নিত্য-কৈশোর-বয়সরূপসখী। নিত্যকৈশোর-বয়সরূপ প্রিয়-সখীর স্কন্ধে শ্রীরাধা আপনার হস্ত অর্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা নিত্য-কিশোরী নিত্য-নবযৌবনা। **কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি**—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যে সকল মনোবৃত্তি, তাহারাই সখীরূপে শ্রীরাধার চারি পাশে অবস্থিত। **আশ পাশ**—চারিদিকে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক মনোবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনওরূপ মনোবৃত্তিই তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

১৩৯। নিজাঙ্গসৌরভালয়ে—নিজের অঙ্গ-সৌরভরূপ আলয়ে (গৃহে)। **গর্ব্ব-পর্য্যঙ্কে**—গর্ব্বরূপ পালঙ্কে। **তাতে**—গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে।

গর্ব্ব—সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥ অর্থাৎ সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভ ইত্যাদি বশতঃ অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব বলে। ভ. র. সি. ২।৪।২০।

১৪০। অবতংস—কর্ণভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের শ্রবণই তাঁহার সুন্দর-কর্ণভূষণ-স্বরূপ। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা কর্ণভূষণ পরিবার জন্য যেমন লালায়িত, শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ শুনিবার জন্য তদ্রূপ লালায়িত।

প্রবাহ বচনে—শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের প্রবাহই শ্রীরাধার বচনে প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশের কথা প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীরাধার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ কীর্ত্তন করেন।

১৪১। শ্যামরস-মধু—শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু। বিশেষ গুণবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার-রসের দ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেষণ করিয়া পান করাইতেছেন। শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম এবং ইহা বিষ্ণু-দৈবত; এজন্য শৃঙ্গার-রসকে শ্যামরস বলিয়াছেন। "শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ॥—সাহিত্যদর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২১০ কারিকা।" **সর্ব্বকাম**—সকল বাসনা।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর ॥ ১৪২

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১২২)—
কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥ ৪০

যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃষ্ণস্য প্রণয়োৎপত্তিভূমিঃ কা একা শ্রীমতী রাধিকা। অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানাখ্যা পরিসংখ্যা একবিধা। অস্য কৃষ্ণস্য কা প্রেয়সী অনুপমগুণা রাধিকৈকা অন্যা ন ইত্যনেন তৎসামান্যায়া অন্যপ্রেয়স্যা ব্যপোহং দূরীকরণমত্র পরিসংখ্যা দ্বিতীয়া। অস্যাঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং হৃদি ন ইতি অন্যাসাং হৃদি কৌটিল্যং কেশে ন ইতি তস্য ব্যপোহনস্য প্রশ্নং বিনা ব্যঙ্গত্বেন পরিসংখ্যা তৃতীয়া। এবং দৃশি তরলতা কুচে নিষ্ঠুরত্বং জ্ঞেয়ম্। হরের্বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ একা রাধিকা প্রভবতি নান্যা অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকব্যঙ্গত্বেনাখ্যানং পরিসংখ্যা। পরিসংখ্যা লক্ষণং যথা। প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎসামান্য-ব্যপোহনম্। তস্য তস্যাপি চ জ্ঞেয়ে ব্যঙ্গত্বে স্যাদর্থাপরম্। অপ্রশ্ন পূর্ব্বমাখ্যানং পরিসংখ্যা চতুর্ব্বিধা ॥ সদানন্দবিধায়িনী ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪২। **কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের**—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধপ্রেমরূপ রত্নের। **আকর**—খনি; যেস্থানে রত্নাদি স্বাভাবিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহাকে খনি বলে। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-বিশুদ্ধ-প্রেমরূপ রত্নের আকর সদৃশ। অনুপম-গুণসমূহে শ্রীরাধার দেহ পূর্ণ। **অনুপম**—তুলনাশূন্য। **কলেবর**—দেহ।

এই পয়ারের প্রমাণ নিম্নের শ্লোক।

শ্লো।। ৪০। অন্বয়। কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়ের উৎপত্তিভূমি) কা (কে)? একা (একা—একমাত্র) শ্রীমতী রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা)। অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রেয়সী (প্রেয়সী) কা (কে)? অনুপমগুণা (অনুপমগুণা) একা রাধিকা (একা রাধিকা), ন চ অন্যা (অন্য কেহ নহেন)। অস্যাঃ (এই শ্রীরাধার) কেশে (কেশে) জৈহ্ম্যং (কুটীলতা), দৃশি (দৃষ্টিতে) তরলতা (তরলতা বা চঞ্চলতা), কুচে (স্তনে) নিষ্ঠুরত্বং (কঠিনতা); একা (একমাত্র) রাধিকা (শ্রীরাধাই) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ (সকল বাসনা পূর্ণ করিতে) প্রভবতি (সমর্থা হয়েন), ন চ অন্যা (অপর কেহ নহে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তিস্থান কে? একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকা, অন্য কেহ নহে। শ্রীরাধার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা, স্তনে কঠিনতা; একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থা, অপর কেহ নহে। ৪০

শ্রীরাধা অনুপমগুণা (যাঁহার গুণের তুলনা নাই, তাদৃশী) বলিয়া, শ্রীরাধার কেশে কুটিলতাদি আছে বলিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধা পরমাসুন্দরী এবং নবযুবতী বলিয়া এবং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সকল বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন বলিয়া, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী।

শ্রীরাধার গুণ যে অনুপম (অতুলনীয়) এই ১৪২ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৩। শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণও যে শ্রীরাধিকার অনুপম-গুণসমূহ পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন, তাহা দেখাইতেছেন। **যাহার**—যে রাধার। **সৌভাগ্য**—পতির নিকটে অত্যধিক আদর পাওয়া। রমণীকুলের মধ্যে সত্যভামাই সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী। "সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকা ভবেৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভধৃত হরিবংশবচন।" শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী হইয়াও রাধার সৌভাগ্য-গুণ পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন। **ব্রজরামা**—ব্রজরামাগণ কলাবিলাসে সুপণ্ডিত হইয়াও শ্রীরাধার নিকট আবার কলাবিলাস শিক্ষা করেন। **কলা**—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টী বিদ্যা।

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ ১৪৪
যাঁর সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ?॥ ১৪৫
প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥ ১৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৪৫।৩৬-শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় উদ্ধৃত শিবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলার বিবরণ এইরূপঃ—(১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য, (৭) তণ্ডুল-কুসুম-বালি-বিকার, (৮) পুষ্পাস্তরণ, (৯) দশন-বসনাঙ্গরাগ, (১০) মণিভুমিকা-কর্ম্ম, (১১) শয়ন-রচন, (১২) উদকবাদ্য, উদকঘাত, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প, (১৫) শেখরাপীড়যোজন, (১৬) নেপথ্যযোগ, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ, (১৮) সুগন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণযোজন, (২০) ঐন্দ্রজাল, (২১) কৌচুমারযোগ, (২২) হস্তলাঘব, (২৩) চিত্রশাকাপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, (২৪) পানক-রস-রাগাসব-যোজন, (২৫) সূচবায়কর্ম্ম, (২৬) সূত্রক্রীড়া, (২৭) বীণাডমরুকবাদ্যাদি, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০) দুর্ব্বচকযোগ, (৩১) পুস্তকবাচন, (৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, (৩৫) তর্ককর্ম্মসমূহ, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকারজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, (৪৩) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রলাপন, (৪৫) উৎসাদন, (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল, (৪৭) অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, (৪৮) ম্লেচ্ছিতকুতর্ক-বিকল্প, (৪৯) দেশভাষাজ্ঞান, (৫০) পুণ্যশকটিকা-নির্ম্মিতি-জ্ঞান, (৫১) যন্ত্রমাতৃকাধারণমাতৃকা, (৫২) সম্পাট্য, (৫৩) মানসীকাব্য-ক্রিয়া, (৫৪) অভিধানকোশ, (৫৫) ছন্দোজ্ঞান, (৫৬) ক্রিয়াবিকল্প, (৫৭) ছলিতকযোগ, (৫৮) বস্ত্রগোপন, (৫৯) দ্যূতবিশেষ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়নক, (৬২) বৈনায়িকীবিদ্যার জ্ঞান, (৬৩) বৈজয়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যার জ্ঞান।

১৪৪। লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইলেও শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যের তুলনায় তাঁহাদের সৌন্দর্য্য নগণ্য; এজন্য তাঁহারা শ্রীরাধার ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আর বশিষ্ঠপত্নী-অরুন্ধতী পতিব্রতাদিগের শিরোমণি; কিন্তু তিনিও শ্রীরাধার ন্যায় পতিব্রতার ধর্ম্মলাভ করিতে বাসনা করেন। **পতিব্রতা**—পতিপরায়ণা; পতিব্রতার লক্ষণ এইঃ—আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥ অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতির মৃত্যু হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা। **ধর্ম্ম**—আচার (মেদিনীকোষ)। **পাতিব্রত্যধর্ম্ম**—পতির সুখদুঃখাদিতেই যে পত্নীর সুখ-দুঃখাদি, এইরূপ আচারই পতিব্রতা-নারীর ধর্ম্ম। **অরুন্ধতী**—মহামুনি-বশিষ্ঠের পত্নী; ইনি পতিব্রতা-রমণীদিগের আদর্শ-স্থানীয়া।

১৪৫। শ্রীরাধার গুণ অনন্ত; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীরাধার গুণগণের সীমা পায়েন না। ক্ষুদ্রজীব কিরূপে আর রাধার গুণের ইয়ত্তা করিবে?

শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার গুণের অন্ত পান না, ইহাতে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয় না; কারণ, শ্রীরাধার গুণের অন্তই নাই; সুতরাং কৃষ্ণ কিরূপে অন্ত পাইবেন? যাহা নাই, তাহা কিরূপে পাইবেন?

১৪৬। **কৃষ্ণরাধাপ্রেমতত্ত্ব**—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব। ১০৬—১১৪ পয়ারে কৃষ্ণতত্ত্ব, ১১৬—১৪২ পয়ারে রাধাতত্ত্ব এবং ১১৯—১২২ পয়ারে প্রেমতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি—এই তিনটীই প্রধান (২।৮।১১৬)। এই তিনটীর মধ্যে আবার চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা-স্বরূপ-শক্তিই প্রধান (২।৮।১১৭); তাহা হইলে স্বরূপ-শক্তিই হইল সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। এই স্বরূপ-শক্তির আবার তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ (২।৮।১১৮-১৯)। এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে আবার হ্লাদিনীর বা হ্লাদিন্যংশ-প্রধান

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বরূপ-শক্তির উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী (১।৪।৫৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল-শক্তিবর্গের মধ্যে হ্লাদিনীই হইল সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। শক্তিমান্‌কে মহীয়ান্ করিতে পারে কেবলমাত্র তাঁহার শক্তি; সেই শক্তি আবার যত মহীয়সী হয়, তাঁহার প্রভাবে শক্তিমান্‌ও তত বেশী মহীয়ান্ হইতে পারেন। হ্লাদিনীই যখন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী, তখন হ্লাদিনীই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-রূপে মহীয়ান্ করিতে সমর্থা। কোনও বস্তু মহীয়ান্ হয় তাহার স্বরূপের বিকাশে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে আনন্দ এবং রস; তাঁহার আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের সার্থকতা কেবলমাত্র হ্লাদিনীদ্বারাই সম্ভব (২।৮।১২০-২১), হ্লাদিনীর প্রভাবেই তাঁহার (ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরমাস্বাদ) সুখরূপত্ব এবং (স্বরূপানন্দ ও ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের আনন্দ লাভ সম্ভব হয় বলিয়া) রসিক-স্বরূপত্ব। এতাদৃশী যে হ্লাদিনী, তাহার সার অংশ বা ঘনীভূত অবস্থার যে বিলাস, তাহাই, হইল প্রেমের স্বরূপ (২।৮।১২২)। যে বস্তুটী পরব্রহ্ম-বস্তু-শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপের সার্থকতা দান করিয়া তাঁহাকে মহীয়ান্ করিতে পারে, তাহারই গাঢ়তম বৈচিত্র্যই হইল প্রেম। ইহাদ্বারা প্রেমের তত্ত্ব এবং প্রেমের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য দেখান হইল। প্রেমের এই অপূর্ব্ব স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের অধিকারী—সুতরাং সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং সর্ব্ব-বশীকারী—হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকেন। (হ্লাদিনী তাঁহারই শক্তি বলিয়া প্রেমবশ্যতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না; স্বতন্ত্র অর্থই হইল—স্বশক্ত্যেক-সহায়; স্ব-শক্তিব্যতীত অপর কিছুর অপেক্ষা যিনি রাখেন না)। প্রেম যে স্বরূপে এবং প্রভাবে পরম-মহীয়ান্, তাহাই দেখান হইল।

এতাদৃশ পরম-মহীয়ান্ প্রেমেরই চরম-তম বিকাশ যে মহাভাব (মাদনাখ্য-মহাভাব), তাহারই মূর্ত্ত বিগ্রহ হইলেন শ্রীরাধা; তিনি সর্ব্বশক্তির এবং প্রেমেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা; তাঁহার দেহ, চিত্ত, ইন্দ্রিয়াদি, তাঁহার ব্যবহারের সমস্ত বস্তু—প্রেম-বিভাবিত, প্রেমদ্বারা গঠিত এবং প্রেমরসে সম্যক্‌রূপে পরিষিঞ্চিত। তাঁহার চিত্তেও চরমতম-বিকাশময় প্রেম পূর্ণতমরূপে অবস্থিত। এই প্রেমের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করেন—"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে॥ ১।৪।৭৫॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥ ২।৮।১২৫॥" ইহাই শ্রীরাধার তত্ত্ব। এতাদৃশী শ্রীরাধা এবং তাঁহার প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপত্বের এবং রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ সাধিত করিয়া তাঁহার মদন-মোহনত্ব প্রকটিত করিতে পারেন। পরব্রহ্ম—স্বরূপে ব্রহ্ম (বৃহত্তম); কিন্তু তাঁহাকে প্রভাবেও ব্রহ্ম (বৃহত্তম) করিতে পারে একমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তি (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম বৃহত্তম হইয়াও তাঁহাতে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া প্রভাবে ব্রহ্ম—বৃহত্তম—নহেন)। এতাদৃশী স্বরূপ-শক্তির মহিমাও পূর্ণতমরূপে বিকশিত শ্রীরাধাতে; সুতরাং শ্রীরাধা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের, ঐশ্বর্য্যের, মাধুর্য্যের, রসত্বের—এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার মহিমার—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাই স্বরূপে এবং প্রভাবে শ্রীরাধা হইলেন একটী অপূর্ব্ব বিরাট তত্ত্ব। এতাদৃশ তত্ত্ব যে প্রেমের আধার, সেই প্রেমের মহিমা যে সর্ব্বাতিশায়ী, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

এইরূপে দেখা যাইতেছে—রাধাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের বিবৃতিদ্বারাও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই অভিব্যক্ত করা হইয়াছে।

কোনও কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব," আবার কোনও কোনও গ্রন্থে "রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

চাহিয়ে—চাই, ইচ্ছা করি। **দোঁহার**—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের। **বিলাস**—কেলি, ক্রীড়া, লীলা। **বিলাস-মহত্ত্ব**—কেলিমাহাত্ম্য। ১৪৭-৫৬ পয়ারে বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনার্থই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের মুখে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের কথা প্রকাশ করাইতে চাহিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের খ্যাপনে প্রেম-মহিমা কি ভাবে খ্যাপিত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৮।১১৫-পয়ারের টীকায় তাহার দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইয়াছে। প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্বের

রায় কহে—কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত। | নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

খ্যাপনে কিরূপে রাধাপ্রেমের মহিমা খ্যাপিত হইয়াছে, তাহার দিগ্দর্শনও আলোচ্য পয়ারের টীকায় ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—প্রেম স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, সুতরাং জাত্যংশেই ইহা পরম-গরীয়ান্। আবার এই প্রেমের আধার বা বাসস্থানও প্রেমঘনবিগ্রহা স্বয়ংপ্রেম-স্বরূপা শ্রীরাধা—যিনি স্বয়ংরূপে এবং ললিতাদি-স্বীয়-কায়ব্যূহরূপে অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রেম হইল যেন নিখিল অভিজাত-কুল-শিরোমণি; আর তাহার বাসস্থানও হইল স্বীয় আভিজাত্যের অনুরূপ—প্রেমগঠিত এবং প্রেমের বিবিধ-বৈচিত্রীরূপ মণিরত্ন খচিত মহারাজাধিরাজোচিত পরম-রমণীয় প্রাসাদোপম শ্রীরাধার লাবণ্য-ললামভূত বিগ্রহ। এতাদৃশ প্রেমের ক্রিয়াদিও হইতেছে তাহার স্বরূপের, বাসস্থানের, তাহার আভিজাত্যের অনুরূপ—সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণ, সর্ব্বাধার, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিবিধান। ইহাদ্বারা রাধাপ্রেমের মহিমা পরমোজ্জ্বলভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু ইহাতেও যেন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিলেন, রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মহিমা বিকশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এখনও সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় নাই; আরও যেন কিছু বাকী আছে। তিনি যেন মনে করিলেন—অখণ্ড-রসবল্লভা মহাভাববিগ্রহা স্বয়ং-কান্তপ্রেমরূপা শ্রীরাধার সহিত অখিল-রসামৃত-বারিধি-শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ সাক্ষাৎ-মন্মথ-মদন শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসে রাধাপ্রেম-মহিমার যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার কথা এখনও বলা হয় নাই। তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু বলিলেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।" প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দও বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন—পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে।

১৪৭। **ধীরললিত**—পরবর্ত্তী শ্লোকে ধীরললিত-নায়কের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা। **কামক্রীড়া**—প্রেমের খেলা। এস্থলে কাম-শব্দের অর্থ প্রেম। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই কোনও না কোনও একটী প্রেমের খেলা নিয়াই আছেন; নন্দালয়ে রক্তক-পত্রকাদি নন্দদাসের সঙ্গে দাস্যপ্রেমের খেলা, নন্দ-যশোদার সঙ্গে বাৎসল্য-প্রেমের খেলা, রাখালের সঙ্গে সখ্য-প্রেমের খেলা, গোপীদের সঙ্গে মধুর-প্রেমের খেলা—সর্ব্বদাই এইরূপ কোনও না কোনও একটা প্রেমের খেলাই খেলিতেছেন।

অথবা যদি **"কামক্রীড়া"**-শব্দ এস্থলে সাধারণ ভাবে "প্রেমের খেলা" অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া "ব্রজ-গোপীদিগের সঙ্গে বিহারাদি"-অর্থে ধরা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী **"নিরন্তর"** শব্দের অর্থ করিতে হইবে "যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে" অর্থাৎ যে যে সময়ে গোপীদের সঙ্গে বিহারাদি হওয়া সম্ভব এবং সঙ্গত, সেই সেই সময়ে সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করেন। "নিরন্তর"-শব্দের অর্থ এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় "সর্ব্বদা--দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই"—এইরূপ করিলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সর্ব্বদাই যদি গোপীদের সহিত ক্রীড়া করেন, তবে তাঁহার গোচারণাদি অন্যান্য লীলা কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? এই আপত্তি খণ্ডনার্থ "নিরন্তর" অর্থ "যথাযোগ্য সময়ের সকল সময়ে" এইরূপ করা হইল।

অথবা। এইরূপ অর্থও করা যায়।

নিরন্তর—সর্ব্বদা, দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই। **কামক্রীড়া**—গোপীদের সহিত বিহারাদি। শ্রীকৃষ্ণ দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—দিনরাত্রির মধ্যে সকল সময়েই যদি তিনি প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে গোচারণাদি করেন কখন? উত্তর,—গোচারণাদিও প্রেয়সীদিগের সহিত ক্রীড়ারই অঙ্গবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ নন্দ-যশোদার নিকটে থাকেন, কি সখাদের সঙ্গে গোচারণাদিতে লিপ্ত থাকেন, ততক্ষণ প্রেয়সীদিগের নিকট হইতে দূরে

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, দক্ষিণবিভাগে,
বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১২৩)—
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ৪১

রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ ১৪৮

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে,
১ম-বিভাবলহর্য্যাম্ (১।১২৪)—
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়া-কুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ৪২

প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥ ১৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ইতি। অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি চ॥ শ্রীজীব॥ ৪১

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যম্॥ শ্রীজীব॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

থাকিয়া পরস্পরের মিলনের জন্য তাঁহাদের এবং নিজের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতা বৃদ্ধি করেন মাত্র; সুতরাং গোচারণাদি অপর লীলা সকল উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া মিলনের মধুরতার পুষ্টি সাধন করে বলিয়া ঐ সকল লীলাকেও প্রেয়সীদিগের সহিত "কামক্রীড়ার" অঙ্গ-বিশেষ বলা যাইতে পারে। আবার, গোচারণ প্রত্যক্ষভাবেই প্রেয়সীদিগের সহিত মিলনের অনুকূল; কারণ, গোচারণের ছলেই শ্রীকৃষ্ণ দিবসে বনে যাইয়া প্রেয়সীদিগের সহিত মিলিত হইতে পারেন।

এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়েই প্রেয়সীদিগের সহিত কামক্রীড়া করিতেছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক বলিয়া যে প্রেয়সীর বশীভূত, তাহাও সূচিত হইয়া থাকে।

অথবা, পরিহাস-পটু শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের সহিত পরিহাস-রঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই গোচারণাদির ছলে যেন অন্যত্র অন্তর্হিত হন, ইহাও বলা যায়।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। বিদগ্ধঃ (বিদগ্ধঃ), নবতারুণ্যঃ (নবযুবা), পরিহাসবিশারদঃ (পরিহাসপটু) নিশ্চন্তঃ (নিশ্চিন্ত), প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত—যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, সেই প্রেয়সীর প্রেমে তদ্রূপ বশীভূত) ধীরললিতঃ (ধীরললিত) স্যাৎ (হয়েন)।

অনুবাদ। যিনি বিদগ্ধ, যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত, তাঁহাকে ধীরললিত-নায়ক বলে। ৪১

বিদগ্ধ—কলাবিলাসাদিতে নিপুণ। **নিশ্চিন্ত**—যাঁহার কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা বা উদ্বেগাদি নাই। **প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ**—প্রেয়সীদিগের প্রেমানুরূপভাবে তাঁহাদের বশীভূত; সকলের নিকটে সমানভাবে বশীভূত নহেন।

এই শ্লোকে ১৪৭ পয়ারোক্ত ধীরললিত-নায়কের লক্ষণ বলা হইল।

১৪৮। রাত্রিদিন—রাত্রির ও দিনের যথাযোগ্য সময়ে। **কুঞ্জক্রীড়া**—নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার। **কৈশোর বয়স** ইত্যাদি—১।৪।১০২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"কৈশোর বয়স" ইত্যাদি ১৪৮ পয়ারার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪৯। এই হয়—হাঁ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই; কিন্তু **আগে**—ইহার উপরে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বল। **ইহা বই** ইত্যাদি—ইহার উপরে কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই।

যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। | তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়॥ ১৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার বাসনার—গাঢ়তাবশতঃই বিলাসের বাসনা জন্মে এবং বিলাস-ব্যপদেশেই প্রেমের মহিমা প্রকটিত হয়; তাই প্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাহিয়াছেন। বিলাসের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা বলিলেন। তিনি ধীরললিতত্বের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই রাধাপ্রেমজনিত বিলাসের মাহাত্ম্যই সূচিত করিয়া থাকে। যিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পাননা, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেরসীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব হইলেও প্রেয়সী-সঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়-রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইলনা; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু রামানন্দ, বিলাস-মহত্ত্বের সকল কথা যেন বলা হয় নাই; আরও যেন গূঢ় রহস্য কিছু আছে; তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। বল রামানন্দ।"

শুনিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন—প্রভু, যাহা বলিয়াছি, তাহার উপরের কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই।" বস্তুতঃ লীলারস-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও বিষয়ই কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে; ইহা ভগবৎ-কৃপায় একমাত্র অনুভবগম্য।

১৫০। প্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তর রহস্য আমার বুদ্ধির অগম্য সত্য; তবে তোমারই কৃপায় একসময়ে আমি একটু অনুভব করিতে পরিয়াছিলাম—রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটী গূঢ়তম রহস্য আছে। আমার নিজের রচিত একটি গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি। এই গীতটীতে যে রহস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত। **তাহা শুনি** ইত্যাদি—কিন্তু প্রভু, আমার রচিত গীতে সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটীকে ফুটাইয়া উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জনিনা। যদি না পারিয়া থাকে, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবেনা; অথবা, যে রহস্যটী তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না থাকে, তাহা হইলেও তোমার সুখ হইবে না। তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবেনা। তাই প্রভু, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে যে—গীতটী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি; তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটী ইহাতে আছে কিনা দেখ।

নিম্নে এই গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, ১৫২-৫৬-পয়ারে। এই গীতটীর অন্তর্গত—"না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"—এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটী নিহিত আছে।

কিন্তু এই রহস্যটী কি? "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রহস্যটীর উদ্‌ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

প্রেমবিলাস—প্রেমজনিত বিলাস বা কেলি; স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয় যিনি কেবল মাত্র তাঁহার সুখবিধানের বাসনা (ইহাই প্রেম, সেই প্রেম) হইতে উদ্ভূত এবং সেই বাসনার প্রেরণায় সংঘটিত বিলাস।

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ইহা স্বসুখ-বাসনা দ্বারা প্রণোদিত বিলাস নহে; তাদৃশ বিলাসের নাম কামবিলাস; কামবিলাস হইতেছে পশুবৎ-বিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই, ইহা বরং জুগুপ্সিত। প্রেমবিলাস-শব্দের অন্তর্গত "প্রেম"-শব্দেই কামবিলাস নিরসিত হইতেছে। **প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত**—প্রেমজনিত বিলাসের বিবর্ত্ত। কিন্তু বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ কি? বিবর্ত্ত-শব্দটীই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়।

বিবর্ত্ত—এই পয়ারের টীকায়-শ্রীপাদবিশ্বাথ চক্রবর্ত্তী বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিপরীত।" উজ্জ্বল-নীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বকারে সুমুখি নববিবর্ত্তঃ"-স্থানে বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরিপাকঃ।" আর, বিবর্ত্তের একটী সাধারণ এবং সর্ব্বজন-বিদিত অর্থ আছে—"ভ্রম।" তাহা হইলে, বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল—বিপরীত বা বৈপরীত্য, পরিপাক বা পরিপক্কতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি। "প্রেমসিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে। অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা. "বিপরীত" এবং "ভ্রম"-অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থ-"পরিপাকের" বহির্লক্ষণ-সূচকরূপে; "পরিপাক"-অর্থই অঙ্গী, "ভ্রম" এবং "বিপরীত" হইল তাহার অঙ্গ।

বিবর্ত্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ ধরিলে "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ হইল—প্রেমজনিত-বিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটী ভ্রান্তি, অপরটী বৈপরীত্য। যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, বাহিরের লক্ষণদ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদ্বারাই তাহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবর্ত্তিপাদ একটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীত বা বৈপরীত্য। আর একটী লক্ষণ—ভ্রান্তি; ভ্রান্তি হইতেই বৈপরীত্য জন্ম। কিরূপে? তাহাই দেখান হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টীপ্পনীতে লিখিত আছে যে—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা। বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা যখন জন্মে,—যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি, নিজেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকেনা—তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস। কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকেনা, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে। পরবর্ত্তী গীতের "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থে সম্ভবতঃ এই বৈপরীত্যের কথাই বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল। বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক; এই অবস্থাটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাহাহইতে জাত ভ্রান্তিদ্বারা এবং ভ্রান্তি হইতে জাত চেষ্টার বৈপরীত্য দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এস্থলে বিবর্ত্ত-শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা; তাহার ফল ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তির ফল বৈপরীত্য।

কিন্তু এই বৈপরীত্য—চেষ্টার বৈপরীত্য বা বিপরীত বিহার—প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়। আবার এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষলক্ষণও নয়; সকল অবস্থাতে এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা সূচিত করে না। ইহা যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে এই বৈপরীত্য বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক হইবে না। ইহা যদি বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তার ফলে জাত ভ্রম বা নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিবশতঃই, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত্ত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয়, তাহা হইলেই এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক হইবে, অন্যথা নহে। বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রেমজনিত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ নায়ক-নায়িকার—নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এবং নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার—উভয়েরই মনের বাসনা থাকে মাত্র একটী—বিলাস-সুখের বর্দ্ধন-বাসনা; তখন তাঁহাদের উভয়ের মন যেন এক হইয়া যায়; একথাই পরবর্ত্তী-গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—বাক্যের তাৎপর্য্য। উভয়েই একমনা হইয়া যান বলিয়া তাঁহাদের আর ভেদজ্ঞান থাকেনা। বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা-জনিত—এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমবিলাসের চরম-পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীপাদকবি-কর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্ণোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপদ্যবাতীৎ॥—শ্রীলরামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) প্রেমের অতি-পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তদুভয়ের পরম-একত্বসূচক একটী গীত গাহিয়া ছিলেন॥১৩।৪৫॥"

বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা-জনিত আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার উদ্ভূত হয়, তাহাই যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীবগোস্বামীর গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূর "সর্ব্ব-মনোরথপূরণ"-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্য পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না; বরং দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণা-শান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সেবা-বাসনার উদ্দামতা এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল ঔৎকণ্ঠ্য শ্রীরাধার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যেহেতু তাঁহার মধ্যেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাঁহার এই সেবা-বাসনাজনিত পরমৌৎকণ্ঠ্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বাসনার পরমৌৎ-কণ্ঠ্য জাগাইয়া থাকে; শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণবাসনাও বস্তুতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা; যেহেতু, তাঁহার যত কিছু লীলা, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তদের চিত্ত-বিনোদন, তাঁহার নিজমুখেই একথা প্রকাশ। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" ভক্তের সেবা-গ্রহণবাসনার মূলে যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে সেবা-গ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, ভক্তের সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রীতিবিধানার্থ তাঁহার সেবা-গ্রহণবাসনা—এতদুভয়ই যখন পূর্ণ উদ্দামতা লাভ করিয়া চরম ঔৎকণ্ঠ্যে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চরমতম ঔৎকণ্ঠ্যের প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যান, তখন "অন্যোঽন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুম্বতি। ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশত্যুদ্ভূষয়ত্যন্বহম্॥ গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্ব্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে। শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং ন্বকরবং কুর্ব্বীয় কিং বেত্ত্যপি॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপন স্থানে যান, মিলিত হন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, উল্লসিত করেন, পরস্পরের নিকট রতিকথা বলেন, 'আমার বেশ রচনা কর'—পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ আদেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশরচনাও করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলি-বিলাসে নিরত থাকেন; কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাঁহাদের থাকে না। গোপালচম্পূ, পূর্ব্ব-৩৩।৫॥" এস্থলে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য সূচিত হইতেছে। "অন্যোঽন্যম্"-শব্দ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-চুম্বনাদির ব্যাপারে, কি বেশরচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী এবং কখনও বা শ্রীরাধাই অগ্রণী; ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইতেছে। কে-ই বা রমণ, আর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কে-ই বা রমণী,—কে-ই বা কান্ত, আর কে-ই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়া থাকে। ইহাই পরবর্ত্তী গীতের "না সো রমণ, না হাম রমণী" বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই পরবর্ত্তী গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—বাক্যের তাৎপর্য্য।

উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ তাঁহাদের নিকটে স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকণ্ঠার ফলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ, উষ্ণকে শীত—ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্‌বৈপরীত্যং জজ্ঞে জাতম্। রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হয়—উভয়ের অজ্ঞাতসারে। ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য হইল—চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্ব্বচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত—বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্ব্বিকাশমাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগ যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ, তদ্রূপ এই বিলাস-বৈপরীত্যও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রামানন্দ-রায় এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্যমাত্রই নয়—বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা, তাহাই। প্রেম-বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যটী প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তার পর, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাভাবরূপত্ব, আনন্দ-চিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেম-বিভাবিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রামানন্দ-রায়ের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অখণ্ড-রসবল্লভ শ্রীনন্দ-নন্দনের এবং অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীভাণুনন্দিনীর বিলাস-মহত্ত্ব প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুর অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান রায়-রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে নিয়াই বিলাস। সুতরাং কেবল নায়কের মধ্যে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাসমহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধিকাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য-সমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রামানন্দ রায় যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটী গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"-ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া "প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥" কিন্তু তাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই; তাই পুনরায় বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাও বলিলেন; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদি কেহ বলেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি রহিল? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। "শতকোটি গোপীতে যাহা নাই, শ্রীরাধাতে তাহা আছে।"—এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। বিলাস-মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের প্রয়োজন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।" স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীং মঞ্জুস্রজা কবরীভরম্। কলয় বলয়শ্রেণীং পানৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি।" প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ়ত্ব লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকাত্বসম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে রায়-রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব্ব রহস্যভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রামানন্দের এই ভঙ্গী। কারণ, ব্যাপারটী পরম-রহস্যময়। অর্জ্জুনের নিকটে গীতার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত তাহা অপেক্ষাও বহু-বহু-গুণে গুহ্যতম; তাই তাহার প্রকাশে রামানন্দ-রায়ের সঙ্কোচ। তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া প্রভু যখন বলিলেন—"এই হয়—আগে কহ আর॥" তখনই রায় তাহা প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে-খানে, সে-খানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দ-রায়ের নিকট প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাস-মহত্ত্বসম্বন্ধে। রামানন্দ-রায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তসূচক "পাহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই; বরং প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ২।৮।১৫৭॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব জানিবার বাসনাও সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ—রাধাপ্রেম-মহিমারও চরমতম বিকাশ।

মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশেই যে বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমোৎকর্ষ, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং প্রেমবিলাস-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা যে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য নহে, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—প্রেমবিলাসের পরিপক্কাবস্থায় বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ ভ্রম (আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য) এবং বৈপরীত্য জন্মে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞান-রাহিত্য (বা ভ্রম) এবং বৈপরীত্য হইল প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার দুইটী বহির্লক্ষণ; ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য যে বিশেষ লক্ষণ নয়, তাহাও বলা হইয়াছে। ভেদজ্ঞান-রাহিত্য কিন্তু প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার বিশেষ লক্ষণ। এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যকেই কবিকর্ণপূর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"পরৈক্য" বলিয়াছেন—পরৈক্য-শব্দে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনের সর্ব্বতোভাবে একতা বা একরূপতা বুঝায়। প্রেম-প্রভাবে উভয়ের মন গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তী "রাধায়া ভবতশ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকস্থ "নির্ধৃতভেদভ্রমম্"-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—দুই খণ্ড লাক্ষা তীব্রতাপে গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, তদ্রূপ। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "পরৈক্য"-অবস্থা, ইহাই ভেদজ্ঞান-রাহিত্য; মনের ভেদ নাই বলিয়া জ্ঞানেরও ভেদ নাই, উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই; পৃথক্ অস্তিত্ব আছে; যেহেতু, ইহা নিত্য; নাই কেবল পৃথক্ অস্তিত্বের—এমন কি নিজেদেরও অস্তিত্বের—জ্ঞান বা অনুভূতি।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্তরূপ "পরৈক্য"-অবস্থাই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা হইলে রায়-রামানন্দকৃত গানের শেষভাগে—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি বাক্যে বিরাগ বা বিরহের কথা বলা হইল কেন? "পরৈক্য"-অবস্থায় বিরহের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ, এমনও হইতে পারে যে, গানটীর প্রথমার্দ্ধের অন্তর্ভুক্ত "না সো রমণ"-ইত্যাদি পদগুলিই পরৈক্য-সূচক বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-জ্ঞাপক; শেষার্দ্ধ, বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ-অবস্থায় খেদের সহিত পূর্ব্বের বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত পরৈক্যের কথা, তদবস্থায় অসমোর্দ্ধ সুখের কথার উল্লেখ করিয়া বিরহ-যন্ত্রণার তীব্রতর চরম অসহনীয়তা খ্যাপিত করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের নাটকোক্তি হইতে উক্তরূপ তাৎপর্য্যই অনুমিত হয়। মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি নমু চিত্রং কিমপরম্। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্তা এবং তুমি আমার কান্ত—এরূপ জ্ঞান তখন ছিলনা; তখন (ভেদজ্ঞান-মূলা) মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; 'তুমি ও আমি' এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের (তোমার ও আমার) ছিল না (এ পর্য্যন্ত পরৈক্যের কথা, গীতস্থ 'না সো রমণ'-ইত্যাদি-বাক্যের তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে তৎকালীন বিরহের কথা বলিতেছেন)। এখন তুমি ভর্ত্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইয়াছে; তথাপি আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥" নাটকের এই উক্তিকে রামানন্দ-রায়ের গীতটীর সংস্কৃত অনুবাদও বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র গীতটীকেই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক মনে করা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—পূর্ব্বে গোপালচম্পূর উক্তি হইতে বৈপরীত্যের একটী লক্ষণ দেখান হইয়াছে—সংযোগে অসংযোগের ভাব, গীতের শেষ অংশে তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসংযোগ বা বিরহ নহে, বিরহের ভ্রান্তি মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাবেও মিলনেও বিরহের ভাব বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু প্রথমোক্ত সমাধানই কবিকর্ণপূরেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাটকে, উল্লিখিত "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি"-ইত্যাদি বাক্যের পরে, প্রভুকর্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গে, কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদৈব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥ (পরবর্ত্তী ১৫১ পয়ারের টীকায় ইহার অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য)।" এই নাটকোক্তি হইতেও বুঝা যায়—গীতের প্রথমার্দ্ধেই নিরুপাধিক—পরম-পুরুষার্থ-সূচক পরৈক্যজ্ঞাপক এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ সোপাধিক—ভেদজ্ঞান-জ্ঞাপক বলিয়া পরৈক্য-জ্ঞানহীন। ২।৮।১৫১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল। | প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫১। **আপনকৃত**—রামানন্দরায়ের নিজের রচিত। **গীত এক**—পরবর্ত্তী "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতটী। ইহা রামানন্দরায়ের নিজের রচিত। **প্রেমে প্রভু** ইত্যাদি—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন রায় আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃ নয়, পরন্তু প্রেমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্যটীর ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই প্রভুর একান্ত অভিপ্রেত; এই রহস্যটী জানিবার জন্যই প্রভু রামরায়কে বলিয়াছিলেন "আগে কহ আর।" রামরায়ের গীতে সেই রহস্যটীর ইঙ্গিত পাইয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল; এই প্রেমাবেশবশতঃ প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন; যেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—রায় যেন আর কিছু প্রকাশ না করিতে পারেন, কিন্তু কেন?

এসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে—হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা হয়তো প্রেমবৈবশ্যবশতঃই—স্বীয় কর-কমলে প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। ব্যধিকরণতয়া বা আনন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাঽপধত্ত ॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥—নিরুপাধি (কপটতাহীন) সুনির্ম্মল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি—না সো রমণ না হাম রমণী ইত্যাদি-বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরমপুরুষার্থ-সূচক ঐ প্রথমার্দ্ধের বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্ত্তৃক রামানন্দরায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।"

প্রভুকর্ত্তৃক রায়-রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। রামানন্দের গীতে যে পরম-রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভুর আনন্দ-বিবশতা অস্বাভাবিক নয়। এই বিবশতার ভাব—সকল সময়েই আত্মগোপন-তৎপর প্রভু হয়তো চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন। তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্ব্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন, হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাবতরঙ্গ হয়তো এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে, তাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাই তিনি রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপূর-কথিত দ্বিতীয় হেতুটী হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্ত্বটীকে আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রায় যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিলেন।

"তখনও সময় হয় নাই"—এই কথাটীর তাৎপর্য্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দ যে তত্ত্বটির ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা যদি উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহই হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু (এই উক্তির হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় প্রেমবিলাস-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বিবর্ত্ত প্রবন্ধের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। রামানন্দের নিকটে যদি এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তখনই তিনি প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিবেন; তাহা হইলে আলোচনাই বন্ধ হইয়া যাইবে (২।৮।২৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই—বিশেষতঃ জীবের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধন-তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভই হয় নাই। তাই প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনই রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলুক।—কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের আলোচনা যে স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্তর হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই রামরায় স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝিতে পারিবেন—তিনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাই প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বিস্তৃত বিচার "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে"-ইত্যাদি বাক্যে কবিকর্ণপূর মুখাচ্ছাদনের আরও একটী হেতুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিরুপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধি সহ্য করিতে পারে না। যাহা উপাধিহীন, তাহাই নিরুপাধি; কিন্তু উপাধি কাহাকে বলে? উপাধি-শব্দের অর্থ ১।২।১০-শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। কাঠ যদি ভিজা (আর্দ্র) হয়, তাহা হইলেই কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নিতে ধূম থাকে; সুতরাং অগ্নিতে ধূম থাকার হেতু হইল কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব; এস্থলে কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইল অগ্নির উপাধি এবং ধূমবান্ অগ্নি হইল সোপাধিক অগ্নি; আর ধূমহীন অগ্নি হইল নিরুপাধিক অগ্নি। এস্থলে অগ্নির দুইটী ভেদ পাওয়া গেল—সধূম এবং ধূমহীন। এই ভেদের হেতু হইল উপাধিরূপ আর্দ্রত্ব। তাই ন্যায়-মুক্তাবলী বলেন—"পদার্থ-বিভাজকোপাধিত্বম্।"—যাহাহউক, বিরহও প্রেমেরই এক বৈচিত্রী; সম্ভোগাত্মক মিলনও প্রেমের এক বৈচিত্রী। কাষ্ঠের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্ন ভাবে আগুন থাকে; কোনও এক উপলক্ষ্যে তাহা বিকশিত হইয়া নির্ধূম অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মঞ্জিষ্ঠারাগবতী শ্রীরাধাতেও স্বভাবসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ললনানিষ্ঠ প্রেম বিদ্যমান; কোনও এক সামান্য উপলক্ষ্যে তাহা স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয় (পরবর্ত্তী ২।৮।১৫২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না—যেমন নির্ধূম অগ্নির প্রকাশের জন্য আগুন ও কাষ্ঠ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাই নির্ধূম অগ্নি যেমন নিরুপাধি, তদ্রূপ শ্রীরাধার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমও নিরুপাধি এবং তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান হয় প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে—তজ্জনিত পরৈক্যে, যেমন নির্ধূম অগ্নি প্রকাশমান হয় প্রজ্জ্বলিত শিখারূপে। কিন্তু আর্দ্রত্বের মধ্যবর্ত্তিতায় অগ্নি যেমন ধূমের সহযোগে সোপাধিকরূপে—সধূম অগ্নিরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একের কপটতার বা কপটতাভাসের বা কপটতার অনুমানের মধ্যবর্ত্তিতায় বিরহের আবির্ভাব হয়; সুতরাং বিরহ হইল সোপাধিক প্রেম।

এই গীতের প্রথমার্দ্ধে নিরুপাধি প্রেমের কথা এবং শেষার্দ্ধে "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি পদে সোপাধিক প্রেমের কথা আছে। নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, পরবর্ত্তী পদে সোপাধিক প্রেমরূপ বিরহের কথা বিস্তৃত ভাবে শুনিলে তাহা তো তিরোহিত হইবেই, অধিকন্তু প্রভুর চিত্তে অপরিসীম দুঃখেরই সঞ্চার হইবে। তাই প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন বিরহের কথা আর না বলিতে পারেন; অথবা, এই মুখাচ্ছাদনের দ্বারা যেন ইহাই জানাইলেন যে, ঐ বিরহ-জ্ঞাপক পদগুলি না বলিলেই ভাল হইত। নিরুপাধি প্রেমের চরমতম পর্য্যবসান শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরৈক্যের কথা শুনিয়া প্রভুর যে প্রেমাবেশ জন্মিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই প্রভু রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন—সেই আবেশজনিত আনন্দ যেন রামানন্দ ক্ষুণ্ণ না করেন। মুখাচ্ছাদনের ইহা একটী হেতু হইতে পারে; কিন্তু ইহা মুখ্য হেতু বলিয়া মনে হয় না। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে সাময়িক বিরহের কথা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে; তখন প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করেন নাই।

তথাহি গীতম্।
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল ॥ ১৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫২। ১৫২-৫৬ পয়ারে রায়-রামানন্দ-কৃত গীতটী দেওয়া হইয়াছে।

পহিলহি—প্রথমে। **রাগ**—অনুরক্তি, আসক্তি। রাগ-শব্দের একটী পারিভাষিক অর্থও আছে। প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান ও প্রণয়ে পরিণত হয়; প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রীতির বিষয়ের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভিন্নতার জ্ঞান জন্মে। এই প্রণয়ই আরও এমন এক উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন উন্নীত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যধিক দুঃখকেও চিত্তে সুখ বলিয়া মনে হয়. তখন তাহাকে বলে রাগ। দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৪ ॥ ২।৮।১৩৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে পরম-সুখময় বস্তুও রাগে পরম-দুঃখময় বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এই প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের অনেক বৈচিত্রী আছে। রাগ-শব্দের একটী সাধারণ অর্থ আছে—রং বা বর্ণ। বর্ণেরও অনেক বৈচিত্রী; তন্মধ্যে স্থায়িত্বাদি-বিষয়ে নীল বর্ণ এবং লাল বা রক্ত বর্ণের বৈশিষ্ট্য আছে; নীল এবং লাল রং-এরও অনেক বৈচিত্রী আছে। স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যাদি বিষয়ে প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের সহিত নীল ও রক্ত বর্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই দুইটী বর্ণের সাহায্যে রসশাস্ত্রকারগণ প্রেমোৎকর্ষজনিত রাগের বিবিধ বৈচিত্রীর ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—প্রেমজাত রাগ প্রধানতঃ দুই রকমের—নীলিমা ও রক্তিমা (উ, নী, স্থা, ৮৬)। নীল রং যেমন স্থায়ী, অথচ বিশেষ উজ্জ্বল নয়, তদ্রূপ যে রাগ স্থায়ী অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও যাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, অথচ বিশেষ প্রকাশবান্‌ও নয়, তাহাকে নীলীরাগ বলে; ইহা স্বলগ্ন ভাবকে (মনের নিজস্ব ভাবকে) আবৃত করিয়া রাখে—মানাদিদ্বারা। চন্দ্রাবলী-আদিতেই নীলীরাগ বিদ্যমান। রক্তিমারাগও দুই রকমের—লাল রং-এর মত—কুসুম্ভ-রক্তিমা এবং মঞ্জিষ্ঠা-রক্তিমা; কুসুম্ভ-ফুলের বর্ণও লাল, মঞ্জিষ্ঠাও লাল (উ, নী, স্থা, ৯৩)। কুসুম্ভ-ফুলের রং স্বভাবতঃ পাকা নয়; কিন্তু অন্য কোনও কষায়-দ্রব্যের যোগে তাহা পাকা হইতে পারে; শ্যামলাদি সখীগণের রাগ হইল কুসুম্ভ-রাগ, শ্রীরাধার সঙ্গিনীগণের সঙ্গবশতঃ (তাঁহাদের সঙ্গরূপ কষায়-দ্রব্যের যোগবশতঃ) শ্যামলাদির কুসুম্ভ-রাগও স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরো ভবেৎ। ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্য ন যুজ্যতে ॥ উঃ নী, স্থা, ৯৬ ॥ কুসুম্ভ-রং যেমন শীঘ্রই বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ কুসুম্ভ-রাগও সাধনসিদ্ধ গোপীদেহ-প্রাপ্ত প্রেমিক ভক্তদের চিত্তে শীঘ্রই সংলগ্ন হইয়া থাকে। কুসুম্ভ-রাগ অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের পরমোৎকর্ষ। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং, নীল-রংএর মতনই স্থায়ী, কিন্তু নীল-রং বেশী প্রকাশবান্ বা উজ্জ্বল নয়, তাহার শোভাও বেশী চিত্তাকর্ষক নয়; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন পাকা, তেমনি উজ্জ্বল, শোভাসম্পন্ন; সুতরাং নীল-রং অপেক্ষা মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর উৎকর্ষ। আবার, কুসুম্ভ-রং কিছু উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্থায়ী নয়, মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং কিন্তু স্থায়ী। তাহা হইলে দেখা গেল—স্থায়িত্বে এবং ঔজ্জ্বল্যে মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ, প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগই নীলী-রাগ এবং কৌসুম্ভ-রাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মঞ্জিষ্ঠা-রাগ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা। ভবেন্মঞ্জিষ্ঠ-রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা ॥ উ, নী, স্থা, ৯৭॥—যে রাগ কোনও প্রকারেই নষ্ট হয় না, যাহা অন্যের অপেক্ষা রাখেনা, যাহা স্বীয় কান্তিদ্বারা সতত-বর্দ্ধনশীল, তাহাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে—যেমন শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রতি রাগ।" মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন জলে নষ্ট হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও সঞ্চারি-ভাবাদিদ্বারা নষ্ট হয় না। ইহাই শ্লোকস্থ "অহার্য্য"-শব্দের ব্যঞ্জনা। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং যেমন স্বতঃই উজ্জ্বল, ইহার উজ্জ্বলতা-সম্পাদনার্থ যেমন অন্য কোনও রং-এর প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও স্বতঃসিদ্ধ, এই রাগের উৎপত্তির জন্য অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। ইহাই শ্লোকস্থ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

"অনন্য-সাপেক্ষ"-শব্দের তাৎপর্য্য। মঞ্জিষ্ঠার লাল-রং-এর কান্তি যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগও দিনের পর দিন বর্দ্ধিত হইতেই থাকে, এই বৃদ্ধির আর শেষ নাই। ইহাই শ্লোকস্থ "কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা"-বাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রীশ্রীরাধামাধবেই এই পরমোৎকর্ষময় মঞ্জিষ্ঠা-রাগ বিদ্যমান। উজ্জ্বল-নীলমণিতে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "ধত্তে দ্রাগনুপাধি-জন্মবিধিনা কেনাপি ন কম্পতে। সূতেত্যাহিতসঞ্চয়ৈরপি রসং তে চেন্মিথো বর্ত্মনে॥ ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে চমৎকৃতি-করোদ্দাম-প্রমোদোত্তরাম্। রাধামাধবয়োরয়ং নিরুপমঃ প্রেমানুবন্ধোৎসবঃ॥ উ, নী, স্থা, ৯৮॥—দেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে নান্দীমুখী যখন রাগের লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন পৌর্ণমাসী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—রাধামাধবের এই নিরুপম প্রেমবন্ধোৎসব উপাধিব্যতিরেকেও অতি দ্রুত উৎপন্ন হয়; কোনও বিধিদ্বারা ইহা বিচলিত হয় না; গুরুজনজনিত ভয় অথবা ক্লেশ-পরম্পরা উপস্থিত হইলেও তাহা যদি পরস্পরের বর্ত্মলাভের (পরস্পরের সহিত মিলনের) নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয় এবং এরূপ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করে যে, তদ্দ্বারা চমৎকৃতিজনক উদ্দাম-আনন্দের উদয় হয়।" এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল—(১) মঞ্জিষ্ঠা-রাগ অতি দ্রুত (দ্রাক্) সঞ্জাত হয়। কুসুম্ভ-রাগের লক্ষণ "যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্"-বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, কুসুম্ভ-রাগেরও মঞ্জিষ্ঠা-রাগের ন্যায় দ্রুতসঞ্জাতত্ব-গুণ আছে। কিন্তু টীকায় শ্রীজীব বলেন—"তাদৃশমপি জন্ম দ্রাগেব ধত্তে ন তু কৌসুম্ভবত্তদংশক্রমেণ ইত্যর্থঃ। যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতমিত্যত্র তু চিত্তব্যঞ্জনায়া এব দ্রুতত্বমুক্তং নতু রাগোৎপত্তেরিতি ভেদঃ।—মঞ্জিষ্ঠা-রাগের জন্ম দ্রুতই হয়, কৌসুম্ভরাগের ন্যায় অংশক্রমে নয়। কৌসুম্ভরাগের লক্ষণে যে 'চিত্তে দ্রুত সংলগ্ন হয়' বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কৌসুম্ভ-রাগের উৎপত্তি দ্রুত নয়, চিত্তে তাহার ব্যঞ্জনাই দ্রুত; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা-রাগের উৎপত্তিই দ্রুত—ইহাই পার্থক্য।" (২) ইহার জন্ম নিরুপাধি, গুণ-শ্রবণাদি বা দূতী-আদি অন্য কোনও বস্তুর সহায়তাব্যতীতই ইহার জন্ম; ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অনন্যসাপেক্ষ। (৩) ঋদ্ধিং সঞ্চিনুতে-বাক্যে সমৃদ্ধি-সঞ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে; ক্রমশঃ—দিনের পর দিন জমা করিতে করিতেই সঞ্চয় হয়; সুতরাং ইহাদ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের লক্ষণে উক্ত "যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা"-বাক্যের কথা বা অনুদিন-বর্দ্ধনের কথাই বলা হইয়াছে। (৪) "কোনও বিধিদ্বারা বিচলিত হয় না—বিধিনা কেনাপি ন কম্পতে" এবং "গুরুজন হইতে ভয় বা কষ্ট-পরম্পরা-দ্বারাও রসের উৎপত্তি হয়"-ইত্যাদি বাক্যে মঞ্জিষ্ঠা-রাগ-লক্ষণোক্ত "অহার্য্যত্বের" কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের এই কয়টী প্রধান লক্ষণের কথা জানা গেল—দ্রুতসঞ্জাতত্ব, নিরুপাধিত্ব বা অনন্যসাপেক্ষত্ব, অনুদিনবর্দ্ধনত্ব এবং অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব।

১৫২-পয়ারে যে "রাগ"-এর কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে প্রেমোৎকর্ষজনিত মঞ্জিষ্ঠা-রাগ, পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

নয়নভঙ্গ ভেল—নয়ন-ভঙ্গে বা চোখের পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই হইল বা জন্মিল (ভেল); অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাগ জন্মিল। ইহা দ্বারা মঞ্জিষ্ঠা-রাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে। ইহা যে কুসুম্ভ-রাগের ন্যায় অংশক্রমে—ক্রমশঃ-জন্মে নাই, সুতরাং ইহার উদ্ভব হইতে যে অধিক সময় লাগে নাই, পরন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—ইহা যে জন্মিয়াছে, তাহাও সূচিত হইল। ইহা মঞ্জিষ্ঠা-রাগেরই লক্ষণ। ইহাই ললনানিষ্ঠ প্রেমের স্বভাব। ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণ-শ্রবণাদি ব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হয় এবং উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতি উৎপাদন করে। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উ, নী, স্থা ২৬॥" ব্রজসুন্দরীদিগের (ললনাদিগের) চিত্তে এই প্রেম স্বয়ংসিদ্ধ—অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান (নিষ্ঠ—নিত্য স্থিতিশীল)। প্রকটলীলায় তাঁহাদের স্বরূপাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও এই প্রেম কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকেনা; ইহা তাঁহাদের চিত্তে যেন ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, কাহাকে পাওয়ার জন্য যেন সর্ব্বদা আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে;

না সো রমণ না হাম রমণী। | দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে যেন তাঁহাদের সাক্ষাতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন ; স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই **প্রেম স্বয়ং উদ্বুদ্ধ—প্রজ্বলিত**—হইয়া উঠে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ কে, কি তাঁহার গুণাদি—তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুই জানেন না। এই **ললনানিষ্ঠ** প্রেমের চরম-নিধান হইলেন শ্রীশ্রীরাধারাণী। শ্রীরাধা এবং তাঁহার যূথের গোপসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি এতই গাঢ়—সান্দ্র—যে, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বলবতী বাসনায় ইহা তাঁহাদের বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা-ধৈর্য্যাদিকে পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করাইতে সমর্থা ; তাই ইহাকে সমর্থা-রতিও বলা হয়। এই সমর্থারতিমতী শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীদিগের ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিব্যতীতও তাঁহার সম্বন্ধীয় কোনও বস্তুর (তাঁহার নামের, তাঁহার কণ্ঠস্বরের, তাঁহার বংশীধ্বনির, তাঁহার স্ফূর্তিপ্রাপ্ত রূপের বা তৎসম্বন্ধি অন্য কোনও বস্তুর) সহিত সামান্য-মাত্র সম্বন্ধ ঘটিলেও তাঁহাদের নিজসম্বন্ধীয় বেদধর্ম্ম-কুলধর্ম্মাদিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দেয়, সেই প্রেম স্বয়ং সান্দ্রতম—নীরন্ধ্র—হইয়া উঠে ; তখন তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনার (যাঁহার শব্দাদির সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার সুখোৎপাদন-বাসনার) মধ্যে অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ লাভ করিতে পারেনা। "স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ। সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সন্দ্রতমা মতা ॥ উ, নী, স্থা, ৩৮ ॥" গীতের "নয়নভঙ্গ ভেল"-বাক্যে এজাতীয় প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতাদি হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার শব্দাদির সামান্য-শ্রবণাদি মাত্রেই, তৎক্ষণাৎ, চক্ষুর পলক-পরিমিত সময়ের মধ্যেই, চিত্তস্থিত অনাদিসিদ্ধ প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। "নয়ন-ভঙ্গ ভেল"-বাক্যে মঞ্জিষ্ঠারাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে।

অনুদিন—দিনের পর দিন ; প্রতিদিন ; নিরবচ্ছিন্নভাবে। **বাড়ল**—বৃদ্ধি পাইল। "অনুদিন বাড়ল"-বাক্যে মঞ্জিষ্ঠা-রাগের অনুদিনবর্দ্ধনত্ব সূচিত হইতেছে। **অবধি**—সীমা। **নাগেল**—পাইলনা। শ্রীরাধা বলিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার যে রাগ (অনুরক্তি) জন্মিয়াছিল, তাহা দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; কিন্তু এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও ইহা কোনও সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই ; ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি কখনও স্থগিত হয় নাই। ইহা বিভু বস্তুরই লক্ষণ। "রাধাপ্রেম বিভু, তার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১।৪।১১১ ॥" অনুরাগ চরম-পরিণতি-প্রাপ্ত হইলেও, ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; সুতরাং ইহা যেন কখনও শেষ সীমায় পৌঁছেনা, ইহার শেষসীমা বলিয়াও কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি ॥ ১।৪।১২৪ ॥"

১৫৩। **না**—নহেন। **সো**—সে ; তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। **রমণ**—রতিকর্ত্তা নায়ক। **হাম**—আমি অর্থাৎ শ্রীরাধা। **রমণী**—রতিসম্পাদিনী নায়িকা। **দুঁহুমন**—দোঁহাকার চিত্তকে ; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের চিত্তকে। **মনোভব**—মনে যাহার উদ্ভব (ভব) বা জন্ম ; বাসনা ; পরস্পরকে সুখী করার বাসনা। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার বাসনা এবং শ্রীরাধাকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা। পরস্পরের প্রতি উভয়ের প্রীতি বা প্রেম। শ্রীরাধার মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই। তাঁহাদের প্রীতি পারস্পরিকী। **পেষল**—পেষণ করিয়া এক করিয়া দিল। **জানি**—যেন। পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গালিয়া বা পিষিয়া যেন এক করিয়া দিল, অভিন্ন করিয়া দিল, উভয়ের মনের বাসনার পার্থক্য যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিল। অথবা, **জানি**—জানিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি—পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গালিয়া বা পিষিয়া এক করিয়া দিল।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে—প্রেম নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষণের পর ক্ষণ, দিনের পর দিন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে। অর্থাৎ, বিলাসাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের বাসনা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাও কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে ; মিলন

এ সখি ! সে-সব প্রেমকাহিনী। | কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি ॥ ১৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়া গেলেও এবং মিলনে সম্ভোগাদি হইয়া গেলেও সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত উৎকণ্ঠা বিন্দুমাত্রও প্রশমিত হয় না, বরং আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে ; বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ। "তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।" শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বর্দ্ধনশীলা এই বলবতী উৎকণ্ঠা স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের মনেও তদনুরূপ উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তোলে—শ্রীরাধার প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত। নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধনশীলা উভয়ের এইরূপ উৎকণ্ঠা যখন সর্ব্বাতিশায়িরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন বিলাসাদিদ্বারা পরস্পরকে সুখী করার বাসনাদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েন এবং বিলাস-সুখে নিমগ্ন হয়েন, তখনও উপশান্তিহীন ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ সঙ্গমসুখকেও তাঁহারা স্বাপ্নিক বলিয়া মনে করেন, মিলনেও বিচ্ছেদের ভ্রম জন্মে॥ তখন পরস্পরের সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ একমাত্র বিলাস-ব্যাপারেই তাঁহাদের নিবিড়-তন্ময়তা জন্মে। এই বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ বিলাসব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সমস্ত চিত্তবৃত্তি তখন কেন্দ্রীভূত হয় একমাত্র বিলাস-ব্যাপারে। তখন তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে রমণ বা কান্ত—এইরূপ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না, শ্রীরাধার মনেও থাকে না এবং শ্রীরাধা যে রমণী বা কান্তা—এইরূপ জ্ঞানও শ্রীরাধার মনেও থাকেনা, শ্রীকৃষ্ণের মনেও থাকে না। এইরূপ অবস্থার কথাই পরবর্ত্তীকালে শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"সখি ন সো রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়ো রাস্তে। প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥ অথবা অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা॥—হে সখি, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রমণ, আর আমি রমণী—এই ভেদবুদ্ধি তখন আমাদের ছিল না ; কারণ, দুরন্ত মদন বলপূর্ব্বক যেন প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষিত করিয়াছিল। অথবা, সেই সময়ে, 'আমি কান্তা এবং তুমি কান্ত'—এইরূপ বুদ্ধি ছিল না ; যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়াতে 'তুমি ও আমি—এই ভেদবুদ্ধিও আমাদের উভয়ের বিনষ্ট হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥" গীতের "না সো রমণ"-ইত্যাদি আলোচ্য পয়ারেও এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরবর্ত্তী "রাধায়া ভবতশ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত "নির্ধূতভেদভ্রমম্" অবস্থার কথা, বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিত্তের "পরৈক্যের" কথাই বলা হইয়াছে। যে বিলাসে এইরূপ অবস্থা জন্মে, তাহাতেই বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই প্রেমজনিত-বিলাসের চরম-পরিপক্কতা—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত। রায়-রামানন্দের গীতাটীর মধ্যে এই পয়ারটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক।

১৫৪। **এ সখি**—হে সখি। **সে-সব প্রেমকাহিনী**—"পহিলহি রাগ" হইতে "পেষল জানি" পর্য্যন্ত পয়ার-দ্বয়োক্ত প্রেমের কথা। **কানুঠামে**—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। কানু—কানাই, কৃষ্ণ। **কহবি**—বলিবে। **বিছুরহ জানি**—যেন বিস্মৃত হইও না ; ভুলিয়া যাইওনা যেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পূর্ব্বোদ্ধৃত (২।৮।১৫০ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত) "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি" (৭।১৬-১৭) উক্তি হইতে জানা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন এই গীতোক্ত কথাগুলি তাঁহার নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজের একজন দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই দূতীরূপ সখীকে লক্ষ্য করিয়াই মথুরায় যাওয়ার প্রাক্কালে—যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কি কি কথা বলিতে হইবে, শ্রীরাধা তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেছিলেন, তখন—শ্রীরাধা এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—সখি, স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ যে প্রেম দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছিল, যে স্তরে এই ব্রজে আমাদের মিলনে পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ আমাদের পরৈক্য জন্মিয়াছিল বলিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে—কে রমণ, আর কে রমণী—এই জ্ঞানটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রেমের কথা তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবে ; দেখিও যেন ভুলিয়া যাইওনা।" "যেন ভুলিয়া যাইওনা" কথা বলার ব্যঞ্জনা

না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন। | দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

এই যে—“এমন ক্রম-বর্দ্ধমান্ প্রেমের কথা, এমন ভেদজ্ঞান-রাহিত্য-জনিকা বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় অবস্থান করিতে পরিয়াছেন, সেই বিস্মরণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ; দেখিও, তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না। অথবা, মথুরারই বুঝিবা এমন কোনও এক অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, যে সেখানে যায়, সে-ই পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়; নচেৎ আমার এমন নাগর, সেখানে গিয়া পূর্ব্বের মিলন-কথা সমস্তই এমন ভাবে ভুলিয়া যাইবেন কেন? তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ; দেখিও, স্থানের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি ভুলিয়া যাইও না।” এই “বিছুরহ জানি”-কথাটী শ্রীরাধার বক্রোক্তি।

১৫৫। **না খোঁজলু দূতী**—কোনও দূতীকে খুঁজি নাই। সখি, যে প্রেমের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেম উদ্‌বুদ্ধ করাইবার জন্য, বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য কোনও দূতীর অনুসন্ধান করি নাই; তজ্জন্য কোনও দূতীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় নাই। **না খোঁজলু আন**—দূতীর অনুসন্ধান তো করিই নাই, মিলন ঘটাইবার জন্য অপর (আন) কাহারও অনুসন্ধানও করি নাই। আমাদের মিলন ঘটাইবার জন্য অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। তবে কিরূপে মিলন সংঘটিত হইল? তাহাই বলিতেছেন—**দুঁহুকেরি মিলনে**—আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে, **মধ্যত**—মধ্যস্থ ছিলেন **পাঁচবাণ**—পঞ্চশর, বা কন্দর্প, বা কাম; পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমাদের তীব্র বাসনা (২।৮।৮৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার যেমন বলবতী উৎকণ্ঠা, শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ উৎকণ্ঠা। ইহাও মঞ্জিষ্ঠারাগের লক্ষণ (২।৮।১৫২-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত উ. নী. স্থা. ৯৭-শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই মঞ্জিষ্ঠারাগ শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যেই বিরাজিত। অবশ্য শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগ বর্দ্ধিত হইয়া মাদনাখ্য-মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জিষ্ঠারাগ সেই পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয় না; যেহেতু, আশ্রয়ে প্রেমের যেরূপ বিকাশ হয়, বিষয়ে সেরূপ হয় না; শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া প্রেমের চরমতম বিকাশেরও আশ্রয়; আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সেই প্রেমের বিষয় মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। “সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১।৪।১১৪ ॥”

যাহাহউক, শ্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন—“শুন সখি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আমি এই উভয়ের প্রথম মিলনের জন্য আমাদিগকে দূতী বা অন্য কাহারও সহায়তার অন্বেষণ করিতে হয় নাই। একজনের মধ্যেই যদি মিলনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে তাহাহইলেই মিলনের নিমিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়; যাঁহার মধ্যে মিলন-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তিনিই দূতী বা অপর কাহারও আনুকূল্য খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যেই যদি বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তাহা হইলে আর তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয় না; উভয়ের আকর্ষণই তাঁহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। আমাদের মিলনও ঘটাইয়া দিয়াছিল—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত পরস্পরের বলবতী উৎকণ্ঠা।”

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত রূপই যদি হইবে, তাহা হইলে দূতীর কথা গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কেন? সখীদের এবং বংশীধ্বনিরও দৌত্যের কথা শুনা যায় কেন? উত্তর বোধ হয় এই। মিলন-বাসনাই মিলনের মুখ্য হেতু। যদি একজনের মধ্যেই মিলন-বাসনা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মিলন-বাসনাহীন জনের নিকট যাইয়া অপর জনের রূপ-গুণাদির কথা, মিলনের নিমিত্ত অপর জনের উৎকণ্ঠার কথা জানাইয়া মিলন-বাসনাহীন জনকে মিলনের জন্য প্ররোচিত করিয়া তাঁহার চিত্তে মিলন-বাসনা জাগাইয়া মিলন সংঘটিত করিতে পারে; তাহা হইলেই বলা যায় যে, এই তৃতীয় ব্যক্তিই মিলন-সংঘটনের মুখ্য

অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। | সুপুরুখ-প্রেম কি ঐছন রীতি ॥ ১৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হেতু। আর উভয়ের মধ্যেই যদি পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা থাকে, তাহাহইলে এই উৎকণ্ঠাই হইবে মিলনের মুখ্য হেতু; এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইবে উপলক্ষ্য মাত্র—মুখ্য হেতু নয়। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য যখন উভয়ের মধ্যেই বলবতী লালসা জাগে, তখনই উভয়ের আন্তরিক মিলন সংঘটিত হয় এবং এই আন্তরিক মিলনই বাস্তব-মিলন; ইহার জন্য কোনও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। বাহিরের মিলনের জন্য সময় সময় তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়—মিলনের স্থান ও সময়াদি জ্ঞাপনার্থ; অথবা প্রেমের স্বভাববশতঃ পরস্পরের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত যদি প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বাম্য বক্রতাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দূরীকরণার্থ। এ-সকল কাজ হইল মিলনের আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, বাস্তব আন্তরিক মিলনকে বাহিরে রূপায়িত করার উপলক্ষ্যমাত্র। সুতরাং যে দূতী-আদির কথা শুনা যায়, তাঁহারা হইলেন মিলনের উপলক্ষ্য বা গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ হইল পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত পরস্পরের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্বুদ্ধ বলবতী বাসনা। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"না খোঁজলু দূতী" ইত্যাদি।

এই পয়ারে ললনানিষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা-রাগের নিরুপাধিত্ব, বা অনন্ত-সাপেক্ষত্ব, বা স্বতঃ উদ্বুদ্ধত্ব সূচিত হইয়াছে।

১৫৬। **অব**—অধুনা, এক্ষণে। **সোই**—সেই শ্রীকৃষ্ণ; দূতী বা অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীতই, কেবলমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই, যিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিরাগ**—বিগত হইয়াছে রাগ (অনুরাগ) যাঁহা হইতে; অনুরাগশূন্য। যেই রাগের (অনুরাগের) প্রভাবে অপর কাহারও সহায়তা ব্যতীতও তিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সেই অনুরাগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই, হে সখি, **তুঁহু ভেলি দূতী**—তোমাকে দূতী হইতে হইল; দূতীরূপে তোমাকে আমার তাঁহার নিকটে পাঠাইতে হইতেছে, তাই তোমাকেও আমার দূতীর কাজ করিতে হইতেছে। তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বের সেই অনুরাগ এখনও যদি থাকিত, তাহা হইলে আর তোমাকে দূতীর কাজ করিতে হইত না; কারণ, পূর্ব্বে যখন অনুরাগ ছিল, তখন দূতী ব্যতীতই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। এস্থলে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এখন আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের অনুরাগ নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে পারিয়াছেন এবং মথুরায় যাইয়াও আর ফিরিয়া আসিতেছেন না; ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এখন আর বলবতী বাসনা নাই; থাকিলে তিনি মথুরায় থাকিতে পারিতেন না। তাই, পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীরাধার সহিত মিলনের বাসনা জাগ্রত করিবার জন্য শ্রীরাধা এই দূতীকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া মথুরায় পাঠাইতেছেন।

কিন্তু শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই দূতীকে পাঠাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চিত্তে এখনও পূর্ব্বেরই ন্যায় বলবতী লালসা আছে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ইহা দ্বারা মঞ্জিষ্ঠারাগের অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

সুপুরুখ প্রেমকি—সুপুরুষের প্রেমের। **ঐছন রীতি**—এইরূপ রীতি। সুপুরুষের (উত্তম বিদগ্ধ নাগরের) প্রেমের এইরূপই নিয়ম! ইহা পরিহাসোক্তি। ব্যঞ্জনা এইযে, অনুরাগের প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হইয়া পরে সেই অনুরাগকে হারাইয়া ফেলা বিদগ্ধ-নাগরের প্রেমের রীতি নহে।

রায়-রামানন্দকৃত এই গীতটীর প্রকরণ-সম্বন্ধে—ইহা কোন্ বিষয়ের গীত, সেই সম্বন্ধে—মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে ইহা মাথুর-বিরহের গীত। "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতের টীকার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপক্রমে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"পহিলহি"-ইতি। মথুরাবিরহবত্যাঃ শ্রীরাধায়া উক্তিরিয়ম্; ইহা মাথুর-বিরহবতী শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে শ্রীরাধার যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ, তাহাই মাথুর-বিরহ।

(খ) কবিকর্ণপূরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের যে উক্তির (৭।১৬-১৭) কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায়, ইহা মাথুর-বিরহেরই গীত। কবিকর্ণপূর বলেন—এই গীতোক্ত কথাগুলি মথুরার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা এক দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। (কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে এই গীতের মর্ম্মই সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন)।

প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা যদি মাথুর-বিরহের গানই হইবে, তাহাহইলে গীতরচয়িতা স্বয়ং রায়-রামানন্দ কেন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণরূপে এই গীতটী মহাপ্রভুর নিকটে উল্লেখ করিলেন? উত্তর এই হইতে পারে—এই গীতটীর অন্তর্গত "না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"—ইত্যাদি বাক্যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য বা পরৈক্যের ইঙ্গিত আছে বলিয়াই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণে এই গীতটী উল্লিখিত হইয়াছে। "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি বাক্য ভেদজ্ঞান রাহিত্যসূচক বা পরৈক্যসূচক নহে বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত জ্ঞাপকও নয়; সুতরাং গীতটী সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তক-সূচক না হইলেও "না সো রমণ" ইত্যাদি বাক্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচক।

(গ) শ্রীলরাধামোহন-ঠক্কুর-মহাশয় তাঁহার "পদামৃত-সমুদ্র"-নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে কলহান্তরিতা-প্রকরণেই এই গানটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্রে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে গানটী আছে, তাহার সহিত ইহার একটু সম্বন্ধ আছে; তাই সেই গানটী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এক দূতী আসিয়া শ্রীরাধিকাকে বলিল—"শুনহ রায়ানঝি। লোকে না বলিবে কি?॥ মিছাই করলি মান। তো বিনে জাগল কাণ॥ আনত সঙ্কেত করি। তাঁহা জাগাইলে হরি॥ উলটি করসি মান। বড়ু চণ্ডীদাস গান॥—রাধে! লোকে শুনিলে কি বলিবে বলত? মিছামিছি—অকারণে—তুমি মান করিয়াছ। তোমার বিরহে কৃষ্ণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন। তুমিই সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে আনিলে, আনিয়া তুমি তাঁহাকে আবার সমস্ত রাত্রি ভরিয়া জাগাইলে! আবার উল্টা তুমিই মান করিলে!!" দূতীর এই উক্তি শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"পহিলহিরাগ—" ইত্যাদি। "বহুদিন একসঙ্গে মিলামিশার পরে একটু সাময়িক বিচ্ছেদ হওয়াতেই কৃষ্ণ এখন তোমাকে দূতী করিয়া আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।—আমাদের মিলন করাইয়া দেওয়ার জন্য। কিন্তু দূতী শুন বলি। যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও জানা শুনাই ছিল না, তখন আমাদের মিলাইবার জন্য তো কোনও দূতীরই দরকার হয় নাই! কেবল চোখের দেখা-দেখিতেই—চারি চোখের মিলনেই—আমাদের পূর্ব্বানুরাগ, পরস্পরের প্রতি আমাদের আসক্তি, জন্মিয়াছিল; সেই অনুরাগ আপনা আপনিই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল—কখনও শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। তাহা বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় আসিয়াছিল, যাহাতে আমাদের পরস্পরের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল—উভয়ের মিলনে বিলাসৈকতন্ময়তাবশতঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে কে রমণ, আর কে-রমণী সেই অনুসন্ধান বা সেই অনুভবই ছিল না; এই অবস্থা দেখিয়া কন্দর্প আমাদের উভয়ের মনকে পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছিল। সখি! এ সকল কথা কানুর নিকটে বলিবে—দেখিও যেন ভুলিয়া যাইওনা। এরূপ অবস্থা যে আমাদের হইয়াছিল—তাহার জন্য তো কোনও দূতী বা অন্য কাহারও সহায়তা বা মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় নাই—পঞ্চবাণের মধ্যস্থতাতেই আমাদের উভয়ের মিলন হইয়াছিল। এখন তাঁহার সেই অনুরাগ নাই—তাই তোমাকে দূতী করিয়া পাঠাইয়াছেন। হাঁ, সুপুরুষের প্রেমের রীতিই বুঝি এইরূপ।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কলহান্তরিতা নায়িকার লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। "যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥ অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ॥ নায়িকাভেদ।৪৮॥—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে নায়িকা সখিজনের সমক্ষে পাদ-পতিত বল্লভকে রোষের সহিত বর্জ্জন করিয়া পরে তাপ অনুভব করেন, তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলে (কলহবশতঃ যাঁহার অন্তর বা ভেদ—বিচ্ছেদ—জন্মিয়াছে, তিনি কলহান্তরিতা)। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ-শ্বাস-আদি কলহান্তরিতার লক্ষণ।" উজ্জ্বল-নীলমণিতে কলহান্তরিতার যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীরাধা বলিলেন, "হে সখিগণ, আমার কি দুরদৃষ্ট দেখ (গ্লানি ও সন্তাপ), শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালা আনিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছি; তাঁহার চাটুবচনে কর্ণপাত করি নাই; তিনি আমার চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন, আমি তাহাতেও তাঁহার প্রতি একবার দৃক্‌পাত করি নাই। এই সকল অপরাধে আমার মন পাকার্থ মৃণ্ময়পাত্রে স্থাপিত স্বর্ণরজতাদির ন্যায় যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে।"

রায়-রামানন্দের গীতে কলহান্তরিতার উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট না হইলেও পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত এই গীতটীর পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বোদ্ধৃত "শুনহ রায়ান ঝি"-ইত্যাদি গানটীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিবেচনা করিলে, রামানন্দের গীতটীকে কলহান্তরিতা-প্রকরণে সন্নিবিষ্ট করার পক্ষে শ্রীপাদ রাধামোহন-ঠক্কুরের মনোভাব নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠার ফলে শ্রীকৃষ্ণ একজন দূতীকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। (গীতোক্ত দূতী যে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিতা দূতী, শ্রীলঠক্কুরমহাশয় গীতের টীকায় তাহা লিখিয়াছেন)। কিন্তু তখনও শ্রীরাধার মান সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় নাই; তাই তিনি দূতীর নিকটে গীতোক্ত বক্রোক্তিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বক্রোক্তি মানবতী ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ। "ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্॥ উঃ নী. নায়িকা। ২২॥" উল্লিখিত ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণে বক্রোক্তি-প্রয়োগের সময়ে অশ্রুর কথা দৃষ্ট হয় (সবাষ্পম্); কিন্তু রামানন্দের গীতে শ্রীরাধার অশ্রুর কথা নাই; কিন্তু ইহারও সমাধান আছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ধীরাধীরা নায়িকার উদাহরণস্থলে "তামেব প্রতিপণ্যকামবরদাং সেবস্ব"-ইত্যাদি ২৩শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ধীরাধীরা নায়িকা দুই রকমের; এক রকমে ধীরতাংশের আধিক্য, আর এক রকমে অধীরতাংশের আধিক্য; যখন অধীরতাংশের আধিক্য থাকে, তখন অশ্রুর অভাব থাকিতে পারে। রামানন্দের গীতে মানবতী শ্রীরাধাতে অধীরতাংশেরই আধিক্য বলিয়া নয়ন-বাষ্পের অভাব। এট গীতের টীকায় শ্রীপাদ-ঠক্কুর মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইতেছে। "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদিই শ্রীরাধার বক্রোক্তি। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দূতীপ্রেরণেই বুঝা যায়, তাঁহার চিত্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে; সুতরাং শ্রীরাধার প্রতি তিনি বিরাগ—অনুরাগশূন্য—নহেন; তথাপি মানের স্বাভাবিক কৌটিল্যাদিবশতঃ শ্রীরাধা তাঁহাকে "বিরাগ" বলিয়াছেন।

শ্রীলরাধামোহনঠক্কুর গীতের "পহিলহি রাগ"-পদের অর্থ করিয়াছেন—পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগের পারিভাষিক অর্থ ধরিলে এই গীতের সহিত সঙ্গতি থাকে না। পারিভাষিক পূর্ব্বরাগের লক্ষণ এইরূপ। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ উ. নী. শৃঙ্গারভেদ। ৫॥—সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে যে রতি জন্মে, তাহা যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া আস্বাদময়ী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। ইহা বিপ্রলম্ভেরই এক বৈচিত্রী। রামানন্দের গীতের "পহিলহি রাগ" দর্শন-শ্রবণাদিজাত নহে, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে পারিভাষিক পূর্ব্বরাগ বলা যায় না। শ্রীলঠক্কুর-মহাশয় বোধ হয় "পূর্ব্বরাগ"-শব্দে পূর্ব্বে (সর্ব্ব প্রথম) জাত বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত রাগের কথাই বলিয়াছেন।

যাহা হউক, এই গীতটী কলহান্তরিতার গীত হইলেও "না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যে "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-ই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে প্রসঙ্গে এই গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গানটীর মর্ম্ম বিবেচিত হইলে ইহাকে হয়তো মাথুর-বিরহের বা কলহান্তরিতার গানও বলা যাইতে পারে; তথাপি কিন্তু "না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(ঘ) কেহ কেহ মনে করেন—রায়-রামানন্দ যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের উদাহরণরূপেই এই গীতটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন সমগ্র গানটীই—তাহার কেবল অংশমাত্র নহে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তদ্যোতক। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে এই যে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে ঐক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য; কিন্তু গীতটীর শেষ দিকে "এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী" এবং "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে ঐক্য বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা নাই; আছে বরং ভেদজ্ঞানের কথা। এই ভেদজ্ঞান-সূচক কথাগুলি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক নয় বলিয়া সমগ্র গানটীই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক কিরূপে হয়? এই গীতটীর অন্তর্গত "না সো রমণ"-ইত্যাদি ঐক্যবাচক—সুতরাং প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক—বলিয়াই রামানন্দ তাঁহার পূর্ব্বরচিত এই গীতটী প্রভুর নিকটে উল্লেখ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়, গীতটী সমগ্রভাবেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচায়ক; মঞ্জিষ্ঠারাগের চরমতম পরিণামেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন গীতটী সমগ্রভাবেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—শ্রীরাধা যখন মঞ্জিষ্ঠারাগবতী, বিরহে বা মিলনে সকল অবস্থাতেই তাঁহার মধ্যে মঞ্জিষ্ঠারাগ থাকিবে এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় সকল ভাবের পদেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। মাদনে মঞ্জিষ্ঠারাগের চরমতম বিকাশে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব হইলেও মঞ্জিষ্ঠারাগই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ নয়; সুতরাং গীতটীর সকল পদেই মঞ্জিষ্ঠারাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহা সমগ্রভাবে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বাচক, একথা বোধ হয় বলা যায় না।

(ঙ) কেহ কেহ বলেন, এই গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাব-দ্যোতক; মাদনের চরমতম বিকাশেই যখন প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্ভব, তখন সমগ্র গীতটীকে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের দ্যোতকও বলা যায়। কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত (ঘ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আপত্তিগুলির অবকাশ যেন থাকিয়া যায়।

যাহা হউক, এই **গীতটীর মাদনাখ্য-মহাভাব-সূচক অর্থও** হইতে পারে, পূর্ব্বে যেমন মঞ্জিষ্ঠারাগ-সূচক অর্থের কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ। কিন্তু সমগ্র গীতটী মাদনাখ্য-মহাভাবসূচক হইলেও মাদনের চরমতম-পরিণতিতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে—"না সো রমণ"-ইত্যাদি বাক্যেই। এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবদ্যোতক অর্থ বিবৃত হইতেছে।

পহিলহি, রাগ ও নয়নভঙ্গ প্রভৃতি শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। কটাক্ষ-পরিমিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের যে অভিব্যক্তি, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীরাধিকাদির প্রেমসম্বন্ধে একটী কথা জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণকান্তাগণের—মহিষীগণের কি ব্রজসুন্দরীগণের—প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান; অপ্রকট-লীলায় এই প্রেম নিত্যই অভিব্যক্তিময়; কিন্তু প্রকট-লীলায় নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রেম প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে; কান্তার স্বরূপভেদে এই প্রচ্ছন্নতার পরিমাণেরও পার্থক্য আছে। রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ প্রকটলীলায় যখন কুমারী ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রেম উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—কিম্বা কোনও অজ্ঞাত প্রিয়তমের প্রতি—তাঁহাদের প্রাণের কোনও আকর্ষণের অনুভূতি তাঁহাদের ছিল না; শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি-শ্রবণকে হেতু করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাদের অনুভূতি জন্মে এবং তাঁহাদের চিত্তে তদনুরূপ প্রেমও উদ্ভূত হয়; তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের চিত্তে প্রেমের কোনওরূপ অস্তিত্ব তাঁহারা অনুভব করেন নাই, সুতরাং প্রেমের তাড়নায় চিত্তের কোনওরূপ আকুলি-বিকুলিও তখন তাঁহাদের ছিলনা—এতই বেশী ছিল তখন তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রচ্ছন্নতা। বস্তুতঃ সমঞ্জসা-রতির ধর্ম্মবশতঃই এরূপ প্রচ্ছন্নতা সম্ভব হইয়াছিল (২।২৩।৩৭ পয়ারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধিকাদি-ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতির প্রচ্ছন্নতা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ-সম্বন্ধের কথা ব্রজসুন্দরীগণ ভুলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রেম, সেই প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত ছিল—অবশ্য নির্বাতস্থানে নিস্তরঙ্গ-নদীর ন্যায় উচ্ছ্বাসহীন অবস্থায়। তাঁহাদের চিত্তে সদাজাগ্রত এই প্রেমের বিষয় যে কে, তাহা ব্রজসুন্দরীগণ জানিতেন না; তথাপি কিন্তু প্রেমজনিত প্রাণের আকুলি-বিকুলি তাঁহারা অনুভব করিতেন; কাহার জন্য এই আকুলি-বিকুলি, কাহার জন্য প্রাণের এই আকর্ষণ, কে তাঁহাদের সেই প্রিয়তম, তাহা তাঁহারা অবশ্য জানিতেন না। এইরূপ আকর্ষণ চুম্বকের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় স্বাভাবিক। দুইটী চুম্বক যদি একই স্থানে থাকে, উভয়টী প্রচ্ছন্ন থাকিলেও একটী অপরটীকে আকর্ষণ করিবেই। একস্থানে যদি একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত বড় চুম্বক থাকে এবং তাহারই নিকটে যদি একটী ছোট চুম্বককে আনা যায় এবং একটী কাঁটার উপর অবস্থিত থাকিয়া যদি ছোট চুম্বকটী চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, তাহাহইলে দেখা যাইবে—ছোট চুম্বকটীকে যে অবস্থাতেই রাখা যাউক না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহা প্রচ্ছন্ন বড় চুম্বকটীর দিকেই মুখ করিয়া অবস্থান করিবে। ছোট চুম্বকটীর যদি জ্ঞান থাকিত, ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহাহইলে প্রচ্ছন্নত্ববশতঃ বড় চুম্বকটীকে দেখিতে না পাওয়া সত্ত্বেও এবং কোনও একটী চুম্বক-কর্ত্তৃক যে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা না-জানাসত্ত্বেও ছোট চুম্বকটী বুঝিতে পারিত যে, তাহা ঐ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে—কেন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্য বুঝিতনা। ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেমও এইরূপ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্বে—এমন কি তাঁহাকে দর্শন করার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু শ্রবণ করার পূর্ব্বেও কোনও এক অজ্ঞাত অশ্রুত প্রিয়তমের জন্য তাঁহাদের চিত্তে একটা আকর্ষণের স্রোত বহিয়া যাইত; নিস্তরঙ্গ-নদীর তরঙ্গ থাকেনা বটে; কিন্তু সমুদ্রাভিমুখে তাহার স্রোতের যেমন একটা গতি থাকে; তদ্রূপ, ব্রজসুন্দরীদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রেমেরও তখন উচ্ছ্বাস ছিল না বটে; কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত-অশ্রুত প্রিয়তমের দিকে তাহার গতি ছিল। ব্রজ-ললনাগণে এই প্রেম নিত্য বিরাজিত; তাই তাঁহাদের প্রেমকে ললনানিষ্ঠ প্রেম বলে। "স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ। অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থা. ২৬॥" পুরুষ-বিষয়ে স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ যে আকর্ষণ থাকে, ইহা সেই আকর্ষণ নহে; কারণ, দৃষ্ট-শ্রুত অপর কোনও পুরুষ-প্রবরের রূপ-গুণাদিতেও ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতনা এবং তাদৃশ কোনও পুরুষের দর্শনে বা তাহার রূপ-গুণাদির কথাশ্রবণে তাঁহাদের চিত্তের প্রেমজনিত আকুলি-বিকুলিও প্রশমিত হইতনা; অধিকন্তু, তাঁহাদের এই প্রেম এতই শক্তিমান্ ছিল যে, এই প্রেম তাঁহাদের অজ্ঞাত-অশ্রুত-অদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেও যেন তাঁহাদের চিত্তের সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করাইত এবং এইরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের অভিমুখেই তাঁহাদের প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিত।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, কাহার জন্য প্রেমবতীর এই প্রেমজনিত চিত্তের আকুলি-বিকুলি, তাহা জানা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি কোনও বস্তুর সহিত সামান্যমাত্র সম্বন্ধ জন্মিলেই—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ, কি তাঁহার নাম শ্রবণ, কি তাঁহার চিত্রপটদর্শনাদি মাত্রেই—এই প্রেম আপনা-আপনিই হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। তাই শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া স্বীয় অন্তরঙ্গা সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন—"সখি, একজন পুরুষের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রে আমার বুদ্ধিলোপ ঘটিল; আর এক জনের বংশীধ্বনি আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা-পরম্পরা জন্মাইল; চিত্রপট দর্শনমাত্রে অপর একজনের স্নিগ্ধ-জলদকান্তি আমার মনে সংলগ্ন হইল। ধিক্ আমাকে। একে তো পরপুরুষে রতি, তাতে আবার তিনজন পুরুষের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব আমার মরণই শ্রেয়ঃ। একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম্। সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ॥ এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি র্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ। কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীম্॥ বিদগ্ধমাধব।২।১৯॥" 'কৃষ্ণ' এই নাম, বংশীধ্বনি এবং চিত্রপট—এই তিনটী বস্তু যে একই জনের, শ্রীরাধা তাহা জানেন না; যেহেতু তখনও সেই ব্যক্তির সাক্ষাদ্দর্শন তিনি পায়েন নাই, কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কিছু তখনও তিনি শুনেন নাই। অথচ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐ তিনটী বস্তুর যে কোনও একটী শ্রীরাধার ইন্দ্রিয়-পথবর্ত্তি হওয়ামাত্রেই—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে—তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম আপনা-আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললনানিষ্ঠ প্রেম যে স্বয়ংই উদ্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল"-পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। "না খোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।"—এই পয়ারে উল্লিখিত তথ্যটী আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রেম ললনানিষ্ঠস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্ত, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করাইবার নিমিত্ত, কোনও দূতীরও প্রয়োজন হয় নাই, কুব্জাদির ন্যায় রূপদর্শনের, কিম্বা রুক্মিণ্যাদির ন্যায় গুণাদি-শ্রবণেরও প্রয়োজন হয় নাই; ইহা স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ। **মধ্যত পাঁচ বাণ**—পঞ্চবাণই উভয়ের মিলনে মধ্যস্থ-স্বরূপ। **পঞ্চবাণ**—কাম; ব্রজ-সুন্দরীদের প্রেমই কাম-নামে অভিহিত হয়; সুতরাং এস্থলে পাঁচবাণ শব্দে প্রেমই সূচিত হইতেছে। শ্রীরাধার হৃদয়ে যে ললনানিষ্ঠ প্রেম নিত্য বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার নিমিত্ত—সেই প্রেমই যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন; এই প্রেমই স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার, কিম্বা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরাধার চিত্তপটে শ্রীকৃষ্ণকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করাইয়া দিয়াছিল। অন্যের প্রেম অপেক্ষা শ্রীরাধাপ্রমুখ ব্রজসুন্দরীদের প্রেমের এই একটী অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা, ইহা তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য; সমর্থা-রতির স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ। (১৫২ ও ১৫৫ পয়ারে শ্রীরাধার প্রেমের এই ললনা-নিষ্ঠ-স্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে)।

এই ললনানিষ্ঠ প্রেমের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত এই প্রেম সম্বন্ধাদির বা অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার"—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছার—নামই প্রেম; শ্রীরাধিকাদির মধ্যে এই প্রেম ললনানিষ্ঠ বলিয়া ইহার উন্মেষের জন্য যেমন রূপদর্শন বা গুণশ্রবণাদির কোনও অপেক্ষা নাই, ইহার সেবার নিমিত্তও অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকিতে পারে না—দাস-সখা-পিতামাতাদির ন্যায় সম্বন্ধের অপেক্ষা বা মহিষী-আদির ন্যায় স্বজন-আর্য্যপথাদির অপেক্ষা ললনানিষ্ঠ প্রেমবতী শ্রীরাধিকাদির নাই। বেগবতী স্রোতস্বতী যেমন সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, অপ্রতিহত-শক্তিসম্পন্ন ললনানিষ্ঠ প্রেমও স্বজন-আর্য্যপথাদির বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম—তৎসমস্তকে তৃণবৎ উপেক্ষা—করিয়া প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে তৎপর হয়। সম্বন্ধানুরূপ সেবায় সম্বন্ধের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করা চলে না; তাই তাহা নির্বাধ নহে; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমের সেবা সম্যক্‌রূপে বাধাশূন্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যাহা কিছুর প্রয়োজন, তাহাই এই প্রেম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। পিতামাতা-দাস-সখা-মহিষী-আদির বেলায় আগে সম্বন্ধ, তারপর সম্বন্ধানুরূপ সেবা; তাই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিকে সম্বন্ধানুগা বলে; কিন্তু ললনানিষ্ঠ-প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীদের বেলায় আগে প্রেম, তারপর সেবা। তাই তাঁহাদের রতিকে বলে কামানুগা বা প্রেমানুগা। সম্বন্ধানুগায় সম্বন্ধই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক; কামানুগায় প্রেমই সেবাবাসনার প্রবর্ত্তক; কৃষ্ণকান্তা বলিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণসেবা অঙ্গীকার করেন নাই; কৃষ্ণসেবার জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; অন্য সম্বন্ধ অঙ্গীকার না করিয়া কান্তাত্ব অঙ্গীকারের হেতু এই যে—এই ভাবেই তাঁহারা কৃষ্ণসেবার নির্বাধ—সীমাহীন—সুযোগ পাইয়া থাকেন (২।২২।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।" এবং "না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন। দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।"—এই বাক্যে যে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইল। উক্ত আলোচনায় প্রেমের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথাই বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাহার পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা স্বল্প—সসীম, তাহার হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে; কিন্তু বৃদ্ধি থাকিলেও ইহা যথেচ্ছ বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভূমা বস্তু বা বিভু বস্তুর কথা অন্যরূপ; বিভুবস্তু পূর্ণ; পূর্ণবস্তুর ধর্ম্ম এই যে—তাহা হইতে যাহা লইয়া যাওয়া যায়, তাহাও পূর্ণ এবং লইয়া যাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।—শ্রুতি।" আমাদের নিকটে ইহা হেয়ালি বলিয়া মনে হইতে পারে, বিশ্বাসের অযোগ্য কথা বলিয়া মনে হইতে পারে; তাহার কারণ এই যে, পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতা নাই; যেবস্তু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই, কিম্বা আমাদের অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিদ্বারাও যে বস্তু সম্বন্ধে আমরা কোনওরূপ ধারণা করিতে পারিনা, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। তথাপি কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য।

বিভু বস্তুর আর একটা অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, যাহা বিভু—পূর্ণ, তাহার আর বৃদ্ধি পাওয়ার অবকাশ নাই; সুতরাং তাহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না; কিন্তু বিভুবস্তুর অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে, স্বরূপে পূর্ণ হইলেও—সুতরাং বর্দ্ধিত হওয়ার অবকাশ না থাকিলেও—ইহা ক্ষণে-ক্ষণেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক; কেবল মাত্র বিভুবস্তুই এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে—অন্য কোনও বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না।

সুতরাং যে স্থলে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে, সেস্থলেই বিভুবস্তুর অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে।

"পহিলহি রাগ"—গীতে যে প্রেমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং তাহা বিভু। গীতের কোন্ পদে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়? "অনুদিন বাড়ল—অবধি না গেল"-পদে। **অনুদিন**—দিনের পর দিন; ক্ষণে ক্ষণে; সর্ব্বদা। **বাড়ল**—বর্দ্ধিত হইল। **অবধি**—সীমা; বৃদ্ধির শেষসীমা। শ্রীরাধার যে ললনা-নিষ্ঠ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্ফূর্ত্তিতেই স্বীয় বিষয়কে জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও কখনও বৃদ্ধির শেষসীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, অনুক্ষণ কেবল বর্দ্ধিতই হইতেছে। ইহা দ্বারাই শ্রীরাধা-প্রেমের বিভুত্ব সূচিত হইতেছে। "রাধাপ্রেম বিভু, যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ ১।৪।১১১॥" ইহার কারণ—বিভুবস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়। রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥ ১।৪।১১০॥" রাধাপ্রেম যে বিভু—সুতরাং পরিমাণে সর্ব্বাতিশায়ী—"অনুদিন বাড়ল"-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। ইহাই এই প্রেমের পরিমাণগত-বৈশিষ্ট্য।

এক্ষণে উক্তপ্রেমের পরিপাকগত-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইতেছে—"না সো রমণ"-ইত্যাদি পদে। **দুহুঁ মন**—উভয়ের মনকে। **মনোভব**—কাম। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—এই প্রমাণবলে ব্রজ-গোপীদের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হয় বলিয়া এস্থলে মনোভব-শব্দেও ব্রজগোপীদের প্রেমকেই বুঝাইতেছে। **অথবা,** মনোভব—মনে যাহা জন্মে; বাসনা; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্তই ব্রজগোপীদিগের একমাত্র বাসনা; তাঁহাদের মনে নিমিষার্দ্ধকালের জন্যও অন্য বাসনা স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মনোভব বলিতে তাঁহাদের তাদৃশী বাসনাকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার নামই প্রেম; সুতরাং মনোভব-শব্দে এস্থলে প্রেমই সূচিত হইতেছে। **পেষল**—পিষিয়া ফেলিল; চন্দন ও কর্পূরকে একত্রে ঘষিয়া পিষিয়া ফেলিলে উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন লোপ পাইয়া যায়, উভয়ে মিলিয়া যেমন শীতল, স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধি একটা জিনিস হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনও প্রেমের প্রভাবে মিলিয়া এক হইয়া গেল। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের রমণী—তাঁহার চিত্তে রমণী-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শ্রীরাধার রমণ—তাঁহার চিত্তেও রমণ-জনোচিত ভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেম-প্রকর্ষের প্রভাবে তাঁহাদের এতাদৃশ বিভিন্ন ভাব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রণয়েরই পরিণাম। প্রণয়ে স্বীয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির ঐক্য ভাবনা করা হয়। প্রণয় যতই গাঢ়তা লাভ করে, এই ঐক্যভাবও ততই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়; প্রেম-পরিপাকের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গাঢ়তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যভাবের গাঢ়তাও বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষকালে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যখন আর কান্তা-কান্তের চিত্তের কোনওরূপ ভেদই লক্ষিত হয় না—যখন তাঁহাদের চিত্তাদির ভেদজ্ঞান নির্ধূত—সম্যক্‌রূপে বিদূরিত—হইয়া যায়। সুতরাং তখন কান্তার চিত্তের রমণী-জনোচিত ভাব এবং কান্তের চিত্তের রমণ-জনোচিত ভাব মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়—উভয়ের চিত্তের কোনওরূপ পার্থক্যই তখন আর লক্ষিত হয় না। এই অবস্থাকেই নির্ধূত-ভেদভ্রমের অবস্থা—যে অবস্থায় ভেদের জ্ঞান তো দূরের কথা, ভেদের ভ্রম পর্য্যন্তও থাকিতে পারেনা, ভ্রমেও ভেদের কথা মনে উঠিতে পারেনা, তাদৃশী অবস্থা বলে। প্রেমের চরম-পরিণাম যে মহাভাব, সেই মহাভাবেরই লক্ষণ এইরূপ অবস্থা। "না সো রমণ"—ইত্যাদি পদে এইরূপ লক্ষণই সূচিত হইয়াছে। এই পদের প্রমাণরূপে পরে "শ্রীরাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী"-ইত্যাদি যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবের লক্ষণ-প্রকাশে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—অগ্নির উত্তাপে গলিয়া দুই খণ্ড লাক্ষা যেমন মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেম-পরিপাকের প্রভাবে শ্রীরাধার এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উত্তাপে লাক্ষা গলিয়া যায়; অল্প উত্তাপে অল্প গলে; অল্প গলিলেও দুই খণ্ড লাক্ষাকে একত্র করিয়া একটু চাপিয়া ধরিলে পরস্পরের গায়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারা একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হয়; কিন্তু এইরূপে একটীমাত্র খণ্ডে পরিণত হইলেও তাহারা যে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে (কিম্বা একত্রীভূত লাক্ষাখণ্ডদ্বয়কে) কোনও পাত্রে রাখিয়া যদি উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে উত্তাপ দিতে দিতে তাহারা গলিয়া তরল হইয়া এমনভাবে মিশিয়া যাইবে যে—দুই ঘটি জল একটী পাত্রে ঢালিয়া একত্রে মিশাইয়া ফেলিলে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথকত্বের যেমন বিন্দুমাত্র চিহ্নও বর্ত্তমান থাকেনা, তদ্রূপ তখন আর ঐ লাক্ষাখণ্ডদ্বয়েরও পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথকত্বের সামান্য চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকে না; উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরলতাও বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে একটীর অণু-পরমাণুর সহিতই অপরটীর অণু-পরমাণু মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়—তখন আর তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও মনে উদিত হইতে পারে না। উত্তাপ যেমন লাক্ষাকে দ্রবীভূত করে, প্রেমও তদ্রূপ চিত্তকে দ্রবীভূত করে। প্রেম যতই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, চিত্তের দ্রবতাও ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অবশেষে প্রেমের গাঢ়তা যখন চরমত্ব লাভ করে—প্রেম যখন মহাভাবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তও যেন গলিয়া মিলিয়া মিশিয়া এমনভাবে এক হইয়া যায় যে, তাহাদের পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও যেন আর মনে উদিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় কে-ই বা রমণ এবং কে-ই বা রমণী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনে এইরূপ কোনও ভাবও উদিত হইতে পারেনা, তখন তাঁহাদের চিত্তের নির্ধূতভেদ-ভ্রমের অবস্থা। "না সো রমণ" ইত্যাদি পদে রাধাপ্রেমের এই অবস্থার কথা—এই প্রেমের মহাভাবত্বের কথাই সূচিত হইয়াছে।

মহাভাবেরও বিভিন্ন স্তর আছে—মাদনাখ্য-মহাভাবই উচ্চতম স্তর, প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থা-মাদনেই প্রণয়ের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং নির্ধূত-ভেদ-ভ্রমত্বেরও চরমতম-পরিণতি; "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—এই পদের "পেষল"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতে নির্ধূত-ভেদভ্রমত্বের চরমতম-পরিণতি—সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমেরও চরমতম-পরিণতি মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইতেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আলোচ্য গীতে যদি মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে বিরহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কেন? মাদনে তো বিরহ থাকিতে পারে না? "মাদনে বিরহাভাবাৎ। উ. নী. স্থা. ১৫৫-শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।"

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদে বিরহ সূচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু এই বিরহ সাধারণ বিরহ নহে; ইহা মাদনেরই একটী বৈচিত্রী বিশেষ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মাদন "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী"—ইহাতে যুগপৎ সকল ভাবই উল্লাসপ্রাপ্ত হয়; মাদন সম্ভোগময়; সম্ভোগানন্দে মত্ততা জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম মাদন। ইহাতে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যলীলার যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে—স্ফূর্ত্তি দ্বারাও নহে, কায়ব্যূহদ্বারাও নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রয়োগ করিলে শ্রীরাধা যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, মাদনের উল্লাসে তিনি সর্ব্বদাই সেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তথাপি মাদনের একটী অদ্ভুত ধর্ম্ম এই যে—যখন মাদনের অভ্যুদয় হয়, তখন চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগ-সুখের অনুভবের মধ্যেও—তদ্রূপ অনুভবের সমকালেই—একই প্রকাশে বিরহের অনুভব জন্মিয়া থাকে। "যদা তু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধঃ বিয়োগানুভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি। উ. নী. স্থা. ১৬০-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা॥" মধুরাম্লের আস্বাদনে অম্ল ও মধুরের যুগপৎ আস্বাদন অনুভূত হয়; অম্ল তাহাতে মধুরতার বৈচিত্রীবিধানই করিয়া থাকে; মাদনে সম্ভোগানন্দের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অনুভবও বোধ হয় তদ্রূপ সম্ভোগানন্দের এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীই সম্পাদন করিয়া থাকে এবং এতদুদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মাদনে সম্ভোগানন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিরহের অনুভবও করাইয়া থাকে। যাহা হউক, মাদনের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ অসংখ্য-সম্ভোগানন্দের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে যে বিরহের অনুভব আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই বিরহের অনুভবেই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি। সুতরাং "অব সোই"-পদে যে বিরহ সূচিত হইতেছে, তাহা মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ। একই গীতে "না সো রমণ না হাম রমণী"-ইত্যাদি পদের সঙ্গে "অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি পদ সংযোজিত হওয়ায় মিলনের বা সম্ভোগের চরমতম পরাকাষ্ঠার সহিত বিরহ-ভাবেরই যৌগপত্য সূচিত হইতেছে এবং এই গীতটী যে মাদনাখ্য-মহাভাবেরই দ্যোতক, তাহাও সূচিত হইতেছে; কারণ, মাদন-ব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই একই প্রকাশে সম্ভোগ ও বিরহের যৌগপত্য দেখা যায় না। এই মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই। এই গীতে শ্রীরাধার প্রেমের জাতিগত, প্রকৃতিগত, পরিমাণগত এবং পরিপক্কতাগত অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই গীতে প্রেমের যে চরমতম-পরিপক্কতার কথা এবং রাধাপ্রেমের যে অপূর্ব্ব, অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয় বিশেষত্বের কথা—একই প্রকাশে অসংখ্যবিধ সম্ভোগানন্দের এবং বিরহের যুগপৎ সাক্ষাৎ অনুভূতির কথা—বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল। ২।৮।১৫১॥" এবং প্রেমের আবেগ প্রশমিত হইলে বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ২।৮।১৫৭॥" এতক্ষণে প্রভু পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন; সাধ্যবিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না।

২।৮।৬৩-৭২ পয়ারে সাধারণ ভাবে কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া ২।৮।৭৫-৮৮ পয়ারে অন্যান্য কৃষ্ণকান্তা অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তৎপরে "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে সেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ—রাধাপ্রেমের অদ্ভুতত্ব ও অনির্ব্বচনীয়ত্ব, তাহাতে সমগ্র সম্ভোগলীলার এবং বিরহের অনুভব-যৌগপত্য দেখাইয়া—রাধাপ্রেমের সর্ব্বাতিশায়িত্ব এবং সাধ্য-শিরোমণিত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে। "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে প্রেমের যে বিলাস বা বৈচিত্রীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই প্রেমের পরিপক্কতম বা পরিপূর্ণতম বৈচিত্রী (বা বিলাস) বলিয়া উক্ত গীতটী "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের" দ্যোতক হইল (বিবর্ত্ত—পরিপক্ক অবস্থা)।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—এই গীতটী শুনিয়া প্রভু রামরায়ের মুখে হাত দিলেন কেন?

ইহার কারণ বোধ হয় এই। মাদনে নিত্য মিলন—নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্ভোগ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই উভয়ের সম্মিলিত স্বরূপই হইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। রসরাজ-শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব এবং বাহিরে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়া ভিতরে ও বাহিরে তাঁহাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতম মিলনের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া—তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্ হইয়া—গৌররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণকে নিজের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং বাহিরেও শ্রীরাধা নিজে নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ, স্থায়িভাব-
কথনে (১১০)

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্যক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতৎ সর্ব্বানন্তরমস্য ভাবস্যোদাহরণমাহ রাধায়া ভবতশ্চেতি। স্বেদৈস্তদাখ্যসাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্ব্বহির্দ্রবীভাবরূপাভিঃ। পক্ষে মুহুরগ্নিতাপৈ শ্চিত্রায়াশ্চর্য্যায় পক্ষে চিত্রলেখায়। অত্র পরস্পরমভিন্নচিত্তত্বাত্তত্রান্যস্যাপ্রবেশাৎ স্বসম্বেদ্যদশা দর্শিতা। তদেবমুত্তরেষ্বপি জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীজীব ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াই যেন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের গৌরত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলনের—নিত্যসম্ভোগের—প্রকট বিগ্রহ; তাই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরও মাদনাখ্য-মহাভাবেরই প্রকট বিগ্রহ; গম্ভীরালীলায় প্রভুর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণবিরহের বেগবান্ উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল, সেই বিরহও মাদনেরই বৈচিত্রীবিশেষ।

প্রভু সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিতে উৎকণ্ঠিত; কেহ কোনওরূপে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলেও প্রভু নানাভাবে তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন। যে লোক সর্ব্বদা আত্মগোপন করিতেই ব্যস্ত, তাহার সাক্ষাতে অপর কেহ যদি তাহার স্বরূপের বিষয় কিছু না জানিয়াও স্বরূপের অনুরূপ কথা প্রকাশ করিতে চায়, তাহাহইলেও আত্মপ্রকাশের আশঙ্কায় সেই লোক একটু বিচলিত হইয়া পড়ে; ইহা স্বাভাবিক। প্রভুরও তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছে; মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রকট বিগ্রহ হইয়াও তিনি আত্মগোপন করিতে ব্যস্ত বলিয়া রামরায়ের মুখে মাদনাখ্যভাবের স্বরূপ-দ্যোতক গীত শুনিয়া স্বীয় গূঢ়রহস্য উদ্‌ঘাটনের—আত্মপরিচয়-প্রকাশের—আশঙ্কাতেই বোধ হয় প্রভু রামরায়ের মুখ স্বীয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন; আচ্ছাদনের তাৎপর্য্য এই যে--রামরায় যেন আর কিছু না বলে; আরও কিছু বলিলে হয়তো প্রভুর স্বরূপের কথাই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। রামরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া প্রভু সেই সম্ভাবনাই বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জে স্বচ্ছন্দবিহারিন্)! কৃতী (কৃতী) শৃঙ্গারকারুঃ (শৃঙ্গারশিল্পী) স্বেদৈঃ (স্বেদদ্বারা—স্বেদনামকসাত্ত্বিকভাবরূপ তাপদ্বারা) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) ভবতশ্চ (এবং তোমার—শ্রীকৃষ্ণের) চিত্তজতুনী (চিত্তরূপ লাক্ষাকে) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) বিলাপ্য (গলাইয়া) নির্ধূতভেদ-ভ্রমং যুঞ্জন্ (ভেদভ্রম দূরীকরণপূর্ব্বক একীভূত ভাবে মিলাইয়া) ইহ (এই) ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহমধ্যে) চিত্রায় (চিত্রিত করিবার নিমিত্ত) ভূয়োভিঃ (বহুলপরিমাণে) নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ (নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা) স্বয়ং (স্বয়ং) অন্বরঞ্জয়ৎ (অনুরঞ্জিত করিয়াছেন)।

অনুবাদ। হে গোবর্দ্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবিহারি-কুঞ্জরপতে! শ্রীরাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ-(নামক-সাত্ত্বিকভাবরূপ তাপ)-দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম-অপসারণ পূর্ব্বক (উভয়ের চিত্তকে) একীভূত করিয়া সুনিপুণ-শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুপরিমাণ-নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। ৪৩

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কোনও এক কুঞ্জে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন, উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে; তাঁহাদের এই মহাভাব-মাধুরীর অনুমোদন করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

অদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে—অদ্রি অর্থ পর্ব্বত; এস্থলে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত; সেই অদ্রিমধ্যস্থ—গোবর্দ্ধনগিরি-স্থিত—যে নিকুঞ্জ, সেই নিকুঞ্জে কুঞ্জর-পতি (হস্তিশ্রেষ্ঠ) তুল্য—অদ্রিনিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতি, সম্বোধনে—কুঞ্জরপতে। মদমত্ত

প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। | তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

গজেন্দ্র যেমন করিণীকে লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে বিহার করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীরাধাকে লইয়া গোবর্দ্ধনস্থিত নিকুঞ্জমধ্যে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন—ইহাই অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতি-শব্দের সূচনা। বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে এতাদৃশ মত্তগজেন্দ্রলীল শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধার এবং তোমার **চিত্তজতুনী**—চিত্তরূপ জতুকে (লাক্ষাকে); [লাক্ষার ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই হিঙ্গুলাভ; শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে লাক্ষার সঙ্গে তুলনা করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—উভয়ের চিত্তই—চিত্তস্থিত মঞ্জিষ্ঠারাগই—মহাভাবাকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে] **স্বেদৈঃ**—স্বেদনামক-সাত্ত্বিকভাবের বৃত্তিবিশেষ দ্বারা, স্বেদরূপ তাপদ্বারা, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে **বিলাপ্য**—দ্রবীভূত করিয়া, গলাইয়া **নির্দ্ধূতভেদভ্রমং যুঞ্জন্**—উভয়ের ভেদভ্রম সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া, উভয়ের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে মিলাইয়া একীভূত করিয়া **ভূয়োভিঃ**—বহুল-পরিমিতি **নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ**—নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা, নিত্য নূতন নূতনরূপে প্রতীয়মান যে রাগ, সেইরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা সেই চিত্তরূপ লাক্ষাকে **অন্বরঞ্জয়ৎ**—অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। চিত্তরূপ লাক্ষাকে গলাইয়া সম্যক্‌রূপে মিশাইয়া নিত্যনব-নবায়মান রাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন। কে রঞ্জিত করিলেন? **কৃতী**—নিজকর্ম্মে-নিপুণ **শৃঙ্গারকারুঃ**—শৃঙ্গার-রসরূপ শিল্পী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ লাক্ষাকে গলাইয়া মিলাইয়া সম্যক্‌রূপে একীভূত করিয়া নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন। কি নিমিত্ত এরূপ করিলেন? **ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে**—এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগে **চিত্রায়**—চিত্র করিবার নিমিত্ত; পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণের চিত্তকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার নিমিত্ত। শিল্পী যেমন ধনীলোকদিগের অট্টালিকাদিকে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ হিঙ্গুলাভ লাক্ষাকে আগুনের তাপে আস্তে আস্তে গলাইয়া ভাল রকমে মিলাইয়া আবার প্রচুর পরিমাণে হিঙ্গুল মিলাইয়া উত্তম রং প্রস্তুত করেন; তদ্রূপ স্বয়ং শৃঙ্গার-রস শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মহাভাব-স্বরূপতাপ্রাপ্ত চিত্তদ্বয়কে প্রেম-প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্যক্‌রূপে মিশাইয়া এমন ভাবে মিলিত করিয়াছেন যে, ঐ চিত্তদ্বয় যে দুইটী পৃথক্ বস্তু ছিল, তাহা আর কিছুতেই বুঝা যায় না; এইরূপ ভাবে মিশাইয়া তাহাতে প্রচুর-পরিমাণে নিত্য-নব-নবায়মান রাগের সঞ্চার করিয়াছেন—যেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকট-লীলাকালে ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের তাদৃশ চিত্তের মহাভাব-ক্রিয়া-ক্ষোভ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে।

প্রেম-পরিপাকে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ভেদজ্ঞান যে দূরীভূত হইয়া যায়, শৃঙ্গাররস তাঁহাদের উভয়ের চিত্তকে পিষিয়া যে এক করিয়া দেয়—তাহাই শ্লোকে দেখান হইল। "তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"—এই ১৫৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। ইহা মহাভাবেরই একটী লক্ষণ।

১৫৭। সাধ্যবস্তুর অবধি—সাধ্যবস্তুর শেষসীমা; পরম সাধ্যবস্তু; সাধ্যবস্তুর পূর্ণতম অভিব্যক্তি। **এই হয়**—তোমার কথিত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তই সাধ্যবস্তুর পূর্ণতম অভিব্যক্তি; ইহার উপরে আর কোনও বস্তু থাকিতে পারে না, যাহার জন্য লোকের লোভ জন্মিতে পারে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের চরমতম মহত্ত্বের কথা এবং শ্রীরাধা-প্রেমের চরমতম মহিমার কথা—যে মহিমার প্রভাবে উভয়ের ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, যাহা উভয়ের পরৈক্য-সম্পাদন করিয়া দেয়, সেই মহিমার কথা—অভিব্যক্ত হওয়ায় রাধাপ্রেমের অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব মহিমা অভিব্যক্ত করাইবার জন্য প্রভুর কৌতূহল চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে; তাই এসম্বন্ধে প্রভুর আর কোনও জিজ্ঞাস্য রহিলনা। আবার, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই সেবা-বাসনারও চরমতম বিকাশ; সুতরাং সেবা-বাসনার আধার-নিরপেক্ষ বিচারে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ (২।৮।৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।"

তোমার প্রসাদে—তোমার (রামরায়ের) অনুগ্রহে। ভক্তভাবে ইহা প্রভুর দৈন্যোক্তি।

সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥ ১৫৮
রায় কহে—যে কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে—ভাল-মন্দ কিছুই না জানি॥ ১৫৯
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির?॥ ১৬০
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা।—১৬১
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর॥ ১৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৮। প্রভু রামরায়কে বলিলেন—"সাধনব্যতীত কেহই সাধ্যবস্তু পাইতে পারে না। তুমি এই যে চরম-সাধ্যবস্তুর কথা বলিলে, কোন্ সাধনে তাহা পাওয়া যায়, কৃপা করিয়া তাহা বল।"

একটী কথা এস্থলে বিবেচ্য। "না সো রমণ না হাম রমণী"-ইত্যাদি বাক্যে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধনলভ্য বস্তু নহে; শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারই ইহা অনাদিসিদ্ধ নিজস্ব বস্তু। শ্রীরাধার সেবাও স্বাতন্ত্র্যময়ী; স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় নিত্যদাস-জীবের স্বরূপগত-অধিকারও নাই; আনুগত্যময়ী সেবাতেই জীবের অধিকার। ব্রজসুন্দরীগণের আনুগত্যে উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাই জীবের সাধ্যবস্তু হইতে পারে এবং এই সাধ্যবস্তু লাভের অনুকূল যে সাধন, তাহার কথাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই পয়ারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

১৬১। অত্যন্ত রহস্য—অতি গোপনীয়। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তির সাধনের কথা ১৬২—১৮৬ পয়ারে বলা হইল।

১৬২। অতি গূঢ়তর—অত্যন্ত রহস্যময়, গূঢ়তম। শ্রুতি বলেন, প্রণবকে জানিতে পারিলে যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ। ১।২।১৬॥" লোক ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখ ইচ্ছা করিতে পারে, কিম্বা সাযুজ্যমুক্তি কামনা করিতে পারে, অথবা ভগবানের যে কোনও ধামে তাঁহার সেবা কামনা করিতে পারে—যাহাই ইচ্ছা করুক না কেন, তাহাই পাইতে পারে; সুতরাং অভীষ্ট-বস্তুলাভ সম্বন্ধে ইহা একটী সাধারণ কথা। আবার উক্ত শ্রুতিই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে একটা বিশেষ অভীষ্ট বস্তুর কথা বলিয়াছেন। "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ।১।২।১৭॥—এই পরম-আলম্বনরূপ ব্রহ্ম-বাচক প্রণবকে (নাম ও নামীর অভেদবশতঃ ব্রহ্মকে বা শ্রীকৃষ্ণকে) জানিতে পারিলে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া যায়।" ব্রহ্মলোক বলিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত-ধামকে বুঝায়; কোনও এক স্বরূপের ধামে ভগবৎ-সেবা পাইলেই জীব "মহীয়ান্" হইতে পারে; যেহেতু, সেবাই জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম; যে পর্য্যন্ত জীব তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে "মহীয়ান্" বলা যায়না। যাহাহউক, "ব্রহ্মলোকে মহীয়তে"-এই বিশেষ বাক্যটীও পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বাক্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল—কিন্তু প্রচ্ছন্ন বা গূঢ়ভাবে; সুতরাং কোনও ধামে ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি হইল একটী গূঢ় রহস্য; কিন্তু সাধারণ অভীষ্টের বিচারে ইহা গূঢ় হইলেও সেবা-বিষয়ে ইহা সাধারণ; সকল ভগবৎ-স্বরূপের ধামেই সেবার অবকাশ আছে—যদিও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে সেবা-মাহাত্ম্যেরও তারতম্য আছে। সেবা মোটামুটী দুই রকম হইতে পারে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন। পরব্যোমের বা দ্বারকা-মথুরার ভাব ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত, আর ব্রজের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ। সাধারণ অভীষ্টের বিচারে এই দুই রকম ভাবই গূঢ়; কিন্তু এই দুইটীই গূঢ় হইলেও মহিমার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যেও আবার পার্থক্য আছে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃ পরব্যোম-দ্বারকা-মথুরায় সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয়না; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া ব্রজে তাহার অধিকতর বিকাশ সম্ভব; সুতরাং দ্বারকা-মথুরার ভাব অপেক্ষা ব্রজের ভাব অধিকতর লোভনীয়—কাজেই অধিকতর গূঢ় বা গূঢ়তর (২।৮।৬০-টীকা দ্রষ্টব্য)। ব্রজভাবের মধ্যে আবার দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাব (অর্থাৎ সম্বন্ধানুগ-ভাব) অপেক্ষা কামানুগ-কান্তাভাবে

সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ১৬৩

সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ১৬৪

সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখীভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥ ১৬৫

রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সেবা-বাসনার বিকাশ অধিকতর; সুতরাং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাব গূঢ়তর হইলে কান্তাভাব হইবে অতি-গূঢ়তর বা গূঢ়তম। এইজন্যই রাধাকৃষ্ণের কান্তা-ভাবাত্মিকা লীলাকে অতি-গূঢ়তর বলা হইয়াছে।

দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবের না হয় গোচর—কান্তাভাবাত্মিকা রাধা-কৃষ্ণলীলা দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের অনধিগম্য। দাস্য-বাৎসল্যাদিভাবে সেবা-বাসনার বা প্রেমের যে পরিমাণ বিকাশ, তদ্দ্বারা কান্তাভাবের সেবা সম্ভব নহে। কান্তাভাবের পরিকরদের প্রেম (বা সেবাবাসনা) মহাভাব পর্য্যন্ত বিকশিত; মহাভাব-ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের লীলার সেবালাভ সম্ভব নয়। ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবে মহাভাবের বিকাশ নাই; সুতরাং এই কয়ভাবে রাধাকৃষ্ণ-লীলার সেবা সম্ভব নহে। ব্রজব্যতীত অন্যধামে শুদ্ধমাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভাবই নাই; সুতরাং অন্যধামের পরিকরদের ভাবে রাধা-কৃষ্ণলীলার সেবা একেবারেই অসম্ভব। বৈকুণ্ঠের কান্তাভাবেও ইহা প্রাপ্য নয়; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবালাভের নিমিত্ত উৎকট তপস্যা করিতেন না। দ্বারকা-মহিষীদের পক্ষেও ইহা দুর্ল্লভ; কেননা, মহাভাবই তাঁহাদের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। মহাভাব-সম্বন্ধে উজ্জ্বল-নীলমণি বলেন—মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ। শ্রীরাধারসসুধানিধি-নামক-গ্রন্থ বলেন—"ন দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্ন খলু হরিভক্তৈর্ন সুহৃদাদিভি র্যদ্বৈ রাধামধুপতিরহস্যং সুবিদিতম্। ২।১৪৯।—শ্রীরাধামাধবের রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণের, (অম্বরীষ-প্রহ্লাদাদি) হরিভক্তগণের, এমন কি (নন্দ-যশোদাদি) সুহৃদ্গণেরও সুবিদিত নহে।"

দাস্য-বাৎসল্যাদি-শব্দের অন্তর্গত **আদি**-শব্দে এস্থলে অন্যধামের পরিকরদের ভাব, এমনকি দ্বারকা-মহিষীদিগের কান্তাভাবও, সূচিত হইতেছে।

১৬৩। শ্রীরাধার সখীগণের সকলের মধ্যেই মহাভাব বিরাজিত, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় কেবলমাত্র সখীদেরই সেবার অধিকার থাকিতে পারে।

১৬৪। সখীরাই এই লীলা বিস্তার করেন, পুষ্টি করেন এবং তাহাতে আনন্দানুভব করেন।

১৬৫-৬৬। গতি—প্রবেশ। **যেই**—যেই জন। **তাঁরে**—সখীকে। **অনুগতি**—সখীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করে। সখী ব্যতীত অপর কাহারও রাধাকৃষ্ণের এই নিগূঢ়-লীলায় প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি সখীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন, তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবার অধিকার পাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই (২।২২।৯০—৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। (স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে যে সখীর আনুগত্য-স্বীকারের কথা বলা হইল, সেই সখী ললিতা-বিশাখাদি, বা শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর-বিশেষ; পরন্তু শুক্র-শোণিতে গঠিত কোনও প্রাকৃত রমণী নহে। সেবা শিক্ষা করিবার জন্যই আনুগত্য-স্বীকার প্রয়োজন; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণসেবা জানেন এবং শিক্ষা দিতে পারেন। অনাদিবহির্ম্মুখ প্রাকৃত জীব তাহা কিরূপে শিক্ষা দিবে? অন্তশ্চিন্তিত দেহেই সখীদের আনুগত্য করিতে হয়।)

কুঞ্জসেবা-সাধ্য—নিভৃত-নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবারূপ সাধ্যবস্তু।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)—
বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রাধাকৃষ্ণয়োর্ভাবঃ স বিভুর্ব্যাপকোঽতিমহান্। অতি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশমানশ্চ। এবং বিশেষণৈর্বিশিষ্টোঽপি। যাঃ সখীঃ ঋতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি। তাঃ কীদৃশীঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরাত্মীয়াঃ। কাঃ বিনা ক ইব। ঈশঃ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীর্বিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা। অত আসাং পদং কো রসজ্ঞো ভক্তো ন শ্রয়তি সর্ব্বে রসজ্ঞা আশ্রয়ন্ত্যেবেতি ভাবঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো ৪৪। অন্বয়। ঈশঃ (বিভু পরমেশ্বর) চিদ্‌বিভূতীঃ ইব (চিচ্ছক্তি ব্যতীত যেমন পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ) রাধাকৃষ্ণয়োঃ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভাবঃ (ভাব) বিভুঃ (মহান্) অতিসুখরূপঃ (অতিসুখরূপ) স্বপ্রকাশঃ (এবং স্বপ্রকাশ) অপি (হইয়াও) স্বাঃ (স্বীয়) যাঃ (যে সখীগণ) ঋতে (বিনা—ব্যতীত) ক্ষণং (ক্ষণকাল) অপি (ও) রসপুষ্টিং (রসপুষ্টি) ন প্রবহতি (ধারণ করে না), আসাং (এই—সেই) সখীনাং (সখীদিগের) পদং (চরণ) কঃ (কোন্) রসজ্ঞঃ (রসিক ব্যক্তি) ন শ্রয়তি (আশ্রয় করেন না) ?

অনুবাদ। পরমেশ্বর বিভুত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হইয়াও যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভাব অতি বৃহৎ, অতি সুখরূপ এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও নিজ-সখীব্যতীত ক্ষণকালও রসপুষ্টিকে ধারণ করে না। অতএব, কোন্ রসজ্ঞ ভক্ত ঈদৃশী সখীদিগের চরণাশ্রয় না করেন? অর্থাৎ রসিক ভক্তমাত্রেই সখীদের চরণাশ্রয় করেন। ৪৪

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব বা প্রেম অতিসুখরূপ—অত্যধিকসুখের স্বরূপতুল্য, স্বরূপতঃ ইহা সুখের পরাকাষ্ঠা; স্বরূপতঃ ইহা সুখ-পরাকাষ্ঠা হওয়ায় ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয় না; মিছরী মুখে থাকিলে আপনা-আপনিই যেমন ইহার মিষ্টত্ব অনুভূত হয়; তদ্রূপ, এই প্রেমের অধিকারী যাঁহারা, আপনা-আপনিই তাঁহাদের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) এই প্রেমের সুখ-রূপত্বের অনুভব হইতে পারে; তথাপি কিন্তু সখীদের আনুকূল্যব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের সুখরূপত্ব রসপুষ্টি ধারণ করিতে পারে না। আবার এই প্রেম **বিভুঃ**—সর্ব্বব্যাপক এবং **স্বপ্রকাশঃ**—স্বপ্রকাশ। যাহা বিভু, সর্ব্বব্যাপক, তাহার আর পুষ্টির দরকার নাই। এবং যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাও আপনা-আপনিই সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়—যেমন সূর্য্য—তাহাকে কাহারও দেখাইয়া দিতে হয় না। স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষই প্রেম। স্বরূপ-শক্তি নিজেই বিভু—ব্রহ্মবস্তু, তাহার বিলাসভূত ভক্তি বা প্রেমও বিভু। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—ভক্তিরেব গরীয়সী। বস্তুতঃ প্রেম বা ভক্তি বিভু না হইলে তাহা কিরূপে ব্রহ্মবস্তু ভগবান্‌কে বশীভূত করিতে পারে? শ্রুতি বলেন—ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। মহাসমুদ্র সর্ব্বদা জলদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও বায়ুর প্রবাহেই তাহা তরঙ্গায়িত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তদ্ব্যতীত ইহা উচ্ছ্বসিত হয় না; তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম বিভু এবং স্বপ্রকাশ হইলেও সখীদের সাহচর্য্যব্যতীত ইহা পুষ্টিলাভ করে না এবং অভিব্যক্তও হয় না; ইহা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের এবং সখীভাবের এক অদ্ভুত মহিমা। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা এই ব্যাপার বুঝাইতেছেন—**ঈশঃ**—ঈশ্বর বিভু এবং স্বপ্রকাশ হইলেও যেমন তাঁহার **চিদ্‌বিভূতীঃ**—চিৎ (চিন্ময়) বিভূতীঃ (শক্তিসমূহ)—চিচ্ছক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তিনি পুষ্টিলাভ করিতে পারেন না, অভিব্যক্তও হইতে পারেন না, তদ্রূপ। ঈশ্বরের পুষ্টি বলিতে তাঁহার গুণাদির এবং রসত্বাদির পুষ্টি; তাঁহার প্রকাশ বলিতে, তাঁহার মহিমার প্রকাশই বুঝায়। শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ চিচ্ছক্তিদ্বারা ঈশ্বরের গুণপুষ্টি এবং মহিমাপ্রকাশ হওয়ায় তাঁহার বিভুত্বের এবং স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপতঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ ১৬৭
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥ ১৬৮
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥ ১৬৯
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥ ১৭০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)—
সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীরাধিকায়া নির্বৃতৌ সত্যাং সখীনাং নির্বৃতিঃ স্যাৎ তত্র তয়া সহাসামভেদঃ এব কারণমিত্যাহ সখ্য ইতি। ব্রজরূপ-কুমুদানাং বিধোশ্চন্দ্রস্য হ্লাদিনীনাম যা শক্তিস্তস্যাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হানি হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধেও ঐ একই কথা। শ্রীরাধা এবং সখীগণ প্রেম-স্বরূপিণী, তাঁহারা প্রেমবিগ্রহ; হ্লাদিনীর প্রতিমূর্ত্তি; প্রেম হইতে তাঁহাদের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই; সুতরাং লীলাতে তাঁহাদের দ্বারা প্রেমের পুষ্টি এবং প্রকাশ সাধিত হইলেও তাহাতে প্রেমের বিভুত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের তত্ত্বতঃ কোনও হানি হয় না।

"সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়"—এই ১৬৪ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৬৭-৬৮। সখীর স্বভাব এক ইত্যাদি—সখীদের স্বভাব অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয়। কৃষ্ণের সহিত নিজে ক্রীড়া করিলে যে সুখ পাওয়া যায়, কোন সখীই সেই সুখ পাইতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং কোনও সখীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়া করাইবার জন্যই তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কারণ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া করাইতে পারিলে তাঁহারা যে আনন্দ পান, তাহা নিজ ক্রীড়া-সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক [ইহার হেতু পরবর্ত্তী দুই পয়ারে দেখান হইয়াছে।]। সখীগণ স্বসুখবাসনা-গন্ধলেশহীন।

১৬৯-৭০। রাধার স্বরূপ…কোটি সুখ হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমে সখীদের নিজ-ক্রীড়া-সুখ অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ হয় কেন, তাহা বলিতেছেন। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-কল্পলতা-স্বরূপ। সখীগণ এই লতার পত্র ও পুষ্প স্বরূপ। লতার মূলে জল সেচন না করিয়া, কেবলমাত্র পত্র ও পুষ্পে জল সেচন করিলে পত্র ও পুষ্প যত প্রফুল্ল হইয়া থাকে, কেবলমাত্র লতার মূলে জল সেচন করিলেই পত্র ও পুষ্প তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রফুল্ল হয়। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের ক্রীড়ায় সখীদের যে সুখ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ায় তাঁহাদের তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ হইয়া থাকে। কারণ, পত্র ও পুষ্প যেমন লতা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন, সখীগণও তদ্রূপ শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন; এই অভিন্নতা-প্রযুক্তই সখীদের অধিক সুখ হয়।

কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা—কৃষ্ণপ্রেমরূপ কল্পলতা। কৃষ্ণপ্রেমের চরম-পরিণতি হইল মহাভাব; শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপিণী; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমই হইল শ্রীরাধার স্বরূপ, স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণপ্রেম—মহাভাব। এই কৃষ্ণপ্রেমকেই কল্পলতার সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে; কল্পবৃক্ষের ন্যায়, যে লতার নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, তাহাকে বলে কল্পলতা। কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা সদৃশ। **পল্লব**—কিশলয়; নূতন পাতা।

কৃষ্ণলীলামৃতে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার ক্রীড়ারূপ অমৃত যদি রাধারূপ কল্প-লতায় সেচন করা হয়। **সিজসেক**—(পত্রপুষ্পের) নিজের গায়ে জল সেচন।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজকুমুদবিধু শ্রীকৃষ্ণের) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির) সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশরূপ প্রেমলতা সদৃশী) শ্রীরাধিকায়াঃ (শ্রীরাধিকার) সখ্যঃ (সখীগণ) কিশলয়-দল-

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ ১৭১
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥ ১৭২
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রসপুষ্ট।
তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ১৭৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সখ্যঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যাশ্চ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈরমুষ্যাং রাধায়াং সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাঞ্চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং জাতোল্লাসা ভবন্তি ইতি যৎ তৎ চিত্রং ন। সদানন্দ-বিধায়িনী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুষ্পাদিতুল্যাঃ (নবপল্লব, পত্র ও পুষ্পাদির তুল্যা) স্বতুল্যাঃ (এবং শ্রীরাধার নিজের তুল্যা)। [অতঃ] (অতএব) কৃষ্ণলীলামৃত-রসনিচয়ৈঃ (শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসমূহ দ্বারা) অমুষ্যাং (ঐ শ্রীরাধা) সিক্তায়াং (সিক্তা) উল্লসন্ত্যাং (এবং উল্লাসিতা হইলে) স্বসেকাৎ (নিজ সেকাপেক্ষা) শতগুণং (শতগুণ) অধিকং (অধিক) জাতোল্লাসঃ (উল্লাসিতা) সন্তি (হয়েন—সখীগণ)—যৎ (এই যাহা) তৎ (তাহা) ন চিত্রং (বিচিত্র নহে)।

অনুবাদ। ব্রজকুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধিকা ; আর তাঁহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিশলয়, পত্র ও পুষ্পাদিতুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই কৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা সিক্ত এবং উল্লাসিত হইলে তাঁহাদের যে নিজ-সেকজনিত সুখ অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? । ৪৫

ব্রজকুমুদবিধোঃ—ব্রজ (ব্রজবাসী, বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীগণ) রূপ কুমুদ (সাপলা) সম্বন্ধে বিধু (চন্দ্র) তুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদগণ (বা কুমুদিনীগণ) প্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজবাসীদের (বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদের) অত্যন্ত উল্লাস হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজকুমুদবিধু বলা হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী যে শক্তি, তাহার **সারাংশপ্রেমবল্ল্যা**—সারাংশরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ যে বল্লী (লতা) তাহার। হ্লাদিনীর সারাংশ হইল প্রেম ; এই প্রেমরূপ লতাই হইলেন যিনি, সেই শ্রীরাধার সখীগণই হইলেন সেই লতার **কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ**—কিশলয় (নবপল্লব), দল (পত্র) এবং পুষ্পাদির তুল্যা ; সখীগণ শ্রীরাধার **স্বতুল্যাঃ**—নিজের তুল্যাও বটেন। লতার পত্র-পুষ্পাদির সহিত মূল লতার যেমন স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধার সহিত তাঁহার সখীগণের স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই ; তাই শ্রীরাধার সুখেই সখীদের সুখ ; কৃষ্ণলীলামৃত-রসের সেক পাইয়া রাধারূপ লতা সিক্ত ও উল্লাসিত হইলে—পত্র-পল্লব-স্থানীয়া সখীগণ নিজসেক অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখী হয়েন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম পাইলে সখীগণ যে পরিমাণ সুখ পাইতেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করাইতে পারিলে তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পাইয়া থাকেন। কারণ, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু।

১৬৯-৭০ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭১-৭২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি তবে সখীদের কোনও সঙ্গম হয় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন **"যদ্যপি"** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিবার জন্য সখীদের নিজের কোনও ইচ্ছা না থাকিলেও শ্রীরাধা যত্নপূর্ব্বক নানা ছলে কৃষ্ণকে সখীদের নিকট পাঠাইয়া সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করান। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সম্পাদন পূর্ব্বক যে আনন্দ পান, সখীদের সহিত সঙ্গম করাইয়া কৃষ্ণের সুখোৎপাদন করিয়া তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ অনুভব করেন।

কৃষ্ণে প্রেরি—কৃষ্ণকে সখীদের নিকট প্রেরণ করিয়া।

১৭৩। অন্যোন্য—শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের পরস্পর। **বিশুদ্ধ প্রেম**—স্বসুখাভিলাষশূন্য প্রেম। সখীগণ যে শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহা কেবল কৃষ্ণের সুখের জন্য এবং শ্রীরাধাও যে নানাছলে সখীদের

সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম ॥ ১৭৪

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (২।১৪৩)—
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৪৬

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাববর্য্য ॥ ১৭৫

নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ১৭৬

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৯)—
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪৭

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম লোক ত্যজি সেই কৃষ্ণে ভজয় ॥ ১৭৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করান, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য। সখীগণ মনে করেন, শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে; তাই তাঁহারা রাধার সহিত সঙ্গম করান। আবার শ্রীরাধা মনে করেন—সখীদের সহিত সঙ্গম করিলেই শ্রীকৃষ্ণের অধিক সুখ হইবে, তাই তিনি সখীদের সহিত সঙ্গম করান। উভয়ের উদ্দেশ্য এক—শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন, স্বসুখবাসনা কাহারও নাই; এজন্য তাঁহাদের প্রেমকে "বিশুদ্ধ" বলা হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সুখের পুষ্টি হয় এবং তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ প্রেম দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন।

রস—শ্রীকৃষ্ণের সুখ-রস।

১৭৪। যদি বল, গোপীদের যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি আছে, তখন উহাতো কামই হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—**"সহজে গোপীর প্রেম"** ইত্যাদি—গোপীরা যে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করেন, তাহা কাম নহে; যেহেতু, তাহা তাঁহাদের নিজের সুখের জন্য নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য; এজন্য তাঁহাদের প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই, এই প্রেম বিশুদ্ধ। আবার, স্বভাবতঃ এই প্রেম প্রাকৃতও নহে। অপ্রাকৃত হইলেও প্রাকৃত কামক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গোপীপ্রেমকে কাম বলা হয়; বাস্তবিক ইহা কাম নহে। ২।৮।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৫-৭৬। গোপী-প্রেম যে বস্তুতঃ কাম নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য কাম ও প্রেমের পার্থক্য বলিতেছেন **"নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু"**……ইত্যাদি দ্বারা। কামের তাৎপর্য্য হইল—নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করা; আর গোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য হইল, শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করা। গোপীদের স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। তবে যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমাদি করেন, তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য, নিজেদের জন্য নহে। ১।৪।১৪০-৪৮ পয়ারের টীকাদি দ্রষ্টব্য।

গোপীভাব—গোপী-প্রেম। **বর্য্য**—শ্রেষ্ঠ।

গোপীভাববর্য্য—সমস্ত ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে গোপীভাব, কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের প্রেম।

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৪।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৭৫-৭৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৭৭। কিরূপে রাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহা বলিতেছেন, "সেই গোপীভাবামৃত"—ইত্যাদি কয় পয়ারে। **সেই গোপী**—ইতিপূর্ব্বে স্বসুখ-বাসনাহীন বিশুদ্ধ-প্রেমবতী যে গোপীদের গুণের কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ গুণবতী গোপী। **গোপীভাবামৃত**—গোপীপ্রেমরূপ অমৃত। **বেদধর্ম্ম**—বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি।

রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৭৮
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে ॥ ১৭৯
তাহাতে দৃষ্টান্ত-উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রামমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

লোক—স্বর্গাদি-লোক ; অথবা লোকধর্ম্ম। ব্রজগোপীদিগের বিশুদ্ধ-প্রেমের কথা শুনিয়া সেই প্রেমলাভ করিবার জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, তিনি বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বর্গাদিধাম-কামনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন।

১৭৮। কিরূপ ভজনে কৃষ্ণ পাওয়া যায় ? তাহা বলিতেছেন "রাগানুগামার্গে" ইত্যাদি দ্বারা।

রাগানুগামার্গ—রাগানুগা-ভক্তি। অভিলষিত বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাকে রাগ বলে ; সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই রাগাত্মিকা বা রাগময়ী ভক্তি একমাত্র ব্রজবাসিজনেই বিরাজিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগাভক্তি। "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৩১।" রাগানুগা ভক্তিতে রাগাত্মিক-ভক্ত ব্রজবাসীদের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় ; অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজগোপীদের (অথবা ভাবানুসারে ব্রজের দাস, সখা বা পিত্রাদির) আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ ২।২২।৮৫-৯১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন—ব্রজধামেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পায়, অন্য ধামে নহে। শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন—নরলীলাকারী শুদ্ধমাধুর্য্যময় নন্দসুত-শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যমার্গে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠাদিতে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদিরূপকে পাওয়া যায় ; আর রাগানুগামার্গে ভজন করিলে ব্রজে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

১৭৯। ব্রজলোকের—ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তা, এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে যে কোনও প্রকারের ভক্তের ; দাসের দাস্যভাব, সখার সখ্যভাব, মাতা-পিতার বাৎসল্য-ভাব, কি গোপীদের মধুরভাব, ইহাদের যে কোনও ভাব লইয়া রাগানুগামার্গে যিনি ভজন করেন, তিনি ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া শুদ্ধমাধুর্য্যপূর্ণ ব্রজধামে শুদ্ধমাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী সেবা লাভ করিতে পারেন।

ভাবযোগ্য দেহ—নিজের অভীষ্টভাবের অনুকূল দেহ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের যে কোনও একটী ভাবে সাধকের লোভ জন্মিলে, সেই ভাবের অনুকূল ভজন করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় প্রেমোদয় হইলে দেহভঙ্গের পরে ব্রজধামে, সেই ভাবের অনুরূপ সেবার উপযোগী দেহ (দাস্যভাবের সাধক দাস-দেহ, সখ্যভাবের সাধক সখার দেহ, মধুরভাবের সাধক গোপীদেহ ইত্যাদিরূপ সিদ্ধদেহ) লাভ করিয়া থাকেন। ২।২২।৯৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮০। তাহাতে দৃষ্টান্ত—রাগানুগামার্গে ভজন করিলে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত (উদাহরণ)। **শ্রুতিগণ**—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ। **রাগমার্গে**—এস্থলে রাগমার্গে অর্থ রাগানুগামার্গে ; যেহেতু, ব্রজবাসী ভিন্ন অন্যত্র রাগভক্তি (অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি) সম্ভব নহে ; বিশেষতঃ রাগাত্মিকা ভক্তি সাধন দ্বারা লভ্যাও নহে। ইহা নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের মধ্যে অনাদিসিদ্ধরূপে নিত্য বিরাজিত।

রাগানুগামার্গে ভজন করিয়া শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে।

তথাহি (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্‌ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভগবৎস্বরূপেষ্বপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্বিষয়ক-সর্ব্ববিলক্ষণভক্তিযোগস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষং বক্তু প্রথমং ব্রহ্মবিষয়কং জ্ঞানযোগমপকর্ষকক্ষায়াং নিক্ষিপন্ত্য আহুঃ। নিভৃতৈঃ সংযমিতৈ র্মরুন্মনোঽক্ষৈ র্যো দৃঢ়ো নিশ্চলো যোগস্তং যুঞ্জন্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি পরমশুদ্ধে ব্রহ্মাকারীভূতে যদ্‌ব্রহ্মস্বরূপমুপাসতে তদরয়ঃ কৃষ্ণাবতারসময়গতাঃ অসুরা অপি অরিভাবময়াদপি স্মরণাদ্ যযুঃ। অহো কৃষ্ণাকারস্য মাহাত্ম্যং তাদৃশা অপি মুনয়োঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়োঽপি যাবদ্‌ব্রহ্ম কেবলমুপাসীনা এব তিষ্ঠন্তি তন্মধ্য এব কংসাদয়োঽসুরাঃ পরিচ্ছিন্নদর্শিনঃ পাপাত্মত্বাদশুদ্ধচিত্তা অপি অরিভাবত্বাৎ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাধুর্য্যস্যাপরোক্ষানুভবরহিতা অপি কেবলতদাকারমাত্রস্মরণাৎ তদেব ব্রহ্ম প্রাপ্যৈব স্থিতাঃ। মুনয়স্তু নজানীমহে কিয়তা কালেন তৎ প্রাপ্‌স্যন্তীতিভাবঃ। এবঞ্চ তচ্ছত্রুগণপ্রাপ্তং ব্রহ্মরসাস্বাদং মুনয়ো যত্নেন প্রাপ্নুবন্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্ত্বা তন্মিত্রগণপ্রাপ্তং প্রেমরসাস্বাদং বয়ং শ্রুতয়ো যত্নেন প্রাপ্নুম ইত্যাহুঃ। স্ত্রিয়ো ব্রজদেব্য উরগেন্দ্রস্য ভোগো দেহস্তৎ-সদৃশয়োস্ত্বদীয়ভুজদণ্ডয়োরতিরাগেণৈব বিষক্তা ধীর্য্যাসাং তা হৃদি স্ববক্ষঃস্থলে যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষ্বিত্যুক্তিরীত্যা অঙ্‌ঘ্রিসরোজয়ো র্যা সুধা উপাসতে সেবন্তে অনুভবন্তীতি যাবৎ। তা এব বয়ং শ্রুতয়োঽপি যথিম সমাঃ তপসা গোপীত্ব-প্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ। কথং যথিথ তত্রাহুঃ। সমদৃশঃ সমদৃষ্টয়ঃ। তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্নেব বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ। অত্র চত্বারোগণা বর্ণিতাস্তত্র পূর্ব্বার্দ্ধগতৌ মুনিগণদৈত্যগণৌ যথাসমপ্রাপ্যৌ তথৈবো-ত্তরার্দ্ধগতৌ গোপীগণশ্রুতিগণৌ সমপ্রাপ্যৌ পৃথক্-পৃথগপিশব্দাভ্যামবগম্যেতে। ইতিহাসশ্চাত্র বৃহদ্বামনে উত্তরস্থানে খিলে। ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ। তল্লোকবাসী তত্রস্থৈঃ স্তুতো বেদৈঃ পরাৎপরঃ। চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহ তান্ গিরা। তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞা বরং যন্মনসীপ্সিতম্। শ্রুতয় উচুঃ। যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥ শ্রীভগবানুবাচ। দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ আগামিনি বিরিঞ্চৌতু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে। কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ॥ পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে। জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥ ব্রহ্মোবাচ। শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং। উক্তকালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতা ইতি॥ অত্র আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। অর্থশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ অস্য সাধনান্যাহ। শ্রোতব্যঃ শ্রীগুরোর্মুখাদুপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য্যেণাবধারয়িতব্যঃ। মন্তব্যঃ অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনা-নিবারণায় স্বয়ং পুনর্বিচারণীয়ঃ। নিদিধ্যাসিতব্য ইতি। নির্ব্বর্ণনন্তু নির্ধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরোক্তে নির্ধ্যানং দর্শনম্। তস্যেচ্ছা নিদিধ্যাসনম্। মন্ত্রার্থসম্যঙ্‌মননপূর্ব্বক-জপাভ্যাসাৎ স্বেষ্টদেবঃ স দিদৃক্ষিতব্য ইত্যর্থঃ। দিদৃক্ষাভ্যাসাৎ দ্রষ্টব্য ইতি। বেদনাং কামভাবেচ্ছায়াং তু যং মাং স্মৃত্বা নিষ্কামঃ সকামো ভবতীতি কৃষ্ণোক্তিরূপা গোপালতাপনী-শ্রুতিঃ। ব্রজস্ত্রীজনসংভূতশ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গত ইতি চ। অর্থশ্চ। ব্রজস্ত্রীজনেষু সংভূতা বৃহদ্বামনপুরাণদৃষ্টতপোভিরুৎপন্না যাঃ শ্রুতয়স্তাভ্যো হেতুভ্যঃ তাঃ প্রাপ্যেতি বা কৃষ্ণো ব্রহ্মসঙ্গতঃ প্রাপ্তবেদাঙ্গসঙ্গোঽভূৎ॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত) মুনয়ঃ (মুনিগণ) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ (যাহা—যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্ত্বের) উপাসতে (উপাসনা করে), অরয়ঃ (শত্রুগণ) অপি (ও) তে (তোমার—তোমার ভগবদাকারের) স্মরণ প্রভাবে—ভয়বশতঃ সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছে বলিয়া) তৎ (তাহা—সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব) যযুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছে)। উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

বিষক্তধিয়ঃ (নাগরাজ-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি) **স্ত্রিয়ঃ** (স্ত্রীগণ—তোমার নিত্যকান্তা শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ) [যৎ—যাঃ] (যে) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (চরণপদ্মের সুধা) [হৃদি উপাসতে] (সাক্ষাদ্ বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন), **সমদৃশঃ** (তুল্যদৃষ্টি, ত্বদীয়-প্রেয়সীগণতুল্যদৃষ্টি—তদ্ভাবানুগতভাবা) বয়ং (আমরা—শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ) অপি (ও) **সমাঃ** (তুল্যা—গোপীদেহপ্রাপ্তিবশতঃ তাঁহাদের তুল্য) [সত্যঃ] (হইয়া) [তৎ—তাঃ] (সেই) [অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ] (চরণ-পদ্মের সুধা) (যযুঃ) (প্রাপ্ত হইয়াছি)।

অনুবাদ। শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমনপূর্ব্বক দৃঢ়-যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়-মধ্যে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব উপাসনা করেন (উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হয়েন), তোমার শত্রুগণও (সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট-চিন্তায় বা তোমার প্রতি ভয় বশতঃ সর্ব্বদা) তোমার স্মরণ করিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্ব) পাইয়াছে। আর, সর্পরাজের শরীরতুল্য ত্বদীয় ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি শ্রীরাধাপ্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজসুধা সাক্ষাদ্‌বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমরাও তাঁহাদের তুল্য (সেই চরণ-সরোজসুধা) প্রাপ্ত হইয়াছি।" ৪৮

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ—নিভৃত (সংযমিত) হইয়াছে মরুৎ (প্রাণবায়ু), মন এবং অক্ষ (ইন্দ্রিয়) সমূহ যাঁহাদিগকর্ত্তৃক এবং দৃঢ়যোগযুক্ত যাঁহারা—যাঁহারা, প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযমিত করিয়া কঠোর ব্রতপালনপূর্ব্বক যোগচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ **মুনয়ঃ**—ধ্যানপরায়ণ মুনিগণ **হৃদি**—হৃদয়ে, চিত্তে **যৎ**—যাঁহাকে, যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে **উপাসতে**—উপাসনা করেন, এবং উপাসনা দ্বারা যে ব্রহ্মাখ্য-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়েন—যে ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া যায়েন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার (ভগবানের) **অরয়ঃ**—কংসাদি শত্রুগণও সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট চিন্তায় বা তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যে তোমায় স্মরণ করে, সেই **স্মরণাৎ**—সেই স্মরণের প্রভাবেই তাহারা **তৎ যযুঃ**—সেই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ বহুকষ্টে মুনিগণ যে ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবানের শত্রুগণও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে—কেবল তোমার স্মরণের প্রভাবে; দ্বিতীয়তঃ, মুনিগণ অপরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের ধ্যান করিয়া যাহা পায়, অরিগণ পরিচ্ছিন্নরূপে ভগবানের স্মরণ করিয়াও তাহাই পায়; তৃতীয়তঃ, মুনিগণ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক ভগবদ্‌বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যাহা পায়, অরিগণ ভগবান্‌কে মনুষ্যবুদ্ধিতে হিংসা করিয়াও তাহাই পায়। এই এক আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া শ্রুতিগণ অপর এক আশ্চর্য্যের কথা বলিতেছেন—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। **উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ**—উরগ অর্থ সর্প; সর্পদের মধ্যে ইন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি উরগেন্দ্র—সর্পরাজ; তাঁহার ভোগ বা দেহ উরগেন্দ্রভোগ; তাদৃশ ভুজরূপদণ্ডে বিশেষরূপে আসক্তা ধী (বা বুদ্ধি) যে সমস্ত রমণীর, তাঁহারাই হইলেন উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ঃ; সর্পের শরীর যেমন ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাহুও তদ্রূপ ক্রমশঃ সরু, তাই শ্রীকৃষ্ণের বাহু অত্যন্ত সুন্দর; শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ভুজযুগলে ব্রজসুন্দরীদের চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেই বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গিত হওয়ার লোভে তাঁহারা লুব্ধচিত্ত (ইহাদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বিভু—অপরিচ্ছিন্ন—বস্তু হইলেও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করেন; যাহা হউক) এতাদৃশী **স্ত্রিয়ঃ**—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদি রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে **অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ**—অঙ্ঘ্রি (চরণ) রূপ সরোজ (পদ্ম), তাহার সুধা (স্পর্শমাধুর্য্য), পদ্মের ন্যায় সুদৃশ্য এবং সুকোমল চরণযুগলের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের **সমদৃশঃ**—সমানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাদেরই পন্থার অনুসরণপূর্ব্বক **বয়মপি**—আমরাও, যাঁহারা স্বয়ং ভগবান্‌কে নিরবচ্ছিন্ন বলিয়াই মনে করেন, সেই শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণও **সমাঃ**—কায়ব্যূহদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায়ই গোপীদেহ লাভ করিয়া তাঁহাদেরই তুল্যা হইয়া তাহাই—শ্রীকৃষ্ণের সেই অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাই পাইলাম।

'সমদৃশ'-শব্দে কহে সেইভাবে অনুগতি।
'সমা'-শব্দ কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ॥ ১৮১

'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এইস্থলে আশ্চর্য্যের হেতু এই যে—প্রথমতঃ, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম বক্ষে ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু শ্রুতিগণ নিত্যপ্রেয়সী নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণ সুদুর্ল্লভ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের নাগর বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিচ্ছিন্নরূপেই মনে করিয়াছেন, আর শ্রুতিগণ ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে অপরিচ্ছিন্ন রূপেই মনে করিয়াছেন; তথাপি ব্রজসুন্দরীগণের ন্যায় শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা পাইলেন—ব্রজে গোপীদেহ পাইলেন—ব্রজগোপীদের আনুগত্যের প্রভাবে।

বৃহদ্বামন-পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ বহুকাল-যাবৎ ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ পরোক্ষে (দৈববাণীরূপে) তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন—ব্রজে গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সেই ভাবে তাঁহাদেরও ভজনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। তখন ভগবান্ বলিলেন—"শ্রুতিগণ, তোমাদের এই অভিলাষ দুর্ঘট; যাহা হউক, আমি তাহা অনুমোদন করিলাম, তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমি যখন ভারত-ক্ষেত্রে মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইব, তখন তোমরাও আমার প্রতি উপপতিভাব-পোষণ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতে পারিবে।" ইহার পরে শ্রুতিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন এবং গোপীদেহ লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কি ভাবে ভজন করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে তাঁহাদের নিজের মুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

১৭৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক। ব্রজগোপীদের ভাবগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছিলেন।

১৮১-৮২। এই দুই পয়ারে "নিভৃতমরুৎ" ইত্যাদি শ্লোকের প্রকরণ-সঙ্গত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রুতিগণ গোপীদের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক রাগানুগা-মার্গে ভজন করিয়া যে ব্রজে ভাবযোগ্য দেহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে "নিভৃতমরুন্মনোক্ষ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, এই শ্লোক হইতে কিরূপে উক্ত বিষয় প্রতিপাদিত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্লোকোক্ত সমদৃশঃ, সমাঃ এবং অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ, এই তিনটী পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সমদৃশ—শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় "সমদৃশঃ" শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন:— **সমদৃশঃ** সমদৃষ্টয়ঃ তাসাং যস্মিন্ বর্ত্মনি দৃষ্টিস্তস্মিন্নেব বর্ত্মনি তদনুগত্যা দৃষ্টিং দদানা ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ তাঁহাদিগের (গোপীদিগের) যে পথে দৃষ্টি, তাঁহাদের অনুগমন করিয়া সেই পথেই দৃষ্টি দিয়াছে যাহারা, তাহারাই "সমদৃশঃ" (তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন)

শ্রীপাদজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন, "সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্য ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ গোপীদের ভাবের অনুগত ভাবযুক্ত—ইহাই "সমদৃশঃ" শব্দের অর্থ।

উভয়-টীকাকারের মতেই বুঝা গেল—"ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করে যাহারা, তাহারাই উক্ত শ্লোকে সমদৃশঃ-শব্দবাচ্য। এজন্য কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।" **সেই ভাবে**—গোপীদের ভাবে। অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদের ভাব লইয়া তাঁহাদেরই আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিয়াছিলেন, "সমদৃশঃ"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

সমা—চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "সমাঃ তপসা গোপীত্বপ্রাপ্ত্যা তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ।" ভজনের দ্বারা গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রজগোপীদের তুল্য রূপ পাইয়াছেন যাঁহারা, সেই শ্রুতিগণই গোপীদের "সমাঃ।"

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০।৯।২১)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ, শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎ-প্রেমৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্‌ঘুষ্টস্তে তস্য মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ তেষ্বপি মধ্যে গোকুল-বর্ত্তিনস্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠা যেষাং বাৎসল্যাদি-ভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন-ভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতঃ ন সুখাপঃ। কেষাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং জ্ঞানিনাং দেহাধ্যাসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ"—অর্থ পূর্ব্ববৎই।

উভয়-টীকাকারের মত হইতেই বুঝা গেল—গোপীদের তুল্য দেহ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই শ্রুতিগণকে গোপীদের "সমাঃ" (তুল্যা) বলা হইয়াছে। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন "সমা-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি।" অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে গোপীদেহ ও গোপীরূপ লাভ করিয়াছেন, "সমাঃ"-শব্দের অর্থ দ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা। অঙ্ঘ্রি—চরণ। **পদ্ম**—কমল। **অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা**—চরণ-কমলের মধু।

শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—"অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা—তদীয়স্পর্শমাধুর্য্যাণি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শজনিত মাধুর্য্য, অথবা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।" অর্থাৎ শ্রুতিগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, শ্লোকোক্ত "অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা" শব্দের অর্থ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

এখন উক্ত শ্লোকের সমদৃশ, সমা এবং অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা, এই তিনটী শব্দের অর্থ হইতে বুঝা গেল—(১) শ্রুতিগণ গোপীদের অনুগত হইয়া তাঁহাদেরই ভাব লইয়া ভজন করিয়াছিলেন ; (২) এইরূপ ভজনের ফলে তাঁহারা শ্রীমন্নন্দব্রজে ভাবযোগ্য গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন এবং (৩) গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বিধিমার্গ—বৈধীভক্তি। অনুরাগের অভাবহেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনের ভয়ে যে ভক্তিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। প্রাণের টানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হইলে, তাহাকে রাগানুগামার্গ বলে ; যদি প্রাণের টান কিছুমাত্র না থাকে, পরন্তু—শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে অন্তিমে নরক-ভোগ করিতে হইবে, ইত্যাদি—ভয়েই ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে তাহাকে বিধিমার্গ বলে। ২।২২।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই শ্রীমন্নন্দব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণকে পাওয়া যায়—তাহা বলিয়া এখন বলিতেছেন—রাগানুগামার্গে না ভজিয়া যদি কেবল বিধিমার্গেই ভজন করা যায়, তবে কখনও ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যাইবে না। বিধিমার্গের ভজনে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অপর-রূপ শ্রীনারায়ণাদিকে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ব্রজে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যাইবে না। "বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ * * ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১।৩।১৩-১৫ ॥"

ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজভাব অঙ্গীকার ব্যতীত যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। অয়ং (এই) ভগবান্ (ভগবান্) গোপিকাসুতঃ (যশোদানন্দন-শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তিমতাং (ভক্তিমান্‌দের পক্ষে) যথা (যেমন) সুখাপঃ (সুখলভ্য—অনায়াসলভ্য), দেহিনাং (দেহাভিমানীদিগের) জ্ঞানিনাং

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। | রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥ ১৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যোগ্যতায়াং নিষেধসম্ভবাৎ। আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চভবশ্রিয়াম্। তত্র বিরিঞ্চভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপ-শক্তিত্বেনাত্মভূতত্বম্। এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তদিতি বিকুণ্ঠা কৌশল্যাদিসুত এব তুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্য-সখ্য-কান্তভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা ত্বল্লোকবাসিষ্য ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী তদ্বতাং যথা সুখাপস্তথা তেনেতি তেন গোপিকাত্মনুগতিময়স্বচ্ছন্নতাতুঃখাঙ্গীকারস্ত বিরিঞ্চ-ভব-লক্ষ্ম্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্বলোকস্থিতৈর্দুঃশক এব অন্তেষাস্ত তাদৃশোপদেশষ্টালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ। তত্র সুখাপদুষ্প্রাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

(দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের) আত্মভূতানাং চ (এবং ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মী-আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও) ন তথা সুখাপঃ (সেইরূপ সুখলভ্য নহেন)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন—"এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তিদের পক্ষে যেমন সুলভ বা অনায়াসলভ্য, দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, দেহাভিমানশূন্য জ্ঞানীদিগের পক্ষে, এমন কি ব্রহ্মা, শিব বা লক্ষ্মী আদি ভগবানের আত্মভূত স্বরূপ-গণের পক্ষেও তিনি তত অনায়াসলভ্য নহেন। ৪৯

দেহিনাং—দেহাদিতে অভিমান আছে যাঁহাদের, সে সমস্ত লোকদের পক্ষে, কিম্বা **জ্ঞানিনাং**—দেহাদিতে অভিমানশূন্য জ্ঞানমার্গের লোকদের পক্ষে, এমন কি **আত্মভূতানাং**—ভগবানের স্বরূপভূতদের পক্ষেও (ব্রহ্মা ও শিব নিজের অবতার বলিয়া ভগবানের আত্মভূত, লক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপশক্তি বলিয়া আত্মভূত ; কিন্তু এই সমস্ত আত্মভূত ব্যক্তিগণের পক্ষেও) ভগবান্ গোপিকাসুত সেইরূপ সুলভ নহেন,—যেমন সুলভ তিনি ভক্তিমান্‌দের পক্ষে। **গোপিকাসুতঃ**—যশোদানন্দন ; পরম-বাৎসল্যময়ী গোপিকা-যশোদার নামে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে পরিচিত করার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যময়ী যশোদার প্রেমের অধীন। ইহার উপলক্ষণে—তিনি যে দাস্য, সখ্য এবং মধুর ভাবের ব্রজপরিকরগণেরও প্রেমের অধীন, তাহাও সূচিত হইতেছে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরদের প্রেমের বশীভূত বলিয়া ব্রজপরিকরগণ কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের প্রেমবশ্যতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। তাই ব্রজে কৃষ্ণসেবা পাইতে হইলে ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিতে হইবে—যেন ব্রজপরিকরগণ এই আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিতে ইচ্ছুক হয়েন। এইভাবে যাঁহারা ভজন করেন, তাদৃশ **ভক্তিমতাং**—ভক্তিমান্‌দিগের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ব্রজপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজ ; আর যাঁহারা আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা—ব্রহ্মা, শিব, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী হইলেও—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন না। এইরূপে অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে দেখান হইল যে—ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে রাগানুগামার্গের ভজনেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৩। ১৭৭ পয়ারোক্ত (সেই গোপীভাবামৃতে ইত্যাদি) বাক্যের উপসংহার করিতেছেন ১৮৩-৮৬ পয়ারে।

অতএব—রাগানুমার্গেই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় বলিয়া এবং বিধিমার্গে পাওয়া যায় না বলিয়া।

চিন্তে—চিন্তা করে। **রাধাকৃষ্ণের বিহার**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলা। দিন ও রাত্রির মধ্যে যে সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে লীলা করেন, সেই সময়ে সাধক সেই লীলা ভাবনা করিবেন এবং নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই সেই লীলাস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। ইহাই রাগানুগামার্গে মানসিক ভজনের স্থূল বিধি।

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাঁই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ ১৮৪
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে। ১৮৫
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ ১৮৬

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ ৫০

এতশুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥ ১৮৭
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজনিজকার্য্যে দোঁহে গেলা॥ ১৮৮
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দরায় কহে মিনতি করিয়া॥ ১৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৪। **সিদ্ধদেহ**—অন্তশ্চিন্তিত ভাবযোগ্য-দেহ। শ্রীগুরুদেব এই দেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। **তাঁহাঞি**—শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলে। **সেবন**—শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। **সখীভাবে**—সেবাপরায়ণা মঞ্জরী (দাসী) রূপে। "এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভদিন মোর কত দিনে হবে॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥" "কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥ অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥" "সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ, কৌষিক-বসন-নানারঙ্গে। এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে।" শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর-মহাশয়ের উক্ত রূপ প্রার্থনাদি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীযুগল-কিশোরের সেবাপরায়ণা দাসী (মঞ্জরী)-দেহই রাগানুগামার্গে গোপী-ভাবানুগত সাধকের প্রার্থনীয়। ২।২২।৯০-৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৫। **গোপী-অনুগতি বিনে**—কান্তাভাবের সেবায় ব্রজগোপীদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে**—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, আর আমি তাঁহার তুলনায় ক্ষুদ্রতম বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র—ইত্যাদি ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া। ১।৩।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮৬। **তাহাতে দৃষ্টান্ত**—গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না, লক্ষ্মীই তাহার দৃষ্টান্ত।

লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী ; ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও দিক্‌পালগণ তাঁহার চরণসেবা করেন ; কাহারও আনুগত্যে তিনি অভ্যস্তা নহেন ; প্রভুত্বেই তিনি অভ্যস্তা। যাঁহারা প্রভুত্বেই অভ্যস্ত, অন্যের আনুগত্য স্বীকারের হীনতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। তাই বোধ হয় লক্ষ্মীদেবী ব্রজসুন্দরীদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ; তাহার ফল হইল এই যে, কঠোর ভজন করিয়াও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইলেন না ; তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ১০।১৬।৩৬॥"

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৮৭। **এত শুনি**—পূর্ব্বোক্ত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ও রাগানুগামার্গের ভজন-প্রণালী-আদি শুনিয়া। **তারে**—রায়-রামানন্দকে। **গলাগলি করেন ক্রন্দন**—প্রেমাবেশে গলাগলি হইয়া ক্রন্দন করেন।

১৮৯। **বিনতি**—বিনয়, দৈন্য।

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন।
দিন-দশ রহি শোধ' মোর দুষ্টমন ॥ ১৯০
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ১৯১
প্রভু কহে—আইলাঙ্ শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ১৯২
যৈছে শুনিল, তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ১৯৩
দশদিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ১৯৪
নীলাচলে তুমি-আমি রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে। ১৯৫
এত বলি দোঁহে নিজনিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিলা ॥ ১৯৬
অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥ ১৯৭
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ১৯৮
প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তিবিনা বিদ্যা নাহি আর ॥১৯৯
কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ ২০০
সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সে-ই বড় ধনী ॥ ২০১
দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনু দুঃখ নাহি আর ॥ ২০২
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?।
কৃষ্ণপ্রেম যার—সে-ই মুক্ত-শিরোমণি ॥ ২০৩
গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে-গীতের মর্ম্ম ॥ ২০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯১। **কৃষ্ণপ্রেম**—কোন কোন গ্রন্থে "ব্রজপ্রেম" পাঠ আছে। মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামানন্দ-রায় তাহা অনুভব করিয়াছেন ; তাই বলিলেন—"তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥" কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥"

১৯৩। **যৈছে শুনিল**—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের মুখে তোমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম। **জ্ঞানের তুমি সীমা**—তুমি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তত্ত্ব ও তাঁহাদের বিলাসাদির তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ।

১৯৭। **অন্যোন্যে**—পরস্পর। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী**—প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা ইষ্টগোষ্ঠী। তত্ত্বকথাদি সম্বন্ধে একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন উত্তর দেন, এইভাবে।

১৯৯। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাকে বলে বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব ; সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন, তাঁহার আর অজানা কিছু থাকে না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে জানিবার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণভক্তি ; সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। ছান্দোগ্য ।৬।১।৩॥"

২০০। যিনি খুব বড় কাজ করেন, তাঁহারই খুব বড় কীর্ত্তি ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করা অপেক্ষা বড় কাজ আর কিছুই থাকিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করার একমাত্র উপায় হইল কৃষ্ণপ্রেম ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম যাঁহার আছে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তিশালী। ভক্তের মহিমা-খ্যাপনে ভগবান্‌ও অত্যন্ত আনন্দ পায়েন। ইহাই ভক্তকীর্ত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

২০৪। জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাহার নিজ ধর্ম্ম বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ; রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তনেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রীত হয়েন ; সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলাগানই হইল জীবের নিজধর্ম্ম বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥ ২০৫
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥ ২০৬
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥ ২০৭
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস ?।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাহাঁ লীলা রাস ॥ ২০৮
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥ ২০৯
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥ ২১০
মুক্তি-ভক্তি-বাঞ্ছা যেই কাহাঁ দোঁহার গতি ?
স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি ॥ ২১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

২০৫। **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে বলিয়া **কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই** জীবের প্রধান শ্রেয়ঃ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে মঙ্গলজনক।

২০৬। **করে অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা করা উচিত। **কৃষ্ণ-নাম** ইত্যাদি—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ"—এই (পাদ্ম। ৭২।১০০) বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই জীবের প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। "সাধন স্মরণলীলা, ইহাতে না কর হেলা।" "মনের স্মরণ প্রাণ"—ইত্যাদিই স্মরণ সম্বন্ধে শ্রীলনরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ের উক্তি।

২০৭। **ধ্যেয়**—ধ্যানের বস্তু। **রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ** ইত্যাদি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলের ধ্যানই জীবের প্রধান ধ্যান।

২০৯। **কর্ণ-রসায়ন**—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক।

২১০। **যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম**—রাধাকৃষ্ণ নামক যুগল; যাঁহাদের নাম শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ, সেই যুগল (বা উভয়) হইলেন শ্রেষ্ঠ উপাস্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত স্বরূপই পরম-স্বরূপ বলিয়া তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ উপাস্য বা পরম উপাস্য। অথবা, নাম ও নামীর অভেদবশতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্য। "রাধেতি নাম নবসুন্দর-গীতমুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্। সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে॥ 'রাধা' এই নামটী নূতন সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোমুগ্ধকর; আর 'কৃষ্ণ' এই নামটী মধুর অদ্ভুত গাঢ়দুগ্ধতুল্য; হে ক্ষুধার্ত্ত-রসনা, সুরভি রাগ (অনুরাগ) রূপ হিমের দ্বারা রমণীয় করিয়া তাহা সর্ব্বক্ষণ পান কর। দাসগোস্বামীর অভীষ্টসূচন। ১০॥" শ্রীলনরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"যুগল-চরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে। কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা॥ ৫৪॥ রাধাকৃষ্ণ নাম গান, সেই সে পরম ধ্যান, আর না করিহ পরমাণ॥ প্র. ভ. চ.॥ ৬৭॥ কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকাচরণ পাই, রাধানামে পাই কৃষ্ণচন্দ্র॥ প্র. ভ. চ.॥ ১০৪॥" শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"অজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়াসিক্তজনয়াঽনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ। পরং প্রক্ষাল্য প্রক্ষাল্যেতচ্চরণকমলে তজ্জল-মহো মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্॥-স্বনিয়মদশকম্॥ ৭॥"

২১১। যাঁহারা মুক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের গতি হইল ব্রহ্মসাযুজ্য; এই ব্রহ্মসাযুজ্যকে বৃক্ষাদি-স্থাবরদেহে অবস্থিতির মতন বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি স্থাবর-দেহাবিষ্ট জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সামান্য কিছু আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেও যেমন আনন্দের বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও আনন্দময়-ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসত্তায় লীন হইয়া যায় বটে এবং অব্যক্তশক্তিক আনন্দসত্তার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মবশতঃ সামান্য আনন্দমাত্র অনুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু ব্রহ্মে আনন্দবৈচিত্রীর অভাববশতঃ কোনওরূপ আনন্দ-বৈচিত্রীই অনুভব করিতে পারে না।

আবার, যাঁহারা ভক্তি বাঞ্ছা করেন, সিদ্ধাবস্থায় স্বস্ব-ভাবানুকূল পার্ষদদেহে শ্রীকৃষ্ণসমীপেই তাঁহারা অবস্থান করিয়া ভাবানুকূল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা কারতে পারেন। তাঁহাদের এই সেবাপ্রাপ্তিকে দেবদেহে অবস্থিতির তুল্য

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২১২

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২১৩

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথারসে।
নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ ২১৪

দোঁহে নিজনিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ২১৫

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ২১৬

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলা হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে, দেবদেহাবিষ্ট জীব যেমন স্বচ্ছন্দভাবে নানাবিধ সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদভক্ত তদ্রূপ বিবিধ-বৈচিত্রীময় লীলারস আস্বাদন করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "মুক্তি-ভক্তি"-স্থলে "মুক্তি-ভুক্তি"-পাঠ দৃষ্ট হয়॥ ভুক্তি অর্থ—ইহকালের সুখভোগ বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখভোগ। এই সুখ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তির কৃপা হয় না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৫॥" এইরূপ ভুক্তিবাসনা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছামূলক কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ভুক্তিবাসনা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারেন না। অথচ পরবর্ত্তী ২১২ এবং ২১৩ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে মুক্তিকামী জ্ঞানীর কথা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রেমিক ভক্তের কথা বলা হইয়াছে; এই পয়ার দুইটী ২১১ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধেরই বিবৃতি। "ভুক্তির" পরিবর্ত্তে "ভক্তি"-পাঠ হইলেই ২১২।২১৩ পয়ারোক্তির সার্থকতা থাকে; "ভুক্তি" পাঠের সহিত ইহার কোনও সঙ্গতিই নাই। তাই "মুক্তি-ভক্তি"-পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "ভুক্তি"-পাঠ লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়।

২১২। কাক ও কোকিলের দৃষ্টান্তদ্বারা মুক্তজীব ও ভক্তজীবের পার্থক্য দেখাইতেছেন। **অরসজ্ঞ কাক**—প্রেমরসে অনভিজ্ঞ (অজ্ঞ) জ্ঞানমার্গের সাধকরূপ কাক; যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, সাযুজ্য-মুক্তিকামী, তাঁহারা প্রেমরসের মর্ম্ম জানেন না; তাঁহাদিগকে কাকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; কারণ, কাক যেমন সুস্বাদু আমের মুকুল খায় না, অথচ স্বাদহীন নিম্বফল খায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী জ্ঞানমার্গের সাধকের ভক্তিরসে রুচি নাই, রুচি থাকে সাযুজ্যমুক্তিতে, যাহাতে কোনওরূপ লীলা নাই, আনন্দ-বৈচিত্রী নাই।

রসজ্ঞ কোকিল—ভক্তিরসে অভিজ্ঞ ভক্তরূপ কোকিল; যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, শ্রীকৃষ্ণসেবাই যাঁহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদিগকে কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; যেহেতু, কোকিল যেমন সুস্বাদু আম্র-মুকুলই ভালবাসে, তাঁহারাও তদ্রূপ বিবিধ-রসবৈচিত্রীর উৎস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই একাত্র কাম্যবস্তু বলিয়া মনে করেন। **জ্ঞান-নিম্বফলে**—জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞানরূপ নিম্বফল। **প্রেমাম্রমুকুল**—কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্রমুকুল।

২১৩। পূর্ব্বপয়ারের মর্ম্ম আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে; এই পয়ারে।

অভাগীয়া—অভাগ্য; হতভাগ্য; দুর্ভাগ্য। **জ্ঞানী**—জ্ঞানমার্গের সাধক, যিনি জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ বলিয়া মনে করেন এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্যপ্রাপ্তিই যাঁহার একমাত্র কাম্য। রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন হইতে বঞ্চিত বলিয়া জ্ঞানীকে "অভাগীয়া" বলা হইয়াছে। **শুষ্কজ্ঞান**—রসবৈচিত্রীহীন জ্ঞান (জীবেশ্বরের ঐক্যজ্ঞান বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান)।

১৯৯—২১৩-পয়ারে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তও বস্তুতঃ সাধন-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৬২-৮৬ পয়ারে যে সাধনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল অঙ্গী সাধন; আর ১৯৯-২১৩ পয়ারে সাধনের কতকগুলি অঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে।

২১৫। **বিহানে**—প্রাতঃকালে।

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পঢ়াইল নারায়ণ ॥ ২১৮

অন্তর্য্যামি-ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥ ২১৯

তথাহি (ভাঃ ১।১।১)
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভ্যমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গুণবর্ণন-প্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসস্তৎ-প্রতিপাদ্য-পরদেবতানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মাদ্যস্যেতি। পরং পরমেশ্বরম্। ধীমহীতি ধ্যায়তের্লিঙি ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ। বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কম্। তমেব স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণাভ্যামুপ-লক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি। সত্যত্বে হেতুঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধি র্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি যথাযথমূহ্যম্। যদ্বা। তস্যৈব পরমার্থসত্যত্ব-প্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তম্। যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তম্। তটস্থলক্ষণমাহ জন্মাদীতি। অস্য বিশ্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি তত্র হেতুঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা। অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম কারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ। ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা। সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্ যতো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তীত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদ্যা। তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেতং নেত্যাহ অভিজ্ঞো যস্তং স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজাম ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতেত্যাদি শ্রুতেঃ ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াৎ। তর্হি কিং জীবঃ স্যান্নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিতি শ্রুতেঃ। নেত্যাহ তেনে ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম বেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। ননু ব্রহ্মণোঽন্যতঃ বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্ত্ হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থোঽপি দর্শিতঃ। বক্ষ্যতি হি প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। সলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতামিতি। ননু ব্রহ্মা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২১৮-১৯। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী; তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, প্রত্যেককেই উপদেশ দেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে; কথাবার্ত্তা বলিয়া নহে—উপদেশের মর্ম্ম তিনি নীরবে জীবের চিত্তে স্ফুরিত করেন। এই ভাবেই তিনি ব্রহ্মাকে বেদ-উপদেশ করিয়াছিলেন—বেদের মর্ম্ম ব্রহ্মার চিত্তে স্ফুরিত করিয়া। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। অর্থেষু (কার্য্যসমূহে—বস্তুসমূহে—সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই) অন্বয়াৎ (যাঁহার সংশ্রববশতঃ —যিনি সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে) ইতরতঃ চ (এবং অন্য প্রকারেও — অকার্য্যসমূহে, অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদিবৎ অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদয়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছেনা), (অতএব) (এই হেতু—তাঁহার সম্বন্ধহেতু বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধাভাব হেতু অবস্তুর অস্তিত্ব-প্রতীতি জন্মে না বলিয়া) অস্য (ইহার—এই জগতের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশ) যতঃ

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন স্বয়মেব বেদং উপলভতাম্। নেত্যাহ যদ্ যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি। তস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণম্। অতএব সত্যঃ অসতঃ সত্তাপ্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেন চ নিরস্তকুহকত্বং ধীমহীতি গায়ত্র্যা প্রারম্ভণে চ গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎপুরাণমিতি দর্শিতম্। যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে। যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্॥ পুরাণান্তরে চ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি। পদ্মপুরাণে চ অম্বরীষং প্রতি শ্রীগৌতমবচনম্। অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি॥ অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্। স্বামী। ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(যাঁহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ) স্বরাট্ (এবং স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞানবান্), যৎ (যাহাতে—যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হয়েন), [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয়দ্বারা) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন—সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকাশিত করিয়াছেন), যথা (যেরূপ) তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (তেজ, জল বা মৃত্তিকা-বিকার কাচের বিনিময়—তেজে, জলে বা কাচে ঐ সকল বস্তুর এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ) যত্র (যাঁহাতে—যাঁহার সত্যতায়) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদি) অমৃষা (সত্য—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে) [অথবা, মৃষা (মিথ্যা—তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহাব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সমস্তই মিথ্যা—যাঁহার পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে], স্বেন (স্বীয়) ধাম্না (তেজঃপ্রভাবে) সদানিরস্তকুহকং (যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ সর্ব্বদা নিরস্ত হইয়াছে, সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

অনুবাদ। "যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐসকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে না; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তেজ, জল, বা মৃত্তিকাদির বিকারস্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তুসকলের একবস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপে প্রতীত হইতেছে [অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা, (যাঁহার পরমার্থসত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে)], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি॥"—শ্রীপাদ শ্যামলাল-গোস্বামী। ৫১

ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে এই শ্লোকটী দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। **সত্যং**—সত্যস্বরূপ এবং **পরং**—পরমেশ্বরকে **ধীমহি**—ধ্যান করি। "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে। সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২। ২৬॥"—ইত্যাদি বাক্যে দেবগণ সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন। "সত্য"-শব্দের উপলক্ষণে, পরমেশ্বর যে "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-তাহাও সূচিত হইতেছে। বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণ (১।১২। ৫৭)-বচনানুসারে ব্রহ্মের শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্ম পরমেশ্বর। পরং শব্দে এস্থলে পুরাণোক্ত "নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম"-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। গোপালতাপনীশ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করার কথাই বলিয়াছেন—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। পূঃ ৫০।" এই শ্লোকে ধ্যেয় পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ দুইই বলা হইয়াছে। স্বরূপলক্ষণে তিনি সত্যং—সত্যস্বরূপ। তাঁহার সত্যত্ব-বিষয়ে প্রমাণ এই যে—**যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা**—তাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিত বলিয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি—ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে; এই প্রতীতির কারণই তাঁহার সত্যতা; সুতরাং যিনি সত্যস্বরূপ, নচেৎ মিথ্যা গুণসৃষ্টি তাঁহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সত্য বলিয়া প্রতীত হইত না। অধিষ্ঠানের সত্যতায় মিথ্যা বস্তুও যে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন—**যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ**—অধিষ্ঠানের সত্যতা বশতঃই তেজ, জল ও কাচে ঐ বস্তু সকলের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রমও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কাচে—দর্পণে—সূর্য্যের তেজঃ পতিত হইলে তাহাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে; সেই প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইলেও তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কারণ, তেজের অধিষ্ঠান সূর্য্য সত্যবস্তু; সূর্য্যের সত্যতাতেই দর্পণে সূর্য্যের মিথ্যা প্রতিবিম্বও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মরুভূমিতে তেজে—মরীচিকায়—জল আছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; বহু দূরে কোনও স্থানে বাস্তবিকই জল আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি মরুভূমির বালুরাশিতে প্রতিফলিত হইয়া সত্য জলের ভ্রান্তি জন্মায়; জলের সত্যতাতেই মরীচিকার মিথ্যা জলকেও সত্য বলিয়া মনে হয়। তদ্রূপ, ব্রহ্মের সত্যতাতেই মিথ্যা মায়াসৃষ্টিকে সত্য বলিয়া মনে হয়। **অথবা,** যত্র ত্রিসর্গো মৃষা যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ—তেজে জলভ্রমাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা—তিনি নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ। প্রশ্ন হইতে পারে—"যত্র ত্রিসর্গো মৃষা"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল, সেই সত্যস্বরূপেই মায়িক সৃষ্টি অবস্থিত; তাহাতে মায়িক উপাধির সঙ্গে সেই সত্য-স্বরূপের কোনও সম্বন্ধ জন্মে কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, মায়িকসৃষ্টির অধিষ্ঠান বলিয়া সত্যস্বরূপের সহিত কোনওরূপ মায়িক-উপাধির সম্বন্ধ নাই; কারণ, সেই সত্যস্বরূপ **স্বেন ধাম্না**—স্বীয় তেজঃ প্রভাবে, স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে **নিরস্ত কুহকং** নিরস্ত (দূরীভূত) হইয়াছে কুহক (কপট বা মায়া) যাহা হইতে—মায়া তাঁহা হইতে বহুদূরে অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে। মায়ার অধিষ্ঠান হইয়াও তিনি মায়াতীত। এইরূপে স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বাক্যে। **অস্য**—এই পরিদৃশ্যমান জগতের **জন্মাদি**—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় **যতঃ**—যাহা হইতে হয়; তাঁহা হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়—তিনিই জগতের মূল কারণ—ইহাই তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ (বা কার্য্য); তাঁহার ধ্যান করি—তং ধীমহি। আচ্ছা, তাঁহাকেই জগতের সৃষ্টি-আদির কারণ বলার হেতু কি? উত্তর—অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ অর্থেষু। **অর্থেষু**—কার্য্যেষু, বস্তুসমূহে, সৃষ্টবস্তু সমূহে তাঁহার **অন্বয়াৎ**—অন্বয় বা সংশ্রববশতঃ, সৎ-রূপে তাঁহার অবস্থানবশতঃ এবং **ইতরতশ্চ**—অকার্য্যেভ্যঃ খ-পুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ—অবস্তু অর্থাৎ আকাশকুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্ত্বার উপলব্ধি হয় না। সৎ-রূপে সৃষ্টবস্তুতে তিনি আছেন বলিয়া সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতি হয়; আর অবস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া অবস্তুর সত্ত্বার প্রতীতি হয় না—যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ আছে, সেখানে সত্ত্বার প্রতীতি; আর যেখানে তাঁহার সম্বন্ধ নাই, সেখানে সত্ত্বার প্রতীতিও নাই—ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনিই সৃষ্টবস্তুর সত্ত্বার কারণ, তিনিই জগতের কারণ। **অথবা** অন্বয়-শব্দে অনুবৃত্তি এবং ইতর-শব্দে ব্যাবৃত্তি বুঝায়; সৃষ্টবস্তুতে সৎ-রূপে তিনি অনুবৃত্ত বলিয়া ঘট-কুণ্ডলাদির সম্বন্ধে মৃৎসুবর্ণের ন্যায়—ব্রহ্মই জগতের কারণ; আবার ব্যাবৃত্তিবশতঃ—মৃৎসুবর্ণাদির সম্বন্ধে ঘট-কুণ্ডলাদির ন্যায়—ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশ্বই কার্য্য। এই অর্থেও ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেন। ব্রহ্ম হইতেই যে জগতের জন্মাদি হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভি-সম্বিশন্তীতি। তৈত্তিরীয়।৩।১।" প্রশ্ন হইতে পারে—সাংখ্য তো বলেন, প্রধানই জগতের কারণ; তবে ব্যাসদেব এই শ্লোকে কি প্রধান বা প্রকৃতিরই ধ্যান করিতেছেন? না, প্রকৃতির ধ্যান করেন নাই; প্রকৃতি জড়, অচেতন; ব্যাসদেব যাঁহার ধ্যান করিয়াছেন এবং যাঁহাকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তিনি **অভিজ্ঞঃ**—সর্ব্বজ্ঞ; চেতনবস্তু ব্যতীত কোনও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অচেতন বস্তুই অভিজ্ঞ হইতে পারে না ; সুতরাং জগতের কারণ যিনি, তিনি চেতন ; সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে "স ঐক্ষত লোকান্নুৎসৃজাম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাঁহার চেতনত্বেরই প্রমাণ দিতেছে ; অচেতনবস্তু দর্শন করিতে পারে না। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, অচেতনবস্তু অভিজ্ঞ বা সৃষ্টিকর্ত্তা না হইতে পারিলে, চেতন জীব তো হইতে পারে ? তবে কি জীবকে ধ্যান করার কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ? না, তাহা নহে ; এই শ্লোকে যাঁহার ধ্যান করার কথা বলা হইয়াছে এবং যাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তাও বলা হইয়াছে, তিনি **স্বরাট্**—স্বেনৈব রাজতে যঃ, আপনা দ্বারাই যিনি বিরাজিত, যাঁহার সত্বাদি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখে না, যিনি **স্ব**তন্ত্র, যিনি **স্ব**তঃসিদ্ধ-জ্ঞান। জীব এরূপ স্বরাট্ নহে। তবে কি ব্রহ্মার কথাই বলা হইয়াছে ? "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও তো হইতে পারে ? না, তাহাও নয় ; ব্রহ্মা এই শ্লোকের ধ্যানের বিষয় নহেন। যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি আদিকবয়ে ব্রহ্ম তেনে—**আদিকবয়ে**—ব্রহ্মাতে, **ব্রহ্ম**—বেদ **তেনে**—প্রকাশিত করিয়াছিলেন—তিনিই ব্রহ্মাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন ; "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ ; সুতরাং এই শ্লোকে ব্রহ্মা ধ্যানের বিষয় নহেন। কিন্তু ব্রহ্মা যে অন্যের নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতো জানা যায় না ? একথা সত্য ; ব্রহ্মা বেদ অধ্যয়ন করেন নাই এবং পরমেশ্বরও ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যাপন করান নাই ; পরমেশ্বর সেই বেদ **হৃদা তেনে**—সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফুরিত করাইয়াছিলন, বেদবিষয়ে ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলেন। আচ্ছা, পূর্ব্বে তো ব্রহ্মা বেদ জানিতেন ? মহাপ্রলয়ে হয়তো তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—সুপ্তব্যক্তি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেই যেমন তাহার পূর্ব্বস্মৃতিও জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার—ব্রহ্মারও তো বেদস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারে? সুতরাং ব্রহ্মার চিত্তে বেদার্থের প্রকাশ যে পরমেশ্বরেরই কার্য্য, তাহার প্রমাণ কি ? তাহার উত্তর এই যে, বেদার্থ-স্মরণে ব্রহ্মার সামর্থ্য নাই ; কারণ, **যস্মিন্ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি**—এই বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হইয়া যান, জ্ঞানিগণও এই বেদবিষয়ে কিছু নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং ব্রহ্মার জ্ঞানও পরাধীন বলিয়া, অন্য-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-পরমেশ্বরই জগতের কারণ এবং পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয়। এই সমস্ত কারণে—তিনি সত্য বলিয়া, সদ্‌বস্তুর (অস্তিত্বযুক্ত বস্তুর) সত্ত্বা দান করেন বলিয়া এবং অসদ্‌বস্তুর সত্ত্বা দান করেন না বলিয়া তিনি পরমার্থ সত্য ; সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তিনি নিরস্তকুহক ; তিনিই ধ্যানের বিষয়। এই শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" এই বাক্য থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—গায়ত্রী দ্বারাই এই শ্লোকের এবং এই শ্লোকযুক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভ। বস্তুতঃ এই শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ ই নিহিত আছে (এই উক্তির বিবৃতি ২।২৫।১০৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ যে ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ২১৮-৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকস্থ "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।"-বাক্য।

উপরে এই শ্লোকটীর যে অন্বয়, অনুবাদ ও অর্থ লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকানুযায়ী। এক্ষণে—এই শ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অন্বয়, অনুবাদ ও অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। অন্বয়াৎ (ঘটে মৃত্তিকার ন্যায়, উপাদান-কারণরূপে এই বিশ্বে যাঁহার অন্বয় বা অনুপ্রবেশ আছে বলিয়া) ইতরতঃ (ব্যতিরেক আছে বলিয়াও, অর্থাৎ মৃত্তিকাতে যেমন ঘট নাই, তদ্রূপ যাঁহাতে এই বিশ্ব নাই বলিয়া—সুতরাং যিনি বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়া) চ (এবং যিনি বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ বলিয়াও) অস্য (এই বিশ্বের—জগৎ-প্রপঞ্চের) জন্মাদি (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) যতঃ (যাঁহা হইতে) [ভবতি] (হয়), [যঃ] (যিনি) অর্থেষু (সৃজ্যাসৃজ্যবস্তু-বিষয়ে) অভিজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ), [যঃ] (যিনি) স্বরাট্ (অন্যনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ), যৎ (যাহাতে—যে বেদে) সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হন) [তৎ] (সেই) ব্রহ্ম (বেদ) আদি-কবয়ে (আদিকবি-ব্রহ্মাতে) হৃদা (হৃদয় দ্বারা, স্বীয় হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে) [যঃ] (যিনি) তেনে (প্রকাশিত করিয়াছেন), তেজোবারিমৃদাং (তেজ, জল এবং মৃত্তিকার) বিনিময়ঃ (বিপর্য্যয়—এক বস্তুকে অন্যবস্তু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া মনে করা—তেজকে বারি বা বারিকে তেজ বলিয়া, মৃত্তিকার বিকার কাচকে জল বা জলকে কাচ বলিয়া মনে করা—এজাতীয় বিপর্য্যয়-বুদ্ধি) যথা (যেরূপ) [মৃষা] (মিথ্যা), [তথা] (তদ্রূপ) যত্র (যাঁহাতে—যে চিন্ময়াকার পরমেশ্বরে, পরমেশ্বরের দেহ বিষয়ে) ত্রিসর্গঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের বা গুণত্রয়ের সৃষ্টি—এইরূপ বুদ্ধিও) মৃষা (মিথ্যা),—অথবা, তেজোবারিমৃদাং (তেজ, বারি ও মৃত্তিকার) যথা (যথাযথ) বিনিময়ঃ (সম্মিলন) যত্র (যে স্থলে), [তত্র] (সে স্থলেই, তথাভূত) ত্রিসর্গঃ (ত্রিগুণসৃষ্টিই) মৃষা (মিথ্যা—সেই ত্রিগুণময় বস্তুর যে-সৃষ্টিকর্ত্তার দেহ মিথ্যা নয়)—স্বেন (স্বীয়) ধাম্না (স্বরূপশক্তিদ্বারা) সদা নিরস্তকুহকম্ (সর্ব্বদা নিরস্ত বা দূরে অপসারিত হইয়াছে মায়া যাঁহা কর্ত্তৃক) [তং] (সেই) সত্যং (সত্যস্বরূপ) পরং (পরমেশ্বরকে) ধীমহি (ধ্যান করি)।

অনুবাদ। অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে যিনি এই বিশ্বের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ যাঁহা হইতে হয়, সৃজ্যাসৃজ্য-বস্তু-বিষয়ে যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি অন্যনিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র, যেই বেদে জ্ঞানিগণও মোহ প্রাপ্ত হন, সেই বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তেজ, জল ও মৃত্তিকা এই তিনটী বস্তুর একটীকে অপরটী বলিয়া মনে করা যেমন মিথ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞানমাত্র, তদ্রূপ যাঁহাতে (যে পরমেশ্বরের দেহ-বিষয়ে) ত্রিগুণ-সৃষ্টি-বুদ্ধিও মিথ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানমাত্র—অথবা, যেস্থলে তেজ, জল ও মৃত্তিকার যথাযথ সম্মিলন হয় (এই বস্তুগুলির যথাযথ সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়), সেই স্থলেই (তথাভূত) ত্রিগুণ সৃষ্টিই মিথ্যা (বা অনিত্য), এই ত্রিগুণসৃষ্টির কর্ত্তা যিনি, তাঁহার দেহ মিথ্যা নয়—যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়াকে সর্ব্বদা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন, সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করি। ৫১

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

সত্যং পরং ধীমহি—**পরং** অতিশয়েন **সত্যং** সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তিনং ধীমহি ধ্যায়েমঃ। সর্ব্বদেশে সকল সময়ে যিনি অতিশয় সত্য, যিনি সর্ব্বত্র (প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে) সর্ব্বদা (অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান, সুতরাং যিনি ত্রিকালসত্য, নিত্য পরম সত্য, তাঁহার ধ্যান করি। ইহাই হইল শ্লোকের মূল বাক্য। এক্ষণে সেই পরম-সত্যস্বরূপের পরমৈশ্বর্য্যের কথা বলিতেছেন—**জন্মাদ্যস্য যতঃ**—যাঁহা হইতে, যে পরম-সত্যস্বরূপ হইতে (অস্য) এই জগদাদির জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) হইয়া থাকে। কালেই সৃষ্টি, কালেই স্থিতি এবং কালেই প্রলয়; তবে কি কালের (সময়ের) কথাই বলা হইতেছে? কালের ধ্যানের কথা বলা হইতেছে? এই আশঙ্কার নিরসনের জন্যই বলা হইতেছে—অন্বয়াৎ ইতরতঃ চ। সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যের অন্বয় এবং ইতরতা আছে বলিয়া কাল সৃষ্ট্যাদির হেতু হইতে পারে না। **অন্বয়াৎ**—সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে সেই পরম-সত্যস্বরূপের সম্বন্ধ আছে বলিয়া; ঘটে যেমন মাটীর সম্বন্ধ আছে, মাটী ব্যতীত যেমন ঘট প্রস্তুত হইতে পারে না, তদ্রূপ এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মব্যতীত জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। **ইতরতঃ**—অন্যরূপে, ব্যতিরেকবশতঃ। ঘটে মাটি আছে, কিন্তু মাটিতে ঘট নাই; তদ্রূপ জগতে ব্রহ্ম আছেন (মাটীর ন্যায় উপাদানরূপে), কিন্তু ব্রহ্মে জগৎ নাই। ঘটে মৃদন্বয় ইব; মৃদি ঘটব্যতিরেক ইব। এইরূপে দেখা গেল—পরম-সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। **চ**-শব্দে ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্বও সূচিত হইতেছে। জগতের উপাদন-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ এই উভয় কারণই ব্রহ্ম, কিন্তু কাল নহে। কাল হইল ব্রহ্মের প্রভাব-স্বরূপ। কালস্য তৎপ্রভাবরূপত্বাৎ। অন্বয়াৎ এবং ইতরতঃ শব্দদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। অনু+অয়=অন্বয়; অনু-অর্থ ভিতরে; আর গমনার্থক ই-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অয়-শব্দের অর্থ—গমন বা প্রবেশ; তাহা হইলে অন্বয়-শব্দের অর্থ হয়—অনুপ্রবেশ বা ভিতরে গমন। এইরূপে, **অন্বয়াৎ**—মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের পরম-সত্য-ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে অনুপ্রবেশবশতঃ। আর, **ইতরতঃ**—অন্যব্যাপারে, সৃষ্টিকালে জগৎ-প্রপঞ্চ পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া বাহিরে আসে বলিয়া। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগৎ-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণ, তাহাও সূচিত হইল। (এইরূপ অর্থে **চ**-শব্দে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ, তাহাই সূচিত হইতেছে)। অথবা, **অন্বয়াৎ**—অনুপ্রবেশবশতঃ—যিনি কারণরূপে কার্য্যস্বরূপ-বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, জন্ম ও কর্ম্মফল দাতা রূপে যিনি বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের স্থিতি এবং সংহারক রুদ্ররূপে যিনি বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বের ধ্বংস সম্ভব হইয়াছে,—এইরূপে কারণরূপে, জন্ম-কর্ম্মফল-দাতারূপে এবং রুদ্ররূপে পরমেশ্বরই জগৎ-প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া। তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য এই বিশ্বই কি তাঁহার স্বরূপ? না, তা নয়। **ইতরতঃ**—তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা বলিয়া, সুতরাং বিশ্ব তাঁহাকর্ত্তৃক সৃজ্য, পাল্য এবং সংহার্য্য বলিয়া। (স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; বিশ্বে স্বরূপশক্তি নাই, তাঁহাতে আছে; সুতরাং) স্বরূপ-শক্তিদ্বারাই তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন—বিশ্ব তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না। **চ**—চ-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, স্বরূপ-শক্তিদ্বারা তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও মায়াশক্তিদ্বারা কিন্তু অভিন্ন। এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরমেশ্বরই যদি বিশ্বের উপাদান হন, তাহা হইলে তো তিনি বিকারী হইয়া পড়েন; তিনি তো কিন্তু নির্ব্বিকার। সুতরাং প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান, পরমেশ্বর নিমিত্ত-কারণমাত্র। উত্তর এই—না, অচেতন প্রকৃতি জগতের উপাদান হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রুতির "সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি স ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"-ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জগতের যিনি কারণ, তিনি চেতন। সুতরাং পরমেশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি হইল তাঁহার শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহার উপাদানত্ব হইল প্রকৃতিদ্বারক—প্রকৃতিদ্বারাই তিনি উপাদান অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতেই প্রকৃতির উপাদানত্ব, তাহা হইলে তিনিই মুখ্য উপাদান, আর প্রকৃতি হইল গৌণ উপাদান। স্বরূপে তিনি প্রকৃতির অতীত বলিয়া (এবং তাঁহারই শক্তিতে প্রকৃতিই উপাদান হয় বলিয়া স্বরূপে) তিনি নির্ব্বিকারই থাকেন। (প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; যেহেতু পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ ভাবে প্রকৃতির সত্ত্বাই থাকিতে পারে না; প্রকৃতি তাঁহার শক্তি; যাহা অন্যনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র, তাহারই উপাদানত্ব সম্ভব; পরমেশ্বর পরম-স্বতন্ত্র; সুতরাং তিনিই উপাদান; তবে তাঁহার এই উপাদানত্ব বিকশিত হয়, তাঁহারই শক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি—প্রকৃতিদ্বারা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তিনিই জগতের কারণ হইতে পারেন; প্রকৃতি জড়া, অচেতন; তাই প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ; তাই তিনিই জগতের কারণ। তিনি যে স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, তাহাই বলা হইতেছে)। পরমেশ্বর যে স্বতন্ত্র এবং সর্ব্বজ্ঞ, তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ হইতেছেন—**স্বরাট্**—অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে নিজে-নিজেই বিরাজিত; পরম-স্বতন্ত্র। আর তিনি **অর্থেষু**—সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাত্রেষু; কোন্ বস্তু সৃজনীয়, কোন্ বস্তু তাহা নয়, ইত্যাদি বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—জ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনিই সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর। সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে যে তাঁহার জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, জগৎ-কারণত্ব-প্রতিপাদক-শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—"স ঈক্ষত লোকানসৃজা ইতি তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—সৃষ্টিকাম হইয়া তিনি প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহার সৃষ্টিকামনা পূর্ণ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বকই তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ববেত্তা প্রমাণিত হইতেছে। এস্থলে আর একটী প্রশ্ন উঠিতেছে। বলা হইয়াছে, জগতের সৃষ্টিব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। কিন্তু "হিরণ্যগর্ব্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদিত্যাদি" শ্রুতিবাক্য এবং "স এব ধ্যেয়োঽস্বিত্যাত আহ তেন" ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্যের এবং ঐশ্বর্য্যের কথা জানা যায়। তাহা হইলে, ব্রহ্মা কি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না? না. ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না; যেহেতু, ব্রহ্মার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়না; ব্যষ্টি-সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার সামর্থ্যও পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখে; তাহা দেখাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—তেনে ব্রহ্ম য আদিকবয়ে—**য**—যিনি, যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর **আদিকবয়ে** ব্রহ্মাতে (ব্রহ্মাই আদিকবি) **ব্রহ্ম**—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(বেদ বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের তত্ত্ব) **তেনে**—প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের কৃপা না হইলে ব্রহ্মা বেদ জানিতে পারিতেন না। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র নহেন, তিনি পরতন্ত্র—পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখেন। ব্রহ্মা যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ নহেন, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু ব্রহ্মা যে অন্য কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা তো জানা যায়না ? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—**হৃদা**—ব্রহ্মা কাহারও নিকটে বেদ অধ্যয়ন করেন নাই সত্য ; পরমেশ্বরের নিকটেও তিনি বেদ অধ্যয়ন করেন নাই ; পরমেশ্বর হৃদয়ের বা মনের দ্বারা (হৃদা) ব্রহ্মার নিকটে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মা ব্যষ্টি-সৃষ্টির সামর্থ্যও লাভ করিয়াছেন ; অধ্যাপনের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি ? "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। সলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যত ইতি। কিম্বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদেবেত্যাদি"—শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু লোক যখন নিদ্রিত থাকে, তখন অজ্ঞের মত থাকে, কিছুই জানেনা ; আবার যখন জাগ্রত হয়, তখন তাহার চিত্তে জ্ঞান আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়, কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হয়না। এই "সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধন্যায়ে" এমনও তো হইতে পারে যে, ব্রহ্মা যে বেদের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বরের কৃপায় নয়, আপনা-আপনিই ব্রহ্মা তাহা লাভ করিয়াছেন। এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্তই বলা হইয়াছে—মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ—**যৎ**—যাহাতে, যে বেদে বা ভগবত্তত্ত্বে **সূরয়ঃ**—জ্ঞানিগণও, ব্রহ্মাদিদেবতাগণও **মুহ্যন্তি**—মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদ এতই দুরধিগম্য যে, মহামহা জ্ঞানীও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ; সুতরাং ব্রহ্মা যে নিজে নিজে বেদের জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা সম্ভব নয়। যাহাহউক, এতাদৃশ যে পরম-সত্যবস্তু পরমেশ্বর, যাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, অন্বয়-ব্যতিরেকীভাবে যিনি জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদান-কারণ, নিমিত্ত-কারণ এবং অধিষ্ঠান-কারণ, সৃজ্যাসৃজ্যবস্তুমাত্র বিষয়ে যিনি পরম-স্বতন্ত্র এবং অভিজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ), যে বেদে মহা-মহা-জ্ঞানিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পরম-দুরধিগম্য বেদ যিনি সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মার চিত্তে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে—**ধীমহি**—ধ্যান করি। প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি ধ্যানের বিষয়, তিনি তো সাকারই হইবেন ; কিন্তু আকারসমূহ তো মায়িক ত্রিগুণ হইতে সৃষ্ট, সুতরাং অনিত্য। সেই সত্যস্বরূপ যদি সাকার হন, তাহাহইলে তো তাঁহার অনিত্যত্বের আশঙ্কা আসিয়া পড়ে ? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলা হইয়াছে—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা। **যথা**—যেরূপ **তেজোবারিমৃদাং**—তেজঃ, বারি (জল) এবং মৃত্তিকা-এসমস্তের **বিনিময়ঃ**—বিপর্য্যয় ; এই তিনটী বস্তুর জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় বা একটীতে অপরটীর জ্ঞান জন্মে। মরুভূমিতে মরীচিকায় তেজে জল ভ্রম হয় ; আবার কোনও কোনও স্থলে জল দেখিলে মৃত্তিকা বলিয়া ভ্রম হয় ; মৃদ্‌বিকার কাচাদিতেও জল বলিয়া ভ্রম হয় ; এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান (বিনিময়—জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল জল ; আর মৃৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের লক্ষ্য হইল মৃত্তিকা ; কিন্তু জল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যদি মৃত্তিকায় প্রয়োজিত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকাকে যদি জল মনে করা হয়, তদ্রূপ আবার জলকে যদি মৃত্তিকা মনে করা হয়, তাহাহইলে জল ও মৃত্তিকার জ্ঞানের (বা নামের) বিনিময় বা বিপর্য্যয় করা হইবে। এইরূপে, তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—ইহাদের এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান যেমন (যথা) অজ্ঞলোকের ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যাজ্ঞান, (**তথা**)—তদ্রূপ **যত্র**—যাঁহাতে, যে চিন্ময়াকারে, চিন্ময়াকার পরমেশ্বরে **ত্রিসর্গ**—ত্রিগুণ-সৃষ্টি, মায়ার ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি, এইরূপ বুদ্ধিও **মৃষা**—মিথ্যা। মৃদ্‌বিকার কাচ কখনও জল নয়; আবার জলও কখনও কাচ নয় ; তথাপি কখনও কখনও কেহ কেহ কাচকে জল বলিয়া এবং জলকে কাচ বলিয়া মনে করে ; এইরূপ যে কাচেতে জলবুদ্ধি এবং জলেতে কাচবুদ্ধি--এই বুদ্ধি যে মিথ্যা বা ভ্রমমাত্র তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরম-সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইলেন পূর্ণচিন্ময়াকার ; তাঁহার আকার বা বিগ্রহ চিদানন্দময়, কিন্তু মায়িক নহে—মায়ার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ হইতে উদ্ভূত নহে (অর্থাৎ ত্রিসর্গ নহে)। আর, ত্রিসর্গ—এই জগৎ বা জগতিস্থ জীবের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আকার বা দেহ—হইল মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে উদ্ভূত—চিদানন্দময় নহে। সুতরাং কাচকে জল মনে করা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরকে (তাঁহার বিগ্রহকে) ত্রিসর্গ (ত্রিগুণসৃষ্ট) মনে করাও তদ্রূপই ভ্রম মাত্র। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারীদমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ। তথৈব যত্র পূর্ণ-চিন্ময়াকারে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসর্গোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ। তাৎপর্য্য এই যে—পরমেশ্বরের আকার বা বিগ্রহ মায়িক নয় বলিয়া মায়িক বস্তুর ন্যায় অনিত্য নয়; এই বিগ্রহ চিদানন্দময় বলিয়া অনিত্য নয়—পরন্তু নিত্য। পরমেশ্বরের চিদানন্দময়ত্বের—সুতরাং নিত্যত্বের প্রমাণ এই। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥ গোপালতাপনীশ্রুতিঃ॥ অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥ রামতাপনীশ্রুতিঃ॥ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্॥ নৃসিংহতাপনী॥ নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ইত্যাদি॥ উল্লিখিতরূপ অর্থে "তেজোবারি-মৃদামিত্যাদি"-বাক্যের অন্বয় হইবে এইরূপ:—যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (মৃষা, তথা) যত্র ত্রিসর্গঃ (অয়ম্ ইতি বুদ্ধিরপি) মৃষা। উক্ত বাক্যের অন্যরূপ অন্বয়ও হইতে পারে; তাহা এই:—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ যত্র, (তথাভূতঃ) ত্রিসর্গঃ মৃষা, (যেন তৎত্রিসর্গঃ সৃষ্টঃ, তস্য বিগ্রহঃ ন মৃষা)। অর্থ এইরূপ **তেজোবারিমৃদাং**—তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা এই তিনটী দৃশ্যভূত বস্তুর **যথা**—যথাবৎ, যথাযথভাবে **বিনিময়ঃ**—পরস্পর-মিলন হয় **যত্র**—যেস্থলে, যে বস্তুতে, তাদৃশ **ত্রিসর্গঃ**—ত্রিগুণসৃষ্ট দেহই **মৃষা**—মিথ্যা বা অনিত্য। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনগুণের বিকার-স্বরূপ তেজঃ, বারি ও মৃত্তিকা—এই তিনটীর উপলক্ষণে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্ (বারি), তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত যথাযথভাবে মিলিত হয় যেখানে (যত্র)—যে দেহে, অর্থাৎ যেই দেহ মায়ার তিনটী গুণের বিকারজাত পঞ্চভূতে গঠিত, সেই ত্রিসর্গরূপ দেহই অনিত্য। এই ত্রিসর্গ বা তদ্রূপ দেহ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দেহ অনিত্য নয়। তেজো বারিমৃদাং ত্রয়াণাং দৃশ্যভূতানাং যথা যথাবৎ বিনিময়ঃ পরস্পরমিলনং যত্র, তথাভূতস্ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণসৃষ্টঃ দেহঃ মৃষা মিথ্যৈব। যেন তত্রিতয়ঃ সৃষ্টঃ তদ্‌বিগ্রহঃ ন মৃষৈবোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ত্রিগুণসৃষ্ট দেহ মায়িক বলিয়া অনিত্য; পরমেশ্বরের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া নিত্য। ভগবদাকারের অপ্রাকৃতত্ব এবং নিত্যত্ব সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। শ্রুতি বলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া ভগবান্ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন; ইহার ফলে প্রকৃতি ক্ষুভিতা হয়, তাহার পরে মহত্তত্ত্বাদির উদ্ভব এবং তাহারও পরে দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভব। সুতরাং প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির উদ্ভবের অনেক পূর্ব্বেই ভগবান্ সৃষ্টিকাম হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তখনই তিনি সৃষ্টির কামনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তখনই তাঁহার মন ছিল; আর তখন তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তাঁহার চক্ষুও ছিল। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাঁহার মন ও নয়ন ছিল—এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ছিল—বলিয়া শ্রুতি হইতেই জানা যায়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং দেহও যে অপ্রাকৃত, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দময়। "আনন্দমাত্র-মুখ-পাদ-সরোরুহাদিরিতি" ধ্যানবিন্দুপনিষদ্‌বাক্যও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। শাস্ত্রে যেস্থলে তাঁহাকে নিরাকার বা অনিন্দ্রিয় বলা হইয়াছে, সেস্থলে—তাঁহার যে প্রাকৃত আকার বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, সে কথাই বলা হইয়াছে। "অনিন্দ্রিয়া ইত্যাদিভিঃ মায়িকাকারত্বনিষেধাৎ।" যাহাহউক, এসমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল—পরমেশ্বরের আকার যে অমায়িক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। তথাপি কেহ কেহ কিন্তু বিতর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। এই বিতর্ক নিরসনার্থই বলা হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব হইলেন—ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্। **স্বেন ধাম্না**—স্বীয় স্বরূপ-শক্তিদ্বারা **নিরস্তকুহকম্**—নিরস্ত হইয়াছে কুহক বা মায়া যৎকর্তৃক, তাঁহার ধ্যান করি। তাঁহার স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনীই হইতে পারেনা; সুতরাং তাঁহার আকার বা দেহ যে মায়িক হইতেই পারেনা, তাহা নিঃসন্দেহেই বুঝা যায়। এস্থলে ধাম-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—স্বরূপশক্তি। ধাম-শব্দের অর্থ প্রভাবও হইতে পারে, দেহও হইতে পারে (অমরকোষ)। কুহক-শব্দের অর্থ কুতর্কনিষ্ঠ লোকও হইতে পারে। এসকল অর্থে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

স্বেন ধাম্না—স্বভক্তনিষ্ঠ স্বীয় অসাধারণ স্বানুভব-প্রভাবের দ্বারা, অথবা প্রতিপদে সমুচ্ছলিত স্বীয় অসাধারণ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহদ্বারা কালত্রয়ে **নিরস্তকুহকম্**—নিরস্ত হইয়াছে তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ (কুহক) যদ্দ্বারা, তাঁহাকে ধ্যান করি। ভগবতত্ত্ব তর্ক-বিতর্কদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না, ইহা কেবল অনুভববেদ্য। ভক্তগণ প্রেমভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে যে অনুভব লাভ করেন, সেই অনুভবের দ্বারাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে—অথবা ভগবানের নিত্য-নব-নবায়মান-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহারই কৃপায় যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে—ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য। তাঁহার তত্ত্বের অনুভব বা তাঁহার দর্শন একমাত্র তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ ভাগবতামৃতধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তস্যৈষো লভ্য ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যম্।"

শ্লোকস্থ "ত্রিসর্গোমৃষা"-অংশটীর অর্থ স্বামিপাদ একভাবে এবং চক্রবর্ত্তিপাদ আর একভাবে করিয়াছেন। "ত্রিসর্গো মৃষা" হইতেছে সন্ধিবদ্ধ বাক্য। সন্ধির বিশ্লেষণ দুই রকমে হইতে পারে ; যথা—ত্রিসর্গঃ + মৃষা = ত্রিসর্গোমষা এবং ত্রিসর্গঃ + অমৃষা = ত্রিসর্গোমৃষা (এস্থলে একটী লুপ্ত-অকার স্বীকার করিয়া "ত্রিসর্গোঽমৃষা" করিলেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়)। চক্রবর্ত্তিপাদ "ত্রিসর্গঃ + মৃষা" এবং স্বামিপাদ "ত্রিসর্গোঽমৃষা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

স্বামিপাদের ও চক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যার আর একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। তেজোবারিমৃদামিত্যাদি এবং যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা স্বামিপাদ যে ভাবে করিয়াছেন, তাহা মায়াবাদীদের মতের অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতে পারে ; কারণ, মায়াবাদীরাই বলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মেতে এই জগৎ ভ্রম মাত্র। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের অর্থে তদ্রূপ মনে করার কোনও অবকাশ নাই। স্বামিপাদের উপসংহার কিন্তু মায়াবাদের অনুকূল নয়। মায়াবাদীরা ব্রহ্মকে চিৎ-সত্তা মাত্র—নির্ব্বিশেষ মনে করেন ; স্বামিপাদ কিন্তু শ্লোকস্থ পরম্-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পরমেশ্বরম্ ; ইহাদ্বারাই তিনি সবিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাই এই শ্লোকের টীকার উপক্রমে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—জন্মাদ্যস্য ইত্যত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণানাময়মভিপ্রায়ঃ পরং পরমেশ্বরমিতি ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্মাত্রং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।—সবিশেষত্বই স্বামিপাদের অভিপ্রেত।

শ্রীপাদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের আরও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন ; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও কয়েক রকম অর্থ করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে সে সমস্ত এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

এই শ্লোকে যে সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তুর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কে, শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এই শ্লোকোক্ত "সত্যম্"-শব্দের উপলক্ষণে শ্রুতিপ্রোক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকেই" লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম"-এই শ্রুতিবাক্যানুসারে এবং "বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যানুসারে ব্রহ্মের শক্তির কথা জানা যায়। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"-এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের শক্তির স্পষ্ট উল্লেখই দৃষ্ট হয়। শ্লোকের "জন্মাদ্যস্য যতঃ", "অভিজ্ঞঃ, স্বরাট্", "তেনে ব্রহ্ম হৃদা", "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্"-ইত্যাদি উক্তিও এই পরতত্ত্ব-বস্তুর শক্তির কথাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং শ্লোকোক্ত সত্যস্বরূপ-পরতত্ত্ব-বস্তু পরমেশ্বরই। এই পরমেশ্বরের ধ্যানের কথাই শ্লোকে বলা হইয়াছে। গোপালতাপনীশ্রুতিতে "কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ"-ইত্যাদি বাক্যে পরম-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোহি নামতঃ॥"—মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণনামের এই নিরুক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দই সত্য ; "সত্য" তাঁহার একটী নাম। ইহা হইতেই জানা গেল, শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই শ্লোকে সত্যনামা শ্রীগোবিন্দের ধ্যানের

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২২০
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ ॥ ২২১
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা ॥ ২২২
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥ ২২৩
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার ॥ ২২৪
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২২৫
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূরণ ॥ ২২৬
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥ ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথাই বলা হইয়াছে। শ্লোকের শব্দগুলি সাক্ষাদ্‌ভাবেই যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, শ্রীজীবগোস্বামী এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই অর্থ করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

২২০। রামরায়ের মুখ দিয়া সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া প্রভু এক্ষণে তাঁহার নিকটে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। রামানন্দ হঠাৎ দেখিলেন—প্রভুর সন্ন্যাসিরূপ আর নাই, তৎস্থলে শ্যামসুন্দর বংশীবদন-রূপ দণ্ডায়মান; আর তাঁহার সম্মুখে কাঞ্চন-প্রতিমাসদৃশী এক রমণীও দণ্ডায়মানা; রমণীর গৌরকান্তিতে শ্যামসুন্দরের সমস্ত অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রায়ের সন্দেহ হইল; তাই প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—তিনি কে। ২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

২২১। **পহিলে**—প্রথমে। প্রথমে গোদাবরীতীরে যখন তোমার দর্শন পাই, তখন দেখিয়াছি, তুমি একজন সন্ন্যাসী। তাহার পরেও যে কয় দিন তোমার সঙ্গে সাধ্যসাধন-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেই কয় দিনও তোমার সন্ন্যাসি-রূপই দেখিয়াছি। আজ যখন আসিয়া তোমাকে দর্শন করিলাম, তখনও দেখিয়াছি—তোমার সন্ন্যাসীর বেশ। **দেখিলুঁ**—দেখিলাম। **তোমা**—তোমাকে। **শ্যামগোপ-রূপ**—শ্যামবর্ণ ও গোপবেশধারী।

২২২। **কাঞ্চন**—স্বর্ণবর্ণ। **পঞ্চালিকা**—প্রতিমা, পুত্তলিকা। **তাঁর গৌরকান্ত্যে**—সেই স্বর্ণবর্ণ প্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। সেই কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশা রমণীর দেহ হইতে প্রসারিত গৌরবর্ণ-জ্যোতিরাশিদ্বারা তোমার শ্যাম-অঙ্গ সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।

২২৩। **সবংশী বদন**—তোমার বদনে বংশীও দেখিতেছি। নানাবিধ ভাবের তরঙ্গে তোমার কমলসদৃশ নয়নদ্বয়ও বড়ই চঞ্চল দেখিতেছি।

২২৪। এসব দেখিয়া আমার মনে ঘোরতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে; কৃপা করিয়া ইহার কারণ বলিয়া আমার সংশয় দুর কর।

২২৫-২৭। প্রভু আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"রামানন্দ! প্রথমে আমাকে তুমি যে সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলে, এখনও আমি সেই সন্ন্যাসীই আছি। কাঞ্চন-প্রতিমার গৌর-কান্তিতে আচ্ছাদিত বংশীবদন যে শ্যামগোপরূপ দেখিতেছ, তাহা আমার অপর রূপ নহে, তাহা তোমার ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি মাত্র। যাঁহারা মহাভাগবত, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি যে কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হউক না কেন, তাঁহারা ঐসকল স্থাবর-জঙ্গমের রূপ আদৌ দেখেন না, সর্ব্বত্রই দেখেন কেবল স্বীয় ইষ্টদেবের মূর্ত্তি। তুমি পরম-ভাগবত, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তুমি তোমার ইষ্টদেবকেই দেখিতেছ, কিন্তু আমার রূপ দেখিতে পাইতেছ না।

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৫)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্রোত্তরং তদনুভবদ্বারা গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদি তদুক্ত-প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মাভীষ্টো যে ভগবদাবির্ভাবস্তমেব ইত্যর্থঃ। পশ্যেৎ অনুভবতি। অতস্তানি চ ভূতানি স্বচিত্তে। তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি। এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম্। বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি। যদ্বা, আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ব্ববৎ। অতএব ভক্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগা ইত্যাদি শ্রীপট্টমহিষীভিরপি কুররি বিলপসি ত্বমিত্যাদি। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে। ভগবতি তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ব-বিরোধাৎ। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ইত্যাদিকাত্যন্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ব-বিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানম্। প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহারগতলক্ষণ-পরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্। শ্রীজীব। ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তার মূর্ত্তি—স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি। স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। অন্তর্হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ধ্যেয় ইষ্টমূর্ত্তিই দেখিতে পায়। ভক্ত তাঁহার ইষ্টদেবকে ভিতরেও দেখেন, বাহিরেও দেখেন।

২২৬-২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীতে) আত্মনঃ (নিজের—নিজের উপাস্য) ভগবদ্ভাবং (ভগবানের বিদ্যমানতা) পশ্যেৎ (দেখেন—অনুভব করেন), আত্মনি (আত্মীয়-স্বরূপ—স্বীয় উপাস্য) ভগবতি (ভগবানে) ভূতানি (প্রাণীসকলকে) [পশ্যেৎ] (দর্শন করেন) এষঃ (তিনিই) ভাগবতোত্তমঃ (ভাগবতোত্তম)।

অথবা। যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ, আত্মনি (স্বীয় মনে স্ফুরিত হয়েন যে ভগবান্) ভগবতি (সেই ভগবানে—সেই ভগবদ্বিষয়ে প্রেমযুক্তরূপে) ভূতানি (প্রাণিসকলকে) পশ্যেৎ ইত্যাদি।

অনুবাদ। হবি কহিলেন—"হে রাজন্! যিনি সর্ব্বভূতে স্বীয় উপাস্য-ভগবানের বিদ্যমানতা দর্শন করেন এবং যিনি স্বীয়-উপাস্য ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, [অথবা নিজের চিত্তে যে ভগবান্ স্ফুরিত হয়েন, যিনি সর্ব্বভূতকেই সেই ভগবানে প্রেমযুক্ত—স্বীয় প্রেমের অনুরূপ প্রেমযুক্ত-রূপে দর্শন করেন], তিনিই ভাগবতোত্তম।" ৫২

নিমি-মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে হবি-যোগীন্দ্র মহাভাগবতদিগের মানসিক ভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছেন। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সমস্তপ্রাণীতেই **আত্মনঃ** নিজের **ভগবদ্ভাবং**—ভগবানের ভাব (অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা) দর্শন করেন (ভূ-ধাতু হইতে ভাব-শব্দ নিষ্পন্ন; অস্তিত্বার্থে ভূ-ধাতু; সুতরাং ভাব-অর্থ অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা); **অথবা, ভাবঃ**—আবির্ভাব। আত্মনঃ ভগবদ্ভাবঃ—নিজের অভীষ্ট (উপাস্য) যে ভগবদাবির্ভাব (বা ভগবৎ-স্বরূপ), তাঁহাকেই দর্শন করেন (শ্রীজীব)। অন্তর্য্যামি-পরমাত্মরূপে সর্ব্বভূতে ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করা, কিম্বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা—উক্তবাক্যের অভিপ্রায় নহে; যেহেতু, এরূপ অনুভব যোগীর বা জ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে; কিন্তু পরম-ভাগবতের লক্ষণ নহে। পরম-ভাগবত যিনি, তনি আরও দেখেন—**আত্মনি**—নিজের পরমাত্মীয়, স্বীয় অভীষ্ট উপাস্যরূপে পরমপ্রিয় যে ভগবান্, সেই **ভগবতি**—ভগবানে, স্বীয়-

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১০।৩৫।৯)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নদীনামনাদিসিদ্ধানামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্ত্তা। শ্বঃ পরশ্বোঽদৃষ্টজন্মনামতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং বেণুশ্রবণহেতুকাং পশ্যতেত্যন্যা আহুঃ। অনুচরৈর্গোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চলশ্রীঃ। তদপি বনচরঃ বন্যজীবেষ্বনুরাগাদিতি ভাবঃ। তদা গৃহস্থবৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎপতয়ঃ। আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা মধুনো মকরন্দস্য ধারাঃ সসৃজুর্মুমুচুঃ। ববৃষুরিতি পাঠে অশ্রূণামাধিক্যম্। পুষ্পফলাঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ। প্রণতভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসামিত্যনুভাবঃ। প্রণামঃ প্রেম্না হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তাস্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবানুরূপ অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে **ভূতানি**—সর্ব্বপ্রাণীকে তিনি দেখেন, অর্থাৎ স্বীয় অভীষ্টদেবে তাঁহার যেরূপ প্রেম, তিনি মনে করেন, সমস্ত প্রাণীই তাঁহাকে (তাঁহার অভীষ্টদেবকে) সেইরূপ প্রেম করেন।

শ্লোকে "পশ্যতি" না বলিয়া "পশ্যেৎ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা ভাগবতোত্তম, শ্লোকোক্তরূপ দর্শনের যোগ্যতা তাঁহাদের আছে; সর্ব্বদাই যে তাঁহারা সর্ব্বভূতে স্বীয় অভীষ্টদেবকে দর্শন করেন, কিম্বা তাঁহার অভীষ্টদেবকে সকলেই তাঁহার ন্যায় প্রীতি করেন বলিয়া যে মনে করেন, তাহা নহে; তদ্রূপ দর্শন বা অনুভব করার যোগ্যতামাত্র তাঁহাদের আছে। যখন তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখনই তাঁহাদের "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে", তখনই সকলকে নিজের ন্যায় মনে করিয়া সকলের মধ্যেই ভগবদ্দর্শনের পরম-ব্যাকুলতা অনুভব করেন। সকল-সময়ে এরূপ অবস্থা নারদ-ব্যাস-শুকাদিরও থাকেনা (চক্রবর্ত্তী)।

২২৬-২৭ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ। এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধোক্তির প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। পুষ্পফলাঢ্যাঃ (পুষ্পফলপরিপূর্ণ) প্রণতভারবিটপাঃ (ভারবশতঃ নম্রশাখ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (প্রেমপুলকিতদেহ) বনলতাঃ (বনলতাসকল) তরবঃ (এবং তরুসকল) আত্মনি (নিজেদের মধ্যে) বিষ্ণুং (ভগবান্ বিষ্ণুকে) ব্যঞ্জয়ন্তঃ (সূচনা করিয়াই) ইব (যেন) মধুধারাঃ (মধুধারা) ববৃষুঃ (বর্ষণ করিয়াছিল) স্ম (কি আশ্চর্য্য)।

অনুবাদ। ফল-পুষ্প-পরিপূর্ণ, অতএব নম্রশাখ এবং পুলকিত-দেহ বনলতা সকল আপনাতে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, যেন এই কথা প্রকাশ করিয়াই আনন্দে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে এবং সেই লতাদিগের পতি তরুগণও লতাদের মতন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ৫৩

এই শ্লোকটী ব্রজসুন্দরীদিগের উক্তি; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রেমবতী; তাই তাঁহারা মনে করেন, বনের তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদেরই ন্যায় প্রেম পোষণ করে। শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া তাঁহারা যেমন আনন্দে অশ্রুমোচন করেন, তাঁহারা মনে করেন, তরুলতাদিও শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে এবং সেই অনুভবের ফলে তরুলতাদিও অশ্রুমোচন করে; তরুলতা হইতে যে মধুধারা ক্ষরিত হয়, গোপসুন্দরীগণ মনে করেন—ইহা মধুধারা নহে, ইহা তরু-লতাদির অশ্রুধারা। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তাঁহাদের দেহে রোমাঞ্চ হয়; তাঁহারা মনে করেন—তরুলতাদিতে যে পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর দেখা যায়, তাহা পত্রাঙ্কুর বা পুষ্পাঙ্কুর নহে—তাহা বস্তুতঃ তরুলতাদির প্রেমজনিত রোমাঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তরুলতাগণ প্রেমহৃষ্টতনু—প্রেমপুলকিতদেহ—হইয়াছে। এই অঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ দেখিয়া

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ২২৮
রায় কহে—তুমি প্রভু ! ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি ॥ ২২৯

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৩০
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তাঁহারা মনে করেন—এই তরুলতাগণও তো শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করে, তাহারাও তো শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে, নচেৎ তাহাদের দেহে এরূপ রোমাঞ্চ কেন, তাহাদের অশ্রুধারাই বা ঝরিবে কেন ?

আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্তঃ ইব—তরুলতাগণের নিজেদের মধ্যে যে বিষ্ণু স্ফুরিত হইয়াছেন, তাহাই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে ; তাহাদের প্রেমহর্ষ, তাহাদের অশ্রু ইত্যাদি দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাহাদের চিত্তে বিষ্ণু স্ফুরিত হইয়াছেন। বিষ্ণু-শব্দে সর্ব্বব্যাপকতা সূচিত হয় ; এস্থলে পরম-প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণের চক্ষুতে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইতেছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকতা-সূচনার উদ্দেশ্যেই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী "বিষ্ণু"-শব্দে কৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন। তত্ত্বতঃ বৃন্দাবনের তরুলতাদিও চিন্ময় বস্তু ; সুতরাং তাহাদের মধ্যেও প্রেম উচ্ছলিত হইতে পারে।

শুদ্ধমাধুর্য্যবতী ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান স্ফুরিত হয় না। যাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান স্ফুরিত হয়, ফলপুষ্পভারাবনত তরুলতাকে দর্শন করিয়া তিনি মনে করিবেন—শাখারূপ হস্তদ্বারা এই তরুলতাগণ ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণের জন্যই নত হইয়া আছে ; তরুগণকে লতাদিগের পতি মনে করিয়া তাঁহারা আরও বলিলেন—গৃহস্থ ভক্তগণ যেমন সস্ত্রীক সেবা-সম্ভার সংগ্রহ করেন, লতা এবং তরুগণও তদ্রূপ (সস্ত্রীক) ফলপুষ্পাদি পূজোপকরণ হস্তে করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—মস্তক নত করিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছে।

এইরূপে, ভাগবতোত্তমগণ মনে করেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, অপর সকলেও—এমন কি, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত সেই ভাবই পোষণ করিয়া থাকে।

২২৮। মহাপ্রভু বলিতেছেন—"আমি যে সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসীই আছি। তুমি যে শ্যামগোপরূপ ও তদগ্রে কাঞ্চনপঞ্চালিকা দেখিতেছ, তাহাতে আমা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিও না ; উহা তোমার ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিমাত্র। তুমি মহাভাগবত ও মহাপ্রেমিক ; প্রেমের স্বভাববশতঃই তোমার নয়নের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।"

গোপবেশ-বেণুকর-শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে রামানন্দ যে কাঞ্চন-পঞ্চালিকা দর্শন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীরাধা, এই পয়ারে প্রভুর মুখে তাহা ব্যক্ত হইল।

২২৯। ভারিভুরি—চাতুরালী, কপটতা। **না করিহ চুরি**—আত্মগোপন করিও না। **নিজরূপ**—নিজের স্বরূপ ; নিজের তত্ত্ব।

২৩০-৩১। প্রভুর কৃপায় রামরায়ের সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে মহাপ্রভুর তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছে ; এবং কি জন্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রভুর কৃপায় তাহাও তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে। রামরায় এক্ষণে এসমস্ত খুলিয়া বলিতেছেন, এই দুই পয়ারে।

নিজরস—নিজবিষয়ক (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক) রস ; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি। **নিজ গূঢ়কার্য্য**—অবতারের নিজসম্বন্ধীয় গোপনীয় কারণ ; অবতারের মুখ্য এবং অন্তরঙ্গ কারণ। **প্রেম-আস্বাদন**—আশ্রয়রূপে প্রেমরসের আস্বাদন ; আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদন। **আনুষঙ্গে**—আনুষঙ্গিকভাবে ; আশ্রয়জাতীয় রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে। **প্রেমময়-কৈলে**—নির্ব্বিচারে প্রেমবিতরণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করিলে।

রামানন্দরায় যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। প্রভু, আমি চিনিয়াছি, তুমি কে। তুমি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন ; ব্রজে তুমি স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদন করিতে পার নাই ; যেহেতু, তাহা আস্বাদনের একমাত্র উপায় যে

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার ? ॥ ২৩২
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ—।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥ ২৩৩
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা তখন তোমার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিলনা, ছিল শ্রীরাধার মধ্যে। তুমি স্বীয় মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধার সেই মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। আনুষঙ্গিক ভাবে জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছ।

কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌর-কান্তিদ্বারা শ্যামগোপরূপের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেখিয়াই রামানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন—শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই কৃপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়াছেন। রামানন্দ হইতেছেন—ব্রজের বিশাখা সখী; ব্রজলীলায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাময়ী লালসার কথা তাঁহার অবিদিত ছিলনা। রায়-রামানন্দরূপে তাঁহার পূর্ব্ব-স্বরূপের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার পূর্ব্ব-অনুভূতি এক্ষণে জাগ্রত হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—"স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করার নিমিত্তই প্রভু তুমি শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।"

২৩২। কপট কর—আত্মগোপন করিয়া কপটতা কর। উদ্দেশ্য ও কার্য্য এই দুইয়ের মিল না থাকিলেই কপটতা প্রকাশ পায়। রামরায় বলিলেন—"প্রভু তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হইতেছে আমাকে উদ্ধার করা; অর্থাৎ আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করা; কিন্তু তুমি সম্যক্ কৃপা তো প্রকাশ করিতেছ না ? তুমি তোমার স্বরূপ-তত্ত্বতো আমার নিকটে গোপন করিতেছ ?"

২৩৩-৩৪। তবে হাসি—রামরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। হাসিয়া প্রভু রামরায়কে নিজের **স্বরূপ**—গৌর অবতারে যাহা তাঁহার স্বরূপগত নিজস্ব রূপ, তাহাই দেখাইলেন। কি সেই স্বরূপ ? **রসরাজ মহাভাব** দুই একরূপ—রসরাজ (অর্থাৎ অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা)—এই দুইয়ের মিলিত একটী অপূর্ব্ব রূপ। সর্ব্বরস-শিরোমণি শৃঙ্গার-রস এবং কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমের চরমতম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব্বরূপ। এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া রায়-রামানন্দ **আনন্দে মূর্চ্ছিতে**—আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই আনন্দের উন্মাদনা এতই অধিক যে, রায়-রামানন্দ **ধরিতে না পারে দেহ**—আনন্দের আবেগে আর দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে, স্থির রাখিতে, পারিলেন না, তিনি **পড়িলা ভূমিতে**—বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

প্রভু রামানন্দের নিকটে আত্মগোন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রেম-রসকে উচ্ছ্বাসিত করিবার জন্যই রসিক শেখর ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের নিকটে আত্মগোপন করিতে চাহেন; ইহা যেন তাঁহার এক লুকোচুরি খেলা। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিলেও প্রেমিক ভক্ত স্বীয় প্রেমবলে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। প্রেমিক ভক্ত রামানন্দও প্রভুকে চিনিয়া ফেলিলেন। ভগবান্ চতুর-চূড়ামণি; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত বোধ হয় সেই চতুর-চূড়ামণি অপেক্ষাও বেশী চতুর; প্রেমিক ভক্তের নিকটে তাঁহার কোনও চালাকীই টিকে না; সব ভারিভুরি চুরমার হইয়া যায়; এইরূপ ভক্তের নিকটে ভগবান্ হারিয়া যায়েন। ভক্তকে হারাইয়া তাঁহার বেশী আনন্দ নাই; প্রেমিক ভক্তের নিকটে হারিতে পারিলেই তাঁহার অত্যধিক আনন্দ; তাহাতেই যেন রসের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠে। রামানন্দের নিকট হারিয়া প্রভু যে আনন্দ পাইয়াছেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হাসিদ্বারা তাহাই তিনি প্রকাশ করিলেন। প্রভুর এই হাসি রামরায়ের নিকটে পরাজয়-জনিত আনন্দাধিক্যের পরিচায়ক। প্রভুর এই হাসির ব্যঞ্জনা বোধ হয় এইরূপ—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই প্রায় ঠিক।"

প্রভুর হাসির মধ্যে আরও একটী ব্যঞ্জনা বোধ হয় অন্তর্নিহিত আছে। তাহা এইরূপ। "রামানন্দ, আমার স্বরূপ তুমি প্রায় ঠিকমতই চিনিতে পারিয়াছ; তবে একটু ত্রুটী আছে; আমি যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, একথা ঠিকই; স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যই যে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, এবং আনুষঙ্গিকভাবে জগতে প্রেমবিতরণও যে আমার এই অবতারের উদ্দেশ্য, তাহাও ঠিক। আর স্বীয় মাধুর্য্য-আস্বাদনের জন্য আমি যে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাও ঠিক। তবে তুমি যে বলিয়াছ,—আমি শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা আমার শ্যাম-কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়াছি, একথা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক নহে; আমি শ্রীরাধার কেবল কান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত নই। এস্থলেই তোমার একটু ত্রুটী আছে। আচ্ছা, আমার স্বরূপটী কিরূপ, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি, তুমি তাহা দেখ।" প্রভু তাঁহার হাসিদ্বারা বোধ হয়, রামানন্দের এই সামান্য ত্রুটীটীই ব্যঞ্জিত করিলেন।

তাঁহার কৃপাব্যতীত কেহই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি পাইতে পারে না। "যমেবৈষ বৃণুতে তস্যৈষোলভ্যঃ।" যেরূপ কৃপা উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব, প্রভুর চিত্তে যে সেইরূপ কৃপাই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, হাসিদ্বারা তাহাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তাই রামরায়কে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। কি সেই স্বরূপ? না—রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ; শৃঙ্গার-রস-রাজমূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমঘন-বিগ্রহা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এতদুভয়ের মিলিত একটী অপূর্ব্ব রূপ।

কিন্তু এই যে রসরাজ-মহাভাব রূপ—যাহা দেখিয়া রামানন্দ-রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাহা কি রকম? পূর্ব্ববর্ত্তী ২২১-২৩ পয়ার হইতে জানা যায়, রায়-রামানন্দ প্রথমে প্রভুর সন্ন্যাসিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই; তারপর তিনি প্রভুকে শ্যামগোপ-রূপে দর্শন করিলেন, তাহাতেও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই; তারপর আবার সেই বংশীবদন শ্যামগোপ-রূপের সম্মুখভাবে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাতুল্যা গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, তাঁহার হেম-গৌরকান্তিতে শ্যামগোপরূপের শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদিত হইতেও দেখিলেন; তখনও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই; ইহারই পরে "হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"-দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে রামানন্দ-রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বংশীবদন শ্যামগোপরূপ দেখিয়াও রামানন্দের অবশ্যই খুব আনন্দ হইয়াছিল; কারণ, শ্যামসুন্দর-রূপও আনন্দময় রূপ। শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামগোপরূপ দেখিয়া তাঁহার সম্ভবতঃ অধিকতর আনন্দই হইয়াছিল; যেহেতু, এইরূপেতে আনন্দময় শ্যামসুন্দর-রূপ আনন্দ-দায়িনীশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধার আনন্দজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু এই দুইটী রূপের দর্শনে রামানন্দের দেহে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া থাকিলেও তাহা এত প্রবল হয় নাই, যদ্দ্বারা তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু রসরাজ-মহাভাব রূপটী দেখিয়া তাঁহার এত অধিক আনন্দ হইয়াছিল, তাঁহার দেহে এই আনন্দ-তরঙ্গের আলোড়ন এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি আর তাঁহার দেহকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা, দেহের প্রতি রন্ধ্র, প্রতি অণু-পরমাণু—সেই আনন্দ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে এমন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িল—তাঁহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়, তাঁহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি—সেই আনন্দরসে এমন ভাবে পরিনিষিক্ত হইল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে যে রূপটী দেখাইলেন, তাহাই প্রভুর স্বরূপ; তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু; রামানন্দ-রায় আর কখনও তাহা দেখেন নাই—বুঝি বা ধ্যানেও কখনও তাহা চিন্তা করেন নাই। যাহা দেখাইলেন, তাহা সন্ন্যাসীর রূপ নহে,—ভাব-তরঙ্গদ্বারা চঞ্চল-নয়ন মুরলীবদন শ্যামসুন্দর-রূপও নহে—সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতা হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামগোপ-রূপও নহে। ইহা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব্ব, অতি আশ্চর্য্য রূপ। ইহা রসরাজ ও মহাভাব—এই দু'য়ের অপূর্ব্ব মিলনে—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধা এই দু'য়ের মিলনে—এক অতি অনির্ব্বচনীয় রূপ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-শ্যামরূপ, শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিমাত্রদ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে—শ্রীরাধার গৌর অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত—নবগোরচনাগৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমে গলিয়া, নন্দ-নন্দনের প্রতি শ্যাম-অঙ্গে, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র, বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অথচ মহাভাবময়ীর দেহরূপ গৌর-আবরণের ভিতর দিয়া রসরাজের শ্যামতনুও যেন লক্ষিত হইতেছে। স্নিগ্ধকান্তি নবজলধর যেন শারদ-জ্যোৎস্নায়-ছানা সৌদামিনী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নবজলধরের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তির ছটাও অনুভূত হইতেছে—রসরাজ ও মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন—যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে। এই অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় রূপটী শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহন রূপের—যুগলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পরমস্বরূপের—চরম-পরিণতি। মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গার-রসরাজের এই অনির্ব্বচনীয় রূপটী একমাত্র অনুভবেরই বিষয়—একমাত্র রসিকজন-বেদ্য।

রামানন্দ-রায় হইলেন ব্রজের বিশাখা-সখী; মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য তাঁহার অপরিচিত নহে; সেই মাধুর্য্য-আস্বাদন-জনিত আনন্দের উন্মাদনাও তাঁহার অপরিচিত নহে; সেই উন্মাদনা সম্বরণ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। তাই শ্রীরাধার গৌরকান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত গোপবেশ-বেণুকর-নবকিশোর-নটবর-রূপ দর্শন করিয়াও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। কিন্তু এই "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ" দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, এই রূপের মাধুর্য্যের অনুভব-জনিত আনন্দের উন্মাদনা এত অধিক যে, রামানন্দ-রূপী বিশাখারও তাহা সম্বরণ করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং এই রূপের মাধুর্য্য যে মদন-মোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও অত্যধিক, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার হেতুও আছে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্বভাবতঃই আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর, শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। কিন্তু এই মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকশিত হয় একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যের প্রভাবে; তখন সেই মাধুর্য্যদর্শনে মদন পর্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত নিবিড় হয়, এই মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশী। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই নিবিড় হউক না কেন, তাঁহাদের দেহের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়না। এই "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপে" উভয়ের সান্নিধ্য এতই নিবিড় যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায়—তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্। এস্থলে উভয়ের সান্নিধ্য নিবিড়তম; তাই মাধুর্য্যের বিকাশও সর্ব্বাতিশায়ী। এই রূপেতে আছে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্ত-হর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর হুড়াহুড়ি করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ (মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥—শ্রীকৃষ্ণোক্তি)। তাই এই অপূর্ব্বরূপের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়; বুঝিবা এই অপূর্ব্ব-রূপটী মদন-মোহনেরও মনোমোহন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যুগলিত রাধাকৃষ্ণই পরম-স্বরূপ। এই "রসরাজ-মহাভাব-দুইয়ে একরূপে" উভয়ের যুগলিততত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। এজন্যই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর লিখিয়াছেন—ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ। এবং এজন্যই বোধহয় শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥"

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—মাধুর্য্য ভগবত্তাসার। "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ"-গৌরস্বরূপেই যখন মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ, তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই ভগবত্তার চরমতম বিকাশ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ংভগবান্ নহেন? "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—বাক্য কি বিচারসহ নয়?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর দুই পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহই গৌর। শ্রীকৃষ্ণই গৌর হইয়াছেন। উভয়েই স্বয়ংভগবান্। তবে কি স্বয়ংভগবান্ দুই জন? তাহা নয়। একই স্বয়ংভগবান্ রস-আস্বাদনের জন্য দুই রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন কখনও কখনও দিয়াশিনী, নাপিতানি, যোগী প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই দিয়াশিনী বা যোগী যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক কোনও তত্ত্ব নহেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণই রসবিশেষ আস্বাদনের জন্য গৌর-রূপ ধারণ করিয়াছেন; গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। একই স্বয়ংভগবান্ দুইরূপে অভিব্যক্ত—শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়-প্রধান এবং শ্রীগৌররূপ আশ্রয়-প্রধান। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের বিষয়ত্বের প্রাধান্য, শ্রীগৌরে প্রেমের আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"—শ্লোকে বর্ত্তমান কলির উপাস্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে; এই শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেই জানা যায়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (১।৩।১০-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিঃ"-ইত্যাদি (১।১।৫) শ্লোক শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্ত শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-অংশের ভাষ্যস্বরূপ। আর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রায়-রামানন্দকে যাহা দেখাইলেন, তাহা এই ভাষ্যেরই মূর্ত্ত অর্থ। প্রকট-লীলাতেই শাস্ত্রার্থের মূর্ত্ত রূপ দেখা যায়।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, স্বয়ংভগবানের দুই রূপের কথা কোনও শাস্ত্রে আছে কি? আছে। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং গোপাল-তাপনী-শ্রুতি-আদিতে প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথাও শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ"-ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুণ্ডকোপনিষদের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ ৩।১।৩॥"-বাক্যে দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোক্ত "রুক্মবর্ণ—গৌরবর্ণ"-পুরুষ যে স্বয়ংভগবান্, "ব্রহ্মযোনি"-শব্দই তাহার প্রমাণ। (ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, এক্ষণে আর এক প্রশ্ন দেখা দিতেছে। ২৩০-৩১ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা সত্ত্বেও রায়-রামানন্দ স্বীয় প্রেমের প্রভাবে প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন। যে কয়দিন প্রভুর সঙ্গে তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠি হইয়াছে, সেই কয়দিন তিনি স্বীয় প্রেম-প্রভাবে প্রভুকে চিনিতে পারিলেন না কেন? ইহার উত্তর ২।৮।১০২-৩ পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামীই দিয়াছেন। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন করে টলমল॥" প্রেম-প্রভাবে তখনও রামরায় প্রভুকে চিনিতে পারিতেন; কিন্তু চিনিলেই—প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইলেই—রামরায় আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তাহা হইলে আর আলোচনা চলিতনা। তাই প্রভুর বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—রায় যেন তখনও তাঁহাকে চিনিতে না পারেন। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কিরূপে তাঁহাকে চেনা যাইবে? মহাপ্রেমী রায়-রামানন্দের বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল-চিত্তদর্পণের সাক্ষাতে প্রভুর তত্ত্ব মাঝে মাঝে চপলা-চমকের ন্যায় ভাসিয়া উঠিতে চাহিত; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তাহা তাঁহার চিত্ত হইতে অপসারিত হইত; তাই আলোচনাও বন্ধ হইতনা। এক্ষণে সমস্ত আলোচনা শেষ হইয়াছে; বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; বিশেষতঃ স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া রায়-রামানন্দকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছাও হইয়াছে। তাই এখন আর তিনি রায়ের প্রেম-প্রভাবজনিত উপলব্ধিকে অপসারিত করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন না; তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রায়-রামানন্দকে সাধ্যতত্ত্বের চরমতম বিকাশময় রূপটীই দেখাইলেন। সাধ্যতত্ত্বের অবধির যে তত্ত্ব তিনি রায়ের মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন, এই রূপেতেই তাহাকে প্রভু মূর্ত্ত করিয়া দেখাইলেন।

প্রভু তারে হস্ত-স্পর্শে করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ॥ ২৩৫
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোনজন ॥ ২৩৬
মোর তত্ত্ব লীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥ ২৩৭
গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন ॥২৩৮
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজমাধুর্য্য-রস করি আস্বাদন ॥ ২৩৯
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্বমর্ম্ম ॥ ২৪০
গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুলচেষ্টা—লোকে উপহাস ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৩৫। **সন্ন্যাসীর বেশ**—প্রভুর সন্ন্যাসি-বেশ; রসরাজ-মহাভাব-রূপ এখন আর নাই।

২৩৮। **গৌর-অঙ্গ নহে মোর**—আমার অঙ্গ গৌরবর্ণ নহে। **রাধাঙ্গস্পর্শন**—গৌরাঙ্গী-শ্রীরাধা নিজ অঙ্গদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া, তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে আমার দেহ গৌরবর্ণ হইয়াছে।

গোপেন্দ্রসুতবিনা—শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

মহাপ্রভু রামানন্দ-রায়কে বলিলেন, "আমাকে তুমি গৌরবর্ণ দেখিতেছ, আমার বর্ণ বাস্তবিক গৌর নহে। তবে আমাকে গৌরবর্ণ দেখায় কেন তাহা বলি শুন। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতিঅঙ্গ দ্বারা আমার প্রতিঅঙ্গকে স্পর্শ করিয়া আছেন। তাই তাঁহার অঙ্গকান্তিতে আমাকে গৌরবর্ণ করিয়াছে। শ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।" ব্যঞ্জনা এই যে—"আমাকে যখন তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝিতে পার, আমি স্বরূপতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অঙ্গের সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও ছিলনা, যাহা গৌর নহে; সুতরাং শ্রীরাধা যে স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রাণবল্লভ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া—আলিঙ্গন করিয়া—আছেন, তাহাই রামানন্দকে প্রভু জানাইলেন। ব্রজলীলায় শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের "প্রতিঅঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।" স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রাখার জন্য ব্রজে শ্রীরাধার বাসনা হইয়াছিল; সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে—গৌর-লীলায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা পূরণের আনুকূল্য করিতে যাইয়া শ্রীরাধা নিজের বাসনাও পূর্ণ করিলেন। (ভূমিকায় "প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়", প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রভু বলিলেন—তিনি কেবল শ্রীরাধার কান্তিদ্বারাই আচ্ছাদিত নহেন; পরন্তু শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত, শ্রীরাধার অঙ্গের কান্তিই বাহিরে দেখা যাইতেছে।

প্রভু ভঙ্গীতে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

২৩৯। **তাঁর ভাবে**—শ্রীরাধার ভাবে। পূর্ব্ব পয়ারে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রতি-অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া গৌর হইয়াছেন। এই পয়ারে বলিলেন—তিনি শ্রীরাধার ভাবও গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবগ্রহণ করার উদ্দেশ্যও বলিলেন—স্বমাধুর্য্য-আস্বাদন করা, শ্রীরাধার ভাবব্যতীত যাহা অসম্ভব।

২৪১। **বাতুল**—পাগল। যাহা দেখিলে বা যাহা শুনিলে, তাহা কাহারও নিকটে বলিও না; শুনিলে লোকে ঠাট্টা করিবে—কারণ, আমার আচরণ তো পাগলের আচরণের তুল্যই (ইহা আবার প্রভুর দৈন্যোক্তি)।

অথবা, **আমার বাতুলচেষ্টা** ইত্যাদি—প্রভু নিজেকে পাগল বলিয়া আবার আত্মগোপন করিতেছেন বা ভক্তভাবে দৈন্য প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সরস্বতী প্রভুর দৈন্যোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, "বাতুলচেষ্টা"দির অন্য রূপ অর্থ করিতেছেন; তাহা এই—শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করায় প্রভু শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হইয়াছেন; প্রেমোন্মত্ত-লোকের আচরণও অজ্ঞ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ পাগলের আচরণ বলিয়াই মনে হয়। তাই

আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥ ২৪২
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ২৪৩
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল—তার না পাইল পার॥ ২৪৪
তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন-চিন্তামণি।
কেহো যেন পোঁতা কাহাঁ পায় এক খনি॥ ২৪৫
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম-বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায়॥ ২৪৬
আরদিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা—॥২৪৭
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাহাঁ আসিব অল্পকালে॥ ২৪৮
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ ২৪৯
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন॥ ২৫০
প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্।
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিলা প্রয়াণ॥ ২৫১
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত॥
প্রভুদর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত॥ ২৫২
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥ ২৫৩
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥ ২৫৪
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত তাতে খণ্ড প্রচুর॥ ২৫৫
রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥ ২৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রামানন্দ-রায়কে বলিলেন—"কাহারও নিকটে এসকল কথা বলিও না; কারণ, সাধারণ লোক এসব বিষয়ে অজ্ঞ—প্রেমের বা প্রেম-বিকারের মর্ম্ম জানে না, বুঝে না; তুমি এসকল কথা বলিলে—পাগলের আচরণ বলিয়া তাহারা প্রভুকে ঠাট্টা করিবে, তাহাতে অপরাধী হইয়া পড়িবে।"

২৪৫-৪৬। তাঁমা, কাঁসা, ইত্যাদি বস্তুর যেমন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব-পর্য্যন্ত সাধ্যবস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ।

পোঁতা—মাটীর নীচে রক্ষিত। **প্রভু রামরায়**—প্রভু এবং রামানন্দ-রায়।

২৪৮। **বিষয় ছাড়িয়া**—এই স্থানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া। রামানন্দ-রায় বিদ্যানগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন; রাজ-প্রতিনিধিত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাকে আদেশ করিলেন। **তাহাঁ**—নীলাচলে। **অল্পকালে**—অল্পকাল মধ্যে।

২৫১। **হনুমান**—শ্রীহনুমানের বিগ্রহ।

২৫২। **বিদ্যাপুরে**—বিদ্যানগরে। **নানামত লোক**—বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক। **বৈসে**—বাস করে।

২৫৩। **বিষয় ছাড়িয়া সকল**—সকল বৈষয়িক কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া।

২৫৪। **সহস্রবদন**—অনন্তদেব।

২৫৫-৫৬। **সহজে**—স্বভাবতঃ। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বা লীলা স্বভাবতঃই ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধের ন্যায় মধুর। তাতে রামানন্দ-রায়ের চরিত্র-রূপ উত্তম মিষ্টদ্রব্য মিশ্রিত হওয়াতে আরও মধুর হইয়াছে। তাহার উপর আবার ঐ সঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ কর্পূর মিশ্রিত করাতে অতি সুগন্ধি এবং উন্মাদনাময় হইয়াছে।

খণ্ড—খাঁড়; রাঢ়দেশ-প্রসিদ্ধ গুড়বিশেষ।

যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে—ইহা ছাড়িতে না পারে॥ ২৫৭
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে॥ ২৫৮
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে॥ ২৫৯
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর॥ ২৬০
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব—তারে মিলে এই ধন॥ ২৬১
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ২৬২
দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে॥ ২৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৬৪

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
রামানন্দরায়সঙ্গোৎসবো নাম
অষ্টমপরিচ্ছেদঃ॥

—০—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৭। **পিয়ে**—পান করে; এস্থলে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামানন্দ-রায়ের চরিত্র সম্বলিত শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করে। **লোভে**—লোভবশতঃ; এই লীলাশ্রবণের জন্য এতই লোভ জন্মে যে, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিলেও কেবল শুনিতেই ইচ্ছা করে—এমনই অপূর্ব্ব মধুরত্ব এই লীলার।

২৫৫—৬০ পয়ারে এই অষ্টম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যচরিতের কথাই বলা হইয়াছে।

২৫৮। **ইহার শ্রবণে**—শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত মিলন-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের যে চরিত্র, তাহা শুনিলে।

২৫৯। **চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব**—শ্রীচৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ, তিনি যে রসরাজ-মহাভাব, এই তত্ত্ব।

২৬৩। এই পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, শ্রীলস্বরূপ-দামোদরের কড়চাই তাহার ভিত্তি।